ভিডিও লেকচার মডিউল:

বাইবেলীয় ঈশ্বরতত্ত্ব

(Biblical Theology)

৩০টি বক্তৃতা

লেকচার উপস্থাপক: রবার্ট ডি. ম্যাককার্লে এম.ডিভ্.

The John Knox Institute
of Higher Education

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2019 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the Bengali Bible (O.V) by Bible Society of India.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Robert McCurley is the minister of the Gospel at Greenville Presbyterian Church in Greenville, SC, a congregation of the Free Church of Scotland (Continuing).
www.freechurchcontinuing.org

মডিউল

বাইবেলীয় ঈশ্বরতত্ত্ব

৩০টি বক্তৃতা

রবার্ট ডি. ম্যাককার্লে এম.ডিভ্.

পুরাতন নিয়ম থেকে ২১টি অধ্যায় **নতুন নিয়ম থেকে ৯টি অধ্যায়**

পুরাতন নিয়মের পাঠগুলি

1. ভূমিকা 1
2. সৃষ্টি. 7
3. পতন. 13
4. নোহ 19
5. অব্রাহাম 25
6. পিতৃপুরুষ - ১. 30
7. পিতৃপুরুষ - ২ 35
8. যাত্রাপুস্তক 40
9. সিনয় পর্বত 46
10. আবাসতাঁবু. 53
11. বলিদান 59
12. যাজকত্ব 65
13. উত্তরাধিকার 70
14. দায়ূদ. 75
15. গীতসংহিতা 79
16. শলোমন 84
17. মন্দির 89
18. রাজ্য 94
19. ভাববাদীগণ 99
20. নির্বাসন 105
21. পুনরুদ্ধার 110

নতুন নিয়মের পাঠগুলি

22. খ্রীষ্টের অবতরণ. 115
23. খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত. 121
24. পুনরুত্থান 126
25. পঞ্চাশত্তমী. 130
26. মণ্ডলী. 135
27. খ্রীষ্টের সাথে সংযোগ 141
28. প্রয়োগ 145
29. মিশন. 150
30. মহিমা 154

বক্তৃতা ১

ভূমিকা

লেকচারের বিষয়বস্তু:

সমস্ত বাইবেল প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এবং তাঁর অনুগ্রহের সুসমাচারের মধ্যে দিয়ে পরিত্রাণের বার্তা প্রকাশ করে। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের এই প্রকাশের উদ্ঘাটন পুরাতন ও নতুন নিয়মে উদ্ধারের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে খুঁজে বের করতে পারি।

পাঠ্য অংশ:

"পরে তিনি মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন...পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার সেই বাক্য এই, মোশির ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য পূর্ণ হইবে" (লূক ২৪:২৭,৪৪)।

বক্তৃতা ১ -এর অনুলিপি

কীভাবে আমরা পুরাতন নিয়ম ব্যাখ্যা করি ও প্রচার করি? কীভাবে পুরাতন নিয়ম নতুন নিয়মের সাথে সম্পর্কিত? এবং আরও নির্দিষ্টভাবে, কীভাবে পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্ট এবং তাঁর উদ্ধারের বার্তা ও সুসমাচারের সাথে সম্পর্কিত? সাম্প্রতিক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের কাছে পুরাতন নিয়মের কী প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে? এবং কোন-কোন প্রধান ধারণাগুলি সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, এবং কীভাবে সেইগুলি বর্তমানে আমাদের প্রতি প্রযোজ্য? এই পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হল আপনাকে বাইবেলের গভীর উপলব্ধি সহকারে সুসজ্জিত করা এবং ঈশ্বরের একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করা, যেমনটি তিনি শাস্ত্রের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তাই, আপনি যদি ঈশ্বরকে আরও ভালো ভাবে জানতে চান এবং আপনি যদি শাস্ত্রের বার্তাটিকে আরও ভালো ভাবে আপনার আয়ত্তে আনতে চান, তাহলে এই লেকচারগুলি আপনার জন্য উপকৃত হবে।

এই পাঠ্যক্রমটি একটি ভূমিকামূলক, সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এর উদ্দেশ্য হল আপনাকে একটি ভিত্তি প্রদান করা যার উপর আপনি বাইবেল সম্পর্কিত উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার সময়ে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন। আপনি একজন ব্যক্তিকে দিনের পর দিন ধরে মাছ দিয়ে যেতে পারেন, অথবা আপনি তাকে মাছ ধরার জন্য কিছু সরঞ্জাম দিতে পারেন ও তাকে মাছ ধরতে শেখাতে পারেন। এই পাঠ্যক্রমটি আপনাকে সেই সকল সরঞ্জামগুলি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে যে কীভাবে আপনি নিজে শাস্ত্রের ঈশ্বরতত্ত্বগুলি অধ্যয়ন করতে পারবেন। আজীবন এই অনুধাবনের জন্য আপনাকে নিজেকে সমর্পিত ও অঙ্গীকারবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু ভিত্তিমূল স্থাপন শুরু করার আগে, আমি আপনাকে একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিতে চাই যে কীভাবে এই পাঠ্যক্রমটি আপনাকে সাহায্য করতে পারে। ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ে, এবং এর সমান্তরাল অংশ, ২ বংশাবলি ৯ অধ্যায়ে, শিবা রাণী নামক একজন মহান সম্রাটের কথা পড়ি, যিনি এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শলোমন রাজার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিষয়গুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এই কাহিনী থেকে আমরা কী লাভ করতে পারি? এই কাহিনীটিকে বাইবেলের মধ্যে রাখার ঈশ্বরের কী উদ্দেশ্য ছিল? কীভাবে আমরা এর অর্থটিকে বুঝতে পারি, এবং কীভাবে এটি বর্তমানে আমাদের সাথে সম্পর্কস্থাপন করে? এই প্রকারের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই হল এই ক্লাসের লক্ষ্য। ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায় থেকে এই প্রশ্নটি আপনার মনের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে রাখুন। আমরা ফিরে এসে প্রথম লেকচারের শেষে এই প্রশ্নটির উত্তর প্রদান করবো।

বাইবেলীয় ঈশ্বরতত্ত্বের উপর এই পাঠ্যক্রমটির উদ্দেশ্য ও প্রসার আরও ভালো ভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের কিছু শব্দ ও পরিভাষাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার দ্বারা শুরু করতে হবে। এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে কী কী রয়েছে? আসুন, সবার

প্রথমে, আমরা "ঈশ্বরতত্ত্ব" শব্দটিকে বিবেচনা করি (এর অর্থ কী?) এবং তারপর "বাইবেলীয়" শব্দটির তাৎপর্য লক্ষ্য করবো, এবং তারপর এই দুটো শব্দকে একসঙ্গে রেখে এই পাঠ্যক্রমের প্রেক্ষাপটে অর্থ বের করার চেষ্টা করবো। তাই, সবার প্রথম, "ঈশ্বরতত্ত্ব" শব্দটি দেখি। সবচেয়ে সরল অর্থে, এর সংজ্ঞা হল ঈশ্বরের তত্ত্বকে অধ্যয়ন করা। এটি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়: ঈশ্বর কে? এবং তিনি আপনার জন্য কী করেছেন? আপনি হয়তো নিজের মনেই ভাবছেন, "এটা কি প্রয়োজন?" এই তত্ত্ব লাভ করা কি অপরিহার্য?" একজন লেখক এই ভাবে লিখেছেন, "ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার সময়ে যে বিষয়টি আপনার মনের মধ্যে আসে, সেটাই হল আপনার বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব"। ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শনের বিষয়টি বিবেচনা করুন। ঈশ্বর প্রধানত তাঁর নিজের মহিমা নিয়ে চিন্তা করেন, এবং তিনি তাঁর মহিমাকে মানবজাতির কাছে প্রকাশ করার বিষয়ে তৃপ্ত। বাইবেল ভিত্তিক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস হল ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা, ঈশ্বর কেন্দ্রিক একটি ধর্মীয় বিশ্বাস। সবকিছুর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ঈশ্বরের মহিমা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার ইতিহাসের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হল আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির বিবরণ থেকে শুরু করে, ঈশ্বরের মহিমাকে প্রদর্শন করা, যার বিষয়ে গীতরচক লিখেছেন, "আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে" (গীত ১৯:১)। সুতরাং, আদিপুস্তকের সূচনা থেকে শুরু করে, প্রকাশিত বাক্য ২১:২৩ পদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত, যেখানে আমরা পড়ি, "আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ"। মানুষ অস্তিত্বে রয়েছে ঈশ্বরের মহিমা করার জন্য।

ওয়েস্টমিনিস্টার শর্টার ক্যাটেকিসম -এর প্রথম প্রশ্নটি মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যটিকে ব্যাখ্যা করে। এটি বলে, "মানুষের প্রধান গন্তব্য কী? মানুষের প্রধান গন্তব্য হল ঈশ্বরের মহিমা করা ও চিরকাল ধরে তাঁকে উপভোগ করা"। বাইবেলে উদ্ধারের সমস্ত ইতিহাস জুড়ে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছে তাঁর মহিমাকে উদ্ঘাটন করেন, যা খ্রীষ্টের প্রথম আবির্ভাবে সমাপ্তি লাভ করে, এবং দেখবো যে এর পরেও আর কী কী আছে। সমস্ত পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রাধান্য হল ঈশ্বরকে জানা, এবং ঈশ্বর স্বয়ং এই কথাটি বলেছেন। যিরমিয় ভাববাদীর কথাটি শুনুন, "সদাপ্রভু এই কথা কহেন, জ্ঞানবান্ আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, বিক্রমী আপন বিক্রমের শ্লাঘা না করুক, ধনবান্ আপন ধনের শ্লাঘা না করুক। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে এই বিষয়ের শ্লাঘা করুক যে, সে বুঝিতে পারে ও আমার এই পরিচয় পাইয়াছে যে, আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া, বিচার ও ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করি, কারণ ঐ সকলে প্রীত, ইহা সদাপ্রভু কহেন" (যিরমিয় ৯:২৩-২৪)। তাই, এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার হল ঈশ্বরকে জানা। এটাই হল প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসীর সবচেয়ে বড় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা। আমরা এটি সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে লক্ষ্য করে থাকি।

আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিতে চাই। আপনি যদি মোশির উদাহরণটি দেখেন, মোশি কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "ভাল, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, আমি যেন তোমাকে জানিয়া তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্য আমাকে তোমার পথ সকল জ্ঞাত কর; এবং এই জাতি যে তোমার প্রজা, ইহা বিবেচনা কর" (যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৩)। এর পরেও তিনি বলেছেন, "তখন তিনি কহিলেন, বিনয় করি, তুমি আমাকে তোমার প্রতাপ দেখিতে দেও" (যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৮)। আমরা একই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে দায়ূদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করি। তার একটি গীতসংহিতায় তিনি বলেছেন, "সদাপ্রভুর কাছে আমি একটী বিষয় যাচ্ঞা করিয়াছি, তাহারই অন্বেষণ করিব, যেন জীবনের সমুদয় দিন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি", কেন? "সদাপ্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিবার ও তাঁহার মন্দিরে অনুসন্ধান করিবার জন্য" (গীত ২৭:৪)। আপনি যদি সরাসরি নতুন নিয়মে চলে জান, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট একই ধরণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়"। এই কথাটি রয়েছে যোহন ১৭:৩ পদে। অবশেষে, নতুন নিয়মে সাধু পৌলের কথাগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। তিনি আমাদেরকে তার আবেগ সম্বন্ধে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আর বাস্তবিক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি সকলই ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছি; তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ গণ্য করিতেছি" (ফিলিপীয় ৩:৮)। তিনি আরও বলেন, "যেন আমি তাঁহাকে, তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা জানিতে পারি, এইরূপে তাঁহার মৃত্যুর সমরূপ হই" (ফিলিপীয় ৩:১০)। সুতরাং, ঈশ্বরকে জানতে পারা হল আমাদের সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার।

আমাদেরকে এটাও বুঝতে হবে যে খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে ঈশ্বরের তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ও অন্তিম প্রকাশ। বাইবেল খ্রীষ্টকে সেই একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে দর্শায় যিনি "অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি" (কলসীয় ১:১৫) এবং, অন্যান্য স্থানে, "ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্ত্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন" (ইব্রীয় ১:৩)। তাই, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান খ্রীষ্টের জীবন ও কাজের মধ্যে তাঁর প্রকাশের সাথে জড়িত। তাই, ঈশ্বর-কেন্দ্রিক হওয়ার অর্থ হল খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক হওয়া। যোহন বলেছেন, "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ" (যোহন ১:১৪)। তিনি আরও বলেছেন, "ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন" (পদ ১৮)। কিছুক্ষণের মধ্যেই, আমরা আরও বেশি করে খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করবো এবং কোথায় তা পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা এটাও লক্ষ্য করবো যে ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের কিছু ব্যবহারিক পরিণতি রয়েছে। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের এই তত্ত্বজ্ঞান কোন পুঁথিগত

অথবা শুধুমাত্র একটি বুদ্ধিগত তত্ত্ব নয়। এর ব্যবহারিক পরিণতি রয়েছে। যেমন ১৭ শতাব্দীর ডাচ রিফরমড ঈশ্বরতত্ত্ববিদ, পেট্রাস ভ্যান ম্যাস্ট্রিচ বলেছেন, "ঈশ্বরতত্ত্ব হল খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করার একটি তত্ত্বজ্ঞান"। যখন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা বিশ্বাসে খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের মহিমার দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দৃশ্যটি সেই ব্যক্তিটিকে খ্রীষ্টের রূপে রূপান্তরিত করে। পৌল বলেছেন, "কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্ত্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি" (২ করিন্থীয় ৩:১৮)। আপনি একই ধরণের বিষয় ১ যোহন ৩:২-৩ পদে দেখতে পাবেন।

সুতরাং, ঈশ্বরতত্ত্ব, ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান, সহজাতভাবে ব্যবহারিক। এটি সুসমাচারের ফল, সুসমাচারের পবিত্রতার ফল, প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনে উৎপন্ন করে। সর্বোপরি, এটি আমাদের মহিমাময় ঈশ্বরের আরাধনা করতে পরিচালিত করে। তাঁকে দেখা এবং জানা, হল সর্বোপরি ভাবে তাঁর আরাধনা করা। তাই, ঈশ্বরতত্ত্ব বলতে আমরা কী বুঝি এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আমরা প্রথমে কিছু শিখি। কিন্তু তারপরে, দ্বিতীয়ত, আসুন একসাথে "বাইবেলীয়" শব্দটি বিবেচনা করি। আমাদের পাঠ্যক্রমের শিরোনাম হল "বাইবেলীয় ঈশ্বরতত্ত্ব"। বাইবেল ঈশ্বরের এই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে। সুতরাং, আমরা জানি যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্রের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন। বাইবেল হল ঈশ্বর সম্পর্কে ঈশ্বরের পুস্তক। এটি নিজের সম্পর্কে ঈশ্বরের পুস্তক। ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান এবং তাঁর পরিত্রাণের ব্যবস্থা ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষের সাথে যোগাযোগের উপর নির্ভর করে, যাকে আমরা "প্রকাশ" বলি। "প্রকাশ" মানে উন্মোচন করা, কোন কিছু উদ্ঘাটন করা। বাইবেল হারিয়ে যাওয়া মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের নিজের তত্ত্বজ্ঞানের উন্মোচন করেন। এটি অবশ্যই, সুসমাচার, ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলনের পথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ফলস্বরূপ, এই পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য কেন্দ্র হল বাইবেল অধ্যয়নের উপর। বাইবেলের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব রয়েছে কারণ এর লেখক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা, যেমনটি আমরা ২ তীমথিয় ৩:১৬ পদে দেখি। তাই, পবিত্র শাস্ত্রের সমস্ত ৬৬টি বইয়ের প্রতিটি শব্দ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, যার কোনও অংশেই কোন ত্রুটি থাকতে পারে না, এবং আমাদেরকে একটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে যে ঈশ্বর কে এবং তিনি তাঁর লোকেদের পরিত্রাণ নিশ্চিত করার জন্য কী করেছেন। যখন আমরা পড়ি যে কীভাবে এই উদ্ধার উদ্ঘাটিত হয়েছে, তখন আমরা এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ঈশ্বরের নিজস্ব নির্ভুল প্রকাশ সম্বন্ধে পড়ছি, কিন্তু এর অর্থ আমাদের সম্পূর্ণ বাইবেল জানতে হবে। ঈশ্বর কে তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাওয়ার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ বাইবেলের প্রয়োজন। বাইবেল আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত একটি অবিভাজ্য বইতে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, একীভূত বার্তা উপস্থাপন করে। এটি এক এবং একমাত্র পরিত্রাতা, যীশু খ্রীষ্টের সম্পর্কে এক গৌরবময় কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এক ঈশ্বর, পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, ঈশ্বরের এক জাতি, এই সমস্ত কিছু উপস্থাপন করে। তাই, সম্পূর্ণ বাইবেলটি হল খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের শাস্ত্র।

সম্ভবত আপনি জানেন যে বাইবেল শুরু হয় পুরাতন নিয়ম দিয়ে। বর্তমানে কিছু লোক আছে যারা মনে করে যে খ্রীষ্ট ও পরিত্রাণের বিষয়ে জানতে গেলে শুধুমাত্র নতুন নিয়ম জানাটাই যথেষ্ট। তারা হয়তো জানে যে পুরাতন নিয়ম কি বলে, কিন্তু তারা হয়তো জানে না যে এটি খ্রীষ্ট এবং সুসমাচারে কতটা পূর্ণ। আমাদের সম্পূর্ণ বাইবেল প্রয়োজন কারণ পুরাতন নিয়ম ছাড়া আমাদের কাছে খ্রীষ্টের অসম্পূর্ণ জ্ঞান থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ, বাস্তবে গীতসংহিতা পুস্তকে আমরা ক্রুশের উপর খ্রীষ্টের নিজের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি শিখি। আমরা মথি, মার্ক, লূক এবং যোহনের পুস্তকের চেয়ে গীতসংহিতায় এটি সম্পর্কে আরও বেশি শুনি। সর্বোপরি, বাইবেলের ছাড় ভাগের তিন ভাগ হল পুরাতন নিয়ম। ঈশ্বর শাস্ত্রে যা প্রদান করেছেন তার তিন চতুর্থাংশ ছাড়া কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। পুরাতন নিয়ম প্রয়োজন নতুন নিয়ম বোঝার জন্য, কারণ নতুন নিয়ম সমস্ত কিছুর পুনরাবৃত্তি করতে পারে না এবং করে না যা ইতিমধ্যে পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায়। সুতরাং, পুরাতন নিয়মকে সঠিকভাবে বোঝা আমাদের নতুন নিয়মকে ভুল বোঝার থেকে বাধা দেয়।

বাস্তবে, নতুন নিয়মে যখন কোন শাস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, তখন সেটা অধিকাংশ সময়ে পুরাতন নিয়মের দিকে উল্লেখ করে। পুরাতন নিয়ম ছিল সেই বাইবেল যা খ্রীষ্ট স্বয়ং এবং প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা, উভয় পড়তেন, মুখস্থ করতেন ও অধ্যয়ন করতেন, আর পরবর্তী সময়ে ঈশ্বর নতুন নিয়মকে এই শাস্ত্রের সাথে জুড়েছেন। যখন পৌল তীমথিয়কে বলেছিলেন, "আরও জান, তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সে সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান্ করিতে পারে" (২ তীমথিয় ৩:১৫), পুরাতন নিয়মের মধ্যে দিয়ে তীমথিয় খ্রীষ্টকে ও তাঁর পরিত্রাণ সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন। নতুন নিয়মকে বুঝতে পারার জন্য পুরাতন নিয়মের তত্ত্বজ্ঞান অপরিহার্য। নতুন নিয়ম অনুমান করে – এবং আপনি যদি করেন, তাহলে এটি পুরাতন নিয়মের উপর গড়ে ওঠে – পুরাতন নিয়মে খুঁজে পাওয়া সমস্ত বিষয়বস্তু, ও ভাষা ও শিক্ষাতত্ত্ব ও নীতি, এবং তার সাথে-সাথে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে। সুতরাং, নতুন নিয়ম পড়ার সময়ে, এটি কোন অবাক হওয়ার বিষয় নয় যে এটি আমাদের প্রায়ই মনে করিয়ে দেয়, ও দেখিয়ে দেয় পুরাতন নিয়মকে। কিন্তু একইভাবে, আমাদের নতুন নিয়মের প্রয়োজন যদি আমরা সঠিক ভাবে পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যা করতে চাই। তাই, যখন আমরা পুরাতন নিয়ম পড়ি তখন আমরা এটি সম্পূর্ণ রূপে নতুন নিয়মকে পূর্ণ করার আলোকে দেখে থাকি। এর গুরুত্ব আরও বেশি স্পষ্ট হবে যখন আমরা একসঙ্গে অধ্যয়ন করবো।

সম্পূর্ণ বাইবেল প্রয়োজন, এবং সম্পূর্ণ বাইবেল আমাদেরকে খ্রীষ্টেতে পরিত্রাণের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে, উভয় পুরাতন ও নতুন নিয়ম, আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত। অবশ্যই, সুসমাচার হল খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরের সাথে তাঁর লোকদের পুনর্মিলিত করার জন্য তিনি কী করেছেন, সেটির সুসংবাদ। উদাহরণ স্বরূপ, এটিকে আমরা সারাংশিত হতে দেখি হাইডেলবারগ ক্যাটেকিসম, প্রভুর দিন ১ এবং প্রশ্ন ২ -তে, যেখানে লেখা আছে, "কতগুলি বিষয় তোমার জন্য জানার প্রয়োজন আছে, যাতে তুমি এই আরাম উপভোগ করতে পারো, এবং আনন্দের সাথে জীবনযাপন করতে ও মারা যেতে পারো?" এর উত্তর হল, "তিনটি, প্রথমত, আমার পাপ ও অসহায়তা কতটা বিশাল; দ্বিতীয়, কীভাবে আমি আমার পাপ ও অসহায়তা থেকে উদ্ধার পেতে পারি; তৃতীয়, এই প্রকারের উদ্ধার পাওয়ার জন্য কীভাবে আমি ঈশ্বরের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারি"। সম্পূর্ণ বাইবেলের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সুসমাচার, উভয় পুরাতন ও নতুন নিয়মে। পৌল দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, "কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি...যিনি ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই জ্ঞানস্বরূপ"। প্রেরিত পৌল সম্পূর্ণ বাইবেল থেকে খ্রীষ্ট ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে প্রচার করেছিলেন।

এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যোহন ১৪, ১৫, এবং ১৬ অধ্যায়ে, আমরা শিখি যে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা হল খ্রীষ্টের বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ করা। পবিত্র আত্মার ভূমিকা হল পুত্রকে মহিমান্বিত করা, এবং তাই আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে আগ্রহী থাকতে হবে, আমাদেরকে উভয় পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্ট ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে প্রচার করার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। নতুন নিয়ম আমাদের শেখায় যে পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র হল ঈশ্বরের বাক্য খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচার সম্বন্ধে। পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যকে শুনুন। তিনি বলেছেন, "তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে; আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়" (যোহন ৫:৩৯)। কিন্তু এই একই শাস্ত্রাংশে, যীশু ফরীশীদের প্রশ্ন করে বলেছিলেন, "কারণ যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতে, কেননা আমারই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখায় যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমার কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিবে?" (৪৬-৪৭ পদ)। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পড়, আমরা তাঁকে ইম্মায়ূয়ের পথে চলতে-চলতে তাঁর দুইজন শিষ্যের সাথে কথা বলতে দেখেছি, এবং তাদের সাথে যীশুর সাক্ষাতের কথাগুলি আমরা পড়ি। সেখানে লেখা আছে, "পরে তিনি [অর্থাৎ যীশু] মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন" (লূক ২৪:২৭)। পরবর্তী সময়ে, একই শাস্ত্রাংশে (লূক ২৪), লেখা আছে, "পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার সেই বাক্য এই, মোশির ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য পূর্ণ হইবে" (পদ ৪৪)। সুতরাং, আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই পুরাতন নিয়মকে প্রেম করতে হবে।

পুরাতন নিয়ম শুধুমাত্র কয়েকটি আকর্ষণীয় কাহিনীর একটি সংকলন নয়, এবং এটিকে কয়েকটি নৈতিক পাঠের একটি তালিকা বলে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে না। এর প্রধান বিষয়বস্তু খ্রীষ্ট ও তাঁর পরিত্রাণের কাজকে ঘোষণা করে, যা তিনি তাঁর লোকেদের জন্য দিয়ে থাকেন, যা বর্তমানে প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর কাছে পুরাতন নিয়মের প্রাসঙ্গিকতাকে প্রদর্শন করে। উদাহরণ স্বরূপ, দেখুন কীভাবে পৌল পুরাতন নিয়ম ও খ্রীষ্ট এবং নতুন নিয়মের পরজাতীয় বিশ্বাসীদের মাঝে একটি সংযোগ তৈরি করেন। তিনি গালাতীয় মণ্ডলীকে বলেন, "আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী" (গালাতীয় ৩:২৯)। পরবর্তী লেকচারগুলিতে এই বিষয়টিকে আমরা আরও বিশ্লেষণ করবো। এই ক্ষেত্রেই পিতর কী বলেছিলেন তা ভাবুন। তিনি বলেছেন, "সেই পরিত্রাণের বিষয় ভাববাদিগণ সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহের বিষয়ে ভাববাণী বলিতেন। তাঁহারা এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেন, খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্ত্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা আপনাদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য ঐ সকল বিষয়ের পরিচারক ছিলেন; সেই সকল বিষয় যাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা এখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা গিয়াছে; আর স্বর্গদূতেরা হেঁট হইয়া তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন" (১ পিতর ১:১০-১২)।

কিছুক্ষণ এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা যদি নিজে থেকে নিষ্ঠার সাথে সেই পরিত্রাণের সময়কাল নিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন, যা খ্রীষ্টেতে পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের কতটা না বেশি পুরাতন নিয়মের অধ্যয়ন করা উচিৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ সম্বন্ধে জানার জন্য, বিশেষ ভাবে এখন যখন আমরা সেইগুলিকে নতুন নিয়মের পূর্ণতার আলোকে পড়তে পারি? মহান প্রটেস্টান্ট রিফরমার, মার্টিন লুথার, সঠিক ভাবে এই সারাংশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সুতরাং, যে ব্যক্তি সঠিক ভাবে ও উপকৃত হওয়ার জন্য শাস্ত্র পড়বে, সে যেন সুনিশ্চিত করে যে সে সেই শাস্ত্রে খ্রীষ্টকে খুঁজে পেয়েছে। তাহলে সে অব্যর্থ ভাবে অনন্ত জীবন পাবে। অপর দিকে, আমি যদি মোশির ও ভাববাদীদের লেখাগুলিকে অধ্যয়ন না করি ও বুঝতে না পারি, যে খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন আমার পরিত্রাণের নিমিত্তে, মানুষ হলেন, কষ্টভোগ করলেন, মারা গেলেন, পুনরুত্থিত হলেন এবং স্বর্গে নিত হলেন, এবং আমি যদি তাঁর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার বিষয়টিকে, আমার সকল পাপের ক্ষমাকে, অনুগ্রহকে, ধার্মিকতাকে ও অনন্ত জীবনকে উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে আমার শাস্ত্রপাঠ আমার পরিত্রাণে কোন ভাবেই সাহায্য করবে না"। এটাই আমাদের অন্তিম প্রধান বিষয়ে নিয়ে আসে

– "বাইবেলীয়", এবং এটি এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আমাদের উদ্ধার সম্বন্ধে বাইবেলীয় ইতিহাস নিয়ে এক মুহূর্তের জন্য ভাবতে হবে। ঈশ্বর একযোগে তাঁর প্রকাশের চূড়ান্ত বিষয়টি প্রকাশ করেননি। তিনি আদিপুস্তক থেকে শুরু করে, সুসমাচার থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত বাইবেলের ইতিহাস জুড়ে ধারাবাহিক সময়ের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন উদ্ধারের ইতিহাসের মাধ্যমে, কেবল একটিমাত্র বৃহৎ কর্মের মাধ্যমে নয়। উদ্ধারের ইতিহাস, বা যাকে আমরা পরিত্রাণের ইতিহাস বলতে পারি, তা হল খ্রীষ্টে তাঁর লোকেদের উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার ক্রমশ উদ্ঘাটন, আদিপুস্তক থেকে শুরু করে এবং ঐতিহাসিক কাজগুলির অগ্রগতির মাধ্যমে, যা খ্রীষ্টের আগমন এবং নতুন নিয়মের পূর্ণ আলোর দিকে পরিচালিত করে তাঁর ব্যক্তি এবং তাঁর কাজের ব্যাখ্যা। ঠিক ঈশ্বর যেমন শাস্ত্রের লেখক, তেমনি ঈশ্বরও সার্বভৌম যিনি বাইবেলে লিপিবদ্ধ ইতিহাসের আদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। ইতিহাস হল তাঁর গল্প। আমাদের কাছে বাস্তব এবং সত্য ঘটনার একটি অনুপ্রাণিত রেকর্ড রয়েছে যেখানে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

ঈশ্বরের পরিত্রাণের উদ্ঘাটন কালানুক্রমিকভাবে বৃহত্তর এবং আরও বৃহত্তর ভাবে স্পষ্টতার সাথে উন্মোচিত হয়েছে, আরও পূর্ণতা সহকারে একটি সময়কাল ধরে, যা সম্পূর্ণ বাইবেল জুড়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের জন্য এর অর্থ কি? এর অর্থ হল যে আমাদের যে কোনও প্রদত্ত অনুচ্ছেদ বা কোনও প্রদত্ত বাইবেলের কাহিনীকে সামগ্রিকভাবে শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বার্তার সাথে সম্পর্কিত করতে হবে। আমাদের অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তি এবং কাজের সাথে পুরাতন নিয়মের সমস্ত অংশের সম্পর্ক, আর এর পরিণাম হিসেবে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সাথে এর সম্পর্ককে দেখতে হবে। সুতরাং, এই পাঠ্যক্রমটি বাইবেলের উদ্ধারের ইতিহাস, খ্রীষ্টে ঈশ্বরের উদ্ঘাটন এবং সমগ্র বাইবেলের মাধ্যমে তাঁর পরিত্রাণের অধ্যয়ন করে। আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে, খ্রীষ্টের মধ্যে প্রকাশিত ঈশ্বর সম্বন্ধে এবং খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদেরকে তাদের পাপ থেকে বাঁচানোর জন্য কী করেছিলেন সে সম্পর্কে শিখি।

কিন্তু এখন, আসুন ১ রাজাবলি ১০ এবং ২ বংশাবলি ৯ অধ্যায়ে শিবা রানী এবং শলোমনের মধ্যে সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নগুলিতে ফিরে যাই কারণ এটি আমাদের ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে যে আমরা ঈশ্বরতত্ত্ব এবং বাইবেল এবং ইতিহাস সম্পর্কে যা কিছু বলেছি তা কীভাবে এই নির্দিষ্ট উদাহরণে প্রযোজ্য। শিবা রাণী এবং শলোমনের এই গল্প থেকে আমরা কী করব? বাইবেলে এটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী ছিল? আমরা কিভাবে এর বার্তা বুঝতে পারি? এটি কিভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কিত? শিবা রাণী এবং রাজা শলোমন কীভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কিত? আমরা এই লেকচারে যাকিছু শিখেছি তা প্রয়োগ করে, অন্যান্য শাস্ত্রাংশগুলি এটিকে খুলতে সাহায্য করে এবং দেখায় যে এটি কীভাবে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কিত এবং এই ভাবে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সাথে। এই উদাহরণটি দেখায় যে এই পাঠ্যক্রমটি কীভাবে আপনার বাইবেল অধ্যয়ন করার জন্য আপনাকে সাহায্য করবে।

সুতরাং, আপনি যদি ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ে ফিরে যান, শিবা রাণী রাজা শলোমনের খ্যাতি সম্বন্ধে দূর থেকে শুনেছিলেন। তিনি যিরূশালেমে এসেছিলেন। তিনি তার প্রজ্ঞা নিজের চোখে দেখেছিলেন। তিনি তার প্রশ্নের উত্তর রাজার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি তার বাড়ি, খাওয়া-দাওয়া এবং তার সমস্ত প্রাচুর্য দেখেছিলেন। তিনি রাজার দাসদের উপর আশীর্বাদ দেখেছিলেন, এবং তিনি সদাপ্রভুর ভবন দেখেছিলেন। কিন্তু ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ে রাণীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন। আপনি যদি ৫ পদের শেষে দেখেন, সেখানে লেখা আছে, "এই সকল দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন"। ইংরাজি বাইবেলে লেখা আছে "spirit", যেটাকে ইব্রীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয় "নিঃশ্বাস", যে নিঃশ্বাস আমাদের নাসিকা দিয়ে বাহির হয়। আরেক কথায়, ১ রাজাবলি ১০:৫ পদে, যেটা বলতে চাওয়া হয়েছে, সেটা হল যে রাণী শলোমনের সবকিছু দেখে, শলোমন থেকে যা কিছু শুনেছেন, সেই সবকিছু তাকে হতজ্ঞান করেছিল। আপনি যদি আরও পড়তে থাকেন, ৭ পদে লেখা আছে, "কিন্তু" (রাণী এই কথাগুলি বলেন)। "কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া স্বচক্ষে না দেখিলাম, তাবৎ সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই; আর দেখুন, অর্দ্ধেকও আমাকে বলা হয় নাই; আমি যে খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আপনার জ্ঞান ও মঙ্গল অধিক", রাণী বললেন। সুতরাং, ৮ পদে লেখা আছে, "ধন্য আপনার এই দাসেরা"। ৯ পদে লেখা আছে, "ধন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি আপনাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসাইবার জন্য আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে চিরকাল প্রেম করেন, এই জন্য বিচার ও ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে আপনাকে রাজা করিয়াছেন"।

সুতরাং, আপনি দেখতে পেলেন যে এটি কোন বিচ্যুত কাহিনী নয়। এটি ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনার বৃহৎ প্রেক্ষাপটের মধ্যে নিজেকে রাখে। সেই কারণে, আমাদেরকে বিন্দুগুলিকে জুড়তে হবে যদি আমরা সম্পূর্ণ বাইবেল থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে চাই। তাই, আমরা শুরু করি দায়ূদকে করা ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে দায়ূদের বংশধর চিরকালের জন্য তাঁর সিংহাসনের উপর রাজত্ব করবেন। এই পাঠ্যক্রমে, পরবর্তী সময়ে আমরা এটি নিয়ে আরও আলোচনা করবো, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করেছিল খ্রীষ্টেতে। উদাহরণ স্বরূপ, যিশাইয় ১১:১ পদে, আমরা খ্রীষ্টের সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাই। সেখানে লেখা আছে, "আর যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন, ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান করিবেন"। এখন আপনি নতুন নিয়মের পৃষ্ঠা খুলুন, এবং সেখানে বাইবেলের অন্তিম দিকে, প্রকাশিত বাক্য ২২ অধ্যায়ে খ্রীষ্ট নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, "আমি দায়ূদের মূল ও বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র"

(প্রকাশিত বাক্য ২২:১৬)। স্মরণ করুন সেই ঘটনাটি, যেখানে স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। সেখানে আমাদের বলা হয়েছে, "তিনি মহান্ হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন" (লূক ১:৩২)। পরবর্তী সময়ে, পঞ্চাশত্তমির দিনে প্রচার করার সময়ে বলেছিলেন, "ভ্রাতৃগণ, সেই পিতৃকুলপতি দায়ূদের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং কবরপ্রাপ্তও হইয়াছেন, আর তাঁহার কবর আজ পর্য্যন্ত আমাদের নিকটে রহিয়াছে। ভাল, তিনি ভাববাদী ছিলেন, এবং জানিতেন, ঈশ্বর দিব্যপূর্ব্বক তাঁহার কাছে এই শপথ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসজাত এক জনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন" (প্রেরিত্ ২:২৯-৩০)। আমরা এটি নতুন নিয়মে বারংবার দেখতে থাকবো।

রোমীয় ১ অধ্যায়ে রোমীয়দের উদ্দেশ্যে পৌল এই বিষয়টি সম্বন্ধে লিখেছিলেন। সেই কারণে, শলোমন ছিলেন দায়ূদের পুত্র এবং তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, কিন্তু শলোমন দায়ূদের সেই মহান বংশধরের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যিনি আসতে চলেছিলেন: প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি হয়ে উঠবেন রাজাদের রাজে, এবং যার অনন্তকালীন রাজ্য অন্যান্য সকল রাজ্যের ঊর্ধ্বে উঠবে। শলোমনের শান্তির রাজত্ব শান্তির রাজের রাজত্বের কাছে চাপা পড়ে যাবে। আপনি এটিকে গীতসংহিতা ৭২ অধ্যায়ের সাথে তুলনা করুন। এই গীতের শিরোনাম হল "শলোমনের গীত"। আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই গীতে শিবা রাণীর উল্লেখ আছে ১০ ও ১৫ পদে, কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে এই গীতটি খ্রীষ্টের মহিমাময় রাজত্ব এবং খ্রীষ্টের আগত রাজ্যের মধ্যে দিয়ে এর পূর্ণতার দিকে ইঙ্গিত করছে, যেটা, সেই গীতের শব্দগুলির কথায়, "তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিবেন" (৮ পদ)। ১৭-১৯ পদে, এই গীতের শেষে, খ্রীষ্টের একটি রোমাঞ্চকর বর্ণনা পড়ুন, যেখানে এই কথাগুলি লেখা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, "তাঁহার গৌরবান্বিত নাম অনন্তকাল ধন্য; তাঁহার গৌরবে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক। আমেন, আমেন"।

এখন যখন আমরা নতুন নিয়মে ফিরি, এই সমস্ত কিছু এখানে একসঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। খ্রীষ্ট স্বয়ং এই কথাগুলি বলেছেন, "দক্ষিণ দেশের রাণী", অর্থাৎ শিবা রাণীর কথা বলে হয়েছে। "দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন", কেন? "কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন; আর দেখ, শলোমন হইতেও মহান্ এক ব্যক্তি এখানে আছেন" (লূক ১১:৩১), এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং, এটি হল উদ্ধারের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা। সম্পূর্ণ বাইবেল হল খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের প্রকাশ এবং সুসমাচার ও পরিত্রাণের বার্তা। তাহলে, শাস্ত্রের বাকি অংশ থেকে তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করে এবং বাইবেলের ইতিহাসে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের বৃহৎ চিত্রটিকে দৃষ্টির সামনে রেখে, আমরা ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ে ফিরে যাই। আর যখন আমরা ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ে ফিরে যাই, আমরা খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্যের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার আশা নিয়ে ফিরে যাই। আমরা যেন অবশ্যই ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায়ের অংশটি পড়ি, এবং সুসমাচারের পরিচর্যাকারীরা যেন অবশ্যই এই অংশটি প্রচার করে আত্মিক বাস্তবিকতার আলোকে।

ঈশ্বর আমাদের শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, খ্রীষ্ট যীশুকে দিয়েছেন, যাঁর মধ্যে শলোমনের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান ও জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার লুকিয়ে আছে। আমাদের, তাঁর সৃষ্টি হিসেবে, তাঁর জ্ঞান শুনতে যেমন তাঁর বাক্যে পাওয়া যায়, এবং তাঁর ব্যক্তি এবং তাঁর রাজ্যের মহিমা দেখতে এবং জানতে অনেক দূর থেকে আসতে হবে। আমরা যদি তা করি, তাহলে এটি সত্যিই আমাদের হতজ্ঞান করবে। অবশেষে, যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা এই রাজাকে দেখতে, ত্রাণকর্তাকে দেখতে স্বর্গে পৌঁছবে, তখন আমরা শিবা রাণীর সাথে বলব যে অর্ধেকটা আমাদের বলা হয়নি, যেহেতু তিনি, খ্রীষ্ট, আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা অতিক্রম করবেন। সুতরাং, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য, এই রাজার সেবক হওয়া সবচেয়ে আশীর্বাদপূর্ণ এবং সবচেয়ে সুখী পদ এবং পেশা। খ্রীষ্টকে তাঁর সিংহাসনে বসানোর জন্য এবং তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা করা উচিত। আপনি কি এটি দেখতে পাচ্ছেন? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে ১ রাজাবলি সম্পূর্ণ ভাবে খ্রীষ্টের বিষয়ে বলে? সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর মুক্তি সম্পর্কে বলে? তাঁর রাজ্য এবং তাঁর লোকেদের জন্য প্রবাহিত আশীর্বাদ সম্পর্কে সমস্ত কিছু বলে? সুতরাং, এটি আজকের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের জন্য অতিরিক্ত ভাবে প্রাসঙ্গিক। আমি এই বক্তৃতার শুরুতে যেমন বলেছিলাম, এই পাঠ্যক্রমটি আমাদের বাইবেল অধ্যয়নে আমাদের সাহায্য করতে কী প্রদান করে, তা বোঝানোর জন্য এটি একটি উদাহরণ। এই বক্তৃতাগুলির বাকি অংশে, উদ্ধারের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে গমন করতে-করতে আমরা বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্বকে অন্বেষণ করবো, আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়গুলি দিয়ে শুরু করে এবং প্রকাশিত বাক্যের অধ্যায় ২১ এবং ২২-এ ইতিহাসের আসন্ন সমাপ্তির সাথে শেষ করবো।

বক্তৃতা ২

সৃষ্টি

লেকচারের বিষয়বস্তু:

সৃষ্টির কাজে, ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করার একটি ভিত্তিমূল প্রদান করেন এবং আমাদেরকে প্রস্তুত করেন খ্রীষ্টেতে নতুন সৃষ্টির মহান প্রতাপের জন্য।

পাঠ্য অংশ:

"সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে; আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে।" (কলসীয় ১:১৬-১৭)।

বক্তৃতা ২ -এর অনুলিপি

আপনি যদি একটি অট্টালিকা নির্মাণ করতে চান, আপনাকে প্রথমে একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। অট্টালিকা যত উঁচু হবে, ভিত্তি তত বেশি দৃঢ়কায় হতে হবে। বাইবেলের সূচনা পরবর্তী সমস্ত কিছুর জন্য এক ভিত্তিমূল প্রদান করে। অতএব, বাইবেলের অবশিষ্টাংশ বোঝার জন্য আপনাকে অবশ্যই আদিপুস্তকের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ের ঈশ্বরতত্ত্বকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। আমার সাথে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে ভাবুন। আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে খ্রীষ্ট কোথায়? পাপের প্রবেশের আগে জগৎ কীভাবে পাপ থেকে পরিত্রাণের পথ প্রস্তুত করে? মানুষ কে? এবং ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তি কি? কিভাবে বাইবেলের প্রথম পুস্তক, আদিপুস্তক, বাইবেলের শেষ পুস্তক, প্রকাশিত বাক্যের সাথে সম্পর্কিত? এবং কিভাবে আদিপুস্তকের ঈশ্বরতত্ত্ব বাইবেলের বাকি অংশ জুড়ে বোনা হয়েছে? এই বক্তৃতায়, আমরা আদিপুস্তক ১ এবং ২-এ পাপের আগে বিশ্ব সম্পর্কে ঈশ্বর আমাদের কাছে কী প্রকাশ করেন তা অন্বেষণ করব। আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে, তারপর ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং অবশেষে, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ঈশ্বরের সাথে মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্যের সম্পর্কে শিখবো।

তাই প্রথমত, ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে কী প্রকাশ করেন? আপনি যদি আদিপুস্তক ১:১ পদে আপনার বাইবেল খোলেন, আপনি দেখতে পাবেন যে বাইবেল স্বয়ং ঈশ্বরের সাথে শুরু হয় – 'আদিতে ঈশ্বর'। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ আমরা যেমন প্রথম বক্তৃতায় দেখেছি, বাইবেল হল তাঁর নিজের সম্পর্কে ঈশ্বরের বই, তাঁর নিজের মহিমার প্রকাশ। আমরা প্রথম পদ থেকে দেখতে পাই যে ঈশ্বর শুরুর আগে থেকেই ছিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বর চিরন্তন। এখন, আপনি যখন অনন্তকালের কথা চিন্তা করেন, তখন ভাববেন না যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল ধরে, হয়তো অতীতে অনন্তকালীন দীর্ঘ সময় ধরে, এবং ভবিষ্যতে অনন্তকালীন দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ছিল। না, এটি তার চেয়েও বেশি। ঈশ্বর অনন্তকালীন। তার মানে তিনি আসলে সময়ের বাইরে, সময় এবং স্থানের বাইরে। তিনি সময় এবং স্থান সৃষ্টি করেছেন এবং তা অস্তিত্বে এনেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হওয়ার আগে, শুধুমাত্র ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরের মধ্যে তিন ব্যক্তির একটি নিখুঁত সহভাগীতা অস্তিত্বে ছিল। আপনি ঈশ্বরের যেকোনো গুণ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর প্রেম সম্পর্কে চিন্তা করুন। ঈশ্বর যখন এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সময় থেকে তিনি প্রেমময় হয়ে উঠতে শুরু করেননি।

ঈশ্বর অনন্তকাল থেকেই প্রেম। এটাই তাঁর পরিচয়, তাঁর কোন কাজ নয়। আর সেই প্রেম চিরন্তনভাবে ত্রিত্ব ঈশ্বরের ব্যক্তিদের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছিল। আমরা আরও দেখি যে ঈশ্বর সার্বভৌমভাবে সৃষ্টির কাজকে আদেশ করেছেন। এখন, সৃষ্টির কাজকে আদেশ করেছেন বলতে আমরা কী বুঝি? প্রশ্ন ৭-এর সংক্ষিপ্ত ক্যাটিকিজম এখানে আমাদের সাহায্য করে। এটি বলে, "ঈশ্বরের আদেশগুলি হল তাঁর চিরন্তন উদ্দেশ্য, তাঁর ইচ্ছার পরামর্শ অনুসারে, তাঁর নিজের গৌরবের জন্য, যা ঘটবে তা তিনি পূর্বনির্ধারিত করেছেন"। আমরা বাইবেলের প্রথম পদ থেকে দেখতে পাই যে ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা রয়েছে এবং তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছু ঘটান। আমরা ঈশ্বর কেমন: তাঁর গুণাবলী সম্পর্কেও শিখি। আমরা

ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে তিনি চিরন্তন, এবং আমরা উল্লেখ করেছি যে তিনি সার্বভৌম। তিনি সব কিছুর আদেশ দেন। আমরা আর কী-কী দেখি? আমি আপনাদের আরও কিছু উদাহরণ দিতে চাই। আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শূন্য থেকে অস্তিত্বে আনার মধ্যে তাঁর শক্তিকে দেখতে পাই। রোমীয় ১:২০ পদে, পৌল এটি উল্লেখ করেছেন, "ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই"।

আমরা এটাও শিখি যে ঈশ্বর উত্তম। আপনি প্রথম অধ্যায়ে পুনরাবৃত্তি করা এই কথাটি দেখতে পাবেন: "এবং ঈশ্বর দেখলেন যে এটি উত্তম"। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা উত্তম কারণ তিনি উত্তম। আমরা তাঁর প্রজ্ঞাকেও দেখতে পাই: সৃষ্টির সমস্ত জটিলতাগুলি প্রদর্শন করা হয়েছে। আপনি যদি যিশাইয় ৪০ অধ্যায় পাঠ করেন সেখানে আপনি এটি স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাবেন। কিন্তু ত্রিত্ব ঈশ্বর সম্পর্কে কী বলবেন? যাইহোক, ত্রিত্ব ঈশ্বর ধারণাটি একটি মৌলিক শিক্ষাতত্ত্ব, এবং এটি এমন একটি শিক্ষাতত্ত্ব যার বাস্তবিক পরিণতি রয়েছে। প্রার্থনার চেয়ে একজন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর জীবনে আর কী ব্যবহারিক হতে পারে? কিন্তু তবুও, প্রার্থনায় আমরা ত্রিত্ব ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্বের, স্বয়ং ত্রিত্ব ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি। আমরা পবিত্র আত্মার সাহায্যে পুত্রের মাধ্যমে পিতার কাছে প্রার্থনা করি। কেউ কেউ যা মনে করেন তার বিপরীতে, ত্রিত্ব ঈশ্বরের শিক্ষাতত্ত্ব নতুন নিয়মে শুরু হয় না। আমরা এটিকে সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়ম জুড়ে খুঁজে পাই, আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়েও, যদিও অবশ্যই আমাদের নতুন নিয়মে এটির একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে। তাই, উদাহরণস্বরূপ, আদিপুস্তক ১:২৬ পদে ঈশ্বরের বিষয়ে সর্বনামগুলি দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই: "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি"। এখানে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়েরই প্রথম তিনটি পদের মধ্যেই আমরা এটি দেখতে পাই।

প্রথম পদেই ঈশ্বর পিতার উল্লেখ রয়েছে; দ্বিতীয় পদে পবিত্র আত্মার। লেখা আছে, "আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন"। তিন পদে আমরা পুত্রের উল্লেখ দেখতে পাই: "ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক"। অবশ্যই, খ্রীষ্ট হলেন সেই অনন্তকালীন বাক্য। এখন হয়তো আপনি মনের মধ্যে ভাবতে পারেন যে এখানে খ্রীষ্টকে নিযুক্ত করা কি আমাদের জন্য সঠিক হবে? আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের শুরুর কথাগুলির উপর নতুন নিয়ম আরও কিছুটা আলোকপাত করে। লক্ষ্য করবেন যে যোহন লিখিত সুসমাচারের শুরুর শব্দগুলি কীভাবে আদিপুস্তক ১:১ পদের শব্দগুলির মতো প্রায়ই সমান, কিন্তু যোহন লিখিত সুসমাচারে, "খ্রীষ্টের" স্থানে "বাক্য" দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে লেখা আছে, "আদিতে বাক্য ছিল"। এটি আদিপুস্তকের প্রথম পদেই খ্রীষ্টকে বসায়। যোহনে আরও লেখা আছে, "আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সাথে ছিল, আর বাক্য ঈশ্বর ছিল। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই"। খ্রীষ্ট, যিনি হলেন অনন্তকালীন পুত্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাঁর মুখের কথায় অস্তিত্বে এনেছিলেন। আপনি যদি সুসমাচারে লক্ষ্য করেন, একটি ঘটনাতে আপনি লক্ষ্য করবেন যে কীভাবে তিনি তাঁর মুখের আদেশের দ্বারা বায়ু ও ঢেউকে থামিয়েছিলেন। তিনি শুধু বলেছিলেন, "নীরব হও, স্থির হও" (মার্ক ৪:৩৯)।

আচ্ছা, কে এই কাজ করতে পারে? কে এটি করতে পারে? তাদের সৃষ্টিকর্তা, বাতাস এবং ঢেউয়ের সৃষ্টিকর্তা, যিনি তাঁর মুখের আদেশ দ্বারা তাদের অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি এটি করতে পারেন। পৌল বিষয়টিকে আরও জোর দিয়ে বলেছেন যখন তিনি লেখেন, "কেননা তাঁহাতেই", অর্থাৎ, খ্রীষ্টের দ্বারা, "সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে; আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে"। (কলসীয় ১:১৬-১৭)। লক্ষ্য করুন যে পাঠ্যটি বলেনি যে অধিকাংশ জিনিস। খ্রীষ্ট সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমস্ত কিছুর পূর্বে ছিলেন এবং তাঁর দ্বারাই সমস্ত কিছু গঠিত হয়; এবং তাঁর জন্য, অন্য কিছু অথবা অন্য কারো জন্য নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য, এই সমস্ত কিছু অস্তিত্বে রয়েছে। সুতরাং আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে খ্রীষ্ট সর্বপ্রথম আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে আবির্ভূত হন, মথি লিখিত সুসমাচারে নয়। এটি খ্রীষ্টের জগৎ। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরবর্তী সময়ে তাঁর অবতারণের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারেন, যেন তিনি এটিকে উদ্ধার করেন এবং শুরুতে যেমন ছিল, তার চেয়েও বেশি উন্নত করে তোলেন, যেমন আমরা এই বক্তৃতার শেষের দিকে দেখতে পাব। আপনার ঈশ্বরের কাজগুলিও বিবেচনা করা উচিত, কারণ আদিপুস্তক ১ এবং ২ অধ্যায়ে, আমরা এটাও শিখি যে ঈশ্বর কাজ করেন।

তিনি তাঁর নিজের বিষয়ে বিষয়গুলি প্রকাশ করেন তাঁর কাজ, তিনি যা কিছু করেন, তার মধ্যে দিয়ে। এখন, এটি শাস্ত্রের অধ্যায়নের বাকি অংশের জন্য প্রত্যাশাকে স্থির করে। ঈশ্বর নিজেকে তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন। আদিপুস্তক ১ অধ্যায় আমাদের শেখায় যে আমরা যেন ইতিহাসের, বাইবেলের ইতিহাসের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশগুলিকে অন্বেষণ করি। বাইবেলের বাকি অংশের উপর আমাদের ভবিষ্যতের বক্তৃতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ঈশ্বর নিজেকে তাঁর বাক্য ও কাজ, উভয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁর বাক্য ও কাজ সর্বদা একসঙ্গে চলে। আপনি এখানে লক্ষ্য করেছেন যে ঈশ্বর মুখে বললেন, এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল, আবার ৩ পদে লেখা আছে, "ঈশ্বর কহিলেন"। গীতসংহিতা ৩৩:৬ এবং ৯ পদে, আমরা পড়ি, "আকাশমণ্ডল নির্ম্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে...তিনি কথা কহিলেন, আর উৎপত্তি হইল, তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল"। সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের কাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করুন। আমরা শিখেছি যে বস্তু, এই পৃথিবীর পার্থিব বিষয়গুলি, অনন্তকালীন নয়। এটি সৃষ্টির

সময়ে অস্তিত্বে এসেছে। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে এই পার্থিব জগত শুন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। "শুন্য" শব্দটির অর্থ হল "অন্য কিছু নয়"। তিনি এই জগতটিকে একটি দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা স্মরণে রেখে সৃষ্টি করেছিলেন। এটি দ্বারা আমি কী বলতে চাইছি?

আমরা পড়ি যে তিনি পাখীদের সৃষ্টি করেছেন, বাগানের সবরকমের ফুলগুলি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মাঠের মেষগুলিকে, এবং ইত্যাদি প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুরু থেকেই এই সমস্ত কিছু করেছেন, কারণ তিনি এই সমস্ত কিছু ব্যবহার করে আমাদেরকে আত্মিক পাঠ শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা করেন। পরবর্তী সময়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলবেন, "পাখীদের দিকে দেখো, কীভাবে ঈশ্বর তাদের খাদ্য যোগান দেন। বাগানের লিলি ফুলগুলি দেখো, কীভাবে ঈশ্বর সেই বাগানটিকে সুসজ্জিত করেন"। তিনি তাঁর লোকেদের তাঁর মেষ বলে ডেকেছেন। এমন নয় যে প্রভু যীশু সৃষ্টির এই নির্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে একের পর এক শিক্ষা বের করছিলেন। না, শুরু থেকেই, তিনি এইগুলিকে সৃষ্টি করেছিলেন আমাদেরকে কিছু আত্মিক শিক্ষা শেখানোর জন্য। আমরা এটাও দেখেছি যে খ্রীষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ছয়টি সাধারণ দিনে সৃষ্টি করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। বাস্তবে, এই বিষয়ে আমরা গীতসংহিতা ১০৪ অধ্যায়ে একটি সুন্দর বর্ণনা দেখতে পাই। তিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সাধারণ ছয়টি দিনে সৃষ্টি করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। কয়েকটি কারণের জন্যই আমরা জানি যে তা হয়েছে। আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে "দিন" শব্দটি ক্ষেত্রে সকাল ও রাত শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে, আর তাই, এর একটি সময়সীমা বেধে দিয়েছিলেন। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে "দিন" শব্দটি চতুর্থ দিনে ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা সূর্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সময়কালকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হল একটি সাধারণ দিন। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে প্রত্যেকবার, যখনই "দিন" শব্দটি বাইবেলে ব্যবহৃত হয়েছে, তখনই তার সাথে একটি সংখ্যা যুক্ত করা হয়েছে, যেমন "প্রথম", "দ্বিতীয়", এবং "তৃতীয়", ইত্যাদি। সুতরাং, এই "দিন" হল আক্ষরিক অর্থে একটি সাধারণ দিন।

বহুবচন শব্দ "দিন", সৃষ্টির দিনগুলি, সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়ম জুড়ে সর্বদা আক্ষরিক দিনগুলিকে বোঝায়। সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও, যাত্রাপুস্তক ২০:১ পদে, যেখানে আমরা ১০টি আদেশের মধ্যে ৪র্থ আজ্ঞা খুঁজে পাই, মানুষের কাজের সপ্তাহটি ঈশ্বরের কাজের সপ্তাহের অনুরূপ। আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা আমাদের লক্ষ্য করা উচিত তা হল এই পৃথিবীকে উত্তম তৈরি করা হয়েছিল। দৈহিক বিষয় যে মন্দ, এটি বাইবেলের দৃষ্টিকোণ নয়। সুতরাং এই প্রথম বিষয়টির অধীনে, আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে কী প্রকাশ করেন? দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর মানুষের সম্পর্কে কী প্রকাশ করেন? আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টির শিখরে রয়েছে। যদিও ঈশ্বর মানুষদের মধ্যে একটি মহান বৈচিত্র্য তৈরি করেছেন, তবুও তারা প্রয়োজনীয় এবং সাধারণের মধ্যে থাকা সমস্ত কিছু ভাগ করে নেয়। প্রেরিত ১৭ অধ্যায়ে, পৌল প্রচার করছেন এই বলে, এবং ঈশ্বর "এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেন তাহারা সমস্ত ভূতলে বাস করে" (পদ ২৬)। এটি হওয়ার কারণ, প্রধানত, মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, অন্য সমস্ত প্রাণীর থেকে ভিন্ন। আবার, আদিপুস্তক ১:২৬ পদে লেখা আছে, "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি"।

তাই প্রশ্ন হল, "ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি হওয়ার অর্থ কি, মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি করার অর্থ কী?" অনেকগুলি কারণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন, কিন্তু একটি কারণ হল পাপের প্রবেশের প্রভাব। পতনের পরেও কি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, আমাদের দেখতে হবে যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির দুটি দিক রয়েছে, একটি বিস্তৃত এবং একটি সংকীর্ণ দিক। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষের তৈরি হওয়া বিস্তৃত দিকটি বোঝায় যে মানুষ একটি যুক্তিবাদী, নৈতিক প্রাণী, এবং মানুষের যুক্তিবাদী এবং নৈতিক প্রকৃতিকে বোঝায়, যা এমন একটি বিষয় যা পতনের পরেও বজায় রয়েছে। সুতরাং আপনি যদি আদিপুস্তক ৯:৬ পদে যান, আপনি লক্ষ্য করবেন যে ঈশ্বর বলেছেন হত্যা করা হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আক্রমণ করার সমান। সেই অর্থে, মানুষ এখনও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে রয়েছে। আপনি যদি নতুন নিয়ম দেখেন, যাকোব ৩:৯ পদে, আপনি লক্ষ্য করবেন যে মানুষকে অভিশাপ দেওয়া হল একটি পাপ, কেননা অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে একটি কারণ হল যে এটি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির উপর একটি আক্রমণ। আমরা ১ করিন্থীয় ১১:৭ পদে একই বিষয় দেখতে পাব। সুতরাং একটি নৈতিক, যুক্তিবাদী প্রাণী হিসেবে মানুষের ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হওয়ার এই বিস্তৃত দিকটি রয়েছে, তবে একটি সংকীর্ণ দিকও রয়েছে।

এর সংকীর্ণ দিকটি হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা। এটি পতনের পরে হারিয়ে যায়, তবে মন পরিবর্তনের সময়ে খ্রীষ্টেতে এটিকে ফিরে পাওয়া যায়। পৌল কলসীয় ৩, ইফিষীয় ৪, এবং রোমীয় ৮ অধ্যায়ে, এবং আরও অনেক জায়গায় এই বিষয়ে কথা বলেছেন। আপনি বলতে পারেন, এই অর্থে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বিকৃত হয়ে গিয়েছে। সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা হারিয়ে গেছে, কিন্তু ঈশ্বর সেই সব পুনরুদ্ধারের জন্য একটি উপায় তৈরি করেন। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের পুনর্নবীকরণ এবং খ্রীষ্টের সাদৃশ্য এবং প্রতিমূর্তিতে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি করার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় অন্বেষণ করব। আমরা আরও শিখি যে মানুষের প্রকৃতির দুটি অংশ রয়েছে: একটি দেহ এবং একটি প্রাণ। প্রাণকে কখনও-কখনও আত্মাও বলা হয়। "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে [অর্থাৎ মনুষ্যকে] নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল" (আদিপুস্তক ২:৭)। এটি আর একটি ইট, যা ব্যবহার করে আমাদের বাকি বাইবেলের অধ্যায়নটিকে গড়ে তুলব। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা পতনের পর মানুষের পরিত্রাণের কথা বিবেচনা করি, তখন আমরা শিখি যে খ্রীষ্ট

সমগ্র ব্যক্তি, দেহ এবং আত্মাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

মৃত্যুর সময়ে, বিশ্বাসীর দেহ কবরে শুইয়ে দেওয়া হয়, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত অবস্থায়, এবং তার আত্মা অবিলম্বে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে চলে যায়। আমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে শিখি, যে, অন্তিম সময়ে, প্রভু দেহগুলিকে, তাঁর লোকেদের শারীরিক দেহগুলিকে পুনরুত্থিত করবেন। কেন? কারণ খ্রীষ্ট সমগ্র ব্যক্তি, আমাদের দেহ এবং আমাদের আত্মাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। আরও একটি বিষয় যা আমরা মানুষ সম্পর্কে শিখি, তা হল মানুষকে পুরুষ এবং মহিলা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই, লিঙ্গ পার্থক্য এবং দায়িত্বভাগ পতনের আগে স্থির করে দেওয়া হয়েছিল। নারীর আগে পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এই পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করার আগেই পুরুষকে নারীর উপরে মস্তক হওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটি এমন নয় যে পাপের পতনের কারণে পুরুষ নারীদের উপর মস্তক হিসেবে থাকা শুরু করেছে; এটি পতনের আগে থেকেই ছিল। আপনি লক্ষ্য করবেন, আপনি যখন আপনার বাইবেল অধ্যয়ন করতে থাকবেন, যে নতুন নিয়ম মণ্ডলীতে নারী ও পুরুষের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সৃষ্টির সময়টিকে স্মরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি এটি ১ করিন্থীয় ১১:৮,৯ পদে এবং ২ তীমথিয় ২:১৩ পদে দেখতে পান। অনুরূপ দৃষ্টিকোণ সহকারে, ঈশ্বর বিবাহের সম্পর্ক তৈরি করেছেন, মানুষকে পুরুষ এবং মহিলা করে তৈরি করেছেন।

ঈশ্বর খ্রীষ্ট এবং তাঁর বধূ, মণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ককে চিত্রিত করার উদ্দেশ্যে বিবাহের চুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গীতসংহিতায় আপনি এর বর্ণনা দেখতে পাবেন; শাস্ত্রের অনেক স্থানে এই বিষয়টি নিয়ে ভাববাদীদের কথা বলতে শুনবেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি নতুন নিয়মে দেখুন, ইফিষীয় ৫ অধ্যায় থেকে শুরু করে বাইবেলের শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করুন। প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে, নতুন যিরূশালেম তার স্বামীর জন্য এক সজ্জিত কনে রূপে স্বর্গ থেকে নেমে আসে; এবং তাই, এক পুরুষ এবং একজন মহিলার মধ্যে এই বিবাহের সম্পর্কটিকে একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের রূপ দেওয়া হয়েছে, যা শুরু থেকেই খ্রীষ্ট এবং তাঁর বধূর মধ্যে সম্পর্ককে চিত্রিত করে। আমরা আরও দেখতে পাই যে মানুষকে প্রাণীদের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। মানুষ ছিল ঈশ্বরের উপ-অঞ্চল। এটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং উদাহরণস্বরূপ, এটি খ্রীষ্টের পরিত্রাণের সাথে সংযুক্ত। সুতরাং, আপনি যদি সরাসরি গীতসংহিতায় যান, গীতসংহিতা ৮:৬ পদে, আমাদের এইরূপ গাইতে শেখানো হয়, "তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে", অর্থাৎ মানুষকে, "কর্তৃত্ব দিয়াছ, তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ"। এটি আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে। কেন? কারণ আপাত দৃষ্টিতে এটি মনে হয় না। দেখে মনে হয় না যে মানুষ আসলে সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব করে এবং সমস্ত জিনিস তার পায়ের নীচে রাখা হয়েছে।

ঠিক আছে, যদি এটি আপনাকে বিভ্রান্ত করে এবং যদি এটি আপনার মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন তৈরি করে, তাহলে ইব্রীয় ২:৮,৯ পদের দিকে লক্ষ্য করুন, কারণ এই প্রশ্নটি উঠে এসেছে। আমরা পড়ি, "সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ", অর্থাৎ মানুষের পায়ের নিচে, "বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু এখন এ পর্য্যন্ত, আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত দেখিতেছি না"। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, সেই একই প্রশ্ন এখানে উঠে আসছে, "কিন্তু এখন এ পর্য্যন্ত, আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত দেখিতেছি না। কিন্তু আমরা যীশুকে দেখতে পাচ্ছি"। এটি খ্রীষ্টের মধ্যেই এই আধিপত্য সুরক্ষিত, এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমেই ঈশ্বর মানুষকে যে আধিপত্য দিয়েছিলেন, সেটিকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। মানুষ সম্পর্কে আমরা আর কি দেখি? ঈশ্বর আমাদের কাছে আর কী কী প্রকাশ করেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষকে চিরস্থায়ী সৃষ্টির অধ্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল, তাই পৃথিবীর শুরু থেকে, সৃষ্টির কিছু নির্দিষ্ট অধ্যাদেশ রয়েছে যা তাদের সঠিক স্থানে রাখা হয়েছে, এবং সেগুলির মধ্যে চারটি রয়েছে। আমি সংক্ষেপে সেইগুলি উল্লেখ করব। প্রথমটি হল বিবাহ; আমরা ইতিমধ্যেই আদিপুস্তক ২:২৩,২৪ পদে এর উল্লেখ করেছি। এটি এমন একটি বিষয় যা যুগে যুগে চলতে থাকবে। এর সাথে, গর্ভধারণ এবং সন্তানের জন্ম, অর্থাৎ আমাদের প্রজনন ক্ষমতা সংযুক্ত রয়েছে।

আদিপুস্তক ১:২৮ পদে, ঈশ্বর আদম ও হবাকে ফলপ্রসূ হতে এবং সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য আহ্বান করেছেন। সৃষ্টির তৃতীয় অধ্যাদেশ হল শ্রম বা কাজ। উদাহরণস্বরূপ, আদিপুস্তক ২:১৫, ১৯, ও ২০ পদে আমরা এটি লক্ষ্য করি। পতনের পরিণাম হিসেবে কাজ অথবা পরিশ্রম আসেনি। এটি পাপের ফলে আসেনি। ঈশ্বর মানুষকে শুরু থেকে শ্রমের জন্য সৃষ্টি করেছেন, এবং তা শেষ সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। অবশ্যই, পার্থক্য এই যে, পতনের পরে, মানুষ তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এবং অন্যান্য অনেক অসুবিধা এবং কষ্টের মধ্যে দিয়ে তা করবে। সৃষ্টির চতুর্থ অধ্যাদেশ হল বিশ্রামবার পালন করা, এবং আমরা এটি আদিপুস্তক ২:২,৩ পদে দেখতে পাই। আবার লক্ষ্য করুন যে বিশ্রামবারটি পাপের এবং পতনের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। আপনি পরবর্তী সময়ে শিখবেন যে এটি ১০ আজ্ঞার মধ্যে ৪র্থ আজ্ঞা হিসেবে দেওয়া হয়েছে, যা হল সমস্ত বয়সের সমস্ত মানুষের জন্য সঠিক এবং ভুলের একটি চিরস্থায়ী মানদণ্ড। কিন্তু আপনি যদি নতুন নিয়মে দেখেন, সাত দিনের মধ্যে একটি দিন বিশ্রামবার হিসেবে পালন করার নৈতিক দায়বদ্ধতা শেষ সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, ইব্রীয় ৪:৯ পদে আমরা পড়ি, "বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে"। আর এই "বিশ্রাম" শব্দটি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা অন্যান্য "বিশ্রাম" শব্দের থেকে আলাদা, যা চারপাশে আমরা খুঁজে পাই। এটি আসলে বিশ্রামবার পালন করা বুঝিয়েছে। তাই ঈশ্বরের লোকেদের জন্য একটি বিশ্রামকালের ভোগ বাকি আছে। আমরা ইব্রীয় ৪ অধ্যায়ে কী দেখছি? এমনকি নতুন নিয়মেও, সাপ্তাহিক বিশ্রামবার, একটি চিহ্ন হিসেবে দেওয়া হয়েছে, যা স্বর্গে পাওয়া অনন্তকালীন বিশ্রামবারকে

নির্দেশ করে। সুতরাং, একটি সাপ্তাহিক বিশ্রামবারের এই সৃষ্টিকালীন অধ্যাদেশ, আদিপুস্তক ২ অধ্যায় থেকে শুরু হয়। এটি পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে, এমনকি স্বর্গেও এটি বিদ্যমান থাকবে। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল শুধুমাত্র একটি স্থান রয়েছে যেখানে বিশ্রামবার নেই, এবং তা হল নরক। এই সবকিছু হল বাইবেল বাকি অংশের জন্য গাঁথনিমূলক ইট। এইগুলি আমাদের জন্য মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করে থাকে যে মানুষ সম্পর্কে ঈশ্বর আমাদের কাছে কী প্রকাশ করেন। তৃতীয়ত, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে ঈশ্বর কী প্রকাশ করেন? আমরা শিখি যে ঈশ্বর এবং তাঁর মহিমা তাঁর লোকেদের মধ্যে বাস করছেন, এবং মানুষকে ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আমরা এটি এদন উদ্যানে দেখতে পাই, যেখানে দিনের শীতল সময়ে ঈশ্বর আদমের সাথে গমনাগমন করছিলেন।

পরবর্তী সময়ে, সমস্ত বাইবেল জুড়ে আমরা এটি দেখতে পাই যে ঈশ্বর আবাসতাঁবু স্থাপন করেছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর লোকেদের মাঝখানে বসবাস করতেন, পরবর্তী সময়ে মন্দিরে, যা উভয়েই ঈশ্বরের মহিমাকে দর্শায়। আপনি এই বিষয়ে ভাববাদীদের পুস্তকগুলিতে পড়বেন, উদাহরণস্বরূপ, সখরিয় ২:১০ পদে লেখা আছে, "কেননা দেখ, আমি আসিতেছি, আর আমি তোমার মধ্যে বাস করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন"। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, এটি আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই। তিনি হলেন ইম্মানুয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর, খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের মাঝে নেমে আসলেন ও বসবাস করলেন ও তাঁর মহিমা দেখালেন। এটি আমরা নতুন নিয়মের মণ্ডলীর মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই, এবং আবার, সময়ের শেষ, প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত দেখতে পাই; অবশেষে, প্রকাশিত বাক্য ২১:৩ পদে আমরা পড়ি, "পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন"। এটি আমাদেরকে কাজ অথবা পরিশ্রমের চুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করায়। আপনি লক্ষ্য করেছেন, ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে এক বিশাল ব্যবধান রয়েছে। তাই, ঈশ্বর স্বেচ্ছায় নিচে অবতরণ করার জন্য বেছে নিলেন, যাতে তিনি চুক্তির মাধ্যমে মানুষের সাথে সম্পর্কস্থাপন করতে পারেন।

"চুক্তি" শব্দটি এবং চুক্তির এই ধারণাটি একটি গুরুগম্ভীর বাইবেলীয় শিক্ষাতত্ত্ব, এবং পরবর্তী সময়ে এটি নিয়ে আমরা গভীরে আলোচনা করবো, কিন্তু একটি চুক্তির মধ্যে দুই অথবা একাধিক ব্যক্তির মাঝে একটি গুরুগম্ভীর সংযোগ থাকে, কিছু শর্ত সহকারে, এবং তার সাথে থাকে সংযুক্ত আশীর্বাদ ও অভিশাপ। সেই চুক্তিটিকে সুনিশ্চিত করার জন্য, এটার মধ্যে প্রায়ই কিছু চিহ্ন থাকে। চুক্তির এই ধারণাটি বাইবেলের বাকি সমস্ত অংশ জুড়ে একটি প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে থাকে, এবং ভবিষ্যতে এটি নিয়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবো। কিন্তু প্রথম চুক্তিটিকে ঈশ্বতত্ত্ববীদেরা কাজের চুক্তি, অথবা জীবনের চুক্তি বলে সম্বোধন করে। এটি একটি অনন্য চুক্তি যা পাপে পতিত হওয়ার আগে আদমের সাথে করা হয়েছিল, ঈশ্বর ও আদমের মাঝে করা হয়েছিল, যেখানে আদম সমস্ত মানবজাতিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। আপনি লক্ষ্য করবেন যে ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে একটি নিখুঁত ও ব্যক্তিগত বাধ্যতা দাবী করেছিলেন। তিনি ২:১৭ পদে আদমকে আদেশ দিয়েছিলেন ভালো ও মন্দ জ্ঞানের গাছের ফল না খেতে, এবং চুক্তি ভাঙার পরিণাম হিসেবে অভিশাপ দেওয়ার কথা বলেছিলেন, শুধুমাত্র তাকে নয়, কিন্তু তার বংশধরের প্রতিও এবং এমনকি মৃত্যুরও অভিশাপ দিয়েছিলেন। বাধ্যতার শর্ত ও প্রতিশ্রুতি হিসেবে তিনি আদমকে ও তার বংশধরদের জন্য অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন হয়তো আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, কোথায় আমরা এই চুক্তির প্রতিশ্রুতিগুলি লক্ষ্য করতে পারি?

আমরা অভিশাপটিকে দেখতে পাই, কিন্তু প্রতিশ্রুতিটি কোথায় দেখতে পাই? জীবন বৃক্ষের উল্লেখটি লক্ষ্য করুন। এটিই ছিল সেই প্রতিশ্রুতির একটি দৃশ্যমান প্রমাণ। আরেক কথায়, জীবন বৃক্ষের উপস্থিতি একটি চিরস্থায়ী অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ হিসেবে ছিল। এটি সত্য কিনা, তা যাচাই করে দেখতে পারবো, যখন আমরা শাস্ত্রের সেই স্থানে লক্ষ্য করবো যেখানে এই জীবন বৃক্ষের আরও একবার উল্লেখ দেখতে পাই। আসুন, আমি আপনার নজরকে শাস্ত্রের সেই স্থানে নিয়ে যাব যেখানে অন্তিম বারের মতো এই বৃক্ষের উল্লেখ দেখতে পাই, বাইবেলের অন্তিম অধ্যায়ে। সেখানে আমরা পড়ি, "তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে", এটি স্বর্গের বর্ণনা করছে, "নদীর এপারে ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয়, এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্য নিমিত্তক" (প্রকাশিত বাক্য ২২:২)। এই পুস্তকে, এর আগে, প্রকাশিত বাক্য ২:৭ পদে আমরা পড়ি, "যে জয় করে", অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা, "যে জয় করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরের "পরমদেশস্থ জীবনবৃক্ষের" ফল ভোজন করিতে দিব"। এর পরের বক্তৃতায়, মানবজাতির প্রতিনিধি হিসেবে, আদম এবং ঈশ্বরের লোকেদের প্রতিনিধি হিসেবে, খ্রীষ্টের মাঝে সম্পর্কের গুরুত্বটি আবিষ্কার করবো, এবং ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায় এবং রোমীয় ৫ অধ্যায়ের মতো স্থানগুলি অন্বেষণ করবো।

শেষ আদম, অর্থাৎ খ্রীষ্টের কাজ বুঝতে হলে আপনাকে প্রথম আদমের কাজ বুঝতে হবে। ঈশ্বরের পরিত্রাণ আমাদেরকে এদন উদ্যানে ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। এটি অনেক উন্নতমানের কিছু প্রদান করে এবং এটি আমাদেরকে এই বক্তৃতার শেষ বিষয়বস্তুতে নিয়ে আসে। নতুন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের প্রস্তুতি সম্পর্কে ঈশ্বর কিছু প্রকাশ করেন। আমরা শাস্ত্রের আমাদের বাকি অধ্যয়নের জন্য আদিপুস্তকে দেওয়া কিছু গাঁথনিমূলক ইটের দিকে নির্দেশ করছি। এই শেষ বিষয়বস্তুতে, আমরা দেখাব যে কী কী উত্তেজনামূলক উপায়গুলি দ্বারা বাইবেলের অবশিষ্ট অংশে ঈশ্বর এই ভিত্তির উপর গড়ে তোলেন। লক্ষ্য করুন, প্রথমত, উদ্ধারের জন্য এবং একজন উদ্ধারকর্তার জন্য ঈশ্বরের যোগান, শুরুতেই উপস্থিত ছিল। আমরা পড়ি যে খ্রীষ্ট "জগৎপত্তনের অগ্রে পূর্ব্বলক্ষিত ছিলেন" (১ পিতর ১:২০)। তাঁকে "জগৎপত্তনের সময়াবধি হত মেষশাবক" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮)। এই বাক্যগুলির আলোকে, ঈশ্বতত্ত্ববিদ জোনাথন এডওয়ার্ডস বলেছিলেন, যে বিশ্বকে

"নিঃসন্দেহে এমন একটি মঞ্চ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল যেখানে উদ্ধারের এই মহান আদানপ্রদান এবং বিস্ময়কর কাজটি সম্পন্ন করা হবে"।

লক্ষ্য করবেন যে ঈশ্বর শুরুতেই স্বর্গ, অর্থাৎ ঈশ্বর ও স্বর্গদূতদের বাসস্থান সৃষ্টি করেছিলেন। আরেক কথায়, তিনি শুরু থেকেই একটি স্থান প্রস্তুত করেছিলেন যেখানে তিনি তাঁর উদ্ধারপ্রাপ্ত মানুষদের নিয়ে আসবেন। যীশুর কথায়, "জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে" (মথি ২৫:৩৪)। আপনি কি এটি দেখতে পাচ্ছেন? স্বর্গে কোন ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রবেশ করেছিলেন? হেবল, যিনি ছিলেন প্রথন শহীদ, যার সম্বন্ধে ইব্রীয় ১১:৪ পদ বলে যে তিনি বিশ্বাস দ্বারা উদ্ধার পেয়েছিলেন। আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে যখন ঈশ্বর পরবর্তী সময়ে, এবং সুসমাচারগুলিতে, খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাওয়া পরিত্রাণের বর্ণনা দেন, তিনি সৃষ্টির পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেন। পৌল বলেছেন, "ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল", গ্রীক ভাষায় আক্ষরিক ভাবে এর অর্থ হল "সেই ব্যক্তি একজন নতুন সৃষ্টি"। এই বিষয়বস্তুটিকে আমরা নতুন নিয়মের সর্বত্র খুঁজে পাই। আমরা পড়ি, "কারণ যে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, 'অন্ধকারের মধ্য হইতে দীপ্তি প্রকাশিত হইবে", অর্থাৎ আদিপুস্তকের সময়কে উল্লেখ করছে, "তিনিই আমাদের হৃদয়ে দীপ্তি প্রকাশ করিলেন, যেন যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের গৌরবের জ্ঞান দীপ্তি প্রকাশ পায়" (২ করিন্থীয় ৪:৬)।

ঈশ্বর হলেন পরিত্রাণের লেখক। ঈশ্বরের আত্মা, যিনি মানুষের মধ্যে প্রাণবায়ু দিয়ে তাকে জীবন্ত করে তুললেন, বিশ্বাসীদের পুনঃনবীকরণ করার দ্বারা এক নতুন জীবন প্রদান করে থাকেন। এই বিষয়ে আমরা অবিরত চলতে থাকতে পারি, কিন্তু পরবর্তী এক সময়ে আমরা এটাতে ফিরে আসবো। অবশেষে, এই পর্যায়ে, নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীটি বিবেচনা করে দেখুন। প্রথম জগতটি তেমন থাকবে না যেমন ভাবে এটিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। বাস্তবে, ঈশ্বর কখনও এমনটি করার জন্য উদ্দেশ্যও করেননি। বাস্তবে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক মহান পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে যা সময়ের শেষে ঘটবে, যখন ঈশ্বর তাঁর লোকেদের উদ্ধার করার কাজটি সম্পূর্ণ করবেন। আমরা পড়ি যে সমস্ত সৃষ্টি এক আন্তরিক প্রত্যাশা সহকারে ঈশ্বরের সন্তানদের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছে। এই অভিশাপের নিচে সমস্ত পৃথিবী কষ্টভোগ করছে। পৌল আরও বলেছেন, "এই প্রত্যাশায় হইল যে, সৃষ্টি নিজেও ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে, ও একসঙ্গে ব্যথা খাইতেছে" (রোমীয় ৮:২১)। আদিপুস্তক ১ ও ২ আগত বিষয়ের একটি ভিত্তিমূল প্রদান করে। আমার প্রিয় বন্ধুরা, নতুন পৃথিবী ও নতুন স্বর্গ সেই সবকিছুর থেকে অনেক উন্নতমানের হবে যা আদম এদন উদ্যানে জেনেছিল।

এখন, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যাতে এই বিষয়টি ভবিষ্যতে উন্মোচিত হয়, কিন্তু আপনার এটি জানা উচিৎ যে ঈশ্বর আমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম বিষয়টি সবশেষে দেবেন বলে রেখে দিয়েছেন। যেমন আমরা প্রথম বক্তৃতায় দেখেছি, সমস্ত সৃষ্টি অস্তিত্বে রয়েছে ঈশ্বরের মহিমা করার জন্য। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা মানুষের পাপে পতন হওয়ার দুর্ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করবো, এবং দেখবো যে মানুষকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের কাছে কী প্রকারের পরিত্রাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

বক্তৃতা ৩

পতন

লেকচারের বিষয়বস্তু:

পতনের কারণে, মানুষ জাতি ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিল এবং তাঁর ক্রোধ ও অভিশাপের অধীনে চলে এসেছিলো। কিন্তু ঈশ্বর এক অনুগ্রহের চুক্তিতে প্রবেশ করলেন তাঁর লোকেদের পাপ থেকে উদ্ধার দিতে ও খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে পরিত্রাণে নিয়ে আসতে।

পাঠ্য অংশ:

"কেননা মনুষ্য দ্বারা যখন মৃত্যু আসিয়াছে, তখন আবার মনুষ্য দ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থান আসিয়াছে। কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে।" (১ করিন্থীয় ১৫:২১-২২)।

বক্তৃতা ৩ -এর অনুলিপি

"সুসমাচার" শব্দের অর্থ হল সুসংবাদ, একমাত্র খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া পরিত্রাণের সুসংবাদ। কিন্তু আপনি পাপ সম্বন্ধে খারাপ সংবাদটি আগে না বুঝে সুসমাচার বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমি আপনাদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চাই। আপনি যদি সম্পূর্ণ শক্তিশালী ও সুস্থ অবস্থায় একজন ডাক্তারের কাছে যান, এবং ডাক্তার আপনাকে বলে যে তিনি অবিলম্বে আপনাকে একটি অস্ত্রোপচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন যার ফলে দীর্ঘ এবং যন্ত্রণাদায়ক পুনরুদ্ধার হবে, আপনি স্পষ্টতই আপত্তি করবেন। কিন্তু তিনি যদি আপনাকে প্রথমে বলেন যে তিনি আবিষ্কার করেছেন যে আপনার একটি ভয়ানক, প্রাণঘাতী রোগ হয়েছে। এর জন্য কোন প্রতিকার আছে কিনা তা জানতে আপনি শঙ্কিত এবং মরিয়া হবেন। যদি তিনি আপনাকে বলেন যে অস্ত্রোপচার এই রোগটিকে নিরাময় করবে, তাহলে আপনি এটিকে একটি ভাল খবর হিসেবে উপভোগ করবেন।

খারাপ সংবাদকে উপলব্ধি করা ভালো সংবাদটিকে মহান করে তোলে। তাঁর নির্বাচিত লোকদের উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ মানবজাতির পতনের ঐতিহাসিক ঘটনার পৃষ্ঠভূমিতে গড়ে তোলা হয়েছে। যদিও মানবজাতিকে ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা এবং তাঁর গৌরব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাদের পতনের ফলে মানুষ ঈশ্বরের সাথে সেই যোগাযোগ হারিয়েছিল এবং ঈশ্বরের ক্রোধ ও অভিশাপের অধীনে চলে আসে। তাহলে, মানুষের পতিত, পাপী প্রকৃতির মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এর প্রভাবগুলি কী কী? আদম এবং খ্রীষ্টের সম্পর্ক কী এবং এটি কীভাবে মুক্তির বিষয়ে আমাদের উপলব্ধিকে আরও গভীর করে তোলে? বাইবেলে পরিত্রাণের সুসমাচার প্রথম কোথায় আবিষ্কার করি? প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা হিসেবে খ্রীষ্ট সর্বপ্রথম কোথায় আবির্ভূত হন? আদমের প্রথম পাপের পর ঈশ্বরের মুখের কথাগুলি কীভাবে পুরাতন নিয়মে এবং নতুন নিয়মে উদ্ধারের সম্পূর্ণ ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে?

এই বক্তৃতায়, আমরা সেই আমূল পরিবর্তনটিকে লক্ষ্য করি যা মানবজাতির পতনের পরিণাম হিসেবে এসেছে এবং প্রথম সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর দিয়েছিলেন তাঁর লোকেদেরকে তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য। আসুন, প্রথমে আমরা বিবেচনা করি যে কীভাবে পাপ প্রবেশ করেছিল। যেমন আমরা প্রথম বক্তৃতায় দেখেছি, ঈশ্বর এমন এক সৃষ্টিকর্তা যাকে সৃষ্টি করা হয়নি, এবং তিনি সকল কিছু উত্তম সৃষ্টি করেছিলেন, ও তাঁর নিজের মহিমার জন্য তৈরি করেছিলেন। ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি সেই সবকিছুর মালিক, এমনকি মানবজাতিরও। সুতরাং, মানুষ ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি এবং তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে রয়েছে। আমরা দেখবো যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করার পরিণাম হিসেবে এই জগতে পাপ প্রবেশ করেছিল। মানুষ দোষ করেছিল, ঈশ্বর নন। যাকোব ১:১৩ পদে আমরা পড়ি, "পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কাহারও পরীক্ষা করেন না"।

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় থেকে প্রথম প্রলোভন সম্পর্কে আমরা কী শিখি তা লক্ষ্য করুন। শয়তান একটি সর্পের রূপ

নিয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হয়, মানুষকে প্রলুব্ধ করতে, ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ভাঙতে এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে একটি সঠিক সম্পর্ক থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। এখন সর্পের এই চিত্রটি প্রকাশিত বাক্য ১২:৯ পদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে আমরা পড়ি, "আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ] বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়"।

আমাদের বলা হয় যে সর্প অন্য যে কোনও প্রাণীর চেয়ে বেশি চতুর অথবা ধূর্ত ছিল। সে প্রতারণা ও ধূর্ততার দ্বারা কাজ করার লক্ষ্য করে থাকে। লক্ষ্য করুন যে তার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে ধ্বংস করা। সে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আক্রমণ করে। প্রথম পদে সে বলেছে, "ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন"। পৃথিবীর ইতিহাস জুড়ে, শয়তানের লক্ষ্য হল ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যকে এবং মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশকে দুর্বল করা। বিশেষভাবে, সে ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত ও মোচড় দেয়। আমরা পড়ি, "ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না?" (আদিপুস্তক ৩:১)। ঈশ্বর বলেননি বাগানের প্রতিটি গাছ। তিনি কেবল তাদের ভাল-মন্দের জ্ঞানের গাছ থেকে খেতে নিষেধ করেছিলেন।

এই প্রলোভনে, শয়তান আসলে স্বয়ং ঈশ্বরকে আক্রমণ করছে এবং ঈশ্বরকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে: তাঁর সার্বভৌমত্ব, তাঁর মঙ্গলভাব, তাঁর প্রজ্ঞা এবং তাঁর প্রেমকে। এক কথায় সে বলছে, ঈশ্বর তোমার প্রতি মঙ্গলময় নন। তিনি তোমার সর্বোত্তম উপকার বাঞ্ছা করেন না, তোমার জন্য যোগান দেন না। সে তখন স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলে; ৪ পদে সে বলে, "কোন ক্রমে মরিবে না"। এটি করার দ্বারা সে মানুষকে হত্যা করতে চায়। ফরীশীদের প্রতি যীশুর কথাগুলির মধ্যে আমরা এটিকে নিশ্চিত দেখতে পাই। তিনি বলেন, "তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যবাদী ও তাহার পিতা।" (যোহন ৮:৪৪)।

শুরুতেই আমরা শয়তানের কৌশলগুলি সম্বন্ধে শিখেছি, যা সে সমস্ত ইতিহাস জুড়ে ব্যবহার করে যায়। এই কারণে ২ করিন্থীয় ১১:৩ পদে পৌল বলেছেন, "কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে, পাছে সর্প যেমন আপন ধূর্ততায় হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধতা হইতে ভ্রষ্ট হয়"। আজকের দিনে আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় আমাদেরকে সতর্ক থাকতে শেখায়। শয়তানের প্রতারণামূলক কৌশলগুলি থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতে। আমরা পাপের প্রকৃতি থেকেও শিখি। আদম ও হবা এই প্রলোভনের প্রতি সাড়া দিয়েছিল ঈশ্বরের আদেশকে অমান্য করার দ্বারা। আদম ঈশ্বরের বাক্যকে অবিশ্বাস করেছিল ও শয়তানের মিথ্যা কথাকে বিশ্বাস করেছিল। আমরা শিখি যে এর মূলে কী প্রকারের পাপ রয়েছে: এটি হল ঈশ্বর যা চান, সেই কাজটি না করা অথবা সেরকম না হওয়া। তিনি কী চান সেটা তাঁর বাক্যের প্রকাশে পাওয়া যায়।

পাপ হল ঈশ্বরের আইন লঙ্ঘন করা অথবা সেই অনুযায়ী জীবনযাপন না করা। ১ যোহন ৩:৪ পদ এটি নিশ্চিত করে, "যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থালঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙ্ঘনই পাপ"। এই কয়েনটির দুটি দিক রয়েছে। এমন পাপ আছে যা আমরা করে থাকি: ব্যবস্থা যা নিষেধ করে, সেটাই করা। এমন পাপ রয়েছে যেটা আমরা কিছু কাজ না করার মাধ্যমে করি: ঈশ্বরের ব্যবস্থা আমাদের থেকে যা দাবী করে, তা না করা। অবশেষে, যেহেতু ব্যবস্থা ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে, তাই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করা হল স্বয়ং ঈশ্বরকে আক্রমণ করা। এর ফলাফল হল সর্বনাশা দুর্দশা। এই জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট পাপের উপস্থিতির কারণে খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা অন্যত্র পড়ি, যে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে, তার পথ কঠিন।

আমরা মৃত্যুর অভিশাপ সম্পর্কেও শিখি। ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। তিনি আদম এবং হবার উপর, পৃথিবীর উপর এবং সর্পের উপর অভিশাপ ঘোষণা করেন। কিন্তু আমরা প্রথম অভিশাপের উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করবো। মানুষের পাপের ফলে তার অবাধ্যতার জন্য ঈশ্বরের অভিশাপ আসে, ঠিক যেমন ঈশ্বর তাদের আগেই সতর্ক করেছিলেন। এখন, আপনি নিজের মনে ভাবতে পারেন তাহলে আদম অবিলম্বে পড়ে গিয়ে মারা গেল না কেন? আমাদের বুঝতে হবে যে এর মধ্যে যে মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে, তার ধরণ এবং পরিব্যপ্তি কী। তিনটি জিনিস লক্ষ্য করুন। প্রথমত, এটি ছিল একটি আধ্যাত্মিক মৃত্যু যার মধ্যে আদমের প্রাণের কলুষতা জড়িত ছিল। পৌলের কথায়, মানুষ "অপরাধে ও পাপে মৃত" (ইফিষীয় ২:১)। সে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ হারিয়েছিল এবং ঈশ্বরকে খুশি করে এমন কিছু সে আর করতে পারতো না। সে ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে মৃত ছিল। সে শুধু পাপ করতে পারে। আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় এই সম্পর্কে আরও দেখতে পাব।

সুতরাং, প্রথমে আমরা আত্মিক মৃত্যু দেখতে পাই। দ্বিতীয়ত, শারীরিক মৃত্যু। মানুষের শরীরও মারা যাবে। আদম থেকে নোহ পর্যন্ত বংশাবলিতে, যা আমরা আদিপুস্তক ৫ অধ্যায়ে পাই, আমরা এই কথাটি বারংবার লক্ষ্য করে থাকি, "তাঁহার মৃত্যু হইল"। ঠিক যেন একটি ঘণ্টা বারংবার বাজছে ও মৃত্যুর ঘোষণা করছে।

তৃতীয়ত, আমরা দেখতে পাই অনন্তকালীন মৃত্যু। অনন্তকালীন মৃত্যুর ঘোষণা। মানুষের প্রাণ ও দেহ ঈশ্বরের ক্রোধ ও অভিশাপের অধীনে রয়েছে এবং চিরকালের জন্য নরকের যন্ত্রণা সহ্য করবে। ঈশ্বর নিজেকে একজন অসীম, ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে প্রকাশ করেছেন। রোমীয় ১:১৮ পদে লেখা আছে, "কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও অধার্ম্মিকতার উপরে প্রকাশিত হইতেছে, যাহারা অধার্ম্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে"। পাপকে অবশ্যই সেই বস্তুর বিপরীতে পরিমাপ করা উচিৎ যার বিরুদ্ধে পাপ করা হয়েছে, অথবা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাপ করা হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পাপ এক অসীম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করা হয়, এবং সেই কারণে এটি একটি অনন্তকালীন শাস্তি দাবী করে।

অবশেষে, প্রথম বিষয়বস্তুর মধ্যেই, আমরা লক্ষ্য করি যে আদম কীভাবে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ হারিয়েছিল। দুঃখজনকভাবে, পতনের কারণে, মানবজাতি, সমস্ত মানবজাতি ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা হারিয়ে ফেলে। এই অভিশাপের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ঈশ্বরের থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া। মানুষের পাপ দোষ নিয়ে এসেছে, ঈশ্বরের বাক্যের মানদণ্ডের সামনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। এটি অশুচিতা নিয়ে এসেছে। এই দোষ ও অশুচিতা লজ্জা নিয়ে এসেছে। তাই, আদম নিজেকে ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে লুকিয়ে ফেলেছিল। সে তার নগ্নতাকে ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে ঢেকেছিল। এখন সে নিজেকে ঈশ্বরের থেকে অনেক দূরে, আলাদা ও শত্রু হিসেবে অনুভব করতে শুরু করেছে। লজ্জা ও অপমান হল মহিমা ও সম্মানের বিপরীত।

রোমীয় ৩:২৩ পদে পৌলের কথাগুলি নিয়ে চিন্তা করুন, "কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে"। "মহিমা" শব্দটি লক্ষ্য করুন। এছাড়াও, মানুষকে ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। আদিপুস্তক ৩:২৪ পদে, আমরা এই মহান বিতাড়িত হওয়ার কথা পড়ি, "সুতরাং তিনি", অর্থাৎ ঈশ্বর, "মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদনস্থ উদ্যানের পূর্ব্বদিকে করূবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন"। মানুষকে ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে, যিশাইয় ৫৯:২ পদে আমরা পড়ি, "কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাঁহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে, এই জন্য তিনি শুনেন না"।

দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে অবশ্যই পাপের দীর্ঘকালীন পরিণতির কথাটি স্মরণে রাখতে হবে, এবং এটি আমাদেরকে কাজ অথবা পরিশ্রমের চুক্তিতে নিয়ে আসে। এর আগের বক্তৃতায় আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর পতনের আগেই আদমের সাথে একটি পরিশ্রমের চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন। সুতরাং, আদমের পাপ একটি চুক্তির প্রেক্ষাপটে ঘটে, ঈশ্বরের সাথে একটি চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় থাকাকালীন। আপনি লক্ষ্য করবেন যে আদিপুস্তক ১, ২, এবং ৩ অধ্যায়ে "চুক্তি" শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, কিন্তু একটি চুক্তির প্রত্যেকটি উপাদান এখানে উপস্থিত আছে। পরবর্তী সময়ে, এটিকে একটি চুক্তি বলেই সম্বোধন করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, হোশেয় ৬:৭ পদে, যেখানে "মানুষ" শব্দটিকে "আদম" বলেও অনুবাদ করা যেতে পারে। এটাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়ে দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তির ক্ষেত্রেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে, সেই পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষ বার আমরা দেখেছিলাম যে ঈশ্বর যে বিষয়টি আমাদের থেকে দাবী করেন, সেটা হল তাঁর আদেশের প্রতি বাধ্যতা। জীবনের প্রতিশ্রুতির আশীর্বাদ জীবন বৃক্ষের মধ্যে ছিল এবং সেটা লাভ করার একমাত্র শর্ত ছিল বাধ্যতা, এবং অবাধ্যতার জন্য মৃত্যুর অভিশাপ রাখা ছিল। পাপ করার মাধ্যমে, আদম সেই চুক্তি ভঙ্গ করে এবং চুক্তির অভিশাপ রোপণ করে। তাই, আদমের দ্বারাই পরিশ্রমের চুক্তি ভঙ্গ হয়েছিল, এবং এই ক্ষেত্রে সে তার বংশধরদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। কিন্তু আমাদেরকে আদমের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে আরও অন্বেষণ করতে হবে কারণ বাইবেলের বাকি ঈশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার জন্য এটি অপরিহার্য, এমনকি খ্রীষ্টের স্থানকেও বোঝার জন্য এটি অপরিহার্য।

কিছু মুহূর্তের জন্য, কয়েকটি সত্য বিষয় নিয়ে আমি বিবেচনা করতে চাইব, যা আমরা পরবর্তী সময়ে শিখবো, কারণ এই বিষয়গুলি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যদি আমরা উদ্ধারের ইতিহাসে আদমের স্থানটিকে বুঝতে চাই। এই বিষয়বস্তুগুলি একটা-একটা করে বাইবেলের ঈশ্বতত্ত্বের গঠনটিকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। প্রথমত, আদম শুধুমাত্র নিজের হয়ে পাপ করেনি। সে একজন প্রতিনিধি রূপে, সমস্ত মানবজাতির প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে পাপ করেছে। আদম যা করেছিল, তা নিজের জন্য এবং তার সমস্ত বংশধরদের জন্য ছিল। এর অর্থ, আদমের প্রথম পাপের পরিণাম সমস্ত মানবজাতির উপর পড়েছিল। শাস্ত্র আমাদের শেখায় যে আদমের প্রথম পাপের দোষ তার বংশধরদের প্রতিও প্রবাহিত হয়েছে। রোমীয় ৫:১২-১৯ পদগুলি এই বিষয়ে কথা বলে, কিন্তু এই শাস্ত্রাংশের বিস্তারিত আলোচনা এখানে করতে পারবো না।

প্রশ্ন এই, 'কীভাবে আদমের পাপ তার বংশধরদের প্রতি প্রবাহিত হয়েছে?' এর উত্তরটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বতত্ত্ব ধারণা, যেটাকে বলা হয় "আরোপণ" অথবা গণিত করা। আপনি লক্ষ্য করবেন, পৌল এই শব্দটিকে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেন রোমীয় ৪ অধ্যায়ে, তাই, আপনাকে এটি জানতে হবে। আরোপণ করা অথবা গণিত করা হল একটি আইনি পরিভাষা যার অর্থ "কারোর নামে কোন কিছু গণিত করা"। সুতরাং, আদমের প্রথম পাপের দোষ তার বংশধরদের প্রতি গণিত করা হয়েছিল। এটি তাদের নামের খাতায় যুক্ত করা হয়েছিল, এবং এর প্রাপকেরাও এর জন্য নৈতিক ভাবে জবাবদিহি। আদমের মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ, মানবজাতির প্রধান হিসেবে আদমের সাথে আমাদের সংযোগ থাকার পরিণাম হিসেবে, সকল মানুষ পাপ করেছে। সুতরাং, অভিশাপের প্রভাব, অর্থাৎ মৃত্যু, সকল মানুষের উপর এসে পড়েছে।

আরোপণ করা অথবা গণিত করার এই শিক্ষাতত্ত্বটি অন্যান্য কারণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি বাইবেলের মধ্যে তিন প্রকারের আরোপণ অথবা গণিত হওয়ার কথা আবিষ্কার করবেন, এবং এর সবকটা সুসমাচারের কেন্দ্রের সাথে যুক্ত। প্রথমটি হল যেটা আমরা এখানে বিবেচনা করছি, আদমের পাপ যা তার বংশধরদের উপর গণিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের পাপগুলি খ্রীষ্টের উপর গণিত হওয়া। তৃতীয়ত, খ্রীষ্টের ধার্মিকতা ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের উপর গণিত হওয়া। ২ করিন্থীয় ৫:২১ পদে লেখা আছে, "যিনি [অর্থাৎ খ্রীষ্ট] পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই"।

আপনার যদি মনে হয় যে আদমের পাপ আমাদের উপর গণিত হওয়াটি আমাদের জন্য অনুচিত ছিল, তাহলে আপনাকে একই বিষয় বলতে হবে আপনার পাপগুলি খ্রীষ্টের উপর গণিত করার বিষয়ে এবং খ্রীষ্টের ধার্মিকতা আমাদের উপর গণিত করার বিষয়ে। এছাড়াও, আমরা শিখি যে আদমের মধ্যে যে পাপ ও নৈতিক অবক্ষয় পাওয়া গিয়েছে সেটা সকল মানুষের কাছে এসে পড়েছে, যেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেটা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমরা সকলেই পাপী অবস্থায় জন্মাই, এবং আমাদের পাপময় স্বভাব হল আমাদের আসল পাপ ও অপরাধের উৎস। তাই, কিছু মুহূর্তের জন্য এটি বিবেচনা করুন, "আমরা কি পাপ করেছি বলে কি পাপী, নাকি আমরা পাপী তাই আমরা পাপ করেছি বলে?" দ্বিতীয়টি হল উত্তর। আমরা পাপ করি কারণ আমরা পাপী। আমরা একটি পাপময় স্বভাব সঙ্গে নিয়েই জন্মায়।

অবশেষে, অন্তিম বিষয়বস্তু হিসেবে, আদমের সাথে খ্রীষ্টের সম্পর্কটিকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে আদমের সাথে আমাদের সম্পর্ক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য প্রদান করে খ্রীষ্টের সাথে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সম্পর্কের জন্য। ১ করিন্থীয় ১৫:২১-২২ পদে আমরা পড়ি, "কেননা মনুষ্য দ্বারা যখন মৃত্যু আসিয়াছে, তখন আবার মনুষ্য দ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থান আসিয়াছে। কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে"। ঠিক যেমন ভাবে আদম তার বংশধরদের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনই খ্রীষ্ট তাঁর মনোনীত লোকেদের প্রতিনিধিত্ব করেন। আদম যা কিছু ভুল করেছে, খ্রীষ্ট শুধুমাত্র সেটিকে পুনরায় অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন না। আদম একটি নিখুঁত অবস্থান থেকে শুরু করেছিলেন, এবং সেই অবস্থান থেকে তার পতন হয়েছিল। খ্রীষ্ট শুধুমাত্র তাঁর লোকেদের সেই অবস্থান থেকে উদ্ধার করতে আসেননি, বরং তাদেরকে সেই অবস্থানে তুলে ধরলেন যেখানে পতনের আগে আদম ছিল। তিনি অবশ্যই এটি করেছেন।

কিন্তু খ্রীষ্ট সেই কাজটিও করেছেন যেটা আদম করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর লোকেদের হয়ে একটি ব্যক্তিগত, নিখুঁত বাধ্যতার দাবীগুলি মিটিয়েছিলেন। যেখানে আদমের বাধ্য হওয়া উচিৎ ছিল এবং অনন্ত জীবন লাভ করার কথা ছিল, সেখানে সে অবাধ্য হয়েছিল ও তার পতন ঘটেছিল। খ্রীষ্ট আসলেন, শুধুমাত্র আদমের পূর্ব অবস্থান পর্যন্ত ফিরিয়ে আনলেন না, বরং আমাদের হয়ে সেই কাজটি করলেন যা আদম করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এইভাবে, তিনি আমাদের অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা লাভ করতে ক্ষমতায়ন করলেন। এখানে আমরা খ্রীষ্টের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করি ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করার মাধ্যমে ধার্মিক গণিত হওয়ার সুযোগ পাই, যা নিয়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে এই পাঠ্যক্রমের শেষের দিকে আলোচনা করবো।

তৃতীয়ত, আমাদেরকে প্রথম সুসমাচারের প্রতিজ্ঞাটিকে বিবেচনা করতে হবে। এটি আমাদেরকে প্রথম সুসমাচারের প্রতিশ্রুতিতে নিয়ে আসে। হয়তো সূর্যকে অস্ত যেতে দেখলেন ও অন্ধকারকে নেমে আসতে দেখলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় এই একটি তারা আকাশে আবির্ভূত হয়, সেই কালো আকাশের উপর উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে শুরু করে। এমনই কিছু ঘটেছে আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে, যেখানে আমরা পতনের পর প্রথম সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি দেখতে পাই, এমন এক প্রতিশ্রুতি যা খ্রীষ্টেতে পূর্ণতা লাভ করবে। সেখানে লেখা আছে, "আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে"। সুতরাং, আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়েও আমরা খ্রীষ্টকে আবার দেখতে পাই, এবং এইবার একজন উদ্ধারকর্তা রূপে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জন ওয়েন, একজন পিউরিটান, আদিপুস্তক ৩:১৫ পদটি সম্বন্ধে বলেছেন যে, "পাপীদের জন্য পরিত্রাণের সম্পূর্ণ শিক্ষাতত্ত্বটি একটি ভ্রূণের মধ্যে দেওয়া হয়েছে"। সুতরাং, এটাই হল প্রথম জ্যোতি, যা ঈশ্বরের অনুগ্রহের এক নতুন দিগন্তে দেখা দিয়েছে। এই বিষয়বস্তুর অধীনে চারটি বিষয় আমরা তুলে ধরব।

প্রথমত, এই প্রতিশ্রুতি হল অনুগ্রহের চুক্তির একটি বীজ। আমরা লক্ষ্য করেছি যে আদম প্রথম চুক্তি, অর্থাৎ পরিশ্রম অথবা কাজের চুক্তিটি ভেঙ্গেছিলেন। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এই ব্যবধানের কারণে, ঈশ্বরকে অবশ্যই নিচে নেমে আসতে হবে একটি চুক্তির মধ্যে দিয়ে মানুষের সাথে সম্পর্কস্থাপন করার জন্য। তাই, এখন একটি নতুন চুক্তির প্রয়োজন, এমন একটি চুক্তি যেটা পাপে পতিত মানুষের অবস্থানের প্রেক্ষাপটটির প্রতি একটি সমাধান দেবে। ঈশ্বতত্ত্ববিদেরা এটিকে অনুগ্রহের চুক্তি বলে থাকেন, যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে পরিত্রাণ প্রদান করে থাকেন।

আর এই অনুগ্রহের চুক্তির প্রথম বীজ আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে আমরা পাই। লক্ষ্য করবেন যে আরও একবার ঈশ্বর তাঁর দিক থেকে এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তৎপর হলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঈশ্বর আদমকে খুঁজছিলেন; তারপর আমরা শুনি, "পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব"। এটি সদাপ্রভু বললেন। বাইবেলের বাকি অংশ জুড়ে আমরা লক্ষ্য করবো যে অনুগ্রহের চুক্তির এই বীজ অঙ্কুরিত হবে এবং এর মূল গভীর থেকে আরও গভীরে প্রবেশ করবে। উদ্ধারের ইতিহাসের বাকি অংশের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর এই অনুগ্রহের চুক্তিকে উন্মোচন ও বিস্তার করবেন। অনুগ্রহের চুক্তিকে আমরা আরও ভালো ভাবে উপলব্ধি করতে পারবো ও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে নোহের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি, তারপর অব্রাহাম, তারপর মোশি, ও দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তির মধ্যে দিয়ে, যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন নিয়মের মধ্যে দিয়ে এর পূর্ণতা লাভ করবে। লক্ষ্য করুন, একটি প্রধান ধারাবাহিকতা রয়েছে যা আদিপুস্তক ৩:১৫ থেকে শুরু হয়ে প্রকাশিত বাক্য ২২ অধ্যায়ে পর্যন্ত চলেছে, যা অনুগ্রহের চুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনাকে প্রকাশ করেছেন। এর শুধুমাত্র একটি ঝলক আমরা আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে দেখতে পাই, এবং আমাদের ভবিষ্যতের অধ্যায়ে আপনি লক্ষ্য করবেন যে এর উপর ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনাকে গড়ে তুলবেন।

সংক্ষিপ্ত ক্যাটেকিসম প্রশ্ন ২০ এই সত্যটির একটি সার প্রদান করে। সেখানে লেখা আছে, "ঈশ্বর, তাঁর উত্তম ইচ্ছার

কারণে, সমস্ত অনন্তকাল থেকে কিছু মানুষদের বেছে নিয়েছেন অনুগ্রহের চুক্তির মধ্যে দিয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করার জন্য, এবং একজন উদ্ধারকর্তার মাধ্যমে পাপ ও দুর্দশার অবস্থান থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে একটি পরিত্রাণের অবস্থান পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য"। এর পরিণামে ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতা পুনরুদ্ধার হবে। খ্রীষ্ট সর্পের মস্তককে চূর্ণ করবেন। কলসীয় ২:১৫ পদ অনুসারে, "আর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকল দূর করিয়া দিয়া ক্রুশেই সেই সকলের উপরে বিজয়-যাত্রা করিয়া তাহাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিলেন"।

কিন্তু এই প্রক্রিয়ায়, খ্রীষ্টের পাদমূল চূর্ণ হবে। এটি হল ক্রুশের উপর তাঁর কাজের একটি উল্লেখ। খ্রীষ্ট অভিশপ্ত হবেন। খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের স্থান গ্রহণ করবেন এবং নিজেকে মৃত্যু এবং বিচার এবং ঈশ্বরের ক্রোধের অধীন করবেন। এই প্রথম অভিশাপ ঈশ্বরের আসন্ন পরিত্রাণের, খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর লোকেদের পরিত্রাণের পটভূমি প্রদান করে। গালাতীয় ৩:১৩ পদে লেখা আছে, "খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন; কেননা লেখা আছে, "যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত"।

এর একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আদিপুস্তক ৩:২১ পদে লক্ষ্য করি, "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাইলেন"। ঈশ্বর মানুষের লজ্জাকে আচ্ছাদন করার জন্য তার প্রচেষ্টাকে সরিয়ে দিলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর নিজের যোগান দিয়ে তাদের পোশাক পরিধান করালেন। অবশ্যই, চামড়া বোঝায় যে কোন একটি পশুর মৃত্যু। রক্ত সেচন ও বলিদান প্রয়োজন ছিল তাদের দোষ ও লজ্জা আচ্ছাদন করার জন্য। এটি সুনিশ্চিত করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে, অধ্যায় ৪ -এ একটি ঈশ্বর দ্বারা অনুমোদিত বলিদানের মধ্যে দিয়ে। যেমন আমরা ইব্রীয় ২:১৪,১৫ পদে পড়ি, "ভাল, সেই সন্তানগণ যখন রক্তমাংসের ভাগী, তখন তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন, যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন"।

এই প্রতিশ্রুতিকে, অর্থাৎ নারীর বংশ ও সর্পের বংশের এই প্রতিশ্রুতিকে আরও দূর পর্যন্ত আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, কারণ এটি আমাদেরকে মণ্ডলীর একটি দৃশ্য প্রদান করে। আদিপুস্তক ৩:১৫, প্রথম সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি, আমাদেরকে মণ্ডলীর একটি দৃশ্য প্রদান করে। লক্ষ্য করবেন যে এই পদে তিনটি বৈসাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে, প্রথমত সর্প ও নারীর মধ্যে একটি বৈসাদৃশ্য। এটি সেই জোটবন্ধনকে শেষ করে যেটা মানবজাতিকে পাপ করার দিকে পরিচালনা করেছিল এবং পরিণাম হিসেবে ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতাকে পুনরুদ্ধার করেছিল। অবশ্যই, ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা পাপ ও শয়তানের সাথে শত্রুতা নিয়ে আসে।

দ্বিতীয় বৈসাদৃশ্য হল খ্রীষ্ট ও শয়তান। অবশ্যই, খ্রীষ্ট হলেন সেই নারীর বংশধর যিনি সর্পের মস্তককে চূর্ণ করবেন, এবং সর্প খ্রীষ্টের পাদমূল চূর্ণ করবে। কিন্তু তৃতীয়ত, মণ্ডলী, অর্থাৎ নারীর বংশধর এবং জগত, অর্থাৎ শয়তানের বংশধরের মধ্যেও একটি বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এটি একটি বৃহৎ ও মহান বিচ্ছেদকে দর্শায়। আদিপুস্তকের বাকি অংশ নারীর বিশ্বস্ত বংশধর এবং সর্পের বিদ্রোহকারী বংশধরের মধ্যে একটি পার্থক্যকারী রেখা টেনেছে, যেমন, শেথ ও কয়িন, ইস্হাক ও ইশ্মায়েল, যাকোব ও এষৌ। অবশেষে, এই নারীর বংশধর খ্রীষ্ট পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যায়। এটি খ্রীষ্টের অধীনে থাকা মণ্ডলীর এবং শয়তানের অধীনে থাকা জগতের মধ্যে একটি যুদ্ধের প্রেক্ষাপট স্থাপন করে, যা সমস্ত উদ্ধারের ইতিহাস জুড়ে খুঁজে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতার জন্য প্রয়োজন পাপ, জগত ও শয়তানের সাথে সহভাগীতা থেকে নিজেকে পৃথক করা।

২ করিন্থীয় ৬:১৪ পদে আমরা পড়ি, "তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত অসমভাবে যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইও না; কেননা ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে পরস্পর কি সহযোগিতা? অন্ধকারের সহিত দীপ্তিরই বা কি সহভাগিতা?" আপনাকে অবশ্যই আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে দেওয়া ঈশ্বতত্ত্ব বিষয়টিকে বুঝতে হবে যদি আপনি উদ্ধারের ইতিহাসের বাকি অংশটিকে বুঝতে চান। কেননা, এটি হল খ্রীষ্টের মণ্ডলীর একটি প্রতিশ্রুতি। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদের সাথে ১ যোহন ৩:৮,১০ পদ দুটির তুলনা করুন: "যে পাপাচরণ করে, সে দিয়াবলের; কেননা দিয়াবল আদি হইতে পাপ করিতেছে, ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য্য সকল লোপ করেন"। আরও লেখা আছে, "ইহাতে ঈশ্বরের সন্তানগণ এবং দিয়াবলের সন্তানগণ প্রকাশ হইয়া পড়ে; যে কেহ ধর্ম্মাচরণ না করে, এবং যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে, সে ঈশ্বরের লোক নয়"। আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন খ্রীষ্ট ও মণ্ডলী এবং শয়তান ও জগতের মাঝে সম্পর্কটিকে।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাই যে আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতি শয়তানের উপর খ্রীষ্টের লোকেদের বিজয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। রোমীয় ১৬:২০ পদে পৌল এই বিষয়টির উপর মন্তব্য করেছেন, যেখানে তিনি রোমীয়দের বলেছেন, "আর শান্তির ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক"। তিনি আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় থেকে এই ধারণাটি টেনে এনেছেন, এবং পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায়েও আপনি এই বিষয়টি দেখতে পাবেন।

আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে এটি আমাদের কোথায় নিয়ে যায়। তাই, অবশেষে আমরা জানতে পারি যে এই অভিশাপটিকে বিপরীত পর্যায়ে ফিরিয়ে আনার মহান কাজটি সময়ের শেষে ঘটবে, যেখানে সেই অভিশাপ একটি আশীর্বাদে পরিণত হবে। আরেক কথায়, এটি আমাদের স্বর্গের দিকে চিহ্নিত করে যেখানে আর কোন অভিশাপ থাকবে না, বরং ঈশ্বরের সাথে তাঁর লোকেদের একটি চিরন্তন সহভাগীতা থাকবে।

আর তাই, আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় থেকে আমরা এই অভিশাপের ঘোষণা দেখতে পাই, সেখান থেকে আমাদেরকে ক্রুশের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের পাপ ও অভিশাপ নিজের উপর বহন করলেন এবং ঈশ্বরের সাথে শত্রুতা সরিয়ে দিলেন ও তাঁর সাথে সহভাগীতাকে পুনঃস্থাপন করলেন। আর এটি, পরিবর্তে, অবশেষে স্বর্গে এর পূর্ণতার দিকে পরিচালনা করে। প্রকাশিত বাক্য ২২:৩-৪ পদে লেখা আছে, "এবং "কোন শাপ আর হইবে না;" আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে; এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে, ও তাঁহার মুখ দর্শন করিবে, এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে"।

স্বর্গে, আরও কোন পাপ থাকবে না। সুতরাং, সেখানে কোন কষ্টভোগ, কোন মৃত্যু, কোন যন্ত্রণা, কোন দুর্দশা থাকবে না। প্রকাশিত বাক্য ২১:৪ পদে লেখা আছে, "আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্ত্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল"। স্বর্গে, ঈশ্বরের লোকেরা চিরস্থায়ী, পাপহীন ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতায় আনন্দ করবে যা সেই সকল কিছুর ঊর্ধ্বে হবে যা এদন উদ্যানে মানুষ জানতো।

আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বতত্ত্ব সূত্রগুলিকে একসঙ্গে বাঁধছি, এবং এই বিষয়বস্তুগুলিকে সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজছি। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা লক্ষ্য করবো যে কীভাবে ঈশ্বর এই বিষয়বস্তুগুলির উপর গেঁথে তুলেছেন নোহের সময়ে।

বক্তৃতা ৪

নোহ

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর বিচারের মধ্যে দিয়ে তাঁর পরিত্রাণের মহিমাকে প্রদর্শন করেন।

পাঠ্য অংশ:

"কারণ ঈশ্বর...পুরাতন জগতের প্রতি মমতা করেন নাই, কিন্তু যখন ভক্তিহীনদের জগতে জলপ্লাবন আনিলেন, তখন আর সাত জনের সহিত ধার্ম্মিকতার প্রচারক নোহকে রক্ষা করিলেন...প্রভু ভক্তদিগকে পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিতে, এবং অধার্ম্মিকদিগকে দণ্ডাধীনে বিচারদিনের জন্য রাখিতে জানেন।" (২ পিতর ২:৪,৫,৯)।

বক্তৃতা ৪ -এর অনুলিপি

নোহের জাহাজের গল্প এবং বিশ্বব্যাপী প্লাবনের কাহিনীটি পুরাতন নিয়মের সেরা পরিচিত কাহিনীগুলির মধ্যে একটি হতে পারে। এটি অবশ্যই শিশুদের মনকে মোহিত করে, তবে এটি বিশ্বের উপর ঈশ্বরের অতুলনীয় ধ্বংসের একটি গভীর বিবরণ। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে অনেক কিছু ঘটেছে, আদম এবং নোহের সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ভুল হয়েছে। এই প্লাবনে, পৃথিবী চিরতরে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর এই কাহিনীতে আশার একটি কেন্দ্রীয় বার্তা প্রদান করেন যেখানে ঈশ্বর তার পরিত্রাণের পরিকল্পনার প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও প্রকাশ করেন।

সুতরাং, আদিপুস্তক ৪ এবং ৫ অধ্যায়ের ঈশ্বরতাত্ত্বিক তাৎপর্য কী? নোহের সময়ে মানুষের পতনের অবস্থা সম্পর্কে আমরা কী শিখি? বিচার এবং পরিত্রাণ কি একে অপরের বিপরীত? নাকি বিচারের মাধ্যমে পরিত্রাণ আসে? প্লাবনের পরে নোহের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি কীভাবে ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনাকে অগ্রসর করে এবং বাইবেলের ইতিহাসে এর পর যা কিছু আসে তার দিকে আমাদের নির্দেশ করে?

এই বক্তৃতায়, আমরা দেখব যে ঈশ্বর তাঁর নিজের সম্পর্কে, তাঁর লোকেদের সম্পর্কে এবং তাঁর পরিত্রাণের বিষয়ে আমাদের কাছে কী প্রকাশ করেন এবং আমরা প্লাবনের আগে, প্লাবনের সময় এবং প্লাবনের পরে সময়কালগুলির দিকে তাকিয়ে তা করব। প্রভু করুণা এবং ক্রোধের বিষয়বস্তু দুটি একে অপরের সাথে সংযুক্ত করেছেন, এটি প্রদর্শন করেছেন যে পরিত্রাণকে অবশ্যই বিচারের মাধ্যমে আসতে হবে।

সুতরাং, প্রথমত, আসুন, প্লাবনের আগের সময়কালটি নিয়ে বিবেচনা করা যাক। প্লাবনের আগে, ঈশ্বর আদিপুস্তক ৩:১৫ এ উল্লেখিত দুটি বংশধরের গতিপথের মধ্যে বিভাজন এবং বিচ্ছেদ প্রকাশ করেছেন। আমরা আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে মণ্ডলী এবং জগতের মধ্যে প্রথম পার্থক্য খুঁজে পাই, তারপরে দুটি বংশরেখা নোহের দিনের দিকে পরিচালিত করে। আমরা এই প্রথম বিষয়বস্তুর অধীনে সেই দুটি বংশরেখা বিবেচনা করব।

ধার্মিক বংশরেখা প্রথমে বিবেচনা করুন। আমরা আদিপুস্তক ৩:১৫ থেকে জানি যে ঈশ্বরীয় বংশরেখার মাধ্যমেই মধ্যস্থতাকারী আসবেন। আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে হল আদিপুস্তক ৩:১৫ এর প্রতিশ্রুতির প্রথম প্রধান ফলাফল। ঈশ্বর দ্বারা নিরুপিত আরাধনা নিয়ে দুই বংশধরের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। কয়িন প্রথম ভণ্ড ঈশ্বরত্যাগী ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণিত হন, এবং হেবল হলেন প্রথম বিশ্বাসী শহীদ। প্লাবনের আগেই আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করি। আমরা লক্ষ্য করি যে ঈশ্বরের নিরূপিত আরাধনা সম্পর্কে আদিপুস্তক ৪:৪ পদের শেষে দেওয়া হয়েছে, "তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন"। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে, তাঁর নির্ধারিত আরাধনা অনুসারে, আমাদের পছন্দ বা সৃজনশীলতা বা উদ্ভাবন অনুসারে নয়। ইব্রীয় ১১:৪ বলে, "বিশ্বাসে হেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়িন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উৎসর্গ করিলেন"।

এখন আমরা জানি যে বিশ্বাস হল ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া। রোমীয় ১০:১৭ আমাদের শেখায়,

"অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়"। সুতরাং, হেবল স্পষ্টতই ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সাড়া দিচ্ছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছে তিনি সেই আরাধনা নিবেদন করছিলেন যা করার জন্য ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন, যদিও এটি আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। আমরা ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত বলিদান ব্যবস্থাটিকে দেখতে পাই। এর পর যা কিছু আসতে চলেছে, এটি সেইগুলির ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটিকে মোশির ব্যবস্থার অধীনে আরও বিস্তৃত ভাবে প্রসারিত করা হবে। অবশ্যই, এই সমস্ত কিছু খ্রীষ্টের বলিদান এবং এই সত্যের প্রতি নির্দেশ করে যে রক্তপাত ছাড়া কোন ক্ষমা নেই।

হেবল শব্দটির আসল অর্থ হল "অসার", একটি আলোচ্য বিষয়বস্তু যা উপদেশক পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হেবলের মৃত্যুর পর, ধার্মিক বংশরেখা শেথের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। আমরা পড়ি, "...ও তাহার নাম শেথ রাখিলেন। কেননা [হবা কহিলেন,] কয়িন কর্ত্তৃক হত হেবলের পরিবর্ত্তে ঈশ্বর আমাকে আর এক সন্তান দিলেন" (আদিপুস্তক ৪:২৫)। শেথের পুত্র, ইনোশের জন্মের পর, আমরা পড়ি, "তৎকালে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল" (আদিপুস্তক ৪:২৬)। ধার্মিকেরা একত্র হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগল। প্রথমবার চারিপাশের জগতের থেকে দৃশ্যমান ভাবে মণ্ডলী আবির্ভূত হল। আপনি যদি আরও পড়েন, হনোক হলেন আরও একজন সূত্রপাত এই ধার্মিক বংশরেখায়, যা নোহ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে যায়। আদিপুস্তক ৫:২২ পদে, এবং আবার ২৪ পদে আমরা পড়ি, "হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন"। পদ ২৪, "হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন"।

গমনাগমন শব্দটির ইব্রীয় শব্দটি একটি দৈনিক যোগাযোগকে বোঝায়, উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৭, যেখানে নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া উচিৎ যেন তারা উঠতে, বসতে, চলতে-ফিরতে ঈশ্বরের বাক্যকে নিয়ে আলোচনা করে। এটাই এখানে বোঝানো হয়েছে। ইব্রীয় ১১:৫ পদে হনোকের বিষয়ে এই লেখা আছে, "[হনোক] ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ছিলেন", সুতরাং, ঈশ্বরের সাথে আত্মিক সহভাগীতা অব্যাহত ছিল। হনোক ঈশ্বরের উপস্থিতিতে জীবনযাপন করতেন। একইভাবে, এই সাক্ষ্য আদিপুস্তক ৬:৯ পদেও অব্যাহত থাকে, "নোহ তাৎকালিক লোকদের মধ্যে ধার্ম্মিক ও সিদ্ধ লোক ছিলেন, নোহ ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন"। পরবর্তী সময়ে, একই বিষয় ঈশ্বর অব্রাহামের থেকে দাবী করেছিলেন। "আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ হও" (আদিপুস্তক ১৭:১)।

আমরা আর কী শিখি? যিহূদা ১৪ অধ্যায় থেকে আমরা শিখি যে ঈশ্বরের বাক্য হনোকের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ক্রমাগত ধ্বনিত হচ্ছিল। অবশ্যই, এটি ছিল অধার্মিকদের উপর ঈশ্বরের বিচারের বাক্য। আর ঈশ্বরের বাক্য নোহের মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে যেমনটি ২ পিতর ২:৫ পদে দেখা যায়, যেখানে তাকে ধার্মিকতার প্রচারক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাই, বিশ্বস্ত, ধার্মিক বীজ হিসেবে, ঈশ্বরের নিয়ম, ঈশ্বরের আরাধনার বিশুদ্ধতা, ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা এবং বলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্যকে ঘিরে একত্রিত হয়।

দ্বিতীয়ত, এই প্রথম পয়েন্টের অধীনেই, আমরা অধার্মিক বীজের (বংশরেখা) সম্পর্কে কিছু জিনিসও শিখি। সর্পের বংশ কয়িনের বংশের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়। ১ যোহন ৩:১২ লক্ষ্য করুন, আর এই শব্দগুলি দেখুন, "কয়িন যেমন সেই পাপাত্মার লোক, এবং আপন ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিল, তেমন যেন না হই। আর সে কেন তাঁহাকে বধ করিয়াছিল? কারণ এই যে, তাহার নিজের কার্য্য মন্দ, কিন্তু তাহার ভ্রাতার কার্য্য ধর্ম্মানুযায়ী ছিল।" কয়িনের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের নিরূপিত আরাধনা থেকে প্রথম বিচ্যুতি, রক্তের মাধ্যমে তার বলিদান প্রত্যাখ্যান করা, এবং আমরা মণ্ডলীর অনুশাসনের প্রথম ঘটনা দেখতে পাই, ঈশ্বরের সত্য আরাধনাকারীদের সমাবেশ থেকে কয়িনকে বহিষ্কার করা হয়। আদিপুস্তক ৪:১৬ পদে বলে, "পরে কয়িন সদাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইতে প্রস্থান করিয়া এদনের পূর্ব্বদিকে নোদ দেশে বাস করিল"। জন ওয়েন, একজন পিউরিটান, এটিকে "একটি ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত এবং প্রদর্শিত প্রতীক, মণ্ডলীর ভবিষ্যতের সমস্ত সংস্কারের জন্য একটি উদাহরণ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম হত্যাকাণ্ডটি লেমকের দ্বারা আরও হত্যার দিকে পরিচালিত করে, এবং তিনি অধ্যায় ৪-এ সেই হত্যার জন্য গর্ব করেন। আদিপুস্তক ৬ অধ্যায়ের শুরুর পদগুলি মণ্ডলীর এবং জগতের সংমিশ্রণ থেকে আসা অবক্ষয়কে দেখায়। শেথের কিছু বংশধর, ঈশ্বরের পুত্রেরা, কয়িনের বংশধরদের, অর্থাৎ মানুষের কন্যাদের, সাথে বিবাহ করেছিল, এবং এর ফলাফল ছিল আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংসাত্মক। আবার, জন ওয়েন বলেছেন, "সমস্ত যুগেই, দুষ্টের সাথে অবাধে মেলামেশা মণ্ডলীকে পতনের দিকে নিয়ে যায়"। আদিপুস্তক ৬:৩ পদে, এর ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের আত্মা তাঁর উপস্থিতি এবং আশীর্বাদ প্রত্যাহার করতে শুরু করেছিলেন, এবং এটি প্লাবনের সাথে বিশ্বকে ধ্বংস করার জন্য ঈশ্বরের সংকল্পের পথ খুলে দিয়েছিল। অপরাধের প্লাবন বিচারের প্লাবনের দরজার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের ধার্মিক-পৃথকীকরণের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছিল আর তা নারীর বীজ এবং সর্পের বীজের মধ্যে একটি অপবিত্র জোট দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল।

এটি আমাদেরকে নোহের দিনে নিয়ে আসে যেখানে আমরা আদিপুস্তক ৬:৫ পদে পড়ি, "আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড় এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ"। এই পদে পাপ সম্পর্কে বর্ণিত ছয়টি বিষয় লক্ষ্য করুন। আমরা দেখি যে, প্রথমত, পাপ জন্মগত। এটি জন্মগত। আপনি এটি পরবর্তী অধ্যায় ৮:২১-এ লক্ষ্য করবেন, "কারণ বাল্যকাল অবধি মনুষ্যের মনস্কল্পনা দুষ্ট"। তাই, পাপ জন্মগত, যা অধ্যায় ৬:৫ পদে মানুষের দুষ্টতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আমরা পাপের তীব্রতা দেখতে পাই। তিনি বলেছেন যে তা হল "বড়"। তৃতীয়ত, পাপের পরিব্যপ্তি: "প্রত্যেক মনস্কলপনা"। চতুর্থ, আমরা পাপের বিকৃত সৃজনশীলতা দেখতে পাই। এটিকে "মনস্কল্পনা" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি এই ধারণাটির উপর গড়ে ওঠে যে মানুষ তার কর্মে সৃজনশীল কারণ তাকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। পঞ্চম, পাপের অভ্যন্তরীণতা, তার হৃদয়ের চিন্তাভাবনা। ষষ্ট, পাপ একচেটিয়া। এটি শুধুমাত্র মন্দ। এর সাথে আমরা আর একটি যুক্ত করতে পারি, এবং সেটা হল, সপ্তম, পাপ স্বভাবগত। আপনি "নিরন্তর" শব্দটি দেখতে পাচ্ছেন। এই একটি পদের মধ্যে অনেক কিছু সংযুক্ত করা হয়েছে। পাপ বিশ্বব্যাপী কারণ পতিত মানুষ পাপে জন্মগ্রহণ করে। আমরা এই বিষয়ে সমস্ত পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম জুড়ে পড়ি। উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় ৩:৯-২৩ পদগুলি বিবেচনা করুন। একজন প্রাকৃতিক মানুষের নিজের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত। ঈশ্বরের সম্মান না ছিনিয়ে সে কোন কিছুতেই গর্ব করে না। আমি আপনাকে দুটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিতে চাই।

পুরাতন নিয়মের এক রাজা, রাজা নবূখদ্‌নিৎসর, যিনি তার নিজের অহংকারে নিজেকে মহিমান্বিত করেছিলেন, এবং সদাপ্রভু তাকে নম্র করলেন ও একটি বলদের মতো তাকে ক্ষেত্রে পাঠালেন। আর নতুন নিয়মে, প্রেরিত্ ১২ অধ্যায়ে রাজা হেরোদের কথা আমরা পড়ি। তাকে দেবতা হিসেবে প্রশংসা করা হত, এবং সেই প্রশংসা সে গ্রহণ করেছিল, আর ঈশ্বর তাকে আঘাত করলেন এবং তিনি কীটের খাদ্য হয়েছিলেন ও এই ভাবে তিনি মারা গিয়েছিলেন।

আদিপুস্তক ৬:৫ পদে, সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট (Total Depravity) বিষয়ে প্রথম ও স্পষ্ট শিক্ষা দেখতে পাই। এখানে "সম্পূর্ণ" শব্দের অর্থ এই নয় যে মানুষ যতটা সম্ভব ততটা মন্দ। বরং, 'সম্পূর্ণ' শব্দটির অর্থ হল যে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির প্রত্যেকটি দিক পাপ দ্বারা আক্রান্ত। মানুষের দুষ্টটা ব্যাপক, কিন্তু এটি যে সর্বদা প্রবল, তা নয়। একজন অবিশ্বাসী, সম্পূর্ণ রূপে নয়, কিন্তু সমস্ত দিক থেকে, মন্দ। তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় প্রভাবিত, এবং শাস্ত্র থেকে আমরা নতুন নিয়ম থেকে অনেকগুলি শাস্ত্রের তালিকা করতে পারবো যা এই সত্যটিকে স্থাপন করবে যে মানুষের মন ও বোধবুদ্ধি, উভয় পাপ দ্বারা আক্রান্ত ও পতিত। তার আবেগ, বিবেক, তার ইচ্ছাশক্তি, এবং আরও অনেক কিছু আমরা এই তালিকার মধ্যে যুক্ত করতে পারি। একজন প্রাকৃতিক মানুষ নৈতিক ভাবে অক্ষম কারণ সে পাপের অধীনে দাস। নতুন নিয়মের শব্দে, সে একজন আত্মিক ভাবে মৃত মানুষ। সে অন্ধ ও শক্তিহীন। সে অজ্ঞাতও। তাই, প্রাকৃতিক মানুষ শুধুমাত্র অসুস্থ, অথবা তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল অথবা কোন ভাবে জ্ঞানী নয়, সে সমস্ত দিক থেকে মন্দ। একজন অবিশ্বাসী একটি বন্দিত্বের অবস্থানে রয়েছে, স্বাধীন অবস্থানে নয়। দাসত্ব, স্বাধীনতা নয়। ঈশ্বরের সাহায্য ব্যাতিরেকে, তার কাছে নিজস্ব স্বাধীনতা নেই ভালো কাজ করার অথবা ঈশ্বরের কাছে আসার, অথবা উদ্ধারকারী বিশ্বাসকে তার জীবনে কার্যকারী করে তোলার।

এই পর্যায়ে স্বাধীন ইচ্ছার শিক্ষাতত্ত্বটি সারাংশ করা উপকারী হবে, যা আমরা সমস্ত উদ্ধারের ইতিহাসের মধ্যে দেখতে পাই, যেহেতু এটাই আমাদের এই পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য। এটি আমাদেরকে এই বৃহৎ চিত্রের প্রেক্ষাপটে আদিপুস্তক ৬ অধ্যায়টি আরও ভালো ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। আমরা উদ্ধারের ইতিহাসকে চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি এবং এই প্রত্যেকটি ভাগের অধীনে মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতাকে বিবেচনা করবো।

প্রথমত, এদন উদ্যানে আদমের পতনের আগের অবস্থাটিকে বিবেচনা করি, যেখানে আদম একটি নির্দোষ ও নির্ভুল অবস্থানে ছিল। সেখানে, তার ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে কী জানি? তার কাছে পাপ কাজ করার ক্ষমতা ও সুযোগ ছিল, এবং সেই কারণে, তার কাছে উভয় ভালো ও মন্দ কাজ করার ক্ষমতা ছিল।

দ্বিতীয়ত, পতনের পর, এবং এটি অবিশ্বাসীদের উল্লেখ করে যারা তাদের পাপে পতিত। বাইবেল আমাদের শেখায় যে সে পাপ কাজ না করতে অক্ষম। আরেক কথায়, তার কাছে শুধুমাত্র মন্দ কাজ করার এবং ভালো কাজ না করার ক্ষমতা রয়েছে।

তৃতীয়ত, আমরা সেই সকল মানুষদের কথা ভাবতে পারি যাদের মন পরিবর্তন হয়েছে, খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসে আসার পর। একজন বিশ্বাসীর কাছে পাপ করা এবং পাপ না করা, উভয়ের ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং, তার কাছে উভয় ভালো ও মন্দ কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে।

শেষ শ্রেণীর মানুষেরা হল স্বর্গে যাওয়া মানুষেরা। স্বর্গে, বিশ্বাসীরা পাপ করতে পারবে না। তার মধ্যে শুধুমাত্র ভালো কাজ করার এবং পাপ না করার ক্ষমতা থাকবে। আর তাই আদিপুস্তক ৬:৫ পদে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের দেখতে পাই: অবিশ্বাসীরা যারা ভালো কাজ করতে সক্ষম নয়। সে শুধুমাত্র যা মন্দ, তাই করতে সক্ষম। আমরা সংক্ষেপে পাপের পাপময়তা ও পাপের জঘন্যতার মাঝে পার্থক্য করতে পারি। এটি বিশেষ করে উপকারী যখন ব্যবহারিক প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়। একজন ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, তাহলে আপনি হয়তো কাউকে এমন কথাটি বলতে শুনেছেন, "আমরা সকলেই পাপী, আমরা সকলেই পাপ করেছি"। এটি সত্য, কিন্তু এটি পাপের পাপময়তা ও পাপের জঘন্যতার মাঝে পার্থক্য তৈরি করতে ব্যর্থ হয়।

সুতরাং, আপনার ভাইকে অন্তরে ঘৃণা করা পাপ, এবং নিজের হাতে আপনার ভাইকে হত্যা করাও পাপ, পরবর্তী বিষয়টি, আপনার ভাইকে হত্যা করা আরও জঘন্য। এটি আরো জঘন্য পাপ। তাই, জঘন্যতার মাত্রা রয়েছে। আমরা খারাপ চিন্তাভাবনা করা থেকে হয়তো কারুর প্রতি রাগান্বিত হতে পারি, অথবা কাউকে আঘাত করা থেকে শেষ পর্যন্ত কাউকে হত্যা করতে পারি, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাপের জঘন্যতা বৃদ্ধি পায়, যদিও প্রতিটি পাপের পাপময়তা কিছু সমান বিষয় ভাগ করে

নেয়।

বাইবেল ঈশ্বরের প্রতি এক উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি রাখে, এবং মানুষের প্রতি একটি নিম্ন দৃষ্টিভঙ্গি, আর এর পরিণামে পরিত্রাণের জন্য আমাদের নম্রতা এবং নির্ভরতার প্রয়োজন। মানুষকে নিজের থেকে বাঁচাতে হবে, পাপ থেকে রক্ষা পেতে হবে এবং নরকে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে বাঁচতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের প্লাবনের সময়কালটি বিবেচনা করতে হবে। বিশ্বব্যাপী ধর্মভ্রষ্টতা একটি অতুলনীয় উচ্চতায় পৌঁছেছিল যেমনটি আপনি অধ্যায় ৬:১১-১৩ এ দেখতে পাচ্ছেন। আর পুরানো জগৎ একটি বিনাশকারী ঝড়ের সাথে শেষ হয় তা দেখানোর জন্য যে কিভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং করুণাময় পরিত্রাণ শুধুমাত্র পাপের উপর ন্যায় বিচারের পথ ধরে আসবে। এটি একটি যুগের সমাপ্তি চিহ্নিত করে, সেই সময়ের বিশ্বের শেষ হিসেবে পরিচিত ছিল। আবার, এই বিষয়ের অধীনে দুটি বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রথমত, দুষ্টদের শাস্তি দেওয়া হয়। ঈশ্বর তাদের সতর্ক করেছিলেন, নোহের মাধ্যমে এবং হনোকের প্রচারের মাধ্যমে তাদের অনুতাপের জন্য আহ্বান করেছিলেন।

কিন্তু যেমন যীশু বলেছিলেন, "কারণ জলপ্লাবনের সেই পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, জাহাজে নোহের প্রবেশ দিন পর্য্যন্ত, লোকে যেমন ভোজন ও পান করিত, বিবাহ করিত ও বিবাহিতা হইত, এবং বুঝিতে পারিল না, যাবৎ না বন্যা আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে"। আপনি এই কথাগুলি মথি ২৪ অধ্যায়ে এবং লূক ১৭ অধ্যায়ে পাবেন। হিতোপদেশ ২৯:১ পদের কথায়, "যে পুনঃ পুনঃ অনুযুক্ত হইয়াও ঘাড় শক্ত করে, সে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহার প্রতীকার হইবে না"।

কিছু সংশয়বাদী যা বলে তার বিপরীতে, এটি একটি বিশ্বব্যাপী বন্যা ছিল, স্থানীয় নয়। এটি সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করেছিল। এটি ছিল একটি বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় যা ঈশ্বর তাঁর মুখের কথার মাধ্যমে ঘটিয়েছিলেন। এটি ২ পিতর ৩:৩-৭ পদগুলিতে পিতরের কথা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এটি নোহকে বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ। আপনার এটি পড়ার জন্য সময় নেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, নতুন নিয়ম এই বিশ্বব্যাপী প্লাবন এবং ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিচারের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যতাকে চিত্রিত করে। বন্যা হল, আসন্ন চূড়ান্ত বিচারের একটি প্রতীক, পাপের পরিণামকে একটি চিত্রের আকারে দেখানো হয়েছে। সুতরাং, আমি আপনাকে ২ পিতর ৩:৩-৭ পদগুলি পড়তে উৎসাহিত করব।

দ্বিতীয়ত, এই বিষয়বস্তুর অধীনে, প্লাবনের সময়কাল নিয়ে আলোচনা করার সময়ে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্বাসীরা রক্ষা পেয়েছে। এখন, ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজনীয়তা আদিপুস্তক ৬:১৭ পদ থেকে স্পষ্ট হয়, "আর দেখ, আকাশের নীচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে, সকলকে বিনষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীর উপরে জলপ্লাবন আনিব, পৃথিবীস্থ সকলে প্রাণত্যাগ করিবে"। এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখায়। আদিপুস্তক ৫:২৯ পদে, যেখানে নোহের জন্মের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও অনুগ্রহের একটি প্রত্যাশা রয়েছে। সেখানে লেখা আছে, "এবং তিনি তার নাম নোহ রাখিলেন"। নোহ নামের অর্থ বিশ্রাম (সান্ত্বনা)। "তিনি তার নাম নোহ রাখিলেন, বলেছিলেন, এটিই আমাদের সান্ত্বনা দেবে"।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে আমরা আদিপুস্তক ৬:৮ পদে অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা দেখতে পাই, "কিন্তু নোহ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন"। এটি অনুমান করে যে নোহও অনুগ্রহ চেয়েছিলেন এবং এর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তিনি যা চেয়েছিলেন তা খুঁজে পেয়েছেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন যিনি সদাপ্রভুর সাথে গমনাগমন করতেন। আর তাই, আদিপুস্তক ৮ অধ্যায়ে, আমরা শুনতে পাই, "এবং ঈশ্বর নোহকে স্মরণ করেছিলেন"। আমাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে পরিত্রাণ বিচারের পথে ধরে এসেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নোহ শুধুমাত্র প্লাবনের জল থেকে রক্ষা পায়নি, কিন্তু জলের দ্বারা রক্ষা পেয়েছিলেন। বাইবেল ১ পিতর ৩:২০ এই কথাই বলে, "যাহারা পূর্ব্বকালে, নোহের সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিলম্ব করিতেছিল, তখন অবাধ্য ছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক, অর্থাৎ আটটী প্রাণ, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল"।

এরপর পিতর খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম এবং পবিত্রীকরণের অর্থের সাথে একটি সংযোগ স্থাপন করেন। বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দ্বারা উদ্ধার লাভ করে, যখন ঈশ্বরের বিচারের জল যীশুর উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। যে জল এই পৃথিবীকে ভ্রষ্টাচার থেকে শুদ্ধ করেছিল তা জাহাজে থাকা লোকদের রক্ষা করেছিল। এই দুষ্ট পৃথিবী নোহকে বিনাশ করার হুমকি দিয়েছিল। প্লাবন এই পৃথিবীকে ধ্বংস করেছিল, এবং একই সময়ে, সেই একই জল মণ্ডলীকে উদ্ধার করেছিল ও তাকে এই দুষ্ট জগত থেকে পৃথক করেছিল। যিশাইয় ১:২৭ পদে লেখা আছে, "সিয়োন ন্যায়বিচার দ্বারা, ও তাহার যে লোকেরা ফিরিয়া আইসে, তাহারা ধার্ম্মিকতা দ্বারা, মুক্তি পাইবে"।

তাই, ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক নোহকে একটি জাহাজ তৈরি করার নির্দেশ দেন, এবং নোহ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেন। ঈশ্বর একটি জাহাজ প্রদান করেন। ঈশ্বর তাদেরকে সেই জাহাজের মধ্যে ডেকেছিলেন। ঈশ্বর তাদেরকে সেই জাহাজের মধ্যে বন্ধ করে দেন। ঈশ্বর তাদেরকে সেই জাহাজের মধ্যে স্মরণ করেন, এবং ঈশ্বর তাদেরকে সেই জাহাজ থেকে বের করে আনেন। জাহাজটি খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরকে চিহ্নিত করে, যিনি তাঁর লোকেদের আশ্রয় ও ত্রাণকর্তা। সেখানে আমরা নারীর বংশধরকে নিরাপদে পরিত্রাণের দিকে ভেসে যেতে দেখি, এবং সর্পের বংশধরকে ধ্বংস হতে দেখি।

তৃতীয়ত, আমাদেরকে প্লাবনের পরের সময়কালটি বিবেচনা করতে হবে। প্লাবনের পরে, ঈশ্বর নোহকে আশীর্বাদ

করেছিলেন এবং অনুগ্রহের চুক্তিতে তাঁর সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আমরা আদিপুস্তক ৯ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে পড়ি। তাঁর লোকেদের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদের ঘোষণাটি বাইবেলের একেবারে শেষ বাক্য এবং প্রকাশিত বাক্য ২২:২১-এর শাস্ত্রের একেবারে শেষ পদ পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

আমরা আগেই দেখেছি, ঈশ্বরই তাঁর চুক্তির সূচনা করেন। আদিপুস্তক ৯:৯ পদে, আমরা পড়ি, "তোমাদের সহিত, তোমাদের ভাবী বংশের সহিত...আমি আমার নিয়ম স্থির করি"। ঈশ্বর নোহের সাথে চুক্তির সূচক। নোহের সাথে ঈশ্বরের চুক্তিতে, আপনি সৃষ্টির একটি উল্লেখ লক্ষ্য করবেন যা সৃষ্টি এবং মুক্তির সহাবস্থান প্রদর্শন করে। এটি অন্তত দুটি কারণে। সৃষ্টিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে স্থির রাখা হয়েছে যাতে উদ্ধারের কাজ অগ্রসর হতে পারে এবং প্রকাশ পেতে পারে। ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং দূরদর্শিতার কাজগুলি তাঁর উদ্ধারের ইতিহাসের পরিকল্পনাকে অগ্রসর করার জন্য ঈশ্বরের করুণাময় উদ্দেশ্যগুলিকে পরিবেশন করে। আমরা এও জানি যে চুক্তির আশীর্বাদগুলি নতুন স্বর্গ এবং নতুন পৃথিবীতে সৃষ্টির আদেশকৃত অস্তিত্বের পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে শেষ হবে, যা আমরা পূর্ববর্তী বক্তৃতায় বিবেচনা করেছি।

সুতরাং, আমরা আদিপুস্তক ৯ অধ্যায়ে জীবনের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে, ঈশ্বরের যোগান এবং ঈশ্বরের দ্বারা সংরক্ষণের কথা পড়ি। এই নতুন চুক্তির প্রতিশ্রুতি একাধিক বলিদান দ্বারা অনুষঙ্গী হয়। আপনি সেগুলিকে আট অধ্যায়ের শেষে এবং নয় অধ্যায়ের প্রথম বিভাগে দেখতে পাবেন। যদিও বেশিরভাগ প্রাণী দুটি করে জাহাজের মধ্যে এসেছিল, ঈশ্বর যে প্রাণীগুলিকে শুচি হিসেবে মনোনীত করেছিলেন তারা সাতজন করে এসেছিল। এটি ছিল বলিদানের জন্য (এই পরিষ্কার পশুগুলিকে বলি দেওয়া হবে) এবং নোহের খাদ্যের জন্য ঈশ্বরের যোগান। আমরা আদিপুস্তক ৮:২০ পদে প্রথম একটি বেদীর উল্লেখ দেখতে পাই। ঈশ্বরের অনুগ্রহের চুক্তি আরও একবার বলিদান ও রক্তপাতের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাইবেলের প্রথম দিকে আমাদের মনে খ্রীষ্টের প্রত্যাশা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যিনি অনেক পরে প্রভুর ভোজের সময়ে বলেছিলেন, "এই পানপাত্রটি হল আমার রক্তের নতুন নিয়ম বা নতুন চুক্তি, যা তোমার জন্য বয়ে গেছে"।

আপনি লক্ষ্য করবেন যে ঈশ্বর অনুগ্রহের এই চুক্তির একটি চিরস্থায়ী চিহ্ন প্রদান করেন, যেমন একটি রংধনু। আমরা অধ্যায় ৯:১৩ -এ পড়ি, "আমি মেঘে আপন ধনু স্থাপন করি, তাহাই পৃথিবীর সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে"। এটি ১৬ এবং ১৭ পদে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

এটি আরেকটি গড়ে তোলার জন্য একক, কারণ অনুগ্রহের চুক্তির লক্ষণগুলি আমাদের ভবিষ্যতের অধ্যয়নের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে। এই চুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের এটাও লক্ষ্য রাখা উচিত, পারিবারিক নীতি; এই চুক্তির প্রতিশ্রুতি সম্প্রসারণে বিশ্বাসীদের পরিবারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নোহ নিজেও একজন বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। তিনি সুসমাচারে বিশ্বাস করেছিলেন এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করেছিলেন। "বিশ্বাসে নোহ, যাহা যাহা তখন দেখা যাইতেছিল না, এমন বিষয়ে আদেশ পাইয়া ভক্তিযুক্ত ভয়ে আবিষ্ট হইয়া আপন পরিবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা জগৎকে দোষী করিলেন ও আপনি বিশ্বাসানুরূপ ধার্ম্মিকতার অধিকারী হইলেন" (ইব্রীয় ১১:৭)। লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বর একজন বিশ্বাসী হিসেবে নোহ এবং তার সন্তানদের প্রতি তাঁর চুক্তির আশীর্বাদ প্রসারিত করেছেন। আদিপুস্তক ৯:৯ পদে, "তোমাদের সহিত, তোমাদের ভাবী বংশের সহিত...আমি আমার নিয়ম স্থির করি"। এই পারিবারিক নীতি পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যেমনটি আমরা দেখব। পিতর যখন প্রেরিত ২:৩৯ পদে সুসমাচার প্রচার করেন, তখন তিনি একই রকম কিছু বলেন। তিনি বলেন, "কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্ত্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন"।

এখন, একটি চুক্তিবদ্ধ পরিবারের মধ্যে থেকে চুক্তির প্রতিশ্রুতিগুলি লাভ করা এবং একটি প্রকৃত মন পরিবর্তন ও উদ্ধারকারী বিশ্বাস ধারণ করা সমার্থক বিষয় নয়। অর্থাৎ, সকলেই বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি লাভ করেনি। নারীর বংশধরের মধ্যে থেকে সর্পের বংশধর আবার উত্থাপিত হয়েছিল, হামের বিদ্রোহের ও চুক্তি লঙ্ঘনের মধ্যে দিয়ে। আর তাকে ঈশ্বরের পরিবার থেকে পরিত্যক্ত করা হয়েছিল। আপনি এটি অধ্যায় ৯:২৫-২৭ পদের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারবেন। কিন্তু, আসুন আমরা সামনের পথটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করি। প্লাবনের পরে যা কিছু ঘটেছিল, সেইগুলি নিয়ে বিবেচনা করছি। ঈশ্বরের দ্বারা এই মহা প্লাবনের পর, নোহের বংশধরদের মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবী আবার শুরু হয়েছিল, কিন্তু একটি ধারাবাহিকতা তখনও রয়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, আদিপুস্তক ৯ অধ্যায়ে আপনি দেখতে পাবেন, সৃষ্টির অধ্যাদেশগুলির ধারাবাহিকতার একটি উল্লেখ, যা আমরা সৃষ্টি সম্পর্কে দ্বিতীয় বক্তৃতায় শিখেছি। আমরা লক্ষ্য করি যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সংরক্ষিত করা হয়, যা অধ্যায়ে ৯:৬ পদে হত্যা করার জন্য মৃত্যু শাস্তি দ্বারা সংরক্ষিত করা হয়েছে। পরিত্রাণের চুক্তির প্রতিশ্রুতির জন্য ঈশ্বরের যোগানও এখানে ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে।

কিন্তু উপসংহারে, আদিপুস্তক ৯ অধ্যায়ের শেষে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা মুক্তির ইতিহাস সম্পর্কিত আমাদের বোঝার এবং প্রত্যাশার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অধ্যায় ৯:২৬ এবং ২৭ পদে আমরা পড়ি, "তিনি আরও কহিলেন, শেমের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য; কনান তাহার দাস হউক। ঈশ্বর যেফৎকে বিস্তীর্ণ করুন; সে শেমের তাঁবুতে বাস করুক, আর কনান তাহার দাস হউক"। আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেম তাঁবু তৈরি করবে। কনানের বংশধরেরা পরিচর্যার মাধ্যমে তাঁবুতে প্রবেশ করবে। কীভাবে এটি হবে, তা যিহোশূয়ের পুস্তক আমাদের

একটি উদাহরণ দেয়। কিন্তু যাফতের সন্তানেরা তাঁবুটা সত্যিই বড় করবে।

আমরা এখানে ইতিমধ্যেই মুক্তির ইতিহাসে ঈশ্বরের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছি। ঈশ্বর শেমের বংশধর, অর্থাৎ ইহুদীদের ব্যবহার করবেন তাঁর চুক্তি এবং মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করতে। অইহুদীরা এর মধ্যে প্রবেশ করবে এবং ভবিষ্যতে এটিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করবে। সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। এটি আব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, যা আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় বিবেচনা করব। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত প্রেরিত পুস্তকে এবং তার পরেও পরিপূর্ণতায় আসে। ঈশ্বরের পরিকল্পনার ভবিষ্যত পথ এবং মুক্তির ইতিহাস উজ্জ্বল।

আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর তাঁর পরিত্রাণের মহিমা বিচারের ন্যায়বিচারের মধ্যে দিয়ে প্রদর্শন করেন। পরবর্তী বক্তৃতায়, অব্রাহামের সময়কালে ঈশ্বরের প্রকাশ বিষয়টি নিয়ে চলতে থাকবো।

বক্তৃতা ৫

অব্রাহাম

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর নেমে এসেছিলেন অব্রাহামকে মূর্তিপূজা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাতে এবং একটি বিশ্বাস ও বাধ্যতার পথে পরিচালনা করার জন্য, যাতে সকল জাতির কাছে সুসমাচারের আশীর্বাদটি প্রসারিত হতে পারে।

পাঠ্য অংশ:

"আর বিশ্বাস হেতু ঈশ্বর পরজাতিদিগকে ধার্ম্মিক গণনা করেন, শাস্ত্র ইহা অগ্রে দেখিয়া অব্রাহামের কাছে আগেই সুসমাচার প্রচার করিয়াছিল, যথা, "তোমাতে সমস্ত জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে"। (গালাতীয় ৩:৮)।

বক্তৃতা ৫ -এর অনুলিপি

আব্রাহামের সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা বিতর্কের বাইরে বলে মনে হয়। আমরা ফিলিস্তিনের অঞ্চলগুলি নিয়ে চলমান দ্বন্দ্বে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে বিস্তৃত বিরোধে আব্রাহামের উল্লেখ শুনতে পাই, যদিও তাদের কারোর কাছেই আব্রাহামকে নিয়ে প্রকৃত দাবি নেই। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরাও, যারা বিশ্বাস করে তাদের পিতা হিসেবে আব্রাহামকে দেখে। আব্রাহাম সম্পর্কে আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই শাস্ত্রের সাথে লেগে থাকতে হবে। এটি অপরিহার্য যে আমরা যেন বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্ঘাটন ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করি, বিশেষ করে উদ্ধারের ইতিহাসের এই অংশে তিনি যে ঈশ্বতত্ত্ব প্রদান করেন।

কীভাবে দুটি বংশধরদের ইতিহাস অব্রাহামের অধীনে অগ্রগতি এবং প্রসারিত হয়? ঈশ্বর আব্রাহামের আহ্বানে কী কী ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু প্রদান করেন? কীভাবে আব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি আরও একবার ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনাকে অগ্রসর করে এবং বাইবেলের ইতিহাসে এরপর যা কিছু আসে, তার দিকে আমাদের নির্দেশ করে? কেন নতুন নিয়ম এত দৃঢ়ভাবে জোর দেয় যে আব্রাহাম সেই সকলের পিতা যারা বিশ্বাস করে? আমরা কি পুরাতন নিয়মেও একই সুসমাচার এবং পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পাই যা আমরা নতুন নিয়মে আবিষ্কার করি?

এই বক্তৃতায়, আমরা কিছু ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলি ব্যাখ্যা করবো যা ঈশ্বর আব্রাহামের জীবনের মধ্যে প্রদান করেছেন। আমরা সেগুলিকে আব্রাহামের আহ্বানের, আব্রাহামের সাথে চুক্তি, এবং আব্রাহামের মাধ্যমে প্রতিশ্রুত আগত মুক্তিদাতা এবং মুক্তির এক্তিয়ারে বিবেচনা করবো। আপনি যদি শুনতে থাকেন, আমরা আব্রাহামের জীবনের একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা পরীক্ষা করে এই বক্তৃতাটি শেষ করবো যা আমাদের বিষয়বস্তুগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে এবং ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে আমাদের উদ্ধারের ইতিহাসে ঈশ্বরের বৃহৎ পরিকল্পনার সাথে একটি নির্দিষ্ট বাইবেলের গল্পকে সংযুক্ত করতে হবে।

প্রথমত, আসুন, আমরা অব্রাহামের আহ্বানের কথাটি বিবেচনা করি। নারীর বংশধর, অর্থাৎ মণ্ডলী এবং সর্পের বংশধর, অর্থাৎ জগতের ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে। আদিপুস্তক ১০ অধ্যায়ে, আমরা নোহের তিন পুত্রের এবং ভবিষ্যতের জাতিগুলির উৎপত্তির সুস্পষ্ট বংশবৃত্তান্ত দেখতে পাই। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে সর্পের বংশধরকে হাম, কুশ এবং নিম্রোদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, যে প্রভুর সামনে নিজেকে উচ্চকৃত করেছিল। আর, তার মাধ্যমে কনানীয় লোকেরাও করেছিল। যেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, নারীর বংশধর শেমের মাধ্যমে আসে অব্রাহাম পর্যন্ত, এবং তার মাধ্যমে ইস্হাক ও যাকোব পর্যন্ত, এবং মধ্যস্ততাকারী পর্যন্ত বহন করার জন্য যিহূদার বংশকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

আপাতত, ঈশ্বর শেমের বংশের মাধ্যমে তাঁর উদ্ধারের পরিকল্পনাকে প্রকাশ করবেন। কিন্তু, ঈশ্বর এই জাতিরেখাটিকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ সময়ের পূর্ণতায় উদ্ধার তাদের কাছে ফিরে আসবে, যেমনটি অব্রাহামের কাছে আরও একবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। আদিপুস্তক ১১ অধ্যায়ে, আমরা বাবিলের মিনার সম্বন্ধে পড়ি। গর্বিত এবং বিদ্রোহী বিশ্ব নিজেদেরকে একত্রিত করতে এবং স্বর্গ পর্যন্ত নিজেদেরকে উন্নত করতে চেয়েছিল। ঈশ্বর অভিশাপ দেন এবং তাদের ভাষাকে বিভ্রান্ত করার

মাধ্যমে এবং সমস্ত বিশ্বজুড়ে জাতিগুলিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের কুকার্যকে ব্যর্থ করে দেন। এটি স্মরণে রাখবেন কারণ উদ্ধারের ইতিহাসের পরবর্তী উদ্ঘাটনে, প্রেরিত্ ২ অধ্যায়ে পঞ্চাশত্তামির দিনে সুসমাচারের শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর এই অভিশাপকে উল্টে দেবেন, যেখানে সকলেই তাদের নিজস্ব ভাষায় ঈশ্বরের উদ্ঘাটন ও প্রকাশ শুনতে পাবে।

আর এটি অবশ্যই, প্রকাশিত বাক্য ৫:৯,১০ পদে, স্বর্গের চূড়ান্ত বর্ণনার দিকে নিয়ে যাবে, "কেননা তুমি হত হইয়াছ, এবং আপনার রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে ক্রয় করিয়াছ; এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ; আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে"। বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর কীভাবে অব্রাহামের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির মধ্যে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে আমাদের আরও কিছু বলবেন।

লক্ষ্য করুন যে কীভাবে অব্রাহামকে আহ্বান করা হয়। ঈশ্বর ভাষা বিভ্রান্তি দিয়ে বিশ্বকে শাস্তি দিয়েছিলেন, যার পরিণামস্বরূপ সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বন্টন হয়েছিল। এখন, আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে কীভাবে তিনি একজন ব্যক্তির, অব্রাহাম – সমস্ত বিশ্বাসীদের পিতা - মাধ্যমে তাঁর প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখেছিলেন। মোশি এই দিকে ফিরে তাকিয়ে, দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৮,৯ পদে বলেছেন, "পরাৎপর যখন জাতিগণকে অধিকার প্রদান করিলেন, যখন মনুষ্য-সন্তানগণকে পৃথক্ করিলেন, তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যানুসারেই সেই লোকবৃন্দের সীমা নিরূপণ করিলেন। কেননা সদাপ্রভুর প্রজাই তাঁহার দায়াংশ; যাকোবই তাঁহার রিক্থ অধিকার"।

আপনি হয়তো আগের বক্তৃতায় লক্ষ্য করেছেন যে, আমি পুরাতন নিয়মকে উল্লেখ করেছি, ঈশ্বরের বিশ্বাসী লোকেদেরকে মণ্ডলী হিসেবে। এটি সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। স্তিফান, প্রেরিত ৭:৩৮ পদে মোশির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "তিনিই প্রান্তরে মণ্ডলীতে ছিলেন"। আরও একবার ধারাবাহিকতার বিষয়টি লক্ষ্য করুন। আমাদের কাছে ঈশ্বরের এক জাতি রয়েছে, যারা পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। শেথ থেকে শুরু করে, শেম থেকে অব্রাহাম পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত, নতুন নিয়মে পরজাতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, যেমনটি আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পাবো।

"মণ্ডলী"-এর জন্য নতুন নিয়মে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ হল, 'আহূত ব্যক্তিরা'। আর আমরা আদিপুস্তক ১২ অধ্যায়ে প্রথম পদ এবং পরবর্তী পদগুলিতে ঠিক এটাই অব্রাহামের ক্ষেত্রে দেখতে পাই; ঈশ্বর তাকে কলদীয়দের ঊর দেশ থেকে ডেকে আনেন এবং তাকে জগত থেকে পৃথক করেন। ঈশ্বর তাঁর ঐশ্বরিক বাক্য ঘোষণা করার মাধ্যমে তাকে আহ্বান করেন। আবার লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর তাঁর মহিমা প্রকাশ করছেন। প্রেরিত্ ৭:২ অধ্যায়ে স্তিফানের কাহিনীতে ফিরে যায়, সেখানে লেখা আছে, "হে ভ্রাতারা ও পিতারা, শুনুন। আমাদের পিতা অব্রাহাম হারণে বসতি করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে মিসপতামিয়ায় ছিলেন, তৎকালে প্রতাপের ঈশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন..."।

ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে নিজেকে যিহোবা হিসেবে প্রকাশ করেন।, ১৫:১ পদে তিনি বলেছেন, "আমিই তোমার ঢাল ও তোমার মহা পুরস্কার"। আবার, ১৭:১ পদে, "আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর"। ঈশ্বরের নাম তাঁর মহিমার প্রকাশ। অব্রাহামের আহ্বানের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে এবং তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছেন।

আমাদের এখানে মনোনয়ন শিক্ষাতত্ত্বের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা উচিত। ঈশ্বর সার্বভৌমভাবে অব্রামকে বেছে নিয়েছিলেন। ঈশ্বরই সেই ব্যক্তি যিনি সূচনা করেন। তিনি অব্রামকে অন্বেষণ করেন। অব্রাম সদাপ্রভু যিহোবাকে অন্বেষণ করেননি। ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে তাঁর পরিত্রাণের আশীর্বাদ ঘোষণা করেন। আরও একবার, এটি ছিল একপ্রকার পৃথকীকরণের আহ্বান। তাকে তার দেশ এবং তার বাবার বাড়ি থেকে ডেকে আনা হয়। তাকে মূর্তিপূজা থেকে নিজেকে পৃথক করতে বলা হয়। যিহোশূয় ২৪:২ পদটি বিশেষভাবে তাকে মূর্তিপূজা থেকে পৃথক করার বিষয়টির উপর আলোকপাত করে। তাকে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা স্থাপন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। জন ওয়েন বলেছেন, "এখন যখন ঈশ্বর বিশ্ব থেকে ও এই জগতের মিথ্যা ধর্ম ও ভ্রষ্টাচার থেকে দৃশ্যমান ভাবে মণ্ডলীকে বিচ্ছিন্ন করার একটি নতুন পর্যায় স্থাপন করতে চেয়েছেন, তাই তিনি সেই সকল মানুষদের মধ্যে বিশ্বাস, আনুগত্য এবং পবিত্রতার প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যাদেরকে এর মধ্যে আহূত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে, আসন্ন মশীহের প্রতিশ্রুতিতে।

এই বিষয়বস্তুর অধীনে অব্রাহামের আহ্বান সম্পর্কে, বিশ্বাস এবং আনুগত্যের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন। এটি বিশেষভাবে ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ের ৮ থেকে ১৯ পদ পর্যন্ত একটি দীর্ঘ অংশে আলোকপাত করা হয়েছে। অব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির বাক্যটি গ্রহণ ও বিশ্বাস করার মাধ্যমে নিজ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, বাধ্যতায় বিশ্বাসের ফল বহন করেন। অব্রাহাম পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আরও কয়েকবার এই বিষয়টি করেছেন। নতুন নিয়ম ব্যাপকভাবে অব্রাহামের উদ্ধারকারী বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করে। তিনি একজন সুসমাচার বিশ্বাসী ছিলেন; আমরা এটি ইতিমধ্যেই আদিপুস্তক ১৫:৬ পদে দেখতে পাই, "তখন তিনি সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলেন, আর সদাপ্রভু তাঁহার পক্ষে তাহা ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণনা করিলেন"। পৌল যেমন বলেছেন, অব্রাহামের মাধ্যমে আমাদের কাছে একটি স্পষ্ট উদাহরণ রয়েছে, যেখানে একজন বিশ্বাসী কেবলমাত্র খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়েছে। আপনি রোমীয় ৪ অধ্যায়টি পড়তে পারেন। আমরা যখন নতুন নিয়মে পৌঁছবো তখন আমরা এটিকে আরও সম্পূর্ণভাবে দেখবো।

দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে অবশ্যই অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের চুক্তিটি বিবেচনা করতে হবে। খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর লোকেদের

পরিত্রাণ সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রকাশ, বাইবেলের ইতিহাসে প্রতিটি নতুন পদক্ষেপের সাথে আরও বেশি করে প্রসারিত হয়। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদের চুক্তির প্রতিশ্রুতিটি নোহের সাথে ঈশ্বরের চুক্তিতে আরও পূর্ণ এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং আরও বেশি ভাবে, এখন, ঈশ্বরের সাথে অব্রাহামের চুক্তির মধ্যে দিয়ে। অনুগ্রহের এই চুক্তি মোশি, দায়ূদ এবং নতুন চুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ হতে থাকবে। অব্রাহামের সাথে এই চুক্তি একটি ভিত্তি প্রদান করে, এবং উদ্ধারের ইতিহাসে তাঁর লোকেদের সাথে ঈশ্বরের যোগাযোগ স্থাপনের একটি পরিভাষা এবং লক্ষ্য প্রদান করে। আমরা এখানে যা পাই তা পরবর্তী সময়ের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে।

লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বর তাঁর চুক্তির সূচনা করেন আদিপুস্তক ১২:১ পদে এবং পরবর্তী পদগুলিতে। তিনি ১৫ অধ্যায়ে সংরক্ষণের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ১৭ অধ্যায়ে চিহ্ন এবং মুদ্রাঙ্কিত করার মাধ্যমে এটি সুনিশ্চিত করেছেন এবং ২২ অধ্যায়ে এটি সমাপ্ত করেছেন। প্রতিটি বিভাগে, আমরা পুনরাবৃত্ত উপাদানগুলি দেখতে পাই। তাদের কয়েকটি আমি উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, আমরা একটি প্রতিশ্রুত দেশ খুঁজে পাই। সুতরাং, প্রথমত, একটি প্রতিশ্রুত দেশ রয়েছে, তাঁর বংশধরদের জন্য একটি স্থান রয়েছে। এখন, আমাদের পরবর্তী বক্তৃতায় এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু, লক্ষ্য করুন যে, অব্রাহাম জানতেন যে ভৌগলিক দেশটি স্বর্গে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের দিকে নির্দেশ করে। ইব্রীয় ১১:১০ পদে লেখা আছে, "তিনি" অর্থাৎ অব্রাহাম "ভিত্তিমূলবিশিষ্ট সেই নগরের অপেক্ষা করিতেছিলেন, যাহার স্থাপনকর্ত্তা ও নির্ম্মাতা ঈশ্বর"। সুতরাং, প্রথম উপাদানটি হল একটি প্রতিশ্রুত দেশ। দ্বিতীয়ত, আমরা একটি প্রতিশ্রুত বংশধর দেখতে পাই, তাঁর শারীরিক বংশধর যার মধ্যে একজন প্রতিশ্রুত বংশধর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তৃতীয় উপাদান হল একটি প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ। তাকে ফলপ্রসূতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যা বিশ্বের জাতিগুলিকে ঘিরে রাখবে।

আমাদের কাছে এই চুক্তি সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়েই স্পর্শ করার সময় আছে, তবে আমি সেইগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত, চুক্তির প্রতিশ্রুতির মূলটি ১৭ অধ্যায়ের ৭ পদের কথাগুলিতে পাওয়া যায়, "আমি আমার নিয়ম স্থাপন করবো" এবং তার ঠিক আগেই এই কথাটি লেখা আছে, "তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত"। তিনি তাদের ঈশ্বর হবেন, এবং তারা হবে তাঁর লোক। আপনাকে সেই কথাগুলিকে আপনার মনের মধ্যে চিত্রাঙ্কন করে ফেলতে হবে, কারণ আপনি এই পরিভাষাটি, অনুগ্রহের চুক্তির এই মূল অংশটি, আক্ষরিক অর্থে বারবার দেখতে পাবেন, সমস্ত পুরাতন ও নতুন নিয়ম জুড়ে, প্রকাশিত বাক্য ২১:৩ পদের চূড়ান্ত সমাপ্তি পর্যন্ত। সমগ্র বাইবেলের মধ্যে অনুগ্রহের চুক্তির ধারাবাহিকতা দেখানোর জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, এটি রক্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত একটি চুক্তি। আদিপুস্তক ১৫ অধ্যায়ে, আমাদের কাছে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যেখানে ঈশ্বর ধোঁয়া ও আগুনে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং নিহত প্রাণীর টুকরোগুলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, এবং এর দ্বারা নিজের উপর দৃঢ় শপথ এবং পরিণতি গ্রহণ করেছিলেন যে তিনি তাঁর বাক্য পূর্ণ করবেন।

তৃতীয়ত, আমরা আরও একবার দেখতে পাচ্ছি যে অনুগ্রহের চুক্তির মধ্যে সুসমাচারের প্রতিশ্রুতিতে পরিবারের নীতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি তার সন্তানদের প্রতি বর্তেছিল। আবার, আদিপুস্তক ১৭:৭ পদে, "আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা চিরকালের নিয়ম হইবে; ফলতঃ আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হইব"। অনুগ্রহের চুক্তির এই উপাদানটি নতুন নিয়মেও অব্যাহত রয়েছে। আমরা গতবার দেখেছি, পিতর প্রেরিত ২:৩৯ পদে সুসমাচার প্রচার করার সময়ে আদিপুস্তক ১৭:৭ পদের মতো প্রায় একই শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, "কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য"।

চতুর্থত, যেহেতু চুক্তির প্রতিশ্রুতি তার সন্তানদের জন্য ছিল, সুসমাচারের প্রতিশ্রুতির চিহ্ন এবং সীলমোহর হিসেবে, ত্বকছেদ, আদিপুস্তক ১৭:৭ পদে তার সন্তানদেরও দেওয়া হয়েছে: "তোমরা আপন আপন লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিবে; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে"। তারপর, তিনি আদেশ দেন যে এটি তার পুত্র সন্তানদের এবং তার পরিবারের লোকদের দেওয়া হবে। রোমীয় ৪:১১ পদে, পৌল ত্বকছেদকে বিশ্বাসের ধার্মিকতার একটি চিহ্ন এবং সীলমোহর বলে সম্বোধন করেছেন।

কিন্তু, প্রতিশ্রুতির চিহ্ন নবীকরণ অথবা নতুন জন্মকে অনুমান করে না। সকলেই বিশ্বাসের সাথে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে না। ইশ্মায়েল এবং ইস্হাক, উভয়ই এই চুক্তির চিহ্ন, অর্থাৎ ত্বকছেদ পেয়েছিলেন। কিন্তু, ইশ্মায়েল একজন অবিশ্বাসী, এবং ইস্হাক একজন বিশ্বাসী ছিলেন। আমরা যাকোব এবং এষৌ -এর ক্ষেত্রে একই বিষয় দেখতে পাই। তবুও, তার সন্তানদের চিহ্ন দেওয়ার আদেশটি একেবারে প্রয়োজনীয় ছিল। আমরা ১৭:১৪ পদে পড়ি, "কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন না হইবে, এমন অচ্ছিন্নত্বক্ পুরুষ আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে; সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে"। আমরা পরবর্তী সময়ে এই বিষয়টি চিত্রিত হতে দেখব, যাত্রাপুস্তক ৪:২৪-২৬ পদে। ঈশ্বর তার পুত্রের ত্বকছেদ না করার জন্য মোশিকে হত্যা করতে এসেছিলেন। আমরা যখন নতুন নিয়মের আমাদের অধ্যয়নে এসে পৌঁছবো তখন এটি গুরুত্বপূর্ণ হবে।

তৃতীয়ত, আব্রাহামের মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেই আসন্ন মুক্তিদাতা এবং মুক্তির কথা আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি তার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়েছিল। আমরা এটি

আদিপুস্তক ১২:৩ পদের শেষে দেখতে পাই: "এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে"। এই প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র আসন্ন মুক্তিদাতা, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই পূর্ণ হবে, যাকে নতুন নিয়মের প্রথম পুস্তক, মথি ১:১ পদে অব্রাহামের পুত্র বলা হয়েছে। গালাতীয় ৩:১৪ পদ বলে, "যেন অব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগণের প্রতি বর্ত্তে, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই"। পরবর্তী সময়ে, ২৯ পদে, এটি বলে, "আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী"।

তাই, আপনি আরও একবার প্রতিশ্রুত বংশধরের এই বিষয়বস্তুটি দেখতে পাচ্ছেন, যা আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে দেওয়া হয়েছে। এটি এখনও অব্রাহাম এবং অব্রাহামের বংশের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটি অবশেষে স্বয়ং খ্রীষ্টের দিকে পরিচালনা করে, যেমনটি আপনি গালাতীয় ৩:১৪ পদে দেখতে পাচ্ছেন। আর খ্রীষ্টের মাধ্যমে, সেই প্রতিশ্রুতি অইহুদী বিশ্বাসীদের এবং তাদের সন্তানদের দিকে প্রবাহিত হয়।

আপনি লক্ষ্য করছেন, প্রতিশ্রুতিটি কখনই ইহুদিদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে ছিল না, অর্থাৎ, শারীরিক বংশধরদের জন্য, কিন্তু খ্রীষ্টের সুসমাচারে যারা নিরাময় ও উদ্ধারকারী বিশ্বাস ধারণ করবে, তাদের সকলের জন্যও প্রসারিত হয়েছিল। রোমীয় ৪:১৩ পদে আমরা পড়ি, "কারণ ব্যবস্থা দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতা দ্বারা অব্রাহামের বা তাঁহার বংশের প্রতি জগতের দায়াধিকারী হইবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল"। অতএব, পরজাতীয় বিশ্বাসীরা অব্রাহামের প্রকৃত সন্তান এবং তার প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী। গালাতীয় ৩:৭ পদে, "অতএব জানিও, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারাই অব্রাহামের সন্তান"। অথবা, ৯ পদে, "অতএব যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারা বিশ্বাসী অব্রাহামের সহিত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়"।

এই সমস্তই আমাদের জন্য সেই পথকে তুলে ধরে যার মাধ্যমে অব্রাহামের সময়কালে ঈশ্বরের প্রকাশ আমাদের মুক্তিদাতা, খ্রীষ্ট এবং তাঁর মাধ্যমে সেই মুক্তির দিকে নির্দেশ করে। কিন্তু, আমি মনে করি যে আমাদের একটি নির্দিষ্ট উদাহরণেরও প্রয়োজন আছে। তাই, সবশেষে, আমরা অব্রাহামের জীবনের একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা বিবেচনা করবো সুসমাচারের প্রধান বিষয়বস্তুটিকে চিত্রায়িত করার জন্য, যা সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে চলতে থাকে, এবং এটি দেখানোর জন্য যে বাইবেলের গল্পগুলি কীভাবে উদ্ধারের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত। আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়ে, ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। সুতরাং, তিনি নিজের সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করছেন। তিনি নিজেকে যিহোবা-যিরি হিসেবে প্রকাশ করেন, যার অর্থ, "প্রভু, আমাদের যোগানদাতা"।

আমি আলোকপাত করতে চাই, অব্রাহাম যা করেছিলেন তার উপর নয়, অর্থাৎ আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ অব্রাহামের বিশ্বাসের পরীক্ষা এবং বিজয়ের উপর নয়। যদিও, এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের বিবেচনা ও ব্যাখ্যার যোগ্য। কিন্তু এখানে, বরং, আমি এই কাহিনীতে ঈশ্বর কী করেছিলেন তার উপর জোর দিতে চাই। কারণ, আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়ের পাঠ্যের বড় বিষয় হল যে ঈশ্বর একটি বলিদানকারী মেষশাবক প্রদান করেন, যাতে তাঁর লোক, ইস্রায়েল, বাঁচতে পারে। দ্বিতীয় পদে, ঈশ্বর অব্রাহামকে ডাকেন ইস্হাককে হোমবলি হিসেবে উৎসর্গ করার জন্য। এখন, এটি একটি পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এমন একটি পরীক্ষা যা একজন পিতার পক্ষে তার অত্যন্ত প্রিয় পুত্রকে বলি দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হবে। এখানে এর থেকেও বেশি কিছু আছে। মনে রাখবেন, ঈশ্বর মশীহের প্রতিশ্রুতি সীমিত রেখেছিলেন, এবং এর মাধ্যমে, ইস্হাকের জীবন এবং বংশরেখাতে বিশ্বের পরিত্রাণকে আবদ্ধ করেছিলেন।

সুতরাং, এটি প্রতীয়মান হয় যে অব্রাহামকে পরিত্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য, খ্রীষ্টের থেকে আলাদা হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। এখন, রোমীয় ৪:১৬-২৫ পদগুলি বর্ণনা করে যে কীভাবে অব্রাহাম, তবুও, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এটি একটি সুন্দর অংশ। আপনি সেই বিষয়ে আরও জানতে ইব্রীয় ১১ অধ্যায়টি দেখতে পারেন। কিন্তু, আপনি কাহিনীটি জানেন, স্বর্গদূত অব্রাহামকে থামিয়ে দেন, এবং তিনি তার পুত্রকে যেন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে পান।, পরিবর্তে ঈশ্বর ইস্হাকের স্থানে একটি বিকল্প হিসেবে ঝোপ থেকে একটি মেষ প্রদান করেন। এখন, এই ঘটনাটি ঘটার পরে, একটি বিকল্পের যোগানের পরে, ইস্হাকের মুক্তির পরে, ১৪ পদে, অব্রাহাম সেই স্থানটির নাম, যিহোবা-যিরি দিয়েছেন। এর আক্ষরিক অর্থ হল, সদাপ্রভু অথবা যিহোবা, যোগান দেবেন অথবা দিতে ইচ্ছা করেন।

এখন, আপনি যদি আমার মতো হতেন, আপনি হয়তো 'ঈশ্বর যোগান দিয়েছেন' শব্দগুলি আশা করতেন। ঠিক তো? ইসহাককে বেদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, একটি মেষ যোগান দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর যোগান দিয়েছেন। কিন্তু, এটি এই বিষয়টি বলে না। এটি বলে, "ঈশ্বর যোগান দেবেন"। একটি অতীত কালের পরিবর্তে ভবিষ্যতের কাল এখানে দেখতে পাই। এখানে কী ঘটছে? অব্রাহাম অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে আছেন। তিনি মোরিয়ার সেই পাহাড়ে মোরিয়ার দেশে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার কাছে একটি মেষ রয়েছে, তিনি তার ছেলেকে ফিরে পেয়েছেন, কিন্তু তিনি দেখতে পান যে এই সব কিছুর মধ্যে তার কাছে আরও ভালো কিছুর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তিনি ইস্হাকের বংশধরের মাধ্যমে, ঈশ্বরের আসন্ন বিকল্প, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অন্বেষণ করছেন। আর, তাই তিনি বলেন, "ঈশ্বর যোগান দেবেন"।

এই সময়টিতে, অব্রাহামের জীবনের এই মুহূর্তে, আমি নিশ্চিত যে, যীশু সেই বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন যখন তিনি যোহন ৮:৫৬ পদে বলেছেন, "তোমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম আমার দিন দেখিবার আশায় উল্লাসিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি তাহা দেখিলেন ও আনন্দ করিলেন"। মনে রাখবেন ২২ অধ্যায়ে, আদিপুস্তক ২২:২ পদে, এই ঘটনাটি মোরিয়া দেশের একটি পাহাড়ে ঘটেছিল। এখন, বাইবেলের ইতিহাসে ঈশ্বরের উদ্ঘাটনের মাধ্যমে এটি অনুসরণ করুন। ঠিক সেই স্থানেই, পরবর্তী

সময়ে, দায়ূদ অরৌণার খামারে বলি দেবেন। তারপরে, বেশ কিছু সময় পরে, শলোমন মোরিয়া পর্বতে মন্দির তৈরি করেছিলেন এবং তিনি একটি বেদী উত্থাপন করেছিলেন। আর, সেই বেদীতে, সেই একই স্থানে, বহু শতাব্দী ধরে অগণিত সহস্র-সহস্র, বলি দেওয়া হয়েছিল।

এটি সেই একই স্থান, মোরিয়া পর্বত, দুই হাজার বছর - অব্রাহামের সময়ের দুই হাজার বছর পরে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। আপনি দেখতে পাচ্ছেন? ঈশ্বর মেষশাবক প্রদান করেছিলেন, যাতে তাঁর লোকেরা অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে। অব্রাহাম অপেক্ষা করছিলেন যা তখনও আসেনি। তিনি সামান্যই জানতেন যে এটি একই এলাকায় অপেক্ষাকৃতভাবে রূপান্তরিত হবে। ইস্হাকের পরিবর্তে ঈশ্বরের মেষশাবক, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিবেচনা করুন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন সেই প্রতিশ্রুতির পুত্র। ইস্হাক কি প্রতিশ্রুতির পুত্র ছিলেন? হ্যাঁ। যীশু প্রতিশ্রুতি মহান পুত্র। তিনি হলেন সেই চিরন্তন পুত্র যা অব্রাহামের আগে বিদ্যমান ছিল। ইস্হাক কে পাওয়ার জন্য কি দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করা হয়েছিল? তিনি কি কেবল তখনই এসেছিলেন যখন অব্রাহাম এবং সারা তাদের পূর্ণ বয়সে ছিল? হ্যাঁ। কিন্তু, খ্রীষ্ট হলেন পুত্র, মশীহ, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ঈশ্বরের মেষশাবক।

আমরা নতুন নিয়মে দেখতে পাই, নতুন নিয়মের সূচনায়, হান্না এবং শিমিয়োনের মতো লোকেরা তাঁকে অন্বেষণ করছেন। ইস্হাকের কি অতিপ্রাকৃত জন্ম হয়েছিল? তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন তার মা সন্তান জন্মদানের বছর পেরিয়েছিলেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আরো অনেক বেশি। তিনি কুমারী মরিয়মের গর্ভে পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভধারণ করেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ইস্হাকের চেয়েও অনেক বেশি, তাঁর লোকেদের পক্ষে নিজের আত্মত্যাগের জন্য তাঁর মধ্যে নম্রতা রয়েছে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রথম থেকেই পূর্বনির্ধারিত ছিলেন। পুরাতন নিয়মের সমস্ত বলিদানের মেষশাবক, বলিদানের একমাত্র এবং চূড়ান্ত মেষশাবকের দিকে নির্দেশ করে যিনি তাঁর লোকেদের পাপ বহন করবেন। আমরা নতুন নিয়মে পড়ি, "বস্তুতঃ ধার্ম্মিকের নিমিত্ত প্রায় কেহ প্রাণ দিবে না, সজ্জনের নিমিত্ত হয় ত কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন"। এটি ছিল রোমীয় ৫:৭,৮ পদ।

আপনি এখানে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্যে আমাদের জন্য একটি লিপিবদ্ধ - এই আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনীটি দেখতে পাচ্ছেন। আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়টি একটি আকর্ষণীয় কাহিনীর চেয়েও অনেক বেশি। সেই কাহিনীর বিষয়বস্তুটি খ্রীষ্টে পূর্ণ, এটি সুসমাচারে পরিপূর্ণ, এবং এটি বাইবেলের ইতিহাসে ঈশ্বর যে উদ্ধারের পরিকল্পনা প্রকাশ করছেন তাতে পরিপূর্ণ। আমাদের অবশ্যই আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়কে এর আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে ও বুঝতে হবে। আর, পরিচর্যাকারীরা যেন অবশ্যই সেই আধ্যাত্মিক বাস্তবতার আলোকে এই শাস্ত্রাংশটি প্রচার করেন। এটি একটি অভিশ্রিত আলো এবং রঙ প্রদান করে এবং এটি খ্রীষ্টের শাস্ত্রাংশগুলি থেকে সূত্রপাত তৈরি করে। ফলস্বরূপ, সেই শাস্ত্রাংশটি খ্রীষ্ট থেকে আমাদের পর্যন্ত ইঙ্গিত করে।, আমরা সমসাময়িক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়ে পাওয়া কাহিনীর মতো একটি কাহিনীর দৃঢ় প্রাসঙ্গিকতা দেখতে পাই। খ্রীষ্ট ছিলেন অব্রাহামের বিশ্বাসের বিষয়বস্তু। তিনি বর্তমানেও প্রতিটি সত্যিকারের বিশ্বাসীর জন্য বিশ্বাসের বিষয়বস্তু হয়ে রয়েছেন।

আমরা লক্ষ্য করছি যে বাইবেলের ইতিহাসে ঈশ্বরের নিজের উদ্ঘাটন এবং পরিত্রাণের বিষয়ে আমাদের বোঝার জন্য আব্রাহাম কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শিখেছি যে অব্রাহামের এই অনুপ্রাণিত বিবরণটি আজকের প্রতিটি খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা অব্রাহামের পরে, পিতৃপুরুষদের সময়ে ঈশ্বর যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রদান করেন, তা বিবেচনা করবো।

বক্তৃতা ৬

পিতৃপুরুষ - ১

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন পরিবর্তন ও মোড়ের মধ্যে দিয়ে উদ্ঘাটিত হয়, যা ঈশ্বরের মহিমা ও উদ্ধারের পরিকল্পনার উজ্জ্বল প্রকাশকে উদ্ঘাটন করে।

পাঠ্য অংশ:

"কারণ তাহারা ইস্রায়েলীয়; দত্তকপুত্রতা, প্রতাপ, ধর্ম্মনিয়ম সকল, ব্যবস্থাদান, আরাধনা ও প্রতিজ্ঞাসমূহ তাহাদেরই, পিতৃপুরুষেরা তাহাদের, এবং মাংসের সম্বন্ধে তাহাদেরই মধ্য হইতে খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর, যুগে যুগে ধন্য, আমেন"। (রোমীয় ৯:৪-৫)।

বক্তৃতা ৬ -এর অনুলিপি

আপনি যখন ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে পিতৃপুরুষদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের বর্ণনা পড়েন, তখন তারা সমসাময়িক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মতো শোনায়। কারণ সমস্ত ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের একটি জাতি, অনুগ্রহের একটি চুক্তি এবং একটিমাত্র পরিত্রাতার অধীনে সংযুক্ত। আমরা এই পিতৃপুরুষদের সাথে এক দেহে সংযুক্ত, যা ঈশ্বর ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ের অন্তিম পদে, ৪০ পদে এবং ১২ অধ্যায়ের শুরুতে বলেছেন। এখন, এটি অবশ্যই সেই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করে যা আমরা আগের বক্তৃতায় অব্রাহামের সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে দেখেছি। ইব্রীয় ১১ অধ্যায়টি বারংবার বলে, "বিশ্বাসের দ্বারা," "বিশ্বাসের দ্বারা," "বিশ্বাসের দ্বারা:" "বিশ্বাসের দ্বারা হেবল," "বিশ্বাসের দ্বারা হনোক," "বিশ্বাসের দ্বারা নোহ" এবং আরও অনেক কিছু। তারা ছিল বিশ্বাসী মানুষ, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী। তারা চুক্তির অধীনে বসবাস করতেন এবং চুক্তি পালন করতেন এবং তারা ছিলেন ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রতিনিধি।

সুতরাং, এই সবকিছুর তাৎপর্য কী? আপনি যদি বিশ্বাসী হন, তাহলে পুরাতন নিয়ম আপনার নিজের পরিবারের ইতিহাসের একটি বিশদ বিবরণ প্রদান করে। আপনি আপনার আধ্যাত্মিক পরিবারের ঐতিহ্য পড়ছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ, আপনি সদাপ্রভু, ঈশ্বরের নিজের উদ্ঘাটন সম্বন্ধে এবং তাঁর লোকেদের পরিত্রাণ সম্পর্কে পড়েন। পিতৃপুরুষদের সময়কাল আমাদের ঈশ্বরের উদ্ঘাটিত প্রতিশ্রুতি এবং চুক্তির কথা বলে। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, সদোম ও ঘমোরার ঈশ্বরতাত্ত্বিক তাৎপর্য কী? এবং কীভাবে এটি বাইবেলের ইতিহাসের জন্য একটি ধরণ প্রদান করে? কেন অব্রাহাম একটি মহান দেশের প্রতিশ্রুতি লাভ করার পরেও একটি সামান্য সম্পত্তি সঙ্গে মারা যান? কিভাবে ইস্হাক আগত খ্রীষ্টের কথা আমাদের শেখান? মনোনয়নের শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে যাকোবের কাছ থেকে আমরা কী শিখি? কেন যোষেফ তার মৃত্যুশয্যায় নিজ হাড় সমাধি সম্পর্কে এত উদ্বিগ্ন ছিলেন? এবং সবশেষে, অনুগ্রহের চুক্তি কীভাবে অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব, ১২টি জাতি, খ্রীষ্ট এবং আজকের প্রতিটি খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের একত্রিত করে?

এই বক্তৃতায়, আমরা পিতৃপুরুষদের সময়কাল জুড়ে বোনা কিছু ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবো। আমরা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির প্রকাশ অন্বেষণ করবো এবং স্বয়ং খ্রীষ্টকে এবং তাঁর পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় বিশেষ উপায়গুলিকে বিবেচনা করব। আমাদের শেষ বক্তৃতায় অব্রাহামের বিষয়টি যেখানে সমাপ্তি করেছিলাম, সেখান থেকে শুরু করা যাক। তার জীবনের আরেকটি ঘটনা যা শাস্ত্রের বাকি অংশে একটি প্রভাবশালী ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, তা সদোম এবং গোমোরার সাথে সম্পর্কিত। সদোম এবং গোমোরার ধ্বংস ঈশ্বরের রাগ, তাঁর ক্রোধকে দর্শায় যা দুষ্টতার বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠে। ঈশ্বরের ন্যায়বিচার তিনটি শহর ধ্বংস করেছিল, জনশূন্য অবস্থায় রেখেছিল। বাইবেল বলে, গন্ধক, লবণ এবং আগুনে পূর্ণ। এর পর তাদের মাঝে একটিও বাসিন্দা অবশিষ্ট ছিল না। আপনি অবশ্যই স্মরণে রাখবেন, লোটের কথা, যিনি সদোম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং নতুন নিয়ম আমাদের বলে, "লোটের স্ত্রীকে স্মরণ করিও" (লুক ১৭:৩২)। তিনি হলেন একজন অবিশ্বাস এবং অবাধ্যতার উদাহরণ। কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত করার জন্য সবচেয়ে বড় পাপ ছিল সদোম এবং গোমোরার প্রথম আদেশের উলঙ্ঘন: আমার

সাক্ষাতে তোমার অন্য কোন দেবতা রাখবে না। এটি অনেক স্থানে ভাববাদীদের মধ্যে থেকে বের করে আনা হয়েছে।

তাদের এই জঘন্য বিকৃতি এবং অনৈতিকতা, যা আমরা মনে করি, প্রকৃতপক্ষে একটি গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাভিচারকে প্রতিফলিত করেছিল যা তাদের উপর ধ্বংস এনেছিল। ঈশ্বর নিজের এই উদ্ঘাটনটি ইতিহাসের বাকি অংশের জন্য একটি নমুনা হিসেবে ন্যায়পরায়ণ ক্রোধ ও শাস্তির সাথে তাদের সাথে আচরণ করার জন্য ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৩ পদে, ঈশ্বর সদোম এবং গোমোরার উদাহরণ ব্যবহার করে ইস্রায়েলকে সতর্ক করেন যে তারা ঈশ্বরের চুক্তি ভঙ্গ করলে তাদের সাথে কী ঘটবে। তিনি বলেন যে তারা ঈশ্বরের অভিশাপ ফলস্বরূপ কাটবে। পরবর্তী সময়ে, ঈশ্বর সদোম এবং গোমোরার এই একই চিত্রের সাথে, একই সতর্কবাণীর সাথে ইস্রায়েলের মুখোমুখি হন। প্রকৃতপক্ষে, যিশাইয় ১:১০ পদে, তিনি ইস্রায়েলকে সদোম এবং গোমোরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এবং আপনি এটি আরও দেখতে পাচ্ছেন যিরমিয়ের মতো অংশে, এবং আরও বিশেষ করে অধ্যায় ৪৯ এবং ৫০ -এ, কিন্তু এটি চলতেই থাকে। তিনি বলেছেন যে তিনি যিশাইয় ১৩ অধ্যায়ে বাবিল জাতির প্রতি একই কাজ করবেন। তারপরে, নতুন নিয়মে, এই বিষয়বস্তুটি অব্যাহত রয়েছে। যিহূদা ৭ পদে, ঈশ্বর সদোম এবং গোমোরার উদাহরণ ব্যবহার করেন সেই পাঠ্যাংশে উল্লেখিত সেই ব্যক্তিদের দুষ্টতা বর্ণনা করার জন্য।

এমনকি প্রকাশিত বাক্য ১১ অধ্যায়ে, আধ্যাত্মিক বাবিলের প্রতীককে সদোম বলা হয়েছে। কিন্তু আপনার এটাও লক্ষ্য করা উচিত যে ঈশ্বরের ঘোষণা যে সদোম এবং গমোরাতে যথেষ্ট ধার্মিক লোক ছিল না যাতে তাদের তাঁর বিচার থেকে রক্ষা করা যায়, এই প্রতিশ্রুতির ঠিক পরে ঘটে যে সারা গর্ভবতী হবেন এবং প্রতিশ্রুতিপূর্ণ পুত্রের জন্ম দেবেন, যার মাধ্যমে ঈশ্বর বিচারের মুখে একজন ত্রাণকর্তা প্রদান করবেন। আপনি যখন অব্রাহামের জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছান, যেখানে আমাদের বলা হয়েছে (এবং আমাদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে) যে তিনি একজন অপরিচিত এবং একজন প্রবাসী ব্যক্তি, তিনি বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি মারা যান, তখন একমাত্র ভূমি যা তার অধিকার ছিল, তা ছিল তার স্ত্রী সারার কবর দেওয়ার জন্য একটি ক্ষেত্র এবং একটি গুহা। অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতা অবশ্যই ধারাবাহিক ভাবে উন্মোচিত হতে হবে। দ্বিতীয়ত, এটি আমাদেরকে ইস্হাক পর্যন্ত নিয়ে যায়।

অব্রাহামের কটি থেকে, ইস্হাককে ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিশ্রুতির নির্বাচিত পুত্র হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমাদেরকে আদিপুস্তক ১৮:১৯ পদে বলা হয়েছে, "কেননা আমি তাহাকে", অর্থাৎ অব্রাহামকে, "জানিয়াছি, যেন সে আপন ভাবী সন্তানগণকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করে, যেন তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায্য আচরণ করিতে করিতে সদাপ্রভুর পথে চলে; এইরূপে সদাপ্রভু যেন অব্রাহামের বিষয়ে কথিত আপনার বাক্য সফল করেন"। আব্রাহাম ঠিক এই কাজটি করেছিলেন, তিনি তার সম্পূর্ণ পরিবারকে আদেশ করেছিলেন। আমরা ইস্হাকের মধ্যে এর ফল দেখতে পাব, কিন্তু উদাহরণস্বরূপ, আপনি এটি তার দাসদের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছেন। অব্রাহাম তার ছেলে ইস্হাকের জন্য স্ত্রী খুঁজে আনতে বহুদূরে তার ভৃত্যকে পাঠানোর ঘটনাটি মনে রাখবেন। আমাদের দেওয়া বর্ণনায়, সেই ভৃত্য স্পষ্টতই তার সকল কাজের মধ্যে দিয়ে কেবল অব্রাহামকে নয়, বরং সদাপ্রভুকে সম্মান করেছেন।

আদিপুস্তক ২৬:৩,৪ পদে, ঈশ্বর ইস্হাকের কাছে অব্রাহামের সাথে চুক্তির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের পুনরাবৃত্তি করেন এবং ইস্হাককে বলেন যে এই চুক্তিটি তার সাথে অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং, আপনি লক্ষ্য করেছেন, অনুগ্রহের একই চুক্তি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অব্যাহত রয়েছে, আদিপুস্তক ৩:১৫ থেকে শুরু করে, নোহের মাধ্যমে, আব্রাহামের মাধ্যমে, এখন ইস্হাক পর্যন্ত; আর আমরা লক্ষ্য করতে পারবো, এটি সেখান থেকে চলতে থাকবে। কিন্তু আপনি শুধু এক মুহূর্তের জন্য থামুন এবং আমার সাথে চিন্তা করুন, কারণ শাস্ত্র অসাধারণ। এটি আমাদেরকে একটি উত্তেজনাপূর্ণ গুপ্তধনের সন্ধান দেয়। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে, এবং আপনাকে বিস্তারিত মনোযোগ দিতে হবে। বিস্তারিত তথ্যগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেলের বাকি অংশ বোঝার জন্য আপনাকে আদিপুস্তকের বিবরণ চিনতে হবে। এটি একটি বৃহৎ কাহিনী হিসেবে একসঙ্গে বাঁধা। সুতরাং, আমাকে আপনার জন্য শুধুমাত্র একটি একক উদাহরণ প্রদান করতে হবে।

আমার সাথে আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বিবরণগুলি সম্পর্কে চিন্তা করুন, যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে জন্ম নেওয়া সন্তানদের কথা: এটি কি সত্যিই বাইবেল এবং এর ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? এই সন্তানেরা শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যতের জাতিতে পরিণত হবে এবং কে কোনটা, সেই সব বোঝার জন্য অপরিহার্য; উদাহরণস্বরূপ, আপনি ভাববাদীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে পড়বেন। আমাদের আদিপুস্তকে বলা হয়েছে যে ইশ্মায়েল ১২ জন রাজকুমারের পরিবারের প্রধান হবেন এবং একটি মহান জাতিতে পরিণত হবেন। লোটের দুই অজাচারী পুত্র মোয়াবীয় এবং অম্মোনীয় হয়ে উঠবে। যাকোব এবং এষৌ সম্পর্কে ঈশ্বর বলেছিলেন যে গর্ভের মধ্যে দুটি জাতি যুদ্ধ করছে। এষৌ অবশ্যই ইদোমের জাতিতে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই সমস্ত কিছু আইনি ব্যবস্থায় পরিণত হয়, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে; এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সমস্ত ভাববাদীদের মধ্যে দিয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

এই তথ্যটির একটি বিশাল প্রভাব রয়েছে। একই কথা বলা যেতে পারে কূপ, বেদীর অবস্থান এবং অন্যান্য অনেক স্থানের ক্ষেত্রে, যা পরবর্তী সময়ে বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমের অনেক বক্তৃতাগুলির মতো, আমাদের অবশ্যই, আমাদের সামনে থাকা উপাদানগুলির একটি বিশাল সময়কাল বিবেচনা করতে হবে, যেখানে আমরা অব্রাহাম থেকে যোষেফ পর্যন্ত সবকিছু বিবেচনা করার চেষ্টা করছি। সুতরাং, অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ রয়েছে যা আমাদেরকে অতিক্রম করতে

হবে, নিজেদেরকে কয়েকটি প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মাধ্যমে। কিন্তু মনে রাখবেন যে এই পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হল আপনাকে কিছু মৌলিক সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে আপনি শাস্ত্রের চলমান অধ্যয়নের জন্য নিজেকে সজ্জিত করতে পারেন।

আমরা বিশেষভাবে ইস্হাকের মধ্যে আত্মসমর্পণ, একজন পিতার কাছে পুত্রের সমর্পণ এবং শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছে ইস্হাকের সমর্পণের একটি উদ্ধারের বিষয়বস্তু খুঁজে পাই। আপনি জানেন যে তিনি স্বেচ্ছায় মোরিয়া পর্বত পর্যন্ত কাঠ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় বেদীতে নিজেকে শুয়েই দিয়েছিলেন। মনে রাখবেন যে এই মুহূর্তে, অব্রাহাম বয়স্ক, এবং ইস্হাক তাকে বাধা দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। ৪০ বছর বয়সে, তিনি তার পিতার পছন্দের পাত্রী গ্রহণ করার জন্য তার পিতার কাছে বশীভূত হন। এখন, অবশী এই সবই আমাদের নির্দেশ করে, শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতির পরম পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকে, যিনি স্বেচ্ছায় ক্রুশ কাঁধে বহন করেন এবং যিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে দান করেন এবং তাঁর লোকেদের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর জীবন কখনও তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি। ইহুদীরা অথবা পিলাত অথবা সৈন্যরা বা অন্য কেউ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়নি। তারপর যোহন ১৭ অধ্যায়ে, খ্রীষ্ট আবারও তার বধূকে, মণ্ডলীকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন, যাদেরকে পিতা তাঁকে দিয়েছেন। এই সমস্ত ইস্হাকের জীবনে চিত্রিত করা হয়েছে, যিনি নিজেকে সমর্পিত করার এই ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুটি প্রদর্শন করেন।

তৃতীয়ত, আমাদের যাকোবকে বিবেচনা করতে হবে। ইস্হাকের পর, যাকোবকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। এখন, আপনি যখন আদিপুস্তক ২৮:১৩-১৫ পদগুলির দিকে ফিরে যান, আমরা প্রতিশ্রুত দেশের একটি বর্ণনা দেখতে পাই যা ঈশ্বর যাকোবকে দেন এবং এটি আকর্ষণীয়, কারণ বাস্তবে একই প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর অব্রাহামকে ১৭ অধ্যায়ে এবং ২৬ অধ্যায়ে ইস্হাককে দিয়েছিলেন, এবং এখন ২৮ অধ্যায়ে যাকোবকে। ২০ পদে, যাকোব এই বিষয়টির প্রতি তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং "যদি" শব্দটিকে "যখন" বলে অনুবাদ করা যেতে পারে। অন্য কথায়, আমাদের মনের মধ্যে পরিষ্কার হতে হবে যে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর চুক্তির নিশ্চিতকরণের প্রতি যাকোবের প্রতিক্রিয়া বাস্তবেই একটি বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া। তিনি বিশ্বাসের সাথে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের সাথে সাড়া দেন। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে, ২৯ এবং ৩০ অধ্যায়ে, ঈশ্বর আবার যাকোবকে আশীর্বাদ করেন।

এই সমস্ত সময় ধরে, ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম পরিকল্পনার উন্মোচন নিয়ন্ত্রণ করছেন। যাকোবের মাধ্যমে, মনোনয়নের শিক্ষাতত্ত্বের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা এটি নতুন নিয়ম থেকে জানি কারণ আমরা যখন রোমীয় ৯:১০-১৩ পদগুলিতে ফিরে যাই, তখন আমরা এই সম্পর্কে পড়ি। সেখানে লেখা আছে, "কেবল তাহা নয়, কিন্তু আবার রিবিকা এক ব্যক্তি হইতে, আমাদের পিতৃপুরুষ ইস্হাক হইতে, গর্ভবতী হইলে পর, যখন সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হয় নাই, এবং ভাল মন্দ কিছুই করে নাই, তখন—ঈশ্বরের নির্ব্বাচনানুরূপ সঙ্কল্প যেন স্থির থাকে, কর্ম্ম হেতু নয়, কিন্তু আহ্বানকারীর ইচ্ছা হেতু—তাঁহাকে বলা গিয়াছিল, "জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে" যেমন লিখিত আছে, "আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করিয়াছি"। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় রোমের মণ্ডলীর প্রতি পৌলের এই লেখা আদিপুস্তকে যাকোব ও এষৌর একই বিবরণে ফিরে যাচ্ছে। তিনি বলছেন, 'আমরা এখানে নির্বাচনের শিক্ষাতত্ত্ব খুঁজে পাই'। মনোনয়নের মতবাদ শিক্ষা দেয়, যেমনটি আমরা আগের বক্তৃতায় দেখেছি যে, ঈশ্বরই হলেন যিনি সার্বভৌম এবং তিনি তাঁর নিজের সন্তুষ্টির জন্য এমন একটি জাতিকে মনোনয়ন করেন যা তিনি নিজের জন্য সংরক্ষণ করবেন। আর তিনি একইভাবে তাদের বেছে নেন, যারা নরকে তাঁর ক্রোধের অধীনে থাকবে। যাকোব এবং এষৌ, যেমন রোমীয় ৯ অধ্যায় আমাদের বলে, কিছুই করেনি, তাদের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না, যা ঈশ্বরের মনোনয়নকে নির্ধারণ করে। মনোনয়ন ঈশ্বরের নিজস্ব পরামর্শ ও ইচ্ছার অধীনে পড়ে।

ভাববাদীরাও একই বার্তা ঘোষণা করেছিলেন। যিশাইয় বারংবার ঈশ্বরের লোকেদের 'যাকোব আমার দাস' এবং 'ইস্রায়েল আমার মনোনীত' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মজার ব্যাপার হল, একই ভাষা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, যিশাইয় ৪২ অধ্যায়ে, সেই অধ্যায়ের শুরুতে (পদ ১) আমরা পড়ি, "ঐ দেখ, আমার দাস, আমি তাঁহাকে ধারণ করি; তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রাণ তাঁহাতে প্রীত", এই কথাটি প্রভু যীশুকে উল্লেখ করে। এখন, এষৌ একজন চুক্তি ভঙ্গকারীর উদাহরণ। তিনি প্রতিশ্রুতির চিহ্ন পেয়েছিলেন; তার ত্বকছেদ হয়েছিল। চুক্তিতে থাকার ফলে তার কাছে যে সমস্ত সুবিধা এসেছিল তার সবই ছিল, কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে যে তিনি তার জন্মগত অধিকার এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদকে অবজ্ঞা করেছিলেন। তাই, তিনি তার আশীর্বাদকে একটি খাদ্য দ্রব্যের সাথে আদান-প্রদান করেছিলেন। তার পার্থিব ক্ষুধা আধ্যাত্মিক জিনিসের জন্য, স্বর্গীয় জিনিসগুলির জন্য তার ক্ষুধার থেকে অনেক বেশি ছিল। ইব্রীয় ১২:১৫-১৭ পদগুলিতে, ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এষৌ সম্পর্কে এই কাহিনীতে আবার ফিরে আসেন এবং এটিকে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর মধ্যে তাদের জন্য একটি সতর্কতা হিসেবে ব্যবহার করেন। সেই অনুচ্ছেদটি বলে, "পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া তোমাদিগকে উৎপীড়িত করে, এবং ইহাতে অধিকাংশ লোক দূষিত হয়; পাছে কেহ ব্যভিচারী বা ধর্ম্মবিরূপক হয়, যেমন এষৌ, সে ত এক বারের খাদ্যের নিমিত্ত আপন জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিয়াছিল। তোমরা ত জান, তৎপরে যখন সে আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করিল, তখন সজল নয়নে সযত্নে তাহার চেষ্টা করিলেও অগ্রাহ্য হইল, কারণ সে মনপরিবর্ত্তনের স্থান পাইল না"।

আপনি মনে রাখবেন যে অনুগ্রহের এই চুক্তিতে, আশীর্বাদ এবং অভিশাপ উভয়ই রয়েছে এবং এটি চুক্তি-পালন এবং

চুক্তি-ভঙ্গের সাথে মিলে যায়। এষৌ সেই অভিশাপের শিকার হয় যা সেই সকল মানুষদের কাছে আসে যারা ঈশ্বরের চুক্তির আশীর্বাদকে পরিত্যাগ করে এবং তুচ্ছ মনে করে। এছাড়াও, এষৌ তার পিতার অবাধ্য হয় এবং ইশ্মায়েলের কন্যাকে বিয়ে করে, ঈশ্বরের পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং সর্পের বংশধরদের মধ্যে তাঁর জাতির বাইরের লোকেদের সাথে তাঁর লোকেদের বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে।

অন্যদিকে, আমরা যাকোবকে দেখি। যাকোব ইস্হাকের কাছ থেকে চুক্তির আশীর্বাদ পেয়েছিলেন যা অব্রাহামের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল। আমরা আদিপুস্তক ২৮ অধ্যায়ে দেখেছি, ঈশ্বর স্বয়ং এটি সুনিশ্চিত করেছেন। আমরা এটি বিশেষত একটি স্বপ্নে দেখি এবং এই স্বপ্নটি, সম্ভবত, আপনি ভালো ভাবে জানেন। ঈশ্বর স্বয়ং স্বপ্নে এটি সুনিশ্চিত করেন যেখানে একটি সিঁড়ি যা পৃথিবী থেকে স্বর্গে পৌঁছেছে, যার উপরে স্বর্গদূতেরা আরোহণ এবং অবতরণ করছেন এবং যাকোব যখন দেখেন, যিহোবা সিঁড়ির শীর্ষে নিজেকে প্রকাশ করেন। আর যাকোবের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরই এখানে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি অব্রাহামের কাছে একটি দেশ এবং একটি বংশধর এবং আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি পুনরাবৃত্তি করেন, যা আমরা আগের বক্তৃতায় দেখেছি। যাকোব সেই স্থানটির নাম রাখেন বৈথেল, যার অর্থ 'ঈশ্বরের গৃহ', 'স্বর্গের দরজা'। তিনি, অবশ্যই, সেই ছোট্ট স্থানটির উর্ধ্বে ইঙ্গিত করেছিলেন; তিনি সেই প্রতিশ্রুত দেশের উর্ধ্বে ইঙ্গিত করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত, সেই দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যা প্রতিশ্রুত দেশ প্রতিনিধিত্ব করে, যা হল স্বর্গে ঈশ্বরের লোকেদের জন্য রাখা উত্তরাধিকার। এই স্বপ্নটি বাস্তবে পরিণত হবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনে, তাঁর অবতরণের মাধ্যমে। প্রভু যীশুই হলেন ঈশ্বরের প্রকৃত গৃহ। তিনি ইম্মানুয়েল, আমাদের সাথে ঈশ্বর।

আপনি লক্ষ্য করবেন যে কীভাবে এটি যোহন লিখিত সুসমাচার অধ্যায় ১:৫১ পদ থেকে বেরিয়ে আসে। যীশু বলেছিলেন, "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দেখিবে, স্বর্গ খুলিয়া গিয়াছে, এবং ঈশ্বরের দূতগণ মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়া উঠিতেছেন ও নামিতেছেন"। তাই, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সেই সংযোগটিকে দর্শাচ্ছেন যা আমরা আদিপুস্তক ২৮ অধ্যায়ে এবং তাঁর নিজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আদিপুস্তক ৩২ অধ্যায়ে, সদাপ্রভুর স্বর্গদূত, যার বিষয়ে পরবর্তী বক্তৃতায় আমরা আরও শিখবো, তিনি যাকোবের কাছে উপস্থিত হন এবং তার সাথে মল্লযুদ্ধ করেন। সেই মল্লযুদ্ধের প্রেক্ষাপটেই, যাকোব বলেছেন, "আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না" (পদ ২৬)। কী ঘটছে এখানে? তিনি এখনও খ্রীষ্টে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলিকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন এবং তিনি যেন আশীর্বাদ লাভ করেন। তিনি সেই স্থানটির নাম দেন পনূয়েল, যার অর্থ 'ঈশ্বরের মুখ' কারণ তিনি সদাপ্রভুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। আর সেই স্থানেই যাকোব তার নতুন নাম গ্রহণ করেন - 'ইস্রায়েল'। ইস্রায়েল মানে 'এমন একজন ব্যক্তি যিনি রাজপুত্রের শক্তির উপর জয়লাভ করে', যিনি ঈশ্বরের সাথে জয়লাভ করেন। যেমন আপনার জানা উচিত, তার নতুন নাম, ইস্রায়েল, শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জাতির নাম হয়ে ওঠে, তার সমস্ত বংশধর, যা একটি বিশাল দেহে পরিণত হবে, যা স্বর্গের সমস্ত তারার থেকেও সংখ্যায় বেশি। এটি আমাদের চতুর্থ বিষয়ে নিয়ে আসে, যাকোবের বারো পুত্রের কাছে, যারা ইস্রায়েল জাতির বারোটি গোষ্ঠীর প্রধান হয়ে ওঠে।

যাকোবের বারোটি পুত্র জন্মায়। এটি আকর্ষণীয় যে আপনি যখন নতুন নিয়মে অগ্রসর করেন, প্রায় বাইবেলের শেষ পর্যন্ত, অন্তিম অধ্যায়ের আগের অধ্যায়, অর্থাৎ প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে, সেখানে আমরা স্বর্গে ঈশ্বরের লোকেদের বর্ণনা দেখতে পাই।, এটি নতুন যিরূশালেমের বর্ণনা করে, এবং কীভাবে এটি স্বর্গ থেকে নেমে আসে, এবং কীভাবে একটি সজ্জিত নববধূ হিসেবে নিজের স্বামীর জন্য নেমে আসে, ইত্যাদি। সদাপ্রভু এই নতুন যিরূশালেমের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের কাছে কিছু বিষয় প্রকাশ করেন।, তিনি আমাদের প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে বলেছেন, যে এই নগরের ১২টি ফটক রয়েছে যার উপরে ১২টি গোষ্ঠীর নাম লেখা আছে। আরও একবার, আমরা পুরাতন নিয়মের এবং নতুন নিয়মের ঈশ্বরের লোকেদের একসাথে যোগদান করতে দেখছি। এই বারো পুত্রের মধ্যে, এক পুত্র, যিহূদা, তামরের মাধ্যমে যমজ সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। তামর, সেই সময়ে, একজন বেশ্যা হওয়ার ভান করেছিলেন।, সেই যমজদের মধ্যে একজনের নাম ছিল পেরস, যার অর্থ, 'ভেদ' [যা] আবার আকর্ষণীয় কারণ আপনি যখন ভাববাদীদের পুস্তকে আসেন, সেখানে প্রভু যীশুকে 'ভগ্নস্থান-সংস্কারক' হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু, এটি দায়ূদের সরাসরি বংশ। দশ প্রজন্ম পরে, দায়ূদ এই বংশরেখায় উপস্থিত হন, এবং তারপর, অবশ্যই, তার মাধ্যমে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পর্যন্ত। এই সমস্ত কিছুই আসলে আমাদের জন্য নতুন নিয়মের প্রথম অধ্যায়ে, অর্থাৎ মথি ১ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আদিপুস্তক ৪৯:১০ পদে, ঈশ্বর স্পষ্ট করেছেন যে মধ্যস্থতাকারী, মশীহ, খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়া বংশরেখাটি আসবে যিহূদার মাধ্যমে। সেখানে লেখা আছে, "যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে বিচারদণ্ড যাইবে না, যে পর্য্যন্ত শীলো না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই আজ্ঞাবহতা স্বীকার করিবে"। এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকে ইঙ্গিত করে, যাকে আবার প্রকাশিত বাক্য ৫:৫ পদে যিহূদাবংশীয় সিংহ, দায়ূদের মূলস্বরূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁকে মেষশাবক, যাকে হত করা হয়েছিল, একজন দুঃখভোগকারী দাস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আদিপুস্তকের শেষে, আমাদের কাছে যাকোবের একাদশ পুত্র, যোষেফের, একটি অসাধারণ কাহিনীর জন্য আলাদা করে রাখা একটি সম্পূর্ণ অংশ রয়েছে। তিনি তার প্রিয় স্ত্রী রাহেলের প্রথমজাত সন্তান ছিলেন। অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি যোষেফের জীবনে এবং তার জীবনের মাধ্যমে কার্যকারী হয়েছিল। যোষেফের কাহিনীতেও খ্রীষ্ট ও তাঁর উদ্ধারের এক সুন্দর চিত্রে পরিপূর্ণ। যোষেফ মধ্যস্থতাকারীর একটি চিত্র, একটি প্রতীক হিসেবে কাজ করেন। যোষেফের মাধ্যমেই তাঁর লোকেদের বাঁচিয়ে রাখা হয়। আপনি অবশ্যই জানতে পারবেন, আপনি যদি যোষেফের কাহিনী পড়ে

থাকেন, সেই কাহিনীতে অনেক উত্থান-পতন আছে, অনেক মোড় রয়েছে, অনেক অন্ধকারের কাজকর্ম রয়েছে। সেই কাহিনীর বেশ কয়েকটি পর্যায়ে দেখে মনে হয় না যে সবকিছু ঠিকঠাক হতে চলেছে, কিন্তু যখন তিনি আদিপুস্তক ৫০ অধ্যায় পৌঁছন, যোষেফ নিজের ভাইদের বলেন যে তারা তাকে দাসত্বে বিক্রি করার মাধ্যমে মন্দ সঙ্কল্প করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর মঙ্গল চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরই করেছেন। সমস্ত অসুবিধা এবং সমস্ত পরীক্ষা যা নিজের জীবনের সাথে ছিল, সেই সবকিছু ঈশ্বর ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত মহিলার বংশের পরিত্রাণ এবং পুরো পরিবারের পরিত্রাণ নিয়ে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত, ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠীকে আগামী শতাব্দীর জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন।

কিন্তু আদিপুস্তক শেষ হয় যাকোব ও তার পুত্রদের প্রতিশ্রুত দেশের বাইরে বসবাস করা দেখিয়ে। তারা গোশন থেকে চলে গিয়েছিল এবং মিশরে আশ্রয় অন্বেষণ করেছিল। এখন, আমরা জানি যে আদিপুস্তক ১৫:১৩ পদে অব্রাহামের কাছে আসা ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। ঈশ্বর বললেন, "নিশ্চয় জানিও, তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্রবাসী থাকিবে, এবং বিদেশী লোকদের দাস্যকর্ম্ম করিবে, ও লোকে তাহাদিগকে দুঃখ দিবে—চারি শত বৎসর পর্যন্ত"। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল এই যে আদিপুস্তকের শেষে, যাকোব ও তার বারো পুত্র মিশরে ৪০০ বছরের দাসত্বের অধীনে থাকতে চলেছে। এটি একটি অত্যন্ত অন্ধকারময় চিত্র।

কিন্তু আমি চাই আপনি আদিপুস্তকের অন্তিম পদের আগের পদটি লক্ষ্য করুন। এটি হল অধ্যায় ৫০ এবং ২৫ পদ। কারণ, আমরা এইমাত্র যে পরিস্থিতিগুলির বর্ণনা করেছি, সেই পরিস্থিতিতেও যোষেফ ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বর এখনও তাঁর লোকেদের সাথে দেখা করবেন। তিনি তার পুত্রদের এবং তার পরে যারা আসবে তাদের আদেশ দিলেন যে তারা যেন মিশর থেকে তার হাড়গুলি নিয়ে যায়, এবং প্রতিশ্রুত দেশে গোশনে সমাধিস্থ করে। এখানে কী ঘটছে, আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন? এমনকি এই অন্ধকারময় পটভূমির সামনেই, যোষেফ এখনও বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির প্রকাশের প্রতি আঁকড়ে ধরে আছেন এবং ঈশ্বর ইব্রীয় ১১:২২ পদে বলেছেন, "বিশ্বাসে যোষেফ মৃত্যুকালে ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রস্থানের বিষয়ে উল্লেখ করিলেন, এবং আপন অস্থিসমূহের বিষয়ে আদেশ দিলেন"। প্রভু এই সামান্য বিশদটির মধ্যে আবারও তাৎপর্য রেখেছেন যা আমরা খুব সহজেই উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারি। এখন, আপনি যদি এগিয়ে যান এবং আদিপুস্তক থেকে যিহোশূয় ২৪ অধ্যায় পর্যন্ত যান, আপনি ৩২ পদে দেখতে পাবেন যে ইস্রায়েল জাতি যোষেফ যা চেয়েছিল ঠিক তাই করেছিল। তারা যখন নির্গমনের সময় মিশর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তারা তাদের সাথে যোষেফের অস্থি নিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে, যখন তারা চারশো বছরেরও বেশি সময় পরে, প্রতিশ্রুত দেশে নিজেদের খুঁজে পেল, তখন তারা তাকে শিখিমে কবর দিল।

এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন এটি তাৎপর্যপূর্ণ? কেন সদাপ্রভু এই ধরণের বিবরণগুলির উপর আলোকপাত করেছেন (যার বেশিরভাগ আমরা এই বক্তৃতায় বিবেচনা করতে পারবো না)? এটি আবার সেই প্রতিশ্রুতিতে ফিরে আসে। তাই না? আমাদের কাছে একটি বংশধরের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আমাদের কাছে একটি দেশের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আমাদের কাছে আশীর্বাদের একটি প্রতিশ্রুতি আছে যা ঈশ্বর অব্রাহাম এবং তার বংশধরদের দিয়েছিলেন। সেই দেশ, যেমন ইব্রীয় ১১ অধ্যায় স্পষ্ট করে, একটি স্পষ্ট চিত্র প্রদান করে, এবং পিতৃপুরুষরা এটি জানতেন। এটি শুধু যে আমরা পুরাতন নিয়মে পড়েছি তা নয়। ইব্রীয় ১১ অধ্যায় স্পষ্ট করে [যে] তারা এটি দেখেছিলেন। সেই দেশটি শুধুমাত্র একটি ভৌগলিক অঞ্চল, অথবা একটি বাস্তু সম্পত্তি ছিল না। বরং, এটি একটি বাস্তব চিত্র ছিল যা তারা জানত যে উত্তরাধিকারের মধ্যে প্রতিশ্রুতির চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা রূপে ঈশ্বর তাদের আরও ভালভাবে দেবেন। আমরা আসলে এটিকে বিস্তারিতভাবে দেখবো যখন আমরা "উত্তরাধিকার" শিরোনামের বক্তৃতায় আসবো, কিন্তু আমরা এটি ইতিমধ্যেই এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যোষেফ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে প্রতিশ্রুত দেশেই কবর দেওয়া দরকার, সেই সকল তাৎপর্যের কারণে যা এটির সাথে সংযুক্ত ছিল।

সংক্ষেপে, আমরা ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে এবং সেই অধ্যায়ের শেষ এবং ১২ অধ্যায়ের শুরুতে ফিরে যাই, যা আমি এই বক্তৃতার শুরুর অংশে উল্লেখ করেছি। কারণ ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ের শেষে, আমাদের পিতৃপুরুষদের এবং তাদের অনুসরণকারী অন্যান্যদের একটি মহান বর্ণনা তালিকা দেখতে পাই। তবে, এটি আমাদের সাথে সমস্ত কিছুকে সংযুক্ত করে। এটি বলে, "আর বিশ্বাস প্রযুক্ত ইহাঁদের সকলের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ইহাঁরা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হন নাই; কেননা ঈশ্বর আমাদের নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি কোন শ্রেষ্ঠ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা আমাদের ব্যতিরেকে সিদ্ধি না পান। অতএব এমন বৃহৎ সাক্ষিমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস, আমরাও সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া দিয়া ধৈর্য্যপূর্ব্বক আমাদের সম্মুখস্থ ধাবনক্ষেত্রে দৌড়ি; বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি"। আপনি কি এটি দেখতে পাচ্ছেন? পিতৃপুরুষদের যে বিবরণ আমাদের দেওয়া হয়েছে - অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব, যাকোবের বারো পুত্র, যোষেফ এবং অন্যান্য - তারা সবই আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক, এখনও, যেমন তারা সর্বদা ছিল।

কিন্তু, আমরা প্রথম এবং সর্বাগ্রে অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোবকে প্রচার করি না। বরং আমরা অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বরের কথা প্রচার করি। আমরা দেখাই যে কীভাবে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের ব্যবহার করেন, এবং কীভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর লোকেদের সাথে যে চুক্তি স্থাপন করেছেন তার মাধ্যমে তাঁর লোকেদের আশীর্বাদ ও উন্নতি করেন। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি প্রকাশের কিছু প্রধান বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে, আমরা পরের বক্তৃতায় আরও তিনজন ব্যক্তিদের দেখবো যাদের পিতৃপুরুষদের সমসাময়িক, যা পুরাতন নিয়মের আমাদের বাকি অধ্যয়নের জন্য প্রাসঙ্গিক হবে।

বক্তৃতা ৭

পিতৃপুরুষ - ২

লেকচারের বিষয়বস্তু:

খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর মহিমার প্রকাশ দেন অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে – অব্রাহামের বংশরেখার বাইরে থেকে।

পাঠ্য অংশ:

"তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে; আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়"। (যোহন ৫:৩৯)।

বক্তৃতা ৭ -এর অনুলিপি

আপনি যখন স্কুলে একটি গল্প পড়ে থাকেন, আপনি প্রায়শই মূল পটভূমিটি এবং কাহিনীটির অগ্রগতি বুঝতে পারেন, যেখানে সাধারণত প্রধান চরিত্রগুলি জড়িত থাকে। কিন্তু, আপনি অনেক গল্পে অন্যান্য চরিত্রগুলির সমর্থনকারী চরিত্র দেখতে পান, যারা সমস্ত কাহিনী জুড়ে বিভিন্ন স্থানে জড়িত থাকে, যারা লেখকের মতে, সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বাইবেলে উদ্ধারের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের সত্য এবং অনুপ্রাণিত বিবরণেও সত্য। এই পর্যন্ত, মশীহের দিকে পরিচালিত করা বংশরেখার মূল বিষয়বস্তু এবং ব্যক্তিদের উপর আমরা লক্ষ্যকেন্দ্রিত করেছি। কিন্তু, ঈশ্বর অন্যান্য ব্যক্তিত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাকে তিনি ব্যবহার করার জন্য বেছে নিয়েছেন নিজেকে এবং তাঁর পরিত্রাণকে প্রকাশ করার জন্য।

তাহলে, উদাহরণস্বরূপ, মল্কীষেদক কে? এবং কেন তিনি আদিপুস্তকে উপস্থিত হয়ে এত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে? ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্য এবং উদ্ধারের সাথে তার কী প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে? সদাপ্রভুর স্বর্গদূতের বিভিন্ন আবির্ভাব সম্পর্কে কী বলবেন? বাস্তবে ইনি কে, এবং কেন এই প্রশ্নের উত্তরটি বাইবেল সম্পর্কে আমাদের ঈশ্বরতাত্ত্বিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ? এবং অবশেষে, কেন ঈশ্বর ৪২টি অধ্যায় নিয়ে গঠিত ইয়োবের পুস্তকটি অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্বে ইয়োব কী ভূমিকা পালন করে? এই পর্যন্ত, আমরা শেম থেকে অব্রাহাম থেকে যাকোবের ১২ পুত্র পর্যন্ত মূল বংশরেখার উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করেছি; কিন্তু এই বক্তৃতায়, আমরা এখন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিবেচনা করবো যারা অব্রাহামের সরাসরি বংশরেখার বাইরে পড়ে, সমস্তই পিতৃপুরুষদের সময়েই পাওয়া যায়। তিনটি চরিত্রই বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে, এবং তারা বাইবেলের মধ্যে সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুগুলির বিকাশের সন্ধান করতে আমাদের সহায়তা করে।

তাই সবার আগে, মল্কীষেদক। এখন আপনি হয়তো নিজের মনেই ভাবছেন, কেন আমরা মল্কীষেদককে পিতৃপুরুষদের সময়কালের এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করবো, বিশেষভাবে যখন আদিপুস্তক ১৪ অধ্যায়ের তিনটি পদে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে? অন্তত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, মল্কীষেদকের উল্লেখ গীতসংহিতা ১১০ -এ করা হয়েছে এবং আপনার এটি জানা প্রয়োজন। গীতসংহিতা ১১০ হল পুরাতন নিয়মের একটি অধ্যায় যা নতুন নিয়মে প্রায়শই উদ্ধৃত হয়, সুসমাচারের মধ্যে খ্রীষ্ট উদ্ধৃত করেছেন, প্রেরিত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সমস্ত পত্রগুলো জুড়েও উল্লেখ উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাই, এটি এই কারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর মল্কীষেদককে ব্যবহার করতে বেছে নিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, যেমন আমরা দেখি ইব্রীয় পুস্তকে, মল্কীষেদক আমাদের ত্রাণকর্তার মহিমা দর্শায় এবং আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে কীভাবে বাইবেল সামগ্রিকভাবে একত্রে আবদ্ধ, এবং এই দুটোই এই পাঠ্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মল্কীষেদক একজন প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার সম্পর্কে আমরা সামান্যই জানি। কিছু ধার্মিক মানুষেরা বিশ্বাস করেন যে তিনি খ্রীষ্টের দেহধারণের পূর্ব আবির্ভাব ছিলেন, কিন্তু গীতসংহিতা ১১০ -এ "মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে" শব্দগুলি এবং ইব্রীয় ৭:৩ পদে "তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত" শব্দগুলি, এবং উদাহরণস্বরূপ, "ঈশ্বরের পুত্র মল্কীষেদক" এর

মতো ভাষা ব্যবহার করার পরিবর্তে, এই বিষয়গুলি আমাকে প্ররোচিত করে যে তিনি নিজে খ্রীষ্ট নন, এবং এর অন্যান্য কারণও রয়েছে। আক্ষরিক অর্থে মল্কীষেদক মানে, "ধার্মিকতার রাজা" এবং সালেম মানে "শান্তি"। সালেম নামটি যিরূশালেম শব্দের অংশ, এবং যদিও আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না, এটি সম্ভব যে তিনি তখন যিরূশালেমের রাজা ছিলেন, তবে আরও কিছু বিষয় রয়েছে। আমাদের বলা হয় যে তিনি একজন যাজক, স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিকারী সর্বোচ্চ ঈশ্বরের পুরোহিত ছিলেন। আমাদের বলা হয়েছে যে অব্রাহাম তার দ্বারা আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, এবং অব্রাহাম তাকে দশমাংশ প্রদান করেছিলেন।

এখন, এটি আমাদের আশ্চর্য করা উচিত নয় যে বাবিলের মিনারের পরপরই আরও কিছু মানুষেরা ছিল যারা সত্যিকারের ঈশ্বরকে অনুসরণ করতো, যদিও তারা অনেক অবিশ্বাসী মূর্তিপূজারী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। দায়ূদ, গীতসংহিতা ১১০ -এ, সদাপ্রভু, পিতা ঈশ্বরের কথা বলেছেন, যিনি দায়ূদের প্রভু, মশীহ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বলছেন, "তুমি আমার দক্ষিণে বস" (পদ ১)। এখন, নতুন নিয়মে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উল্লেখ করার জন্য এই বাক্যাংশটি অসংখ্যবার ব্যবহার করেছে। গীতসংহিতা এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করে যে মশীহ একজন রাজা এবং একজন যাজক, উভয়ই হবেন, উদাহরণস্বরূপ, লেবির পুত্রদের মতো নয়, যারা শুধুমাত্র যাজক ছিলেন, অথবা দায়ূদের পুত্রদের মতো নয়, যারা শুধুমাত্র রাজা ছিলেন। তিনি একজন যাজক এবং রাজা হবেন, মল্কীষেদকের থেকে শ্রেষ্ঠ একজন যাজক হবেন, হারোণ এবং তার বংশধরদের চেয়ে একজন ভাল মহাযাজক হবেন।

সুতরাং, মল্কীষেদক হলেন একজন ব্যক্তি যিনি আব্রাহামের চেয়ে মহান, হারোণের চেয়েও বড় এবং দায়ূদের চেয়েও মহান, যিনি খ্রীষ্টের রাজত্ব এবং যাজকত্বের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। ইব্রীয় পুস্তক এই বিষয়বস্তুটি তুলে ধরে এবং এটিকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে, মধ্যস্থতাকারী, ঈশ্বরের চূড়ান্ত যাজক-রাজা হিসেবে যীশুর উচ্চতর মহিমা প্রদর্শন করে। আপনার সাবধানে ইব্রীয় ৭ অধ্যায় পড়া উচিত, কারণ ঈশ্বর বলেছেন যে মল্কীষেদক, এই অস্পষ্ট ব্যক্তিটি, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে যা পূর্ণ হবে, সেটির দিকে ইঙ্গিত করে। এটি উল্লেখযোগ্য যে আদিপুস্তকে মল্কীষেদকের বংশের কোন উল্লেখ নেই এবং এটি এই কথাটির সাথে একটি তুলনা তৈরি করে যে "কিন্তু তিনি 'অনন্তকাল' থাকেন, তাই তাঁহার যাজকত্ব অপরিবর্ত্তনীয়"। তার পরম পূর্বপুরুষ অনন্তকালের ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত।

পুরাতন নিয়মের আমাদের অধ্যয়নে পরবর্তী সময়ে খ্রীষ্টের রাজত্ব এবং যাজকত্ব সম্পর্কে আমরা আরও অনেক কিছু শিখবো। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে আদিপুস্তক ১৪ অধ্যায়ের প্রথম দিকেই দেখতে পাই, এবং দায়ূদ গীতসংহিতা ১১০ -এ দেখেছিলেন যে, আমরা যাকে অন্বেষণ করছি এবং যার অপেক্ষা করছি তিনি কেবল একজন রাজকীয় শাসনকর্তাই নন, কিন্তু একজন যাজকও। আমাদের একজন ত্রাণকর্তা আছেন যিনি প্রতিশ্রুত রাজা, যিনি আমাদেরকে নিজের অধীন করেন এবং তাঁর এবং আমাদের সমস্ত শত্রুকে জয় করেন, কিন্তু তিনি একজন প্রতিশ্রুত যাজকও। তিনি একদিন সর্বোচ্চ মহাযাজক হবেন, যিনি তাঁর লোকদের উদ্ধার করার জন্য নিজেকে সর্বোচ্চ বলিদান হিসেবে উৎসর্গ করবেন। এই উভয়, রাজা এবং যাজক, একটি ব্যক্তির মধ্যেই যুক্ত করা হয়েছে। আদিপুস্তক ১৪ অধ্যায়ের সেই তিনটি অস্পষ্ট পদগুলিকে অবশ্যই সম্পূর্ণ শাস্ত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। মল্কীষেদক আমাদের দেখায় যে আমাদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা কেবলমাত্র যীশুতেই সরবরাহ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের স্বর্গদূতের বিবেচনা আমাদের করতে হবে। এই বক্তৃতায় আমাদের পিতৃপুরুষদের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় চরিত্র। কিন্তু ঈশ্বরের স্বর্গদূতকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে, আমাদের প্রথমে থিওফ্যানি -এর বিস্তৃত ধারণাটি বুঝতে হবে, যা আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করবো। পিতৃপুরুষদের সময়কালে, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় খুঁজে পাই যার মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতেন, যা পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝার জন্য আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। ইব্রীয় ১:১ পদ বলে যে, "ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়া..." এবং তারপর এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে কথা বলতে থাকে। কিন্তু এটি এই বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়গুলিকে [ইঙ্গিত করে] যার মাধ্যমে পিতৃপুরুষদের সময়ে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেই বৈচিত্র্যময় উপায়গুলির মধ্যে একটি উপায় যাকে আমরা পুরাতন নিয়মে থিওফ্যানি বলে থাকি।

এখন, থিওফ্যানি শব্দের অর্থ হল শুধুমাত্র "ঈশ্বরের আবির্ভাব"; থিওফ্যানিগুলি "দৃশ্যমান আকারে ঈশ্বরের আবির্ভাব" বোঝায়। একটি সম্পর্কিত শব্দ ও ধারণা হল "খ্রীষ্টোফ্যানি" শব্দটি যা দৃশ্যমান আকারে ঈশ্বর পুত্র বা খ্রীষ্টের আবির্ভাবকে বোঝায়। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এই দুটি বিষয় দেখা উচিত, থিওফ্যানি এবং খ্রীষ্টোফ্যানি, মূলত দুটি শব্দ হিসেবে, যা একই বিষয়ের দিকে নির্দেশ করে। আমি মনে করি এর মূল কারণ হল যে এটি হল ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বর পুত্র, যিনি চিরন্তন বাক্য যা ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। যোহন ১:১৮ পদটি স্মরণে রাখবেন, "ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন"। মনে রাখবেন যে বাইবেল খ্রীষ্টকে সেই একজন ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করে যিনি কলসীয় ১:১৫ পদ অনুযায়ী অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং অন্যত্র, "তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক", ইব্রীয় ১:৩।

সুতরাং, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খ্রীষ্টের ব্যক্তি এবং কাজের মধ্যে তাঁর নিজের প্রকাশের সাথে জড়িত। ক্যালভিন, এবং জোনাথন এডওয়ার্ডস, এবং ব্যাভিঙ্ক এবং অন্যান্যদের মত বেশিরভাগ সংস্কারবাদী (Reformed) ঈশ্বরতাত্ত্বিকরা এই বিষয়টি বিশ্বাস করে থাকে। সুতরাং, ঈশ্বরের এই প্রকাশগুলি, যেগুলিকে আমরা থিওফ্যানি বলি, তা হল মানুষের কাছে ঈশ্বরের

একটি অস্থায়ী শারীরিক প্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ, যখন ঈশ্বর একটি মানবদেহ বা মানুষের কণ্ঠস্বর এবং অন্যান্য রূপ ব্যবহার করেন, তখন এইগুলিকে থিওফ্যানি বলা যেতে পারে। এখন, আমরা যেন এইগুলিকে স্বপ্ন ও দর্শনের মতো বলে মনে না করি, যা মনের মধ্যে উদয় হয়, কিন্তু চোখে নয়। এছাড়াও, এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ, আপনি নতুন নিয়মে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেহধারণকে থিওফ্যানি বলে ভুল করবেন না, কারণ যীশুর জন্ম হল একটি বাস্তবিক এবং স্থায়ী মিলন, যেখানে ঈশ্বরের পুত্র স্বয়ং একটি মানব রূপ ধারণ করে নেন। মানুষের রূপ এবং আচার-আচরণের সাথে সদাপ্রভুর আবির্ভূত হওয়ার বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে, তবে থিওফ্যানির ভূমিকা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, আসুন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন নিয়মের থিওফ্যানিটি নিয়ে বিবেচনা করা যাক: সদাপ্রভুর দূত।

সদাপ্রভুর দূতের এই সুনির্দিষ্ট উদাহরণের দিকে ফিরে যাওয়া থিওফ্যানির বিস্তৃত ধারণাটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে। এখন আমরা বিভিন্ন স্থানে সদাপ্রভুর দূতের আবির্ভাব সম্পর্কে পড়ি এবং আমি কয়েকটি এখানে উল্লেখ করবো। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আদিপুস্তক ১৬ অধ্যায়ে হাগারের কাছে আবির্ভূত হন। সদাপ্রভুর দূত আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়ে অব্রাহামের কাছে এবং আদিপুস্তক ৩২ অধ্যায়ে যাকোবের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি যাত্রাপুস্তক ৩:২ পদে জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে মোশির কাছে এবং পরে গিদিয়োনের মতো ব্যক্তিদের কাছে উপস্থিত হন বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ পুস্তকের ৬ অধ্যায়ে। "দূত" শব্দের অর্থ হল "বার্তাবাহক" এবং তাই "সদাপ্রভুর দূত" শব্দটিকে "সদাপ্রভুর বার্তাবাহক" বলেও অনুবাদ করা যেতে পারে। আরেক কথায়, সদাপ্রভুর দূত এবং স্বর্গে পরিপূর্ণ সৃষ্ট স্বর্গদূতদের এক বলে মনে করবেন না। অন্যত্র, মালাখি ৩:১ পদে, পুরাতন নিয়মের শেষের দিকে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে চুক্তির দূত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং, সদাপ্রভুর দূত হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, যাকে সৃষ্টি করা হয়নি, যিনি দৃশ্যমান আকারে আবির্ভূত হন। আমরা এটি বিভিন্ন কারণে জানি। প্রথমত, তাঁর ঈশ্বরের নাম রয়েছে। আদিপুস্তক ১৬ অধ্যায়ে, যিহোবা হাগারের সাথে কথা বলেছিলেন এবং তিনি তাঁকে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করেছিলেন। আবার, যাত্রাপুস্তক ৩ অধ্যায়ে জ্বলন্ত ঝোপে, সদাপ্রভুর দূত উপস্থিত হন এবং জ্বলন্ত ঝোপ থেকে মোশির সাথে কথা বলেন, নিজেকে অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের ঈশ্বর বলে সম্বোধন করেন এবং নিজের নাম দেন, "আমি যে আমিই"। তাই, আমরা জানি যে সদাপ্রভুর দূত হলেন ঈশ্বর, যিনি দৃশ্যমান আকারে আবির্ভূত হন, প্রথম কারণ তাঁর ঈশ্বরের নাম রয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের গুণাবলী রয়েছে। সুতরাং, আপনি হাগারের কাহিনীটা চিন্তা করুন। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে সদাপ্রভুর দূত সর্বজ্ঞ; তিনি সব জানেন, এবং আমরা অন্যান্য উদাহরণ যুক্ত করতে পারি। তৃতীয়ত, তিনি ঈশ্বরের আরাধনা গ্রহণ করেন। সদাপ্রভুর দূত ঐশ্বরিক আরাধনা গ্রহণ করেন। এটি যাত্রাপুস্তক ৩ অধ্যায়ে দেখা যায়।

কিন্তু বিশেষ করে যিহোশূয় ৫:১৪ পদটি লক্ষ্য করুন, এবং তারপর গিদিয়োনের সময়ে বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ৬ অধ্যায়ে প্রতিক্রিয়াটি লক্ষ্য করুন। সদাপ্রভুর দূতকে স্বর্গীয় আরাধনা দেওয়া হয়, যা অন্যান্য স্বর্গদূতদের দেওয়া হয়নি। আপনি প্রকাশিত বাক্য ১৮ ও ১৯ অধ্যায় স্মরণ করুন যখন যোহন স্বর্গদূতদের আরাধনা করার চেষ্টা করেন, তারা তাকে নিষেধ করে। স্বর্গদূতেরা বলে যে তারা তার মতোই, সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের দাস। কিন্তু সদাপ্রভুর দূতের ক্ষেত্রে তা নয়; এই আরাধনা তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। সুতরাং, প্রশ্ন হল, থিওফ্যানিদের উদ্দেশ্য কী এবং সদাপ্রভুর দূতের উদ্দেশ্য কী? এটি বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করছে। আমি আপনাকে সদাপ্রভুর দূতের মতো থিওফ্যানিগুলির পাঁচটি খুব সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য দিই।

প্রথমটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। প্রথম উদ্দেশ্য হল প্রকাশ। সুতরাং, এটি পুরাতন নিয়মে বিশেষ প্রকাশের একটি উপায় ছিল। ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে নিজের সম্পর্কে কিছু দেখিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের চরিত্র ও ইচ্ছার কিছু দিক প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, পরিত্রাণের সাথে আরেকটি উদ্দেশ্য জড়িত। এই থিওফ্যানিগুলি ছিল ঈশ্বরের যোগাযোগ মাধ্যমের একটি অংশ। সদাপ্রভুর দূত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপীদের পরিত্রাণের সুসংবাদের ঈশ্বরের যোগাযোগের অংশ ছিলেন। এই মহান পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিটি আবির্ভাবের তার নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। এটি ইতিমধ্যেই আমাদের বক্তৃতাগুলির সম্পূর্ণ সিরিজের সাথে সদাপ্রভুর দূতের গুরুত্বকে সংযুক্ত করে। এটি উদ্ঘাটন সম্পর্কীয়, ঈশ্বর কে এবং তাঁর ইচ্ছা কী তা আমাদের দেখায়, এবং এটি পরিত্রাণ বা পরিত্রাণের বিষয়ে, তাঁর লোকেদের প্রতি ঈশ্বরের সুসমাচারের অনুগ্রহের পরিকল্পনার গল্প সম্পর্কীয়। তৃতীয় উদ্দেশ্য নিশ্চিতকরণ। থিওফ্যানিগুলি সাধারণত ছিল ঈশ্বরের পরিত্রাণের চুক্তির উদ্ঘাটনে কিছু প্রধান ব্যক্তিদের কাছে একটি ব্যক্তিগত উপস্থিতি, যাতে তাদের কাছে তাঁর বাক্য নিশ্চিত করা যায়।

চতুর্থ উদ্দেশ্য হল সান্ত্বনা। এটি সদাপ্রভুর দূতের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের এই নিশ্চিতকরণের সাথে সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তারপর পঞ্চমত, "সদাপ্রভুর দূত" এবং অন্যান্য থিওফ্যানিদের প্রত্যাশা তৈরির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের পুত্রের শারীরিক আগমনের একটি প্রত্যাশা। অন্য কথায়, এটি খ্রীষ্টের দেহধারণের জন্য পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীকে প্রস্তুত করেছে, যিনি ইম্মানুয়েল হবেন, আমাদের সাথে ঈশ্বর। তাই, আমরা দেখতে পাই যে সদাপ্রভুর দূত আমাদের জন্য বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। সবশেষে, আমাদের ইয়োবের কথা বিবেচনা করতে হবে। তিনিই শেষ ব্যক্তি যাকে নিয়ে আমরা এই বক্তৃতায় আলোচনা করব। সত্যি কথা বলতে, তিনি পিতৃপুরুষদের সময় থেকে আমার ব্যক্তিগত পছন্দের একজন। শেষ চরিত্রটি আমরা বিবেচনা করব ইয়োব, যার সম্পর্কে আমরা তার নাম বহনকারী পুস্তকটিতে পড়েছি।

নতুন নিয়ম ইয়োবের উল্লেখ করে। উদাহরণস্বরূপ, যাকোব ৫:১১ পদে, "তোমরা ইয়োবের ধৈর্য্যের কথা শুনিয়াছ; প্রভুর পরিণামও দেখিয়াছ, ফলতঃ প্রভু স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়"। এই অনুপ্রাণিত কাহিনীটি আমাদের পিতৃপুরুষদের সময়কালে ঈশ্বরের প্রকাশকে জানার জন্য আরও একটি উপায়, অথবা জানালা প্রদান করে। এখন, কেউ কেউ ইয়োবের পুস্তকটিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বা পুরাতন নিয়মের একটি কাব্যিক পুস্তকগুলির মধ্যে একটি বিবেচনা করে খুব সংক্ষিপ্তভাবে এর উপর জোর দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারে। কিন্তু এটি একটি দীর্ঘ পুস্তক, যা ৪২টি অধ্যায় নিয়ে গঠিত। আমি বিশ্বাস করি, আমরা এর গুরুত্বকে কোন ভাবেই তুচ্ছ মনে করে মূল্যায়ন করতে পারি না। কেন? কারণ আমরা দেখবো, এটি আমাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখায় যে পৃথিবীতে যা ঘটছে এবং একই সাথে স্বর্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবী হল একটি মঞ্চ, যেখানে স্বর্গীয় আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে, ঈশ্বরের মহিমা এবং তাঁর মহাজাগতিক উদ্দেশ্যগুলি তাঁর লোকেদের মাধ্যমে এবং তাঁর মণ্ডলীর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়।

এটার দিকে দৃষ্টিপাত করা আমাদেরকে শাস্ত্রের অন্যান্য অনেক অংশগুলিও বুঝতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, নতুন নিয়মে, আমাদের বলা হয়েছে যে একজন পাপীর অনুতাপে স্বর্গদূতেরা আনন্দিত হয়। এই সম্পর্কে এক মুহূর্ত ভাবুন। পৃথিবীতে যা ঘটছে এবং স্বর্গে যা ঘটছে, তার সাথে মিল রয়েছে। স্বর্গে ঈশ্বর নির্বাচন করছেন, এবং তারপর তিনি পৃথিবীতে পাপীদের বিশ্বাস দিতে এবং নতুন জন্ম দিয়ে থাকেন। এটি হতে পারে যে খুব প্রত্যন্ত জায়গায় একটি খুব ছোট অস্পষ্ট গ্রাম আছে, অথবা বিশ্বাসীদের একটি ছোট দল আছে। সেখানে মণ্ডলী ঈশ্বরের বাক্য এবং সুসমাচারের প্রচার শুনছে। ঈশ্বর, পবিত্র আত্মার শক্তিতে, সেই উপলক্ষ্যে, সেই দূরবর্তী স্থানে, সেই ছোট মণ্ডলীতে একজন পাপীকে রক্ষা করেন।

বাইবেল বলে যে সেই মুহূর্তে, আনন্দের বজ্রধ্বনি তৈরি হয়, যা সহকারে এই শক্তিশালী স্বর্গদূতেরা স্বর্গকে পূর্ণ করে, সেই সকল স্বর্গদূতেরা, যারা একটি পাপীর অনুতাপের জন্য আনন্দিত হয়। সুতরাং, ইয়োবের পুস্তকে এই ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুটি উপলব্ধি করা আমাদের শাস্ত্রের অন্যান্য অংশগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে। ইয়োব ১:১ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে ইয়োব এইরকম ছিলেন: "ঊষ দেশে ইয়োব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন; তিনি সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী ছিলেন"। তিনি ধনীও ছিলেন। আমাদের বলা হয়েছে, "বস্তুতঃ পূর্ব্বদেশের লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ ছিলেন"। (পদ ৩)। আমি তিনটি ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করতে চাই যা ইয়োবের অধ্যয়নে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের দূরদর্শিতা। দূরদর্শিতা হল সমস্ত প্রাণী এবং তাদের সমস্ত কর্মকে সংরক্ষণ ও পরিচালনা করার জন্য ঈশ্বরের কাজ।

ঈশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বিবরণ, প্রতিটি অণু নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। জন ক্যালভিন, একজন মহান সংস্কারক (Reformer), লিখেছেন, "আপনি যদি মনোযোগ দেন, তাহলে আপনি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে ঈশ্বরের দূরদর্শিতার সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই হল সমস্ত দুর্দশার মধ্যে চূড়ান্ত। এর জ্ঞানের মধ্যেই রয়েছে সর্বোচ্চ আশীর্বাদ"। ঈশ্বর ইয়োবের পুস্তকের মধ্যেই একটি অনুপ্রাণিত ধারাভাষ্য প্রদান করেন। আরেক কথায়, তিনি আমাদের শুধুমাত্র বলেন না যে কী ঘটছে, কিন্তু বলেন কেন তা ঘটছে। তিনি শুরুতে আমাদের বলেন যে ইয়োব একজন ঈশ্বর-ভয়শীল, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তারপর ঈশ্বর এই পুস্তকের শেষে আবার সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে রক্ষা করেন। ইয়োবের তিন বন্ধুর বক্তব্যের বিপরীতে, সমস্ত কষ্টভোগই ব্যক্তিগত পাপের জন্য ঈশ্বরের শাস্তি নয়। আমরা শিখেছি যে ইয়োব কষ্টভোগ করেছিলেন কারণ তিনি ধার্মিক ছিলেন এবং ঈশ্বর ইয়োবের মাধ্যমে তাঁর নিজের মহিমা প্রদর্শন করা বেছে নিয়েছিলেন। আপনি লক্ষ্য করবেন যে ইয়োবের মধ্যে এই ঈশ্বর-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি বিপর্যয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন না, এবং সেগুলি বিশাল বিপর্যয় ছিল, যা অবিলম্বে তার চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি সেই বিপর্যয়গুলির ঊর্ধ্বে দেখেছিলেন, এবং তিনি সেইগুলিকে ঈশ্বরের হাতের মধ্যে রেখেছিলেন।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে পড়ি, ২০ পদের শেষ এবং তারও পরে, ইয়োব "ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন, আর কহিলেন, আমি মাতার গর্ভ হইতে উলঙ্গ আসিয়াছি, আর উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব; সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, সদাপ্রভুই লইয়াছেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক। এই সকলেতে ইয়োব পাপ করিলেন না, এবং ঈশ্বরের প্রতি অবিবেচনার দোষারোপ করিলেন না"। অগাস্টিন, একজন আদি মণ্ডলীর ঈশ্বরতাত্ত্বিক ব্যক্তি, লিখেছেন, "ইয়োব বলেন নি যে প্রভু দিয়েছেন এবং শয়তান তা কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু প্রভু নিয়ে নিয়েছেন"। এখন, চিন্তা করুন যে কীভাবে এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যখন আমরা এখান থেকে দ্রুত অগ্রসর করে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়টি লক্ষ্য করি, যিনি যাতনার পাত্র ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র যিহূদার, এবং মহাযাজক, এবং পিলাত, এবং হেরোদ এবং সৈন্যদের, বা স্বয়ং শয়তানের হাতের স্বীকার হননি। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পরিত্রাণ সুরক্ষিত করার জন্য খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সমস্ত ঘটনাগুলি সমন্বিত করেছিলেন।

প্রেরিতরা প্রেরিত ৪:২৭,২৮ পদে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। "কেননা সত্যই তোমার পবিত্র দাস যীশু, যাঁহাকে তুমি অভিষিক্ত করিয়াছ, তাঁহার বিরুদ্ধে হেরোদ ও পন্তীয় পীলাত জাতিগণের ও ইস্রায়েল-লোকদের সঙ্গে এই নগরে একত্র হইয়াছিল, যেন তোমার হস্ত ও তোমার মন্ত্রণা দ্বারা পূর্ব্বাবধি যে সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করে"। দ্বিতীয় ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়টি হল: একজন বিশ্বাসীর জীবন ও কাহিনী ঈশ্বরের বৃহত্তর কাহিনীর মধ্যে খাপ খায়। এটি সম্ভবত ইয়োবের পুস্তকের সবচেয়ে গভীর ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু। এই ঘটনাতে কী ঘটছে? আমরা আবিষ্কার করি যে বৃহৎ কাহিনীটিকে এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। এই পুস্তকটি যবনিকা তুলেছে, এবং স্বর্গে ঘটছে এমন আদান-প্রদানের কথা বলেছে। পৃথিবীতে এই ঘটনাগুলি

বোঝার জন্য, আপনাকে অবশ্যই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। অধ্যায় ১:৮ পদে, ঈশ্বর উদ্যোগ নেন এবং ইয়বকে তাঁর অনুগ্রহের পুরষ্কার হিসেবে শয়তানের সাক্ষাতে গর্ব করেন।

ঈশ্বর অদৃশ্য স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে ইয়োবের প্রশংসা করছেন। শয়তান এতে আপত্তি করে, এবং সে ঈশ্বরকে বলে যে ইয়োব কেবল সেই উপহারগুলিকে ভালবাসে যা ঈশ্বর দেন, কিন্তু দাতাকে, অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরকে ভালবাসেন না। কিন্তু ঈশ্বর শয়তানের অভিযোগের উপর জয়লাভ করেন, তাঁর নামের মহিমা আনার মাধ্যমে, এবং এটি প্রদর্শন করার মাধ্যমে যে ইয়োব সব কিছুর উপরে ঈশ্বরকে সম্মান করে। তার কষ্টভোগ দেখায় যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি লক্ষ্য করবেন যে কীভাবে প্রথম অধ্যায়ে, ঘটনাগুলি প্রকাশ পায়, এবং আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত ২:৯ পদে একটি সংকটের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত একটি উত্তেজনা তৈরি হতে থাকে। যেখানে আমরা পড়ি "তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি এখনও তোমার সিদ্ধতা রক্ষা করিতেছ? ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণত্যাগ কর"। নিঃসন্দেহে শয়তান এই মুহূর্তে হেসেছিল, এবং আপনি কেবলমাত্র কল্পনা করতে পারবেন যে অগণিত স্বর্গদূতদের দৃষ্টি ইয়োবের দিকে স্থির ছিল, ও তাদের শ্বাস রুদ্ধ করেছিল। এখন কী ঘটতে চলেছে?

তারপর ঠিক পরের পদেই, ১০ পদে আমরা এর উত্তর দেখতে পাই। ইয়োব বলেছেন, "বল কী? আমরা ঈশ্বর হইতে কি মঙ্গলই গ্রহণ করিব, অমঙ্গল গ্রহণ করিব না? এই সকলেতে ইয়োব আপন ওষ্ঠাধরে পাপ করিলেন না"। আমি কল্পনা করতে পারছি যে লক্ষ লক্ষ স্বর্গদূতেরা স্বর্গকে সিংহনাদ দিয়ে পরিপূর্ণ করেছিল, "যোগ্য, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, যোগ্য আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর"। আমাদের বলা হয়েছে যে শয়তান পরাজিত হয়েছিল ও ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে পলায়ন করেছিল। শয়তানের লক্ষ্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসীদের ভালবাসা এবং আনন্দকে ধ্বংস করা। আমাদের প্রধান গন্তব্য আমাদের নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্য বা সমৃদ্ধি নয়। এই সমস্ত কিছু তাঁকে মহিমান্বিত করার জন্য, এবং আমরা কষ্টের মধ্যেও তা করি। আমরা ইয়োবের পুস্তকে এই বৃহৎ চিত্রটি দেখতে পাই, কিন্তু আমরা কী করি তা ইয়োব দেখিনি। তিনি সেই বিষয়গুলি দেখতে পাননি যা স্বর্গে আমাদের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে ইয়োব ১ ও ২ অধ্যায়ে। মনে রাখবেন, পৃথিবী আমাদের চারপাশে ঘোরে না। ইতিহাস আমাদের সম্পর্কে নয়, তবে এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে, তাঁর মহিমা প্রদর্শনের উদ্ঘাটন।

অন্তিম ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু যা আমরা ইয়োবের পুস্তকে দেখতে পাই তা হল খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিকতা, এবং আমরা এটিকে কয়েকটি উপায়ে লক্ষ্য করে থাকি। ইয়োব খ্রীষ্টের সাথে সহভাগীতা অন্বেষণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় খাদ্যের চেয়েও ঈশ্বরের বাক্যকে বেশি গুরুত্ব দেন। এমনকি যখন তার মনে হয়েছিল যে প্রভু তার কাছে অনেক দূরে, তখন তিনি ২৩ অধ্যায়ে নিশ্চিত করেছেন, "তথাচ তিনি", অর্থাৎ ঈশ্বর, "আমার অবলম্বিত পথ জানেন, তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব"। আমরা আরও দেখি যে তিনি বিশ্বাসের দ্বারা, এই জীবনের ঊর্ধ্বে তাকিয়েছিলেন, মহিমাময় খ্রীষ্টের দিকে চেয়েছিলেন। উনিশ অধ্যায়ে, ২৫ থেকে ২৭ পদে, ইয়োব বলেছেন, "কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্ত্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। আর আমার চর্ম্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর, তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দেখিব"।

আমরা ইয়োবের ক্ষেত্রে অনন্য বিষয়বস্তুগুলি খুঁজে পাই এবং আমাদের এখানে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময় নেই, তবে সেগুলি সমগ্র বাইবেল জুড়ে খুঁজে পাওয়া যায়। আমি আপনাকে একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ প্রদান করতে চাই। আমরা প্রথমে ইয়োবের পুস্তকে "অন্ধকার এবং মৃত্যুর ছায়া" কথাটি খুঁজে পাই। প্রকৃতপক্ষে, এটি সেই পুস্তকে ১০ বার পাওয়া গেছে। এই ভাষাটি গীতসংহিতার মধ্যেও এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি এটি দেখতে পাচ্ছেন, গীতসংহিতা ২৩:৪, গীতসংহিতা ৪৪, গীতসংহিতা ১০৭ এবং আরও কয়েকটি গীতে। আপনি যিশাইয়, যিরমিয় এবং আমোষ, এবং সমস্ত ভাববাদীদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু খ্রীষ্টের আগমনের পরে, এটি নতুন নিয়মে সুন্দর উপায়ে পুনরায় আবির্ভাব হয়। মথি ৪:১৬ পদে, আমরা পড়ি, যে জাতি অন্ধকারে বসিয়াছিল, তাহারা মহা আলো দেখিতে পাইল, যাহারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো উদিত হইল"। অথবা লূক প্রথম অধ্যায়ের শেষে, "ঊষা আমাদের তত্ত্বাবধান করিবে, যাহারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসিয়া আছে, তাহাদের উপরে দীপ্তি দিবার জন্য, আমাদের চরণ শান্তিপথে চালাইবার জন্য"।

নতুন নিয়মের এই ভাষাটি বোঝার জন্য, আপনাকে অবশ্যই পুরাতন নিয়মে সেই ভাষাটির উৎপত্তি জানতে হবে, ঠিক যেমন ভাবে প্রথম শতাব্দীর ইহুদি খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা নিশ্চিতভাবে চিনতে পারতো। অংশগুলিকে একত্রিত করার জন্য আমাদের বাইবেল এবং বাইবেলের বিস্তারিত বিবরণগুলি জানতে হবে। ইয়োব আমাদের শেখায় যে সমস্ত যুগে একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসীর জীবনকে অবশ্যই ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে যাতে তাঁর লোকেদের মাধ্যমে সমগ্র স্বর্গ ও পৃথিবীর সাক্ষাতে তাঁর মহিমা প্রদর্শন করা যায়। এটি শেষ দিনে গিয়ে শেষ হবে, যখন ঈশ্বর তাঁর হস্তনির্মিত মুক্তিপ্রাপ্ত এবং সিদ্ধিপ্রাপ্ত লোকদের প্রকাশ করবেন।

আমরা অব্রাহামের বংশের বাইরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নিয়ে বিবেচনা করেছি, যাদেরকে ঈশ্বর নিজের প্রকাশের জন্য ব্যবহার করতে বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা অব্রাহামের বংশরেখায় ফিরে আসবো, এবং বিশেষ করে মোশির যুগে, পুরাতন নিয়মের একটি অন্যতম সেরা ঘটনা দিয়ে শুরু করে: মিশর থেকে যাত্রা।

বক্তৃতা ৮

যাত্রাপুস্তক

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এবং তাঁর মহিমা তাদের কাছে, এবং তাদের মাধ্যমে প্রদর্শন করার মধ্যে দিয়ে তাঁর উদ্ধারের পরিকল্পনাটিকে উন্মোচন করেন।

পাঠ্য অংশ:

"তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে চলিয়া গেলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলেন, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়, "আমি মিসর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম"। (মথি ২:১৪-১৫)।

বক্তৃতা ৮ -এর অনুলিপি

আপনি যদি কনান যাওয়ার পথে একজন ইস্রায়েলীয়কে জিজ্ঞাসা করেন, তারা কারা, তারা বলতে পারে, "আমরা একটি বিদেশী ভূমিতে বন্দী ছিলাম, কিন্তু আমরা মেষশাবকের রক্তের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যস্ততাকারী আমাদের পরিচালনা করে বের করে এনেছিলেন ও উদ্ধার করেছিলেন। এখন আমরা আমাদের প্রতিশ্রুত দেশের দিকে যাত্রা করছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা সেই দেশে পৌঁছইনি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমরা অনুগ্রহে জীবনযাপন করছি, এবং তিনি আমাদের ছাড়বেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই অন্তিম গন্তব্যে পৌঁছচ্ছি"।

এই কথাগুলি কি আপনার কাছে পরিচিত শোনাচ্ছে? সমসাময়িক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা ঠিক তাই বলে, তবে এটাই হল যাত্রাপুস্তকের মূল বার্তা। আমরা এই পাঠ্যক্রমের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করার একটি উপায় হল তাঁর কাজ, অথবা তিনি যা করেন, সবই তাঁর বাক্যের সাথে সংযুক্ত। ঈশ্বর নিজেকে তাঁর কাজের দ্বারা এবং সেই কাজগুলি সম্পর্কে তাঁর বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এটি সৃষ্টি এবং প্লাবনের মতো মহান ঘটনাগুলিতে দেখেছি। এটি আমাদের বিস্মিত করে না; ঈশ্বর সার্বভৌমভাবে ইতিহাসের সমস্ত বিবরণগুলি পরিচালনা করেন, তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করতে থাকেন যখন তিনি আমাদের জন্য এই উদ্ঘাটনের বিষয়গুলি তাঁর অনুপ্রাণিত বাক্যে লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

যাত্রাপুস্তকের ঐতিহাসিক ঘটনাটি পরিত্রাণের বিষয়ে ঈশ্বরের মহিমার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ প্রদান করে। পুরাতন নিয়মের বাকি অংশ ক্রমাগত এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে, এবং নতুন নিয়ম সুসমাচার সম্পর্কে আমাদের বোঝার তাৎপর্য খুঁজে বের করে, তাই আমাদের অবশ্যই যাত্রাপুস্তকের ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে স্পষ্ট হতে হবে কারণ যাত্রাপুস্তক বাইবেলের ও সুসমাচারের কেন্দ্রস্থল।

উদ্ধারের ইতিহাসের এই বিশাল কাহিনীর মধ্যে যাত্রাপুস্তকের উদ্দেশ্য কী? কীভাবে ঈশ্বর মিশর থেকে উদ্ধার করার ঘটনাটিকে ব্যবহার করেছেন তাঁর লোকেদের এবং বিশ্বের কাছে নিজেকে দেখানোর জন্য? কেন ঈশ্বর তাঁর লোকেদের দাসত্বের মধ্যে থাকার অনুমতি দিয়েছেন? পুরাতন নিয়মের এই কাহিনীতে কিভাবে উদ্ধারের সুসমাচারের বিষয়বস্তু বদ্ধমূল রয়েছে? এই যাত্রাপুস্তকের কাহিনীতে খ্রীষ্টের সাথে মোশির কি সম্পর্ক রয়েছে? এই বক্তৃতায়, আমরা যাত্রাপুস্তকের ঘটনাকে ঘিরে থাকা ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলিকে বিবেচনা করবো। প্রথমত, আমরা এই বলে শুরু করব যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। মিশরের বিষয়ে অব্রাহামের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, এই সম্পূর্ণ পর্বটিকে যা একটি পটভূমি প্রদান করে। আদিপুস্তক ১৫:১৩ পদের এই কথাগুলো কি আপনার স্মরণে আছে? "নিশ্চয় জানিও, তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্রবাসী থাকিবে, এবং বিদেশী লোকদের দাস্যকর্ম্ম করিবে, ও লোকে তাহাদিগকে দুঃখ দিবে—চারি শত বৎসর পর্যন্ত"।

তবে এটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, আমি মনে করি, আমাদের জন্য আদিপুস্তক এবং যাত্রাপুস্তকের মাঝে সংযোগটি দেখা প্রয়োজন। কারণ ঈশ্বর যখন মোশির সাথে কথা বলেন, তিনি বারবার নিজেকে "পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর" অথবা "তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর", "অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের ঈশ্বর" হিসেবে প্রকাশ করেন। আপনি আদিপুস্তক এবং যাত্রাপুস্তক

১:৭ পদ থেকে বংশধরের উল্লেখটিও দেখতে পান, "আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা ফলবন্ত, অতি বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুবংশ হইয়া উঠিল, ও অতিশয় প্রবল হইল এবং তাহাদের দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইল"।

অব্রাহামের বংশধর সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিটি পূর্ণ হচ্ছিল যখন তারা মিশরে ছিল। তারা ৭০ জনের একটি ছোট দল থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ মিশর দেশকে পরিপূর্ণ করেছিল। ফরৌণ যখন দেখল যে তারা ফরৌণের জন্য বিপদ হতে পারে, তখন তাদেরকে একটি তিক্ত ও কঠিন দাসত্বের নিচে বন্দী করে রেখেছিল। এটি পরিত্রাণ এবং মুক্তির একটি দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। ফরৌণের পুরুষ শিশু সন্তানদের হত্যার প্রচেষ্টা সর্পের বংশধর এবং নারীর বংশধরের মধ্যে চলমান যুদ্ধটিকে প্রদর্শন করে। মনে রাখবেন, আপনি যদি খ্রীষ্টের জন্মের সময়ের দিকে এগিয়ে যান, সেখানে সমান ধরণের একটি উদাহরণ দেখতে পাবেন, যখন হেরোদ রাজা আবার পুরুষ সন্তানদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন, এবং মরিয়মের স্বামী, যোষেফ যীশুকে মিশরে নিয়ে যান এবং তারপরে আবার ফিরে আসেন। আমাদের কাছে এর সমস্ত তাৎপর্যগুলি বিবেচনা করার সময় নেই। আবার, বাক্য এবং কাজের মধ্যে সংযোগটি লক্ষ্য করুন।

যাত্রাপুস্তক প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে ১৮ অধ্যায় পর্যন্ত, ঈশ্বর প্রথমে কথা বলেন তারপর কাজ করেন। আরেক কথায়, তাঁর বাক্য ঘটনার পূর্বে আসে। বাক্য এবং কাজ, উভয়ই প্রত্যাশা, বিশ্বাস এবং বাধ্যতার জন্য আহূত করে। কিন্তু এই প্রথম বিষয়টির অধীনে, আমাদের বিশেষভাবে আলোকপাত করতে হবে যা আমরা ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শিখি, ঈশ্বর তাঁর নিজের সম্বন্ধে আমাদের কাছে কী প্রকাশ করছেন, কারণ যাত্রাপুস্তক নিছক উদ্ধারের বিষয়ে নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশের প্রাথমিক উদ্দেশ্যের অধীনস্থ। তিনি ইস্রায়েলকে এমনভাবে উদ্ধার করেন যা তাঁর মহিমা প্রদর্শন করবে। এটি জ্বলন্ত ঝোপের ঘটনাটিতে এবং যাত্রাপুস্তক ৩ অধ্যায়ে যা কিছু বলা হয়েছে, সেখান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এটি ফরৌণের নিজের কথাতেই স্পষ্ট হয়েছে। যাত্রাপুস্তক ৫:২ পদে, তিনি বলেছেন, "সদাপ্রভু কে, যে আমি তাহার কথা শুনিয়া ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিব? আমি সদাপ্রভুকে জানি না, ইস্রায়েলকেও ছাড়িয়া দিব না"।

মহামারী ও বিভিন্ন আঘাতের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন, প্রকৃতির উপর সার্বভৌম এবং মিশরের দেবতাদের উপর তাঁর আধিপত্য প্রমাণ করেছিলেন। এই পরিত্রাণ শুধুমাত্র ইস্রায়েলের জন্য নয়, কিন্তু মিশরের জন্য ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান প্রদর্শন করেছিল। আমাদের বলা হয়েছে, "আমি মিশরের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া মিস্রীয়দের মধ্য হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বাহির করিয়া আনিলে, উহারা জানিবে, আমিই সদাপ্রভু"। (যাত্রাপুস্তক ৭:৫)।

ঈশ্বরের এই তত্ত্বজ্ঞান শুধু ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, অথবা শুধুমাত্র মিশরেও নয়, বরং তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তী সময়ে যিহোশূয়ের পুস্তকে, আমরা যিরূশালেম নগরের এক দূরবর্তী স্থানে একজন বেশ্যার কথা শুনেছি। তিনি যিহোশূয় ২:৯,১০ পদে বলেছেন, "আর তাহাদিগকে কহিল, আমি জানি, সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই দেশ দিয়াছেন, আর তোমাদের হইতে আমাদের উপরে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, ও তোমাদের সম্মুখে এই দেশনিবাসী সমস্ত লোক গলিয়া গিয়াছে। কেননা মিশর হইতে তোমরা বাহির হইয়া আসিলে সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখে কি প্রকারে সূফসাগরের জল শুষ্ক করিয়াছিলেন, এবং তোমরা যর্দ্দনের ওপারস্থ সীহোন ও ওগ নামে ইমোরীয়দের দুই রাজার প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহাদিগকে যে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছ, তাহা আমরা শুনিলাম"।

আপনি কি বিষয়টি দেখতে পাচ্ছেন? যাত্রাপুস্তক ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কীয়, ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ সম্পর্কীয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, তার কিছু সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ আমি তুলে ধরতে চাই। আমরা ঈশ্বরের নিজের লোকেদের কাছে প্রকাশিত বিষয়গুলি দেখতে পাই। এর একটি সুন্দর উদাহরণ হল তাঁর নাম, ঈশ্বরের নাম যা তাঁর লোকেদের কাছে ঘোষণা করা হয়েছিল। এখন, ঈশ্বরের নাম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরতাত্ত্বিক ধারণা কারণ তাঁর নামটি তিনি কে তা প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে, এটি সেই সমস্ত উপায়গুলিকে চিহ্নিত করে যার দ্বারা তিনি তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর বাক্য ও আরাধনায়, তাঁর কাজে, সেইসাথে তাঁর উপাধি এবং নামগুলিতে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই কারণেই তৃতীয় আজ্ঞায় বলা হয়েছে, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না"। এই কারণেই প্রভুর প্রার্থনার প্রথম বিনতিতে আমরা প্রার্থনা করি, "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক"। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বাইবেল সম্পর্কে আমাদের বোঝার জন্য এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

যাত্রাপুস্তক ৩:১৪ পদে, ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন, "আমি যে আছি সেই আছি... "আছি" তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন"। এই নাম যিহোবা, চুক্তি রক্ষাকারী ঈশ্বরের নাম। তিনি সার্বভৌম, এবং তিনি তাঁর চুক্তির প্রতিশ্রুতি রাখেন। এই সমস্ত কিছু তাঁর নামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আপনি যদি যাত্রাপুস্তক ৩:১-২২ পদের দিকে আরও বিস্তৃতভাবে তাকান, আপনি দেখতে পাবেন যে প্রভু আমাদের সব ধরণের কথা বলছেন। তিনি ১-৪ পদে তাঁর উপস্থিতি, ৫ এবং ৬ পদে তাঁর চুক্তি, ৭ এবং ৯ পদে তাঁর করুণা, ১০-১২ পদে তাঁর দায়িত্ব, ১৩-১৫ পদে তাঁর বিশ্বস্ততা এবং ১৬-২২ পদে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের জানান। কিন্তু এই নামের প্রকাশ, নাম যিহোবা, একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করে; এবং আমাদের এটি লক্ষ্য করা উচিৎ।

যাত্রাপুস্তকের ছয় অধ্যায়ের দুই ও তিন পদে বলা হয়েছে, "ঈশ্বর মোশির সহিত আলাপ করিয়া আরও কহিলেন, আমি যিহোবা [সদাপ্রভু]; আমি অব্রাহামকে, ইস্হাককে ও যাকোবকে 'সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর' বলিয়া দর্শন দিতাম, কিন্তু আমার যিহোবা [সদাপ্রভু] নাম লইয়া তাহাদিগকে আমার পরিচয় দিতাম না"। আপনি মিশর থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে দেখতে পাচ্ছেন,

আমরা আগে যা দেখেছি তার চেয়ে ঈশ্বর আমাদের কাছে আরও বেশি প্রকাশ করছেন। তিনি তাঁর শত্রুদের কাছেও বিষয়গুলি প্রকাশ করেন। আমরা এটি ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি, তবে যাত্রাপুস্তক ৪:৫ পদটিও দেখুন: "যেন তাহারা বিশ্বাস করে যে, সদাপ্রভু, তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছেন"।

আমরা তাঁকে তাঁর নিজ নামের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে দেখি। আমরা এর আগের বক্তৃতায় দেখেছি, তিনি যাত্রাপুস্তকের কয়েকটি অধ্যায়ে নিজেকে সদাপ্রভুর স্বর্গদূত হিসেবে প্রকাশ করেছেন। আমরা তাঁর মুখ এবং উপস্থিতির উল্লেখ, এবং প্রভুর মহিমা দেখতে পাই। কিন্তু, শেষ শ্রেণী যার মধ্যে দিয়ে সদাপ্রভু নিজেকে প্রকাশ করেন তা হল তাঁর কাজের মাধ্যমে, চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে যা তিনি যাত্রাপুস্তকের এই উদ্ধারের কাজটির সাথে সংযুক্ত করেছিলেন। এখন, এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। আমি বলতে চাইছি যে, কিছু লোকের ধারণা রয়েছে যে সমস্ত বাইবেল জুড়ে অলৌকিক ঘটনাগুলি সর্বদা ঘটে এসেছে, এবং তারা ভুল সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে যে এই দর্শনীয় চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ বর্তমান যুগে অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। যা ঘটে তা হল, কিছু নির্দিষ্ট সময়কালে, বিশেষ কাজ যার দ্বারা ঈশ্বর উদ্ধারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পাদন করছেন, সেইসব ক্ষেত্রে তাঁর চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজগুলি সাথে-সাথে ছিল। আর তাই, তাঁর উদ্ধারের কাজের সাথে-সাথেও ছিল। আপনি খ্রীষ্টের আগমনের সাথে, খ্রীষ্টের অবতরণ এবং তাঁর সমস্ত গৌরবময় কাজের সাথে-সাথে সুসমাচারের মধ্যে এটি দেখতে পান। চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজগুলি তাঁর কাজগুলির সঙ্গী ছিল।

আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে, আঘাতগুলি ন্যায়বিচারের মধ্যে দিয়ে পরিত্রাণ নিয়ে এসেছিলো। এই বিষয়বস্তুটি আমরা পূর্বে সামান্য ভাবে আলোচনা করেছি। এইগুলি একই সাথে মিশরের উপর বিচার নিয়ে আসে, মিশরকে শক্তিহীন দেখানোর পাশাপাশি ইস্রায়েলকে মুক্তি দেয়। আপনি যদি আঘাতগুলির দিকে লক্ষ্য করেন যার সম্বন্ধে আমাদের জানানো হয়েছে, অথবা নিস্তারপর্ব, লোহিত সাগর, আগুন এবং মেঘের স্তম্ভ, আইনের ঘোষণা, প্রান্তরে যোগান, এমনকি প্রতিশ্রুত দেশে তাদের আগমনের দিকে তাকান, তাহলে এই সবকিছু দেখতে পাবেন। কিন্তু এখন আমাদের সেই উদ্ধারের দিকে ফিরে যেতে হবে যা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে। এটি আমাদের নিয়ে আসে দ্বিতীয়, অর্থাৎ বন্দিত্বের বিষয়বস্তুতে।

অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের সময়কাল বিভিন্ন দিক থেকে গৌরবময় দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এটি মিশরের দাসত্বের অধীনে শোচনীয়ভাবে শেষ হয়েছিল। সবকিছু ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতির বিপরীত বলে মনে হয়েছিল। আরও একবার, প্রতিশ্রুতিগুলিকে তাদের নাগালের বাইরে বলে মনে হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর অব্রাহামকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলি সম্পর্কে ফিরে গিয়ে চিন্তা করুন। প্রতিশ্রুত দেশের পরিবর্তে, এখন তারা মিশরে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আশীর্বাদের পরিবর্তে তারা দাসত্বে রয়েছে। তৃতীয়ত, একটি বংশধরের পরিবর্তে, তারা তাদের পুরুষ সন্তানদের হত্যা করার জন্য ফরৌণের প্রচেষ্টা দেখছে।

মিশরের বিদেশী ভূমিতে বন্দীত্ব ঈশ্বরের চুক্তির প্রতিশ্রুতিগুলির প্রতি একটি প্রতিকূলতা উপস্থাপন করে। কিন্তু দাসত্বের অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের এবং তাঁর পরিত্রাণের মহিমান্বিত প্রকাশের একটি প্রেক্ষাপটে পরিণত হয়েছিল। সর্বোপরি, আমাদেরকে অবশ্যই দাসত্ব এবং মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে হবে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টে জীবন লাভ করতে হতে হবে। তাদের কষ্টভোগের মধ্যে, তারা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসের সাথে ক্রন্দন করেছিল, যাত্রাপুস্তক ২:২৩ পদের শেষ: "ইস্রায়েল-সন্তানগণ দাস্যকর্ম্ম প্রযুক্ত কাতরোক্তি ও ক্রন্দন করিল, এবং দাস্যকর্ম্ম জন্য তাহাদের আর্ত্তনাদ ঈশ্বরের নিকটে উঠিল"। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি আশা প্রদান করেছিল। আপনি পরের পদে এই শব্দগুলি দেখতে পাচ্ছেন, "আর ঈশ্বর তাহাদের আর্ত্তস্বর শুনিলেন, এবং ঈশ্বর অব্রাহামের, ইস্হাকের ও যাকোবের সহিত কৃত আপনার নিয়ম স্মরণ করিলেন"। এই পদগুলি থেকে এবং আশেপাশের পদগুলি থেকে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কী শিখি তা লক্ষ্য করুন। ঈশ্বর শুনলেন, ঈশ্বর স্মরণ করলেন, ঈশ্বর তাকালেন, এবং ঈশ্বর তাদের প্রতি শ্রদ্ধা করলেন।

উদ্ধারের এই বৃহৎ বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ সদাপ্রভুর লোকেদের তখন এবং এখন যা প্রয়োজন ছিল তা হল পাপ থেকে মুক্তি। তাদের নিপীড়ন ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রয়োজন ছিল। তাদের মূর্তিপূজা থেকেও মুক্তির প্রয়োজন ছিল। যিহোশূয় ২৪ এবং যিহিষ্কেল ২৩ অধ্যায় পর্যন্ত এটি উল্লেখ করা হয়নি। তবে মিশরের বন্দিত্ব এবং মিশর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি মানব জাতির মন্দ শক্তির কাছে বন্দীত্ব এবং তাঁর লোকেদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের শক্তিশালী কাজের পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে। পরিত্রাণ হল দাসত্ব থেকে মুক্তি সম্পর্কীয়। ইস্রায়েলীয়রা দাস ছিল এবং এটি তাদের এবং আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রতিফলিত করে। খ্রীষ্টের কাছে আসার আগে, আমরা পাপের দাস ছিলাম। মানুষ পাপের সেবা করে। তারা পাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা এর থেকে মুক্তি পেতে বা প্রতিরোধ করতে পারে না।

মানুষেরা মূর্তিরও দাস। মনে রাখবেন, একটি মূর্তি এমন কিছু যা আপনি ঈশ্বরের চেয়ে বেশি প্রেম করেন। এই বন্দিত্ব ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে নতুন করে বিশ্বাসের সাথে অবিশ্বাস থেকে ফিরে আসার একটি প্রেক্ষাপট প্রদান করেছিল। তৃতীয়ত, এটি আমাদেরকে উদ্ধারের বিষয়বস্তুর দিকে নিয়ে আসে।

এখানে উদ্ধার মানে দাসত্ব থেকে মুক্তি। গ্রীক শব্দের অর্থ হল "মুক্ত হওয়া" বা "বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া"। এটি দাসত্ব থেকে পুনরায় ক্রয় করে নেওয়ার একটি ধারণা। যাত্রাপুস্তক ১৪:১৩-১৪ পদে আমরা পড়ি, "তখন মোশি লোকদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াও। সদাপ্রভু অদ্য তোমাদের যে নিস্তার করেন, তাহা দেখ; কেননা এই যে

মিস্রীয়দিগকে অদ্য দেখিতেছ, ইহাদিগকে আর কখনই দেখিবে না। সদাপ্রভু তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তোমরা নীরব থাকিবে"।

এখানে আমরা কী খুঁজে পাই? আমরা আবিষ্কার করেছি যে তারা রক্তের মাধ্যমে উদ্ধার লাভ করেছিল, এবং রক্তের দ্বারা উদ্ধার পাওয়ার এই সম্পূর্ণ ধারণাটি হল যাত্রাপুস্তক কাহিনীর কেন্দ্রস্থল। এটি সেই সকল উপাদানগুলির সাথে লেনদেন করে যা সম্পূর্ণ ভাবে নিস্তারপর্বকে দেখায়। আমরা বলিদানের বক্তৃতার অধীনে নিস্তারপর্বকে বিশদভাবে বিবেচনা করব এবং দেখাব যে এটি কীভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করবেন যে বিচার থেকে উদ্ধার রক্তপাতের মাধ্যমে এসেছে। পূর্ববর্তী আঘাতগুলি গোশনে অবস্থিত ইস্রায়েল এবং মিশরের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছিল। কিন্তু দশম ও অন্তিম আঘাতটি, মিশর থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়টির সাথে মিলে যায়। এই অন্তিম চিহ্নে ইস্রায়েলকে উদ্ধার পেতে হয়েছিল।

মৃত্যু থেকে ইস্রায়েলের প্রথমজাত পুত্র সন্তানদের নিস্তার মিশর থেকে ইস্রায়েল জাতির মুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। নিস্তারপর্বের মেষশাবক একটি বিকল্প, একটি প্রতিস্থাপক প্রায়শ্চিত্তের প্রতিনিধিত্ব করে: ইস্রায়েলীয় পুত্র সন্তানদের পরিবর্তে একটি মেষশাবক। এটি লক্ষ্য করতে পারা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয় যে কীভাবে এটি আমাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যোগান সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। ঈশ্বরের মেষশাবক জগতের পাপ নিয়ে যান (যোহন ১:২৯), সেই মেষশাবক যাকে তাঁর নিজের লোকেদের পরিবর্তে হত্যা করা হয়েছিল, তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য, তাদের পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করার জন্য। যিশাইয় ৪৩:১,৩ পদে আমরা পড়ি, "কিন্তু এখন, হে যাকোব", তারপর লেখা আছে "হে ইস্রায়েল"। আবার লেখা আছে, "কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি, আমি তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি, তুমি আমার...কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পবিত্রতম, তোমার ত্রাণকর্ত্তা; আমি তোমার মুক্তির মূল্য বলিয়া মিসর, তোমার পরিবর্ত্তে কূশ ও সবা দিয়াছি"।

আপনি মুক্তিপণের ধারণাটিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং পরিত্রাণের এই ব্যাপক দৃশ্যের মধ্যে দেখতে পান। এটি প্রাণের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। সদাপ্রভুর লোকেরা, যাদের একবার মুক্ত করা হয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যে রোমীয় ৬:১৪ পদে বলা হয়েছে, "কেননা পাপ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে না"। এটি আপনাকে আপনার উপর প্রভু হিসেবে রাজত্ব করবে না। ইব্রীয় ১১:২৯ পদটি দেখায় যে লোহিত সাগর পাড়ি দেওয়া হল খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের জন্য একটি দৃষ্টান্ত। ঠিক যেমন নোহের দিনের মতো, তিনি বিচারের মাধ্যমে উদ্ধার এনেছিলেন। আবার, জলের মধ্যে দিয়ে। শুষ্ক ভূমির উপর দিয়ে ইস্রায়েল জাতি নিরাপদে লোহিত সাগরের পার করেছিল। মিশরীয়রা তাদের অনুসরণ করল, এবং জলরাশি তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ল এবং তারা ডুবে গেল। জলে নিমজ্জিত হওয়া আবার ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের একটি চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই সমস্তই প্রভু যীশু খ্রীষ্টে প্রভুর লোকেদের স্বাধীনতার বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে: আর দাস এবং দাসত্বের অধীনে নয়, কিন্তু এখন ঈশ্বরের মহিমায় ঈশ্বরের অনুগ্রহে বেঁচে থাকার জন্য স্বাধীন। ঈশ্বরের লোকেদেরকে শয়তান এবং অন্ধকারের রাজ্য থেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রতিশ্রুত দেশে খ্রীষ্টের রাজ্যে এবং তাঁর আলোর রাজ্যে আনা হয়। তাদেরকে শয়তানের পরিবার থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, এবং স্বয়ং ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে আনয়ন করা হয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে, আমাদেরকে সেই বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে যেটাকে আমি মনে করি তা হল যাত্রাপুস্তকের কাহিনীর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি, কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের মহান কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে একটি। আর তা হল: উদ্ধারের লক্ষ্য হল আরাধনা।

এখন, আমরা আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে এটি দেখেছি, এবং আমরা পরবর্তী সময়েও এটিকে [উল্লেখ করেছি]। কিন্তু ঈশ্বরের অন্তিম লক্ষ্য হল এমন এক জাতিকে নিজের কাছে নিয়ে আসা যারা তাঁর সাদৃশ্যে তৈরি হবে, যারা তাঁর আরাধনা করবে। পরিত্রাণ হল সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম। আপনি যাত্রাপুস্তকের বিবরণে এটি দেখতে পাচ্ছেন। ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করবেন যাতে তারা তাঁর আরাধনা করতে পারে এবং তাঁর সাথে বাস করতে পারে। মোশি যাত্রাপুস্তক ৪:২৩ পদে ফরৌণকে এই কথা বলেন, "আমার সেবা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও" (এখানে সেবা শব্দটিকে 'আরাধনা' বলে অনুবাদ করা যেতে পারে)। এটি লোহিত সাগরের অপর প্রান্তে এর পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। এর পরিণাম স্বরূপ কী হয়? ইস্রায়েল আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার সাথে ঈশ্বরের উদ্ধারের উদযাপন ও আরাধনা করে। এটি আমাদের জন্য যাত্রাপুস্তক ১৫ অধ্যায়ে মোশির একটি অনুপ্রাণিত গানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা ঈশ্বরের চুক্তির বিশ্বস্ততার প্রশংসা করে। এই গানটি শুধুমাত্র যাত্রাপুস্তকের কেন্দ্রে আছে, তা নয়, [কিন্তু] আমি মনে করি যে অনেক উপায়েই এটি এই সম্পূর্ণ কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছে।

আমরা ১৫ অধ্যায়ের ১৩ পদে সেই গানের কথাগুলি পড়ি: "তুমি যে লোকদিগকে মুক্ত করিয়াছ, তাহাদিগকে নিজ দয়াতে চালাইতেছ, তুমি নিজ পরাক্রমে তাহাদিগকে তোমার পবিত্র নিবাসে লইয়া যাইতেছ"। এখানে "দয়া" শব্দটি হল একটি ইব্রীয় শব্দ, "Chesed"। এটি আপনার জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন নিয়মের শব্দ। এটি ঈশ্বরের লোকেদের প্রতি তাঁর অটল, অব্যর্থ ভালবাসার কথা বোঝায়। এটি পুরাতন নিয়মের অন্য কোথাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরতাত্ত্বিক তাৎপর্য সহকারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উদিত হয়, তবে আপনি এটিকে গীতসংহিতার মতো পুস্তকেও দেখতে পাবেন। আপনি গীতসংহিতা ১৩৬ গীতের প্রতিটি পদে এটিকে বারংবার, এবং বারংবার এবং বারংবার দেখতে পাবেন।

যোহন ৫:২৪ পদে, আমরা পড়ি, "যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে"। আপনি কি এখানে

সেই চিত্রটি দেখতে পাচ্ছেন যা যাত্রাপুস্তকে দেখা যায়? যিশাইয় ৫১:১০-১১ পদে, আমরা পড়ি, "তুমিই কি সমুদ্র, মহাজলধির জল শুষ্ক কর নাই, সমুদ্রের গভীর স্থানকে কি পথ কর নাই, যেন মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা পার হইয়া যায়? সদাপ্রভুর নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে, আনন্দগান পুরঃসর সিয়োনে আসিবে"।

সবশেষে, আমাদেরকে মধ্যস্থতার ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুটি নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ইস্রায়েলকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। মোশির পরিচর্যা ছিল একটি মানব যন্ত্র হিসেবে কার্যকরী হওয়া যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মুক্তি দেবেন। তাঁর ভূমিকা হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তি এবং কাজকে প্রকাশ করা এবং পূর্বাভাস দেওয়া। আমরা নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে এটি দেখতে পাই। তিনিই মুক্তিদাতা। ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত মুক্তিদাতা। তিনি মিশরে ৪০ বছর, মিদিয়ানের প্রান্তরে ৪০ বছর এবং তারপর সিনয় পর্বতের পরে ইস্রায়েলের সাথে মরুভূমিতে ৪০ বছর কাটিয়েছিলেন। আপনি মোশির বিশ্বাস এবং আনুগত্য লক্ষ্য করুন। ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে মোশি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি ফরৌণের কন্যার পুত্র বলে পরিচিত হতে অস্বীকার করেছিলেন। এখানে আবার পৃথিবী থেকে পৃথক হওয়ার একটি চিত্র দেখতে পাই। এর পরিবর্তে, তিনি বরং ইস্রায়েলের লোকেদের সাথে দুর্দশা সহ্য করা বেছে নিয়েছিলেন ক্ষণিকের জন্য পাপের আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে। এখানে আবার পবিত্রতার বিষয়বস্তুটি রয়েছে।, তিনি খ্রীষ্টের তিরস্কারকে মিশরের ধন-সম্পদের চেয়ে বড় সম্পদ বলে মনে করেছিলেন।

সবকিছুর একেবারে কেন্দ্রে যীশু রয়েছেন। মোশি মিশরের ঊর্ধ্বে দেখেছিলেন, এমনকি ইব্রীয়দের সাথে তিনি যে কষ্টগুলো ভোগ করবেন তারও ঊর্ধ্বে। তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বাদ দিয়ে অন্য সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাকিয়েছিলেন। তাই, আমার বন্ধু, এটি ভালো যে আমরা এই কাজটি করি। মোশির বিবরণ পড়ার সময়ে, আমাদের দৃষ্টি যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অন্বেষণ করে। মোশি ঈশ্বর এবং তাঁর লোকদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বর এবং জাতির মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এবং সেই সময়ে সমগ্র সৃষ্টির মাঝখানে। যখন ঈশ্বর কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি মোশির মাধ্যমে তা বলেছিলেন। ঈশ্বর দর্শন বা অন্য কিছুর মাধ্যমে ফরৌণের সাথে সরাসরি কথা বলেননি। তিনি মোশিকে ফরৌণের সামনে দাঁড়ানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। মোশি ঈশ্বরের আগে গিয়েছিলেন এবং তারপর ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে তাঁর লোকেদের কাছে ফিরে এসেছিলেন। অলৌকিক ঘটনাগুলিও মোশির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছিল।

মোশি এবং খ্রীষ্টের মধ্যে একটি বৈসাদৃশ্য, একটি সংযোগ রয়েছে। মোশি ছিলেন মধ্যস্থতাকারী, অর্থাৎ খ্রীষ্টের আগমনের চিত্র। ইব্রীয় ৩:৩ পদে বলে, "সেই পরিমাণে ইনি [অর্থাৎ যীশু] মোশি অপেক্ষা অধিক গৌরবের যোগ্যপাত্র বলিয়া গণিত হইয়াছেন"। মোশি একজন বৃহত্তর মধ্যস্থতার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। পরে যাত্রাপুস্তক ৩২:৩২ পদে আমরা পড়ি, "আহা! এখন যদি ইহাদের পাপ ক্ষমা কর—; আর যদি না কর, তবে আমি বিনয় করিতেছি, তোমার লিখিত পুস্তক হইতে আমার নাম কাটিয়া ফেল"। এগুলো মোশির কথা। আপনি কি এখানে একজন মধ্যস্থতার চিত্র দেখতে পাচ্ছেন? এবং তবুও মোশির বিপরীতে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে কোন পাপ ছিল না। কিন্তু তবুও কী ঘটেছিল? তিনি ঈশ্বরের লোকেদের পক্ষে তাঁর ক্রোধের বন্যার নীচে নিমজ্জিত হয়েছিলেন।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর ঈশ্বরের আঘাত নেমে এল। মোশিকে ঈশ্বরের পুস্তক থেকে মুছে ফেলা হয়নি, কিন্তু খ্রীষ্ট ক্রুশ থেকে চিৎকার করেছিলেন, "আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?" প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন উচ্চতর, বৃহত্তর, আরও মহিমান্বিত মধ্যস্থতাকারী যার দিকে মোশি কেবল প্রতীক হিসেবে নির্দেশ করতে পারেন। কিন্তু আমরা এখানে মধ্যস্তাকারীর বিষয়বস্তুটি দেখতে পাই: ঈশ্বর তাঁর মহিমান্বিত মধ্যস্থতাকারী, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের হস্ত দ্বারা তাঁর লোকদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন।

আপনি লক্ষ্য করেছেন যে যাত্রাপুস্তক শুধুমাত্র একটি শারীরিক অথবা বাহ্যিক উদ্ধারের বিবরণ ছিল না। এটি একটি আধ্যাত্মিক উদ্ধারও ছিল। মিশর, সর্বোপরি, মূর্তিপূজা এবং দুষ্টতার স্থান ছিল, এবং ফরৌণকে একজন দেবতা এবং শয়তানী নিপীড়ক হিসেবে দেখা হত। ইস্রায়েল মিশর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মহিমান্বিত মুক্তির দিকে অনবরত ফিরে তাকাতে থাকবে। তারা বাবিলের বন্দীদশা থেকে একটি দ্বিতীয় যাত্রার অভিজ্ঞতাও পাবে। কিন্তু এই সবই শেষ পর্যন্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে নির্দেশ করে। নতুন নিয়মের শুরুতে, মথি ২:১৪ পদে আমরা পড়ি, "তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে চলিয়া গেলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলেন, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়, "আমি মিসর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম"

তারপরে মজার বিষয় হল, যে পর্বতের উপর প্রভু যীশুর রূপান্তর হয়েছিল, সেখানে আমরা লূক ৯:৩০-৩১ পদে এই কথাগুলি পড়ি, "আর দেখ, দুই জন পুরুষ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা মোশি", লক্ষ্য করবেন, "ও এলিয়; তাঁহারা সপ্রতাপে দেখা দিয়া, তাঁহার সেই যাত্রার বিষয় কথা কহিতে লাগিলেন,...". এখন, গ্রীক ভাষায় "যাত্রা" শব্দটি আক্ষরিক অর্থে মিশর থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনাটিকে বোঝায়: "তাঁহারা সপ্রতাপে দেখা দিয়া, তাঁহার সেই যাত্রার বিষয় কথা কহিতে লাগিলেন, যাহা তিনি", অর্থাৎ খ্রীষ্ট, "যিরূশালেমে সমাপন করিতে উদ্যত ছিলেন"।

সেই গ্রীক শব্দটি হল 'Exodus'। এটার অর্থ কী? মোশি এবং এলিয় খ্রীষ্টের সাথে তাঁর আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলছিলেন, দেখিয়েছিলেন যে ক্রুশে খ্রীষ্ট যা সম্পাদন করবেন তা চূড়ান্ত যাত্রা, পাপ ও মৃত্যুর দাসত্ব থেকে ঈশ্বরের লোকেদের

চূড়ান্ত পরিত্রাণ। আমরা আবার দেখতে পাই যে এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনীর চেয়েও বেশি। ঈশ্বর খ্রীষ্টের ব্যক্তি এবং কাজ এবং তাঁর লোকেদের শক্তিশালী পরিত্রাণ প্রকাশ করছেন। উদ্ধারের এই ইতিহাসে ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার সাথে আমাদের অবশ্যই যাত্রাপুস্তক, যাত্রাপুস্তকের ঘটনাকে সংযুক্ত করতে হবে।

উপসংহারে, বাইবেল মিশরের দাসত্বকে দুর্দশার অগ্নিকুণ্ড হিসেবে বর্ণনা করে—আমরা সেই ভাষাটি দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২০ এবং যিশাইয় ৪৮:১০ পদে দেখতে পাই, বিশ্বের দাসত্ব যেখান থেকে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মুক্তি দেন এবং তাঁর মহিমায় তাদের অগ্নিসংযোগ করেন।

পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা সিনয় পর্বত এবং ব্যবস্থা প্রদানের দিকে আমরা মনোযোগ দেব। ঈশ্বর তাদের বলবেন, "কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্য মিসর দেশ হইতে তোমাদিগকে আনিয়াছি; অতএব তোমরা পবিত্র হইবে" (লেবীয়পুস্তক ১১:৪৫)।

বক্তৃতা ৯

সিনয় পর্বত

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থা তাঁর মনোনীত ও উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেদের দিয়েছিলেন তাঁর নিজের চরিত্রকে প্রকাশ করার জন্য, তাদেরকে তাঁর রাজত্বের অধীনে আনার জন্য এবং তাদেরকে এই তত্ত্ব প্রদান করার জন্য যে কীভাবে তারা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পবিত্রতায় জীবনযাপন করতে পারে।

পাঠ্য অংশ:

"অতএব ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম...কারণ আমরা জানি, ব্যবস্থা আত্মিক...বস্তুতঃ আন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি"। (রোমীয় ৭:১২,১৪,২২)।

বক্তৃতা ৯ -এর অনুলিপি

যখন শিশুরা প্রথম লিখতে শেখে, তখন তাদেরকে প্রায়ই অক্ষর বা অক্ষরের আকারের একটি মডেল দেওয়া হয় এবং প্রদত্ত উদাহরণগুলির চারিপাশে রেখা টানতে বলা হয়। সেই মডেলটি পর্যবেক্ষণ করার সময়ে, তারা নিজেরাই শব্দ লিখতে আরো দক্ষ হয়ে ওঠে। এটি এই বক্তৃতার বিষয়বস্তুটিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর মধ্যে ঈশ্বরভক্তির অন্বেষণে গভীর আগ্রহ রয়েছে, কিন্তু সেটা কী? ধার্মিকতা মানে ঈশ্বর-সদৃশতা, এবং ঈশ্বর ১০টি আজ্ঞার সংক্ষিপ্ত নৈতিক আইনের মধ্যে দিয়ে তাঁর নিজের চরিত্রকে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করেছেন। খ্রীষ্টের পার্থিব পরিচর্যায়, তিনি তাঁর নিজের জীবনকে এই নিখুঁত ধরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করেছিলেন, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পালন করার মধ্যে দিয়ে। ধার্মিকতার অনুধাবনে, পবিত্র আত্মা ধীরে ধীরে বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করেন। সুতরাং, ঈশ্বরের নৈতিক আইন-ব্যবস্থা, ঈশ্বরের পবিত্রতার একটি ধরণ প্রদান করে যা বিশ্বাসীর সুসমাচারের পবিত্রতায় খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা নিজেদেরকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি। ঈশ্বর কেমন? ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির কাছ থেকে যা চান, সেটির সাথে ঈশ্বরের পরিচয় কীভাবে সম্পর্কস্থাপন করে? সিনয়ের ঈশ্বর কি নতুন নিয়মের ঈশ্বরের মতো? পুরাতন নিয়ম থেকে নতুন নিয়ম পর্যন্ত তাঁর নৈতিক চাহিদা কি পরিবর্তন হয় অথবা অপরিবর্তিত থাকে? সিনয় কি অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি থেকে একটি ভিন্ন পথ, নাকি একই প্রতিশ্রুতিগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি গড়ে উঠেছে? কীভাবে আমরা ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি এবং ব্যবস্থা সমসাময়িক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? প্রত্যেক বিশ্বাসীর কি এখন বলা উচিত, "ওহ, আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি" (গীতসংহিতা ১১৯:৯৭)?

মোশির ব্যবস্থা ইস্রায়েলকে জানিয়েছিল যে কীভাবে ঈশ্বরের সাথে তাদের মুক্তিপ্রাপ্ত সম্পর্ক পবিত্রতা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা গড়ে তোলা উচিৎ। ঈশ্বরের ব্যবস্থা বিশ্বের সমস্ত জাতির জন্য একটি জ্যোতি হিসেবে কাজ করবে, সকলের কাছে ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন করবে। আমরা দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৬,৮ পদে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি পড়ি, "অতএব তোমরা সে সমস্ত মান্য করিও, ও পালন করিও", অর্থাৎ ব্যবস্থাকে উল্লেখ করছে, "কেননা জাতি সকলের সমক্ষে তাহাই তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিস্বরূপ হইবে; এই সকল বিধি শুনিয়া তাহারা বলিবে, সত্যই, এই মহাজাতি জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক। কেননা কোন্ বড় জাতির এমন নিকটবর্ত্তী ঈশ্বর আছেন, যেমন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু? যখনই আমরা তাঁহাকে ডাকি, তিনি নিকটবর্ত্তী। আর আমি অদ্য তোমাদের সাক্ষাতে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তাহার মত যথার্থ বিধি ও শাসন কোন্ বড় জাতির আছে?"

ব্যবস্থা প্রকাশ করবে যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছে কে, কিন্তু সেই একই ব্যবস্থা সমস্ত মানুষ এবং বিশ্বের সমস্ত জাতির সামনে উপস্থাপন করার কথা ছিল। প্রথমত, আমাদের এই বক্তৃতাটি সিনয় এবং উদ্ধার ও অনুগ্রহের চুক্তির মাঝে সম্পর্কটিকে উপলব্ধি করার দ্বারা শুরু করতে হবে। আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে মোশি যখন মিদিয়ন দেশে একজন মেষপালক হিসেবে কাজ করছিলেন, তখন তিনি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে সদাপ্রভুর মুখোমুখি হন। এই থিওফ্যানিটি হোরেব

পর্বতে ঘটেছিল, যা সিনয় পর্বতের আরেকটি শিরোনাম, একই পর্বতের জন্য দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ঝোপটি আগুনে জ্বলছিল কিন্তু পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল না। এখানে, ঈশ্বর নিজেকে অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের ঈশ্বর হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন এবং মোশিকে জানিয়েছিলেন যে ঈশ্বর তাকে মনোনীত করেছিলেন ফরৌণের কাছে পাঠানোর জন্য, যেন তিনি তাঁর মনোনীত লোকদেরকে মিশরীয় দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে এবং প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি মোশিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি, ঈশ্বর, তার সাথে থাকবেন।

লক্ষ্য করুন যে তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর লোকেদের একবার মিশর থেকে উদ্ধার করার পর, এই পর্বতে, হোরেব পর্বতে বা সিনয় পর্বতে ফিরিয়ে আনতে। কেন? এই পর্বতে ঈশ্বরের সেবা বা আরাধনা করার জন্য, যা যাত্রাপুস্তক ৩:১২ পদ আমাদের বলে। সুতরাং, ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী তাঁর লোকেদেরকে মিশর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা এবং সিনয় পর্বতে তাঁর আরাধনা করার জন্য নিয়ে আসা আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কী ঘটেছিল তার তাৎপর্য বিবেচনা করতে বাধ্য করে। এটি এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে আমরা আসলে এই বক্তৃতায় এবং পরবর্তী তিনটি আরও বক্তৃতায় এটি বিবেচনা করতে চলেছি। এখন, আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোগের বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার কারণ কিছু খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা আছে যারা ভুলভাবে অব্রাহামের সাথে চুক্তি এবং মোশির সাথে চুক্তিকে একে অপরের বিপরীত বলে মনে করে। তারা অব্রাহামের সাথে চুক্তির ধরণটিকে অনুগ্রহকারী বলে মনে করে, [কিন্তু] মোশির সাথে চুক্তিটির ধরণটিকে বিপরীত হিসেবে দেখে, মানুষের যোগ্যতার ভিত্তিতে কঠোর শর্ত গঠন করে। তারা নতুন নিয়মে মোশির বিরোধিতা করার দ্বারা একই ভুল করে।

বাইবেল এরকম শিক্ষা দেয় না, যা আমি প্রমাণ করতে চাই। ঈশ্বরের অনুগ্রহের চুক্তির উন্মোচনে আমরা এ পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছি তা অব্যাহত রয়েছে। মোশির সাথে চুক্তিটি উদ্ঘাটনের ইতিহাসে আরও একটি বিকাশ যা আদিপুস্তক ৩:১৫ পদটিকে অবশেষে নতুন চুক্তির সাথে সংযুক্ত করে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে, মোশির সাথে চুক্তিটি অনুগ্রহের চুক্তির অংশ। এটি পুরাতন এবং নতুন নিয়ম, ব্যবস্থা এবং সুসমাচার সম্পর্ক বোঝার জন্য এবং খ্রীষ্টের কাজ এবং সমসাময়িক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের জীবনে ব্যবস্থার স্থান বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আপনাকে শাস্ত্র থেকে দেখাতে চাই যে, কীভাবে সিনয় এবং ব্যবস্থা প্রদানকে উদ্ধার এবং অনুগ্রহের চুক্তির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবো। প্রথমত, সিনয় পর্বতে ঈশ্বরের প্রথম কথাগুলি উদ্ধারের এবং অনুগ্রহের চুক্তির বার্তা বহন করে। যাত্রাপুস্তক ১৯:৪,৫ পদে, আমরা পড়ি, "আমি মিস্রীয়দের প্রতি যাহা করিয়াছি, এবং যেমন ঈগল পক্ষী পক্ষ দ্বারা, তেমনি তোমাদিগকে বহিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছি, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান কর ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা আমার নিজস্ব অধিকার হইবে, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার"। আপনি কি উদ্ধার এবং চুক্তির সংযোগটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন?

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর ১০টি আজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে সুসমাচার উদ্ধারের উপর একই প্রকারের জোর দিয়েছে। ১০টি আজ্ঞার ঠিক আগে, আমরা যাত্রাপুস্তক ২০:২ পদে পড়ি, "আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন"। তিনি তাদের ঈশ্বর, ঈশ্বর যিনি তাদের রক্ষা করেছেন এবং উদ্ধার করেছেন। যেমন আমরা যাত্রাপুস্তকের বক্তৃতায় দেখেছি, মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি আসন্ন খ্রীষ্টের সংরক্ষণ কাজের পূর্বাভাস দিয়েছে। এ ছাড়াও, ব্যবস্থা নিজেই সুসমাচার এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে খ্রীষ্টের বার্তায় পূর্ণ। আমরা আবাসতাঁবু, বলিদান এবং যাজকত্বের উপর পরবর্তী তিনটি বক্তৃতায় দেখতে পাব, এই সমস্ত প্রতীকগুলি ঈশ্বরের ক্ষমা এবং পুনর্মিলন এবং ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতার জন্য ঈশ্বরের যোগান সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঈশ্বরতত্ত্বকে প্রকাশ করে। সেই কারণে, আমি লেবীয় পুস্তকটিকে লেবীয় লিখিত সুসমাচার হিসেবে বলতে পছন্দ করি।

চতুর্থত, আমরা দেখি যে ব্যবস্থাটি ক্রমাগত ঈশ্বরের লোকেদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে তারা ঈশ্বরের পবিত্রতার মানগুলি মেনে চলতে এবং তাকে বোধগম্যভাবে ভালবাসতে অক্ষম। পাপের চেতনা লাভ সর্বদা একটি করুণা; কিন্তু লক্ষ্য করুন, এটি সেই ব্যবস্থা যা তাদেরকে বলিদান করতে শেখায় যখন তারা অনুতপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের করুণার উপর নিজেকে ছেড়ে দেয়। পরবর্তী, আপনি কি অনুগ্রহ চুক্তির মূলটি স্মরণে রেখেছেন? আমরা আগের বক্তৃতায় যে কথাগুলির উপর আলোকপাত করেছিলাম? আমরা মোশির সাথে চুক্তিতে এর পুনরাবৃত্তি দেখি। উদাহরণস্বরূপ, লেবীয়পুস্তক ২৬:১২ পদে, "আর আমি তোমাদের মধ্যে গমনাগমন করিব, ও তোমাদের ঈশ্বর হইব। তোমরা আমার প্রজা হইবে"। এই তো। এটিকে কয়েকটি স্থানে মোশির সাথে চুক্তির মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, লেবীয় ২৬ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ২৭ এবং ২৮ অধ্যায়ে, আমরা চুক্তির আশীর্বাদ এবং অভিশাপগুলির একটি বৃহত্তর প্রকাশ দেখতে পাই। অবিশ্বাস এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে চুক্তি-ভঙ্গের ফলে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং অভিশাপের নির্দিষ্ট ফসল কাটা হয়, কিন্তু এখানেও, যদি ইস্রায়েল অনুতপ্ত হয় এবং সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসে, তাহলে তারা আবার চুক্তির আশীর্বাদগুলি জানতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদেরকে তাই বলা হয়েছে লেবীয়পুস্তক ২৬:৪০-৪৫ পদে। এখন, এটি একটি মৌলিক বিষয়। ঈশ্বরের লোকেদের এবং ঈশ্বরের সাথে চুক্তির সঙ্গে আশীর্বাদ ও অভিশাপগুলির সম্পর্কের এই ধারণাটি অত্যন্ত অপরিহার্য। পরবর্তী সময়ে, ভাববাদীদের বোঝার জন্য এটি অপরিহার্য। নতুন নিয়মের পটভূমি বোঝার জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ। এই উপাদানটি নতুন নিয়মে অনুপস্থিত বলে ভাবতে ভুল করবেন না। অননিয় এবং সাফীরাকে স্মরণে রাখবেন। প্রভুর ভোজে,

অর্থাৎ নতুন চুক্তির খাবারে অযোগ্য ভাবে অংশগ্রহণ করা সম্পর্কে ১ করিন্থীয় ১১ অধ্যায়ে দেওয়া গুরুতর সতর্কতাগুলি স্মরণে রাখবেন। ইব্রীয় পুস্তকে পাওয়া ভাষাটি স্মরণে রাখুন, উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় ৬, ১০ এবং ১২, এবং প্রকাশিত বাক্য ২ এবং ৩ অধ্যায়ে এশিয়ার সাতটি মণ্ডলীকে প্রভু যীশু যে চমকপ্রদ সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন তা স্মরণে রাখবেন। এইগুলি শুধুমাত্র কয়েকটি উদাহরণ। চুক্তির আশীর্বাদ এবং অভিশাপ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি নতুন নিয়মের এই শাস্ত্রাংশগুলির পটভূমি প্রদান করে। অনেক, অনেক, আরও অনেক সংযোগ রয়েছে যা সিনয় পর্বতের সাথে উদ্ধারের এবং অনুগ্রহের চুক্তির সাথে সম্পর্ককে আলোকপাত করার জন্য খুঁজে বের করা যেতে পারে, তবে আপনাকে আপনার ভবিষ্যতের গবেষণায় সেইগুলিকে অনুধাবন করতে হবে। আমি আপনাকে আরও একটি উদাহরণ দিই: প্রভুর ভোজ সম্পর্কে খ্রীষ্টের বাণী যখন তিনি বলেছিলেন, "কারণ এটি আমার নতুন নিয়মের রক্ত," বা নতুন চুক্তি।

এটা মথি ২৬:২৮ পদে পাওয়া যায়। সেই ভাষাটি নিস্তারপর্ব থেকে নেওয়া হয়নি, যেমন আপনি হয়তো ভেবেছিলেন, বরং সিনয় পর্বত থেকে নেওয়া হয়েছে। আপনি যাত্রাপুস্তক ২৪:৮ পদে এটি দেখতে পাচ্ছেন। এর একটি আকর্ষণীয় তাৎপর্য রয়েছে, তবে আপনি আপনার ভবিষ্যতের গবেষণায় আরও অনেক সংযোগ খুঁজে পাবেন। আমরা এই বক্তৃতায় শুধুমাত্র মৌলিক গঠনমূলক ইটগুলি প্রদান করছি।

এই প্রথম বিষয়টির অধীনে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পবিত্রতা এবং বাধ্যতার আহ্বানটি পরিত্রাণের প্রেক্ষাপটের মধ্যে আসে। যাত্রাপুস্তকে তাদের প্রতি ঈশ্বরের চুক্তির বিশ্বস্ততা ঈশ্বরের বাক্যের বিশদ বিবরণ প্রকাশের মাধ্যমে শক্তিশালী হয় যা তাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তাদের এখনও পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে বেঁচে থাকার আহ্বান জানানো হয় কারণ তারা তাঁর শাসনের অধীনে বাস করে এবং সুসমাচারের পবিত্রতার ধরণ অনুসরণ করে। এটি ধারাবাহিকতা প্রদান করে যা নতুন নিয়মেও দেখতে পাওয়া যায় এবং চলতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে সিনয় পর্বতে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রকাশটি বিবেচনা করতে হবে। এতে, আমরা মোশির অধীনে ঈশ্বরের প্রকাশের বিকাশের আরও সুবিধা দেখতে পাই। আমরা তাঁর নামের ক্ষেত্রেও আরও একটি প্রকাশ দেখতে পাই। আপনি নিশ্চয়ই আগের বক্তৃতা থেকে ঈশ্বরের নামের তাৎপর্য মনে রেখেছেন। এটি তিনি কে, তার একটি প্রকাশ। এটি সেই সকল উপায়গুলির সারসংক্ষেপ প্রদান করে যার মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। আমরা শেষ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি যে ঈশ্বর মোশির কাছে একটি নতুন নাম প্রকাশ করেছেন যা অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোব অবগত ছিলেন না। তিনি নিজেকে যিহোবা হিসেবে দেখিয়েছিলেন। চুক্তির ঈশ্বর হিসেবে তাঁর মহিমা আরও প্রকাশের জন্য এটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই নাম, L-O-R-D (সদাপ্রভু) অথবা যিহোবা। এটি ইংরেজি বাইবেলে L-O-R-D (সদাপ্রভু) হিসেবে মুদ্রিত। যিহোবা নামটি পুরাতন নিয়মের বাকি অংশে একটি প্রভাবশালী নাম হয়ে উঠেছে। মজার বিষয় হল, যখন আমরা নতুন নিয়মে আসি, তখন যীশু যিহোবার সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে পুরাতন নিয়মের অনুচ্ছেদগুলিকে উদ্ধৃত করবেন এবং বলবেন যে তাদের পূর্ণতা তাঁর মধ্যে রয়েছে, যেগুলি আসলে তাঁরই উল্লেখ ছিল, যা আমাদেরকে এই উপসংহারে নিয়ে যায় যে যীশুই হলেন যিহোবা। আমরা যখন নতুন নিয়মে পৌঁছবো তখন আমরা এই শিক্ষাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব।

অন্য কোন জাতির মত নয়, ঈশ্বর ইতিহাসে প্রথমবার আগুন থেকে সরাসরি ইস্রায়েলের সাথে কথা বলেছিলেন। আপনি এটি দ্বিতীয় বিবরণ ৪ অধ্যায়ে দেখতে পান। আমরা ঈশ্বরের চরিত্রের প্রকাশ সম্পর্কে কিছু বিষয় লক্ষ্য করি। আমি শুরুতে বলেছিলাম যে ব্যবস্থা প্রকাশ করে যে ঈশ্বর কে এবং ঈশ্বর কী চান। উভয় ক্ষেত্রেই, এটি প্রকাশ করে, উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পবিত্রতা। পাহাড়ের উপর, সিনয় পর্বতের উপরে সেই জ্বলন্ত ঝোপটিকে স্মরণে রাখবেন। ঈশ্বর ঝোপের সামনে মোশিকে বলেন, "তুমি পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছ,"। তিনি সিনয় পর্বতে তাঁর লোকেদের বলেন, "পর্ব্বতে আরোহন কিম্বা তাহার সীমা স্পর্শ করিও না"। ব্যবস্থা মানুষের জন্য ঈশ্বরের চরিত্র এবং তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। তিনি বলেন, "তোমরা পবিত্র হও, যেমন আমি পবিত্র"। এখন, এটি নতুন নিয়মের মান হিসেবে রয়ে গেছে যেমনটি ১ পিতর ১:১৬ পদে দেখা যায়। পিতর পুরাতন নিয়মের এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেছেন, "তোমরা পবিত্র হইবে, কারণ আমি পবিত্র" এবং দেখায় যে এটি নতুন নিয়মের খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পবিত্রতা শব্দটি ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রকাশ করার জন্য বাইবেলের সবচেয়ে বিশিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে একটি। আপনি যিশাইয় ৬:১-৩ পদগুলিতে আমাদের দেওয়া সেই দৃশ্যের কথাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন, যেখানে স্বর্গ খুলে যায় এবং তিনি সদাপ্রভুকে তাঁর সিংহাসনে বসে থাকতে দেখতে পান। স্বর্গদূতেরা কী বলছে? তারা বলছে, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু"। পবিত্রতা কী? এটি কমপক্ষে দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথমটি আমরা প্রায়শই পবিত্রতার সাথে যুক্ত করি। অর্থাৎ সুচিশুদ্ধতা। পবিত্রতার সাথে বিশুদ্ধতার একটি ধারণা, দাগহীন বা দোষমুক্ত থাকার, পাপহীন হওয়ার ধারণা বহন করে, কিন্তু সমানভাবে পৃথক হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাও বহন করে। পবিত্র হওয়ার অর্থ হল পৃথক হওয়া, তাই আমরা বাইবেলকে পবিত্র বাইবেল বলে উল্লেখ করবো। এটি অন্য সব পুস্তকের থেকে পৃথক। আমরা প্রভুর ভোজকে একটি পবিত্র ভোজ হিসেবে উল্লেখ করবো, যা অন্য সমস্ত খাওয়া-দাওয়ার থেকে আলাদা, বা বিশ্রামবারকে ঈশ্বরের পবিত্র দিন হিসেবে উল্লেখ করবো। এটি অন্য ছয়টি [দিন] থেকে আলাদা। এমনকি, ঈশ্বরের লোকেদেরকেও একটি পবিত্র জাতি বলা হয়। তারা বাকি জগতের থেকে পৃথক। সুতরাং, ঈশ্বর সৃষ্টি থেকে পৃথক, তাঁর লোকদের থেকে, পাপ থেকে; এবং তিনি পবিত্র। ঈশ্বর পবিত্র। তিনি তাঁর

লোকদের একটি পবিত্র জাতিতে পরিণত করার জন্য উদ্ধার করেছিলেন।

ব্যবস্থা আমাদের একটি প্রতিলিপি প্রদান করে ঈশ্বরের পবিত্র চরিত্রের, তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের জীবন পরিচালনা করার জন্য। পবিত্রতার ব্যবস্থা একটি পবিত্র ঈশ্বর এবং পাপী মানুষদের মধ্যে পার্থক্যের উপর জোর দেয়। মুক্তিপ্রাপ্তদেরকে বাকি মানবজাতির থেকে পৃথক হয়ে ঈশ্বরের পবিত্রতায় অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছে। অবশ্যই, শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছেই রয়েছে পাপকে সংজ্ঞায়িত করার অধিকার। যখন আমরা এমন কিছুকে পাপ বলতে অস্বীকার করি যাকে ঈশ্বর পাপ বলেন, অথবা যখন আমরা এমন কিছুকে পাপ বলি যাকে ঈশ্বর পাপ বলেন না, তখন আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কেড়ে নিচ্ছি এবং নিজেদের হাতে নিয়ে নিচ্ছি।

ঈশ্বরের চরিত্রের আরেকটি প্রকাশ হল তাঁর প্রেম। এখন, এটি আপনার কারও কারও কাছে অবাক হওয়ার মতো হতে পারে, তবে এমন হওয়া উচিত নয়। ঈশ্বর প্রেম, এবং আমরা ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর প্রেম দেখতে পাই। আমরা তার প্রেমের প্রতিশ্রুতি দেখি। শব্দগুলো লক্ষ্য করুন, "আমিই সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর"। এই শব্দগুলি ১০ আজ্ঞা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে, আপনি এই কথাগুলি প্রথম চারটি আজ্ঞাতে দেখতে পান, যাকে আমরা ব্যবস্থার প্রথম টেবিল বলে থাকি। এটি প্রেমের প্রতিশ্রুতি: "আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর"। কেমন করে? তিনি নিজের চেয়ে আর বেশি কী দিতে পারেন? এটি প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। ঠিক যেমন ভাবে এই প্রতিশ্রুতিটি হল প্রেমের প্রতিশ্রুতি, তেমনি তাঁর বিধানগুলি প্রেমের বিধান। তিনি বলেন, উদাহরণস্বরূপ, "আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক"। সদাপ্রভুর উপর একচেটিয়া প্রেম রাখার জন্য একটি আহ্বান, যা অন্য সকল কিছুর প্রতি আমাদের প্রেমের ঊর্ধ্বে। ব্যবস্থা এবং প্রেমের মধ্যে একটি বিরোধিতা না করে, তাদের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে। নতুন নিয়মে এটি দেখতে পাওয়া যায়।

রোমীয় ১৩:১০ পদে, আমাদের বলা হয়েছে যে "প্রেমই ব্যবস্থার পূর্ণসাধন"। আমাদের অন্য স্থানে বলা হয়েছে যে প্রেম ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতার দ্বারা প্রকাশ পায়। যীশু বলেছেন, "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে" (যোহন ১৪:১৫)। ১ যোহন ৫ অধ্যায়ে যোহন এই বিষয়টিকে পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর, যীশু প্রেমের পরিভাষা ব্যবহার করে সমগ্র ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসার প্রদান করেন। তিনি বলেন, "তোমরা সমস্ত ব্যবস্থা পুস্তক ও ভাববাদীদের পুস্তকগুলি বুঝতে চাও? এর সমস্ত কিছুর সার হল এই। ঈশ্বরকে প্রেম করো। তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম করো" (মথি ২২:৩৫-৪০): এটি হল প্রেমের পরিভাষা ব্যবহার করে ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ। এই প্রেম ঈশ্বরের চরিত্রের আরেকটি প্রকাশের সাথে যুক্ত: তাঁর ঈর্ষা। তিনি একজন ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর। তিনি নিজেকে "সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর" হিসেবে বর্ণনা করেন। এটি, যেমন আমি বলেছি, ব্যবস্থার প্রথম টেবিলের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। দ্বিতীয় আজ্ঞাটি লক্ষ্য করুন, সেখানে ঈশ্বর নিজেকে একজন ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা যেকোনো খোদাই করা মূর্তি তৈরি না করার প্রসঙ্গে বলেছেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী যেন না থাকে। কিছুই এবং অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর স্থানের ভাগ নিতে না চায়। আমাদের উচিৎ শুধুমাত্র তাঁর আরাধনা করা, যেভাবে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। ঈশ্বর যাকোবের বংশের উপর তাঁর নাম এবং দাবি রাখেন: "তুমি আমার"।

ঈর্ষা হল প্রেমের আগুন। পরমগীত ৮:৬,৭ পদের কথাগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন: "তুমি আমাকে মোহরের ন্যায় তোমার হৃদয়ে, মোহরের ন্যায় তোমার বাহুতে রাখ; কেননা প্রেম মৃত্যুর ন্যায় বলবান; অন্তর্জ্বালা পাতালের ন্যায় নিষ্ঠুর; তাহার শিখা অগ্নির শিখা, তাহা সদাপ্রভুরই অগ্নি। বহু জল প্রেম নির্ব্বাণ করিতে পারে না, স্রোতস্বতীগণ তাহা ডুবাইয়া দিতে পারে না; কেহ যদি প্রেমের জন্য গৃহের সর্ব্বস্ব দেয়, লোকে তাহাকে যার পর নাই তুচ্ছ করে"। সংক্ষেপে, এই বিষয়টির অধীনে, দৃশ্যটি কল্পনা করুন, ঈশ্বর তাঁর মহিমা প্রকাশ করছেন। আমাদের বলা হয়েছে যে পাহাড়ের কাছে আসার ফলে তারা আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২৪ পদের কথাগুলি লক্ষ্য করুন: "দেখ, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের কাছে", কী? "আপন প্রতাপ ও মহিমা প্রদর্শন করিলেন"। লোকেরা অবশ্যই ভয় পেয়েছিল। তারা ভীত ছিল এই জেনে যে সেই আগুন তাদের গ্রাস করবে।

ইব্রীয় ১২ অধ্যায়টি এই বিষয়টির [উল্লেখ করে]। ২১ পদে লেখা আছে যে এমনকি মোশি বলেছিলেন, "আমি নিতান্তই ভীত ও কম্পিত হইতেছি" কিন্তু ইব্রীয় ১২ অধ্যায়টি আরও অনেক কিছু বলে। এটি বলে, "কিন্তু তোমরা এই সকলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছ, যথা, সিয়োন পর্ব্বত, জীবন্ত ঈশ্বরের পুরী স্বর্গীয় যিরূশালেম", এর অর্থ কী? এটি কি নতুন নিয়মের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বরের ভয়কে কি কমিয়ে দেয়? না। অধ্যায়টি ২৮ এবং ২৯ পদ বলে শেষ হয়েছে, "অতএব অকম্পনীয় রাজ্য পাইবার অধিকারী হওয়াতে, আইস, আমরা সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যদ্দ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা করিতে পারি। কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ"।

আমাদের পরবর্তী পয়েন্টে, আমাদের ব্যবস্থার বিভাগগুলি বিবেচনা করতে হবে। ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগগুলি উপলব্ধি করা আপনাকে ব্যবস্থা এবং নতুন নিয়মের মধ্যে ধারাবাহিকতা এবং বিচ্ছিন্নতার পয়েন্টগুলি বোঝাতে সাহায্য করবে। কিছু ব্যবস্থা স্থায়ী, এবং অন্যগুলো অস্থায়ী এবং শুধুমাত্র সিনয় পর্বতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আপনার উপলব্ধি করা উচিত, এমনকি পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরাও এই বিভাগ এবং পার্থক্যগুলি বুঝতে পেরেছিলেন। আপনি এটি গীতসংহিতার পুস্তকে খুঁজে পাবেন, যেখানে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর বলিদান আকাঙ্ক্ষা করেন না (গীতসংহিতা ৪০:৬; ৫১:১৬)। আপনি এটি ঐতিহাসিক পুস্তকগুলিতে খুঁজে পাবেন, অনেক, অনেকগুলি স্থানে খুঁজে পাবেন, যেখানে বাধ্যতাকে বলিদানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ ইতিহাস জুড়ে মণ্ডলী ব্যবস্থার মধ্যে তিনটি প্রাথমিক বিভাগের মধ্যে পার্থক্য করেছে: নৈতিক ব্যবস্থা (Moral Law), সামাজিক অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থা (Civil or Judicial Law) এবং আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা (Ceremonial Law)। আসুন খুব সংক্ষিপ্তভাবে তাদের বিবেচনা করা যাক। প্রথমত, আমাদেরকে নৈতিক ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাগুলিকে নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। নৈতিক ব্যবস্থাগুলি ১০টি আজ্ঞার মধ্যে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আদম যখন উদ্যানে উপস্থিত ছিলেন তখন তার কাছে সম্পূর্ণ নৈতিক ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সেই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছিলেন। যারা তার পরবর্তী সময়ে এসেছিলো, তাদের সকলের কাছেও নৈতিক ব্যবস্থা দেওয়া ছিল, তবে এটি ১০টি আজ্ঞার মধ্যে প্রথমবারের মতো লিখিতভাবে সংক্ষিপ্ত এবং অনুমোদন করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থা শাশ্বত। এটি স্থায়ী। এটি ঈশ্বরের চরিত্রের প্রতিফলন, এবং তাই, এটিকে পরিবর্তন করা যেতে পারে না। এটি সব দেশে, সব বয়সের সব মানুষদের জন্য প্রযোজ্য। খ্রীষ্ট এবং পৌল, এবং অন্যান্য নতুন নিয়মের লেখকদের দ্বারা নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে নৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিযুক্ত এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে নৈতিক ব্যবস্থাকে আরও সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করবো। দ্বিতীয় বিভাগ হল সামাজিক অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থা, দেওয়ানী মামলার ব্যবস্থা অথবা ইস্রায়েলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আইন। এগুলি একটি অনন্য জাতি হিসেবে ইস্রায়েলের ঈশ্বরতন্ত্রের জন্য প্রযোজ্য অর্থ-রাজনৈতিক আইন ছিল। ওয়েস্ট মিনিস্টার কনফেশন অফ ফেইথ -এ বলা হয়েছে যে তারা ইস্রায়েল রাষ্ট্রের সাথে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে এবং কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক, "এর সাধারণ ইক্যুইটি প্রয়োজন হতে পারে"।

তৃতীয় বিভাগটি হল বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এটি সমস্ত প্রকারের শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ হওয়ার আইন, পৃথকীকৃত এবং বিশুদ্ধতার আইনকে বোঝায়। এটি মন্দির এবং তাঁবুতে আরাধনা করা, যাজক এবং বলিদান পদ্ধতি এবং আরও অনেক কিছু পরিচালনাকারী আইনগুলিকে নির্দেশ করে। এই আনুষ্ঠানিক আইনগুলি খ্রীষ্টের ব্যক্তি এবং কাজের প্রতি প্রতীক হিসেবে, এবং নতুন নিয়মে সেই কাজের ফলাফল হিসেবে ইঙ্গিত করে। আমরা পরের তিনটি বক্তৃতায় এই আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান এবং অধ্যাদেশগুলির কিছু ব্যাখ্যা করব, তবে আপনাকে শুরু থেকেই বুঝতে হবে যে এই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলি প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে পূর্ণ হয়েছে। অতএব, এইগুলির মেয়াদ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে। তারা খ্রীষ্টের আগমনের সাথে-সাথে নতুন নিয়মে বাতিল করা হয়েছে। আমরা নতুন নিয়ম জুড়ে অনেক স্থানে এটি দেখতে পাই, এবং আমরা আগামী বক্তৃতাগুলিতে এটিকে আরও দেখবো, তবে আসুন আমরা ১০টি আজ্ঞার সংক্ষিপ্ত নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যা শিখি তা একটু সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করি। এটি প্রাথমিক। এটি ব্যবস্থার বাকি অংশ থেকে আলাদা।

জন ওয়েন বলেছেন, "স্বর্গীয় শিক্ষা, ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থাপনের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে প্রকাশিত এবং প্রসারিত হয়েছিল, এবং এখন অবশেষে, এটিকে একত্রিত করা হয়েছে এবং আরাধনার একটি সাধারণ এবং স্থিতিশীল পদ্ধতিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং বাধ্যতা এবং সমন্বিত সত্যের একটি সংস্থা হিসেবে মণ্ডলীর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে"। ১০টি আঘাতকে বাইবেলে "১০টি শব্দ" বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যাত্রাপুস্তক ৩৪ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৪, দ্বিতীয় বিবরণ ১০ অধ্যায়ে দেখুন: ১০টি শব্দ। সেখানেই আমরা ইংরেজি শব্দ "decalog" পাই। Decalog মানে ১০টি শব্দ। আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই ১০টি আজ্ঞা প্রভুর আঙুল দিয়ে পাথরের ফলকের উপর লেখা হয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ ৯:১০)। এটি স্বয়ং তাদের স্থায়ীত্ব এবং প্রাথমিকতার বিষয়ে কিছু দেখায়। আমাদের এটাও বলা হয়েছে যে এই ব্যবস্থাগুলিকে পৃথক করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২২ পদটি লক্ষ্য করুন, "সদাপ্রভু পর্ব্বতে অগ্নির, মেঘের ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতে তোমাদের সমস্ত সমাজের নিকটে এই সমস্ত বাক্য মহারবে বলিয়াছিলেন, আর কিছুই বলেন নাই। পরে তিনি এই সমস্ত কথা দুইখান প্রস্তরফলকে লিখিয়া আমাকে দিয়াছিলেন"।

যেমনটি আমরা অন্যত্র দেখতে পাই, আরও গভীর মাত্রায়, যেখানে সেই ১০টি শব্দ, ১০টি আজ্ঞা, ছিল স্বয়ং চুক্তি এবং সাক্ষ্য। যাত্রাপুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণ-এর কয়েকটি স্থানে এভাবেই তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্যই, পাথরের সেই দুটি ফলক সিন্দুকের ভিতরে, ঈশ্বরের পায়ের নীচে স্থাপন করা হয়েছে। ১০টি আজ্ঞা দুটি মৌলিক ভাগে বিভক্ত। আপনার কাছে প্রথম ভাগ, আজ্ঞা ১-৪, এবং দ্বিতীয় ভাগ, পঞ্চম থেকে দশম আজ্ঞা। প্রথম ভাগটি আমাদের কর্তব্যগুলিকে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলিকে বোঝায় কারণ তারা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগটি, ৫ম থেকে ১০ম আজ্ঞা, মানুষের প্রতি, আমাদের সহ-মানুষের প্রতি আমাদের কর্তব্যের কথা বলে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে প্রথম বিভাগে, এটি আরাধনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। প্রথম আজ্ঞায়, আমাদের বলা হয়েছে কাকে আরাধনা করতে হবে। দ্বিতীয় আজ্ঞায়, আমরা কীভাবে তাঁর আরাধনা করবো তা বলা হয়েছে। আমরা কেবল তাঁরই আরাধনা করতে চাই যেভাবে তিনি আদেশ বা নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের নিজস্ব উদ্ভাবন অনুসারে নয়। তৃতীয় আজ্ঞায়, আমাদের বলা হয়েছে কেন আমরা তাঁর আরাধনা করি: আমরা তাঁর নামকে পবিত্র মনে করে পৃথক করে রাখতে চাই। তারপর, চতুর্থ আজ্ঞায়, আমাদের কখন তাঁকে আরাধনা করতে হবে তা বলা হয়েছে: তাঁর নির্ধারিত বিশ্রামবারে।

যখন সুসমাচারের মধ্যে যীশু এই ১০টি আজ্ঞার সংক্ষিপ্তসার করেন, তখন তিনি সেগুলিকে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম হিসেবে সারসংক্ষেপ করেন, কিন্তু লক্ষ্য করুন যে তিনি বলেছেন যে প্রথম এবং মহান আদেশ হল ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম (মথি ২২:৩৭-৩৮)। তিনি বলছেন যে প্রথম চারটি আজ্ঞা হল প্রথম অগ্রাধিকার। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের

মনে প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে এই আজ্ঞাগুলিকে প্রথম স্থান দিতে হবে। যদিও আমরা এখানে ১০টি আজ্ঞার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারি না, পরিবর্তে, আমি আপনাকে ১০টি আজ্ঞার উপর রেভারেন্ড এটি ভার্গুনস্টের বক্তৃতাগুলি উল্লেখ করছি। আমি আপনাকে উৎসাহিত করবো সেই বক্তৃতাগুলি শুনতে।

আমরা এই বিষয়বস্তুকে পার করে এগিয়ে যাওয়ার আগে, আরও একবার যাত্রাপুস্তক ৩১ অধ্যায়ে এবং অন্যত্র ঈশ্বরের আঙুলের উল্লেখগুলি লক্ষ্য করুন। জন ওয়েন বলেছেন, "একবার যখন ঈশ্বরের মনকে লিখিত রূপে খাতায়-কলমে সীমাবদ্ধ করে থাকি, তখন প্রতিটি নশ্বর এবং স্বতন্ত্র মানুষ যার কাছে শাস্ত্র রয়েছে, ঈশ্বর তাদের সাথে সরাসরি কথা বলছেন, যেন ঈশ্বর তার নিজের কণ্ঠে তাদের সাথে কথা বলছেন, ঠিক যেমনটি আদম করেছিলেন যখন তিনি বাগানে প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন"।

সবশেষে, বিন্দুগুলিকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করতে এবং নৈতিক ব্যবস্থাকে বড় চিত্রের মধ্যে রাখতে সাহায্য করার জন্য আমাদের বর্তমানের জন্য ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করতে হবে। আমরা সবশেষে বর্তমান দিনের জন্য নৈতিক ব্যবস্থার কিছু ঈশ্বরতাত্ত্বিক তাৎপর্যগুলি বিবেচনা করবো। প্রথমত, খ্রীষ্ট এবং ব্যবস্থার সম্পর্কে কিছু। আমরা যা আবিষ্কার করি তা হল প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন এবং পূর্ণ করেছেন। তিনি এই সত্যকে শক্তিযুক্ত করেছিলেন যে নৈতিক ব্যবস্থাগুলি স্থায়ী এবং তিনি এটিকে বাতিল করতে আসেননি। মথি ৫:১৭-১৯ পদে, পর্বতের উপর ধর্মোপদেশে শিক্ষাগুলি লক্ষ্য করুন। যীশু বলেছেন, "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটী আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান্ বলা যাইবে"।

তারপর, সেই একই অধ্যায়ে, যীশু ১০টি আজ্ঞার ব্যাখ্যা করতে যান এবং ফরীশীদের অত্যাচার, তাদের ব্যবস্থার সংস্করণকে খণ্ডন করতে যান, কিন্তু লক্ষ্য করুন যে তিনি ব্যবস্থার চাহিদাগুলিকে হ্রাস করেননি। তিনি ব্যবস্থাগুলিকে শক্তিশালী করেছেন এটি দেখানোর দ্বারা যে ব্যবস্থার আসল এবং সঠিক উদ্দেশ্য হৃদয়ে প্রযোজ্য, শুধুমাত্র হাতে নয়, অর্থাৎ বাহ্যিক ভাবে পালন করার মধ্যে দিয়ে নয়। এটি আমাদের গোপন চিন্তা এবং উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, শুধুমাত্র আমাদের বাহ্যিক কাজকর্মে নয়। সর্বোপরি, খ্রীষ্টই ছিলেন সেই ব্যবস্থা-দাতা। তিনি সিনয় পর্বতের উপর উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর লোকেদেরকে ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন সেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আসেন এবং তাঁর পার্থিব পরিচর্যার সময়ে ব্যবস্থা পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে, খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের পক্ষে ব্যবস্থার অভিশাপের অধীন হন, অথবা আমরা আরও অনেক কিছু বলতে পারি। কিন্তু ব্যবস্থা খ্রীষ্টকে আমাদের কাছে আরও মূল্যবান করে তোলে। তিনি নিখুঁতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর লোকেদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থার অনুশাসন মেনে চলেছিলেন। আমরা তাঁর সাথে একাত্ম হয়েছি যিনি আমাদের জন্য সেই সবকিছু করেছেন যা আমরা কখনও নিজেদের জন্য করতে পারিনা।

নতুন নিয়মে, যীশু এবং পৌল নৈতিক ব্যবস্থাগুলির ব্যবহারের বিকৃতির বিরোধিতা করেন। তাঁরা এই ব্যবস্থাগুলির সঠিক ব্যবহারকে প্রতিরক্ষা করেছেন ও তুলে ধরেছেন। সুতরাং, পৌল, ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য ব্যবস্থাকে ব্যবহার করার ধারণাটির খণ্ডন করার পর, এই ধারণা যে আমি যদি ব্যবস্থা পালন করি তাহলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কৃপা লাভ করতে পারবো, তিনি চান যে আমরা যেন স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি যে আমরা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিই না। তিনি রোমীয় ৩:৩১ পদে বলেছেন, "তবে আমরা কি বিশ্বাস দ্বারা ব্যবস্থা নিষ্ফল করিতেছি? তাহা দূরে থাকুক; বরং ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতেছি"। এটি আমাদেরকে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের এবং নৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে বিবেচনা করার দিকে পরিচালনা করে। আমরা বাইবেলে ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসীদের ভালবাসার সম্বন্ধে কিছু দেখতে পাই।

পুরাতন নিয়মে, গীতরচক বলেছেন, "আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি! তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়" (গীতসংহিতা ১১৯:৯৭)। আমরা গীতসংহিতা ১ অধ্যায়ে পড়ি, "কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে"। আমরা পড়ি, "তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থাপুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্ব্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবে"। এইগুলি হল যিহোশূয় ১ অধ্যায় থেকে যিহোশূয়ের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, যদি ব্যবস্থা আমাদেরকে ঈশ্বর সম্পর্কে দেখাচ্ছে, এবং যদি ব্যবস্থাটি এমন একটি গড়ন হয় যেটার মত করে ঈশ্বর আমাদের গঠন করছেন, তাহলে অবশ্যই, তাঁর লোকেরা এতে আনন্দিত হবে; এবং তাই, এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আমরা নতুন নিয়মে একই প্রকারের ভাষা খুঁজে পেয়েছি। রোমীয় ৭ অধ্যায়ে পৌল লেখেন, "অতএব ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম"। (পদ ১২)। তিনি পরে বলেন, "কারণ আমরা জানি, ব্যবস্থা আত্মিক" (পদ ১৪), এবং আবার, "বস্তুতঃ আন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি" (পদ ২২)। তিনি গীতরচকের মত কথা বলছেন। অন্যত্র, আমরা নতুন নিয়মে পড়ি, ১ তীমথিয় ১:৮ পদে, "কিন্তু আমরা জানি, ব্যবস্থা উত্তম, যদি কেহ বিধিমতে উহা ব্যবহার করে"। ১ যোহন ৫:৩ পদে যোহন এই বিষয়ে কথা বলেছেন: "কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্ব্বহ নয়"।

সম্ভবত ব্যবস্থার ব্যবহারগুলি খুব দ্রুত পর্যালোচনা করা আমাদের জন্য উপকারী হবে। ঐতিহাসিকভাবে, মণ্ডলী তিনটি প্রাথমিক ব্যবহার চিহ্নিত করেছে। ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থার প্রথম ব্যবহার হল দুষ্টতা রোধ করা এবং পৃথিবীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এটিকে ব্যবস্থার নাগরিক ব্যবহার বলে উল্লেখ করা হয়। ব্যবস্থার ঘোষণা পাপ এবং জগতের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধক প্রভাব হিসেবে কাজ করে। ব্যবস্থার দ্বিতীয় ব্যবহার হল ঈশ্বরের দ্বারা পাপ উন্মোচন করা এবং বিবেককে ভয় দেখানো। তিনি আমাদের প্রয়োজনের প্রতি আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলেন এবং খ্রীষ্টের কাছে আমাদের চালিত করেন। এটিকে ব্যবস্থার ঈশ্বরতাত্ত্বিক ব্যবহার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এটি মানুষকে পাপের চেতনার অধীনে নিয়ে আসে এবং তাকে ঈশ্বরের ব্যবস্থার দাবি পূরণে তার অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এইভাবে, ব্যবস্থা হল, পৌলের ভাষায়, গৃহশিক্ষক, আমাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন স্কুল মাস্টার (গালাতীয় ৩:২৪)। এটি একজন বিশ্বাসীর জন্য তার পবিত্রকরণে, সেইসাথে একজন অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে তার মন পরিবর্তনের জন্যও সত্য।

ব্যবস্থার তৃতীয় ব্যবহারটি বিশ্বাসীদের, যারা মুক্তি পেয়েছে, তাদের শিক্ষা দেওয়া এবং কীভাবে তাঁরা তাদের উদ্ধারের জন্য প্রেম ও কৃতজ্ঞতার হৃদয় থেকে ঈশ্বরের মতো জীবনযাপন করতে পারবে, তা নির্দেশ দেওয়া। এটিকে বিশ্বাসীর জন্য জীবনের ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এটি আমাদেরকে আমাদের কর্তব্য এবং সেইসাথে সেই পাপের দিকে নির্দেশ দেয় যা আমাদের অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে এবং এড়িয়ে চলতে হবে। ধার্মিকতা কেমন দেখতে, তা আমাদের দেখায়। ব্যবস্থাকে প্রেম এবং পালন করার জন্য আমাদের অণুপ্রেরণা হল সেই কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা, যা প্রভু যীশুতে আমাদের উদ্ধারের জন্য লাভ করেছি। সেই প্রেম বাধ্যতা দ্বারা প্রদর্শিত হয়, এবং বাধ্যতার মান হল ঈশ্বরের চরিত্র, যেমন আমরা ব্যবস্থার মধ্যে দেখতে পাই। ব্যবস্থা বাধা দিয়ে থাকে। ব্যবস্থা হল পাপের প্রকাশক, আর ব্যবস্থা হল জীবনের নিয়ম। এটি আমাদের জন্য এই সমস্ত জিনিস এবং আরও অনেক কিছু করে। এটি আপনাকে ব্যবস্থা এবং সুসমাচারের সম্পর্কটিকে বুঝতে সাহায্য করে, তাই না?

ব্যবস্থা আমাদেরকে সুসমাচারে খ্রীষ্টের দিকে চালিত করে, এবং তারপর, সুসমাচার বিশ্বাসীর জন্য জীবনের নিয়ম হিসেবে আমাদেরকে ব্যবস্থার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ব্যবস্থা এবং সুসমাচার, উভয়ই শাস্ত্রে অনুগ্রহের মাধ্যম। ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতা কখনই ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার মাধ্যম ছিল না। ব্যবস্থা এবং সুসমাচার একসাথে কাজ করে, এবং তাদের আলাদা করা উচিত নয়। উপসংহারে, আমরা দেখেছি যে সিনয় পর্বতে ব্যবস্থা প্রদান উদ্ধারের প্রেক্ষাপটের মধ্যেই এসেছিল: ঈশ্বর তাঁর মনোনীত লোকেদের কাছে নিজে এবং তাঁর পবিত্রতা অনুসারে জীবনযাপনের নমুনা প্রকাশ করছেন। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা আবাসতাঁবু সম্বন্ধে সিনয় পর্বতে ঈশ্বর যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা বিবেচনা করবো। আমরা যা আবিষ্কার করবো তা হল সুসমাচারের সত্যের ভান্ডার।

বক্তৃতা ১০

আবাসতাঁবু

লেকচারের বিষয়বস্তু:

সদাপ্রভু নিজেকে ঈশ্বর রূপে প্রকাশ করেছেন যিনি তাঁর লোকেদের উদ্ধার করেন, যাতে তিনি তাদের মাঝে বসবাস করতে পারেন – এই বর্তমান জগতে এবং আগামী জগতে।

পাঠ্য অংশ:

"আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ"। (যোহন ১:১৪)।

বক্তৃতা ১০ -এর অনুলিপি

আবাসতাঁবুর বর্ণনা আমাদের কাছে বিদেশী এবং অপরিচিত বলে মনে হয়েছিল। সেই কারণে, অনেক লোক বাইবেলে আবাসতাঁবুকে বর্ণনা করার সমস্ত ক্লান্তিকর বিবরণগুলিকে এড়িয়ে যেতে প্রলুব্ধ হয়, কিন্তু এটি করা ভুল হবে। ঈশ্বর আমাদেরকে সমৃদ্ধশালী ঈশ্বরতত্ত্বে পূর্ণ একটি প্রাণবন্ত এবং দৃশ্যমান চিত্র প্রদান করেছেন। যখন একটু কাছ থেকে দেখার জন্য আমরা থামি, তখন বাইবেলের এই অংশগুলি আনন্দদায়ক এবং সুস্বাদু সত্যগুলি দেখার জন্য একটি জানালা খুলে দেয় যা বর্তমান দিনের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং সেটাতে আমোদ করতে হবে। গতানুগতিক মনে হওয়ার পরিবর্তে, আপনি সুসমাচারের গৌরবের উত্তেজনাপূর্ণ প্রদর্শনগুলি আবিষ্কার করবেন।

ঈশ্বর আবাসতাঁবুর মাধ্যমে কোন প্রধান বিষয়বস্তুটি আমাদেরকে শেখাতে চান? এবং কীভাবে এটি সম্পূর্ণরূপে বাইবেলের সাথে সম্পর্কিত? মোশিকে কি আবাসতাঁবুর নকশা তৈরি করাতে কোন ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল? তাঁবুর উপাদানগুলি থেকে আমরা কী ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করি? তাঁবুর ভিতরে যাজকেরা যে ক্রম অনুসরণ করে পরিচর্যা করেছিলেন, তা থেকে আমরা কোন ঈশ্বরতত্ত্ব শিখি? কীভাবে তাঁবু নতুন নিয়ম এবং তার পরের বিষয়গুলিও নির্দেশ করে?

১৭ শতকের একজন ডাচ ঈশ্বরতাত্ত্বিক, হারমান উইটসিয়াস, আকর্ষণীয়ভাবে উল্লেখ করেছেন, "ঈশ্বর সমগ্র বিশ্ব ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি মোশিকে তাঁবু সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য চল্লিশ দিন নিয়েছিলেন। পৃথিবীর গঠন বর্ণনা করার জন্য একটি অধ্যায়ের চেয়ে একটু বেশি প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ছয়টি অধ্যায় তাঁবুর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল"। এটি আকর্ষণীয় কারণ যাত্রাপুস্তকের প্রায় অর্ধেক অংশ যাত্রাপথের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে নয়, বরং আবাসতাঁবুর নকশা এবং নির্মাণের বর্ণনায় উৎসর্গ করা হয়েছে। কেন?

সদাপ্রভু নিজেকে ঈশ্বর হিসেবে প্রকাশ করেন যিনি তাঁর লোকদের উদ্ধার করেন, যাতে তিনি এই পৃথিবীতে এবং ভবিষ্যতের জগতে তাদের মধ্যে বসবাস করতে পারেন। তাঁবু ঈশ্বরের সাথে জীবন সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দেয়। পবিত্র ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য পাপী লোকেদের জন্য প্রভু যে পদক্ষেপগুলি নিযুক্ত করেছেন তা বোঝার জন্য আমরা তাঁবুটি অধ্যয়ন করি। আমরা এখানে যা সংগ্রহ করব তা বাইবেলের বাকি অংশে দেখতে পাওয়া যাবে। বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝার জন্য, আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ঈশ্বর উদ্ধারের ইতিহাসের এই অংশ উদ্ঘাটন করার সময়ে কী প্রকাশ করেছেন।

প্রথমত, আমাদের দেখতে হবে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মাঝে বাস করছেন, কারণ এটাই হল মূল বিষয়, আবাসতাঁবুর এই অংশের মূল বিষয়। আমরা আদিপুস্তকের একেবারে শুরুতে দেখেছি, ঈশ্বর আদমের সাথে বাস করতেন। দিনের শীতল সময়ে ঈশ্বর আদমের সাথে হেঁটেছেন। পতনের পর, মানুষকে এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর লোকেদের সাথে নিজেকে মিলিত করবেন। আমরা পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে চুক্তির প্রতিশ্রুতিগুলিকে উন্মোচিত হতে দেখেছি, যা আমাদের আশ্বস্ত করে যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে বাস করবেন।

এখন, সিনয় পর্বতে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মধ্যে বসবাস করার জন্য তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও অনেক কিছু প্রকাশ করেন, এবং তিনি সেই উপায়টিকে প্রকাশ করেন যার মাধ্যমে এটি ঘটবে। আবাসতাঁবু মরুভূমির মধ্যে গমন করার সময়ে সদাপ্রভুর একটি অস্থায়ী বাসস্থান ছিল। "আবাসতাঁবু" শব্দের অর্থ তাঁবু, কিন্তু এটি একটি বিশেষ তাঁবু যা অন্য সব তাঁবু থেকে আলাদা। সেই কারণে, একে "সদাপ্রভুর তাঁবু" এবং "সমাগম তাঁবু" বলা হয়। এটিকে "পবিত্র স্থান"ও বলা হত কারণ এটি ছিল ঈশ্বরের পবিত্র উপস্থিতির স্থান। অবশেষে, এটিকে "সাক্ষ্য তাঁবু"ও বলা হত। ব্যবস্থার দুটি ফলককে "সাক্ষ্য" বলা হত এবং সেগুলিকে সিন্দুকের ভিতরে তাঁবুর মহা পবিত্র স্থানের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল, এইভাবে, তাঁর লোকেদের সাথে ঈশ্বরের অনুগ্রহের চুক্তির সাক্ষ্য দেয়।

তাঁবুটি যাত্রাপুস্তকের সময় থেকে রাজা শলোমনের সময় পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং শলোমনের সময়ে তাঁবুটি মন্দির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। তাঁবুটি ইস্রায়েলীয় শিবিরের সম্পূর্ণ কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল যেখানে ১২টি বংশ ঈশ্বর-নিযুক্ত নকশায় তাঁবুর চারিপাশে শিবির স্থাপন করেছিল। এটি স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে তাঁর বাস করাকে প্রদর্শন করেছিল। এটি বাইবেলের এই অংশের শুরুতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যাত্রাপুস্তক ২৫:৮ পদে, আমরা পড়ি, "আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করুক, তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব"। তাঁর লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরের বসবাস করার এই বার্তাটি চুক্তির কেন্দ্র বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্ত ছিল: 'আমি তোমাদের ঈশ্বর হব। তোমরা আমার প্রজা হবে এবং আমি তোমাদের মধ্যে বাস করব'।

যাত্রাপুস্তক ২৯:৪৫-৪৬ পদের কথাগুলো লক্ষ্য করুন, "আর আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে বাস করিব, ও তাহাদের ঈশ্বর হইব। তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু, তাহাদের ঈশ্বর, আমি তাহাদের মধ্যে বাস করণার্থে মিসর দেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি; আমিই সদাপ্রভু, তাহাদের ঈশ্বর"। তাঁবুর উদ্দেশ্য ছিল ইস্রায়েলের মাঝখানে যিহোবার বাস করার সেই সিনয় পর্বতের অভিজ্ঞতাটিকে অব্যাহত রাখা। কেন আমি এই কথাটি বলছি? এই সমান্তরালটি লক্ষ্য করুন। সিনয় পর্বতে, আমরা যাত্রাপুস্তক ২৪:১৫-১৬ পদে এই কথাগুলি পড়ি, "মোশি যখন পর্ব্বতে উঠিলেন, তখন মেঘে পর্ব্বত আচ্ছন্ন ছিল। আর সীনয় পর্ব্বতের উপরে সদাপ্রভুর প্রতাপ অবস্থিতি করিতেছিল; উহা ছয় দিন মেঘাচ্ছন্ন রহিল; পরে সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্য হইতে মোশিকে ডাকিলেন"।

এখন, যাত্রাপুস্তক ৪০:৩৪ পদে আবাসতাঁবুর সম্পর্কে একই ভাষা ব্যবহৃত হতে দেখুন, "তখন মেঘ সমাগম-তাঁবু আচ্ছাদন করিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ করিল"। সিনয় পর্বতে তাঁর লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরের বসবাস করার অভিজ্ঞতা তাঁবুর মাধ্যমে চিরস্থায়ী হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের একটি সুসমাচার ধরণ এবং সুসমাচারের বিষয়বস্তু চিহ্নিত করতে হবে যা আবাসতাঁবুতে পাওয়া যায়। এটাই হল এই বার্তার মূল বিষয়বস্তু। এখানেই আমরা আমাদের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করব। আমরা বিস্তারিত বিষয়গুলি দেখার আগে, লক্ষ্য করুন যে একটি ঐশ্বরিক নির্দেশাবলী রয়েছে। এখন, আমরা হেবলের ক্ষেত্রে দেখেছি যে ঈশ্বরকে কেবলমাত্র তাঁর নিজের দেওয়া নির্দেশ অনুসারেই আরাধনা করতে হবে। এটি দ্বিতীয় আদেশে আরও সমর্থন করা হয়েছিল যেখানে ঈশ্বর আমাদের বলেন, "তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না"। ঈশ্বর সেই আজ্ঞার মধ্যে দিয়ে এটি বলছেন, 'তোমরা শুধু আমারই আরাধনা কর, যেমনটা আমি নিযুক্ত করেছি' এবং নৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এটি অন্যত্র পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৩২ পদে, আমাদেরকে এই কথাগুলো দেওয়া হয়েছে, "আমি যে কোন বিষয় তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, তোমরা তাহাই যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে; তুমি তাহাতে আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহা হইতে কিছু হ্রাস করিবে না"। আরাধনার এই বাইবেল ভিত্তিক ব্যবস্থা সমস্ত যুগের, সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। ঈশ্বর বিশেষভাবে তাঁর লোকেদের জন্য যে আরাধনা নিযুক্ত করেন তা থেকে আমরা যোগ বা বিয়োগ করতে পারি না, যদিও তিনি যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ভিন্ন হতে পারে এবং নতুন নিয়ম থেকে পুরাতন নিয়মে ভিন্ন হতে পারে, যেমনটি আমরা পরবর্তী সময়ে দেখতে পাবো।

এটি আশ্চর্যকর ছিল না যে, তাঁবুটি ঈশ্বরের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে নির্মিত হয়েছিল, মোশির নির্দেশিত পদ্ধতি ও ধরণ অনুযায়ী নয়। মোশির কোন ভূমিকা ছিল না। যাত্রাপুস্তক ২৫ থেকে লেবীয়পুস্তক ৭ অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যায়গুলিতে, ঈশ্বর প্রতিটি একক বিবরণ প্রদান করেছেন, যাতে হুবহু ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে এটিকে স্থাপন করা হয়। আমরা ৩১ অধ্যায়, ১১ পদে এই শব্দগুলি খুঁজে পাই, "আমি তোমাকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে তাহারা সমস্তই করিবে"। এই ভাষা সমস্ত বাইবেল জুড়ে বোনা। মানুষের কল্পনার কোন কিছুই এখানে অনুমোদিত নয়। ঈশ্বরের আরাধনায় মানুষের সমস্ত উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতা এখানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

কিন্তু এই ধরণের মধ্যে তিনি ঠিক কী বর্ণনা করেছেন? এটি আমাদের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু বিবেচনা করতে পরিচালনা করে, এবং আমরা আবাসতাঁবুর পৃথক অংশগুলি দেখতে চলেছি, ঈশ্বর আমাদেরকে যে বিবরণ দেন তাতে পাওয়া ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলি। বিভিন্ন উপাদান এবং আসবাবের টুকরোগুলির যোগান এবং বিন্যাস ঈশ্বরের সুসমাচারের অনুগ্রহ প্রকাশ করেছিল, যেভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত পাপীরা একজন পবিত্র ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার প্রবেশাধিকার পেয়েছে। আমরা প্রতিটি অংশকে সেই ক্রমে বিবেচনা করবো যেভাবে একজন যাজক তাঁবুতে আসার সময়ে সেগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, এইভাবে, ঈশ্বরের প্রকাশ করা ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু এবং উদ্ধারের বিষয়বস্তুকে চিহ্নিত করবো। উভয় ক্রম যা যাজকেরা অনুসরণ করতেন, এবং তার পাশাপাশি আসবাবপত্রের পৃথক টুকরাগুলি, সুসমাচারের সত্যকে প্রকাশ করে।

প্রথমত, সামগ্রিক চিত্রটি লক্ষ্য করুন। সেখানে একটি বড় প্রাঙ্গণ ছিল যা খোলা আকাশের নিচে ছিল, এবং এটি সাদা

মসৃণ কাপড় দিয়ে তৈরি একটি বেড়া এবং পর্দা, যা স্তম্ভ, সকেট, হুক এবং ফিলেট দিয়ে ঝুলানো ছিল। সেই প্রাঙ্গণের ভিতরে ছিল আবাসতাঁবু, সদাপ্রভুর তাঁবু। তবে প্রাঙ্গণের ভিতরে, তাঁবুর বাইরেও ছিল পিতলের বেদী এবং পিতলের প্রক্ষালন পাত্র অথবা একটি বেসিন। আবাসতাঁবুর ভিতরের অংশটিই দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। বড় অংশ ছিল পবিত্র স্থান; এবং ছোট অংশ, সবচেয়ে গর্ভগৃহ, সেটিকে বলা হত মহা পবিত্র স্থান। আমরা ক্রমানুসারে বিভিন্ন অংশ বিবেচনা করবো, এবং আমরা শুধুমাত্র সাতটি প্রধান বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি। আপনার ভবিষ্যতের অধ্যয়নে এটি থেকে আরও অনেক কিছু শেখার আছে।

যাজকেরা বাইরের উঠানের বেড়া পর্যন্ত যেতেন, যা দৃশ্যত মানুষের থেকে ঈশ্বরের পৃথকীকৃত হওয়া এবং পবিত্রতাকে প্রদর্শন করে। তিনি নীল, বেগুনি, লাল রঙের এবং সাদা পর্দা দিয়ে তৈরি ফটকের মধ্য দিয়ে যেতেন, যা পিতলের চারটি স্তম্ভের সাথে রুপোর ঘুণ্টি, আঁকড়া ও ঘুন্টিঘরা দিয়ে যুক্ত ছিল। সেই ফটকের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার পর তিনি প্রথম যে বস্তুটি তিনি দেখতে পেতেন, তা হল বেদী, ব্রোঞ্জ বা পিতলের বেদী। এটি তার সামনে অবিলম্বে উপস্থিত হবে, এবং তিনি সেটির কাছে যাবেন।

চারকোণে চারটি শিং বিশিষ্ট বর্গাকার বেদীটি পিতলে আবৃত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, সোনার মত কোন ধাতু দিয়ে তৈরি করলে এটি আরও সুন্দর দেখতে হত, তবে পিতল দিয়ে তৈরি করার পরিণামে এটি আরও টেকসই হয়েছে। এর সাথে ছিল পিতলের হাঁড়ি, হাতা, ত্রিশূল ইত্যাদি। আমাদের বলা হয়েছে যে বেদীর আগুন কখনই নিভতে দেওয়া হত না। একটি পবিত্র ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে বসবাস করার জন্য, প্রথম যে বস্তুটির প্রয়োজন, সেটা হল একটি বলিদান এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত; তাই, তারা প্রথমেই এই পিতলের বেদীর কাছে উপস্থিত হতেন। ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সন্তুষ্ট করতে হবে। পাপের স্বীকারোক্তি করতে হবে। পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। যাজক প্রথমে এটি ব্যতিরেকে সামনে এগোতে পারতেন না।

এখন, আমরা পরের বক্তৃতায় বলিদান নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব, কিন্তু এটি খ্রীষ্টের চূড়ান্ত এবং নিখুঁত বলিদানের প্রয়োজনীয়তার দিকে নির্দেশ করে। এটি ঈশ্বরের লোকেদের মনে মুদ্রাঙ্কিত করা হয়েছিল। তাদের খ্রীষ্টের বলিদানের প্রয়োজন ছিল, যিনি তাঁর লোকেদের পাপের জন্য তাঁর রক্ত সেচন করবেন। তাঁর সমস্ত লোকের সমস্ত পাপের জন্য খ্রীষ্টের প্রতিস্থাপনমূলক প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া, আমাদের ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার কোনও প্রবেশাধিকার থাকবে না এবং তিনি আমাদের সাথে বসবাস করতে পারবেন না।

দ্বিতীয়ত, আপনি প্রক্ষলন পাত্র অথবা পিতলের বেসিনের সামনে আসবেন, এবং এটি জলে পূর্ণ থাকতো, যেখানে হারোণ এবং তার পুত্ররা নিজেদেরকে পূর্ণাঙ্গরূপে ধুয়ে ফেলতেন, আবাসতাঁবুর কাছে যাওয়ার আগে তাদের হাত ও পা ধুয়ে ফেলতেন। আমাদের বলা হয়েছে যে যদি তারা হাত ও পা না ধুইয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, তাহলে তারা মারা যেতেন।

বলিদানের পরের এই ধাপটি আনুষ্ঠানিকভাবে ধোয়া বা শুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তার প্রতীক। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করার জন্য তাদের ক্রমাগত শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন ছিল। আমরা এখানে দেখতে পাই যে যারা খ্রীষ্টের বলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসে, তাদের পাপ স্বীকার করে, তাদের সত্যিকারের শুদ্ধিকরণ, আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন আছে। ১ যোহন ১:৭ পদে, আমরা পড়ি, "এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে"।

তাঁবুটি নিজেই আয়তাকার আকারে ছিল এবং এটি কাপড়ের চারটি স্তরে আবৃত ছিল। যখন আপনি ভিতরে থেকে উপরের দিকে তাকান তখন সবচেয়ে নীচের স্তরটি দেখা যায় নীল, বেগুনি, লাল রঙের সূক্ষ্ম মসৃণ কাপড়ের একটি স্তর, যার উপরে ছিল করূব, স্বর্গদূতদের চিত্র সুতোর কাজ করা। বাইরের স্তরগুলি ছিল ছাগলের লোম, তারপরে লাল রঙের ছাগলের চামড়া এবং তারপর জলরোধী চামড়ার একটি বাইরের স্তর। পর্দার প্রবেশদ্বার দিয়ে আবাসতাঁবুর আচ্ছাদিত তাঁবুর প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করার সময়, যেটাকে পবিত্র স্থান বলা হত, সেই প্রথম অংশটি, আপনি ডানদিকে দর্শন-রুটির মেজ দেখতে পাবেন; এবং, বাম দিকে সোনার দীপবৃক্ষ; এবং মহা পবিত্র স্থানের মধ্যে পর্দার সামনে অবিলম্বে দূরে মাঝখানে ধূপবেদি।

তাই সর্বপ্রথমে, আপনি যদি আপনার বাম দিকে যান তবে আপনি সোনার দীপবৃক্ষের কাছে আসবেন। এটি খাঁটি সোনার একটি শক্ত টুকরোকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এটির কেন্দ্রে একটি স্তম্ভ ছিল যার প্রতিটি পাশে তিনটি শাখা ছিল, এবং এটি ছিল একটি গাছের মতো একটি সাত-শাখাযুক্ত দ্বীপবৃক্ষ। প্রদীপগুলিকে চিরকাল তেল দিয়ে জ্বালিয়ে রাখতে হত। এটি অন্ধকারময় একটি কক্ষকে আলোকময় করে রাখতো। যখন আলো জ্বালানো হয়, তখন অভ্যন্তরটি পৃথিবীতে স্বর্গের একটি দৃশ্য মতো দেখায়। আপনি দেয়ালে এবং ছাদে করূবগণদের চিত্র দেখতে পাবেন।

সেই দীপদানগুলি সেই আলোর প্রতীক যা ত্রাণকর্তা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দর্শায়, যাকে যোহনের সুসমাচারে জগতের জ্যোতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (অধ্যায় ৮ পদ ১২)। এটি পরিত্রাণ প্রকাশ করার জন্য পবিত্র আত্মার জ্ঞানদান প্রতিনিধিত্ব করে। স্বাভাবিক মানুষ পাপ ও অন্ধকারে অন্ধ। প্রভুর উপস্থিতি এবং পরিত্রাণ ছাড়াও, এটি সেই জায়গায় পরিশ্রমকারী যাজকদের সেবার জন্য আলো দিত। সুতরাং, এই দ্বীপবৃক্ষ খ্রীষ্ট এবং তাঁর পরিত্রাণের দিকে ইঙ্গিত করে।

এটির ওপারে, আপনার ডানদিকে দর্শন-রুটির মেজ থাকত, যাকে উপস্থিতির রুটিও বলা হয়। এটিও সোনা দিয়ে মোড়ানো ছিল এবং এটির চারপাশে একটি মুকুট, এক ধরণের সোনার ফ্রেম ছিল। মেজের উপর ১২টি তাজা রুটি, ছয়টি রুটির দুটি স্তূপ, প্রতি বিশ্রামবারে সেখানে রুটিগুলি রাখা হত এবং আমাদের বলা হয়েছে যে যাজকরা এই রুটি খেতেন। রুটিগুলি ১২টি জাতির প্রতীক এবং ঈশ্বরের চুক্তির চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতি এবং বিধানগুলির একটি ক্রমাগত অনুস্মারক প্রদান করে।

রুটি উপস্থাপনের রীতিকে চিরকালের চুক্তি বলা হত। তারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ঈশ্বরের লোকেদের প্রতীক ছিল। যাজকদের সেই রুটি খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আমরা অবশ্যই, খাদ্যরূপী জীবিত বাক্যের উপর, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের থেকে পুষ্টি গ্রহণ করি, যিনি অবশ্যই, জীবন খাদ্য ছিলেন, যেমনটি আমরা যোহন ৬:৩৫ পদে দেখি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যারা বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর কাছে আসে, তারা কখনই ক্ষুধার্ত হবে না, তবে তারা অনন্ত জীবন পাবে।

পঞ্চম বস্তু যা আমরা বিবেচনা করবো তা হল ধূপবেদী। আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আপনি যখন সেই তাঁবুতে আসবেন, তখন এটি সেই প্রথম ঘরের বহুদূরে দেখা যাবে। চার কোণে শিং বিশিষ্ট এই বেদীটি আবার খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়ানো ছিল। মহাযাজক বিশেষ মিষ্টি ধূপ জ্বালাতেন, একটি প্রণালী যা শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যের জন্য সংরক্ষিত ছিল। তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা বেদীতে সেই ধূপ জ্বালাতেন। তারপর, বছরে একবার, প্রায়শ্চিত্তের দিনে, বেদীর শিংগুলিতে পাপার্থক বলির রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হত।

এটা কীসের প্রতীক ছিল? ধূপটি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পাপাবরণের সামনে দেওয়া প্রার্থনার প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি যদি গীতসংহিতা ১৪১ এর শুরুর অংশটি পড়েন তবে আপনি এটি দেখতে পাবেন। আমরা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ধূপ হিসেবে আমাদের প্রার্থনাগুলি নিয়ে আসি (পদ ২)। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি এই একই আনুষ্ঠানিক প্রতীক বহন করে। প্রকাশিত বাক্য ৫:৮ এবং ৮:৩,৪ পদগুলিতে, এটি সেই সমস্ত শেষ সময়ের চিত্রগুলিতে, ধূপ হিসেবে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে উত্থিত সাধুদের প্রার্থনা সম্পর্কে কথা বলে।

এই সমস্ত কিছুর উৎপত্তি এই ধূপবেদীতে থেকে এবং এটি আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা চান এবং তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন। এই প্রার্থনাগুলি ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে তাঁর কাছে একটি সুগন্ধযুক্ত ধূপ হিসেবে ওঠে, ঠিক যেমন ধূপটি নিয়মসিন্দুকের ঠিক সামনে এবং তাঁবুতে অনুগ্রহ সিংহাসনের সামনে উঠত। তাঁবুতে নয়, পরবর্তী সময়ে মন্দিরের ধূপবেদীর সামনে, একজন স্বর্গদূত সখরিয়ের কাছে আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছেন এবং তাকে একটি পুত্র সন্তান দেবেন, যার নাম হবে বাপ্তিস্মদাতা যোহন। আমরা নতুন নিয়মের শুরুতেই এটি পড়ি।

ষষ্ঠ বস্তু হল পর্দা। পবিত্র স্থানটিকে মহা পবিত্র স্থান, সেই অভ্যন্তরীণ গর্ভগৃহ থেকে আলাদা করার জন্য একটি বড় পর্দা থাকত। এই পর্দাটি ধূপবেদীর পিছনের দুটি অংশকে আলাদা করতো। এটি ছিল ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে একটি দৃশ্যমান এবং প্রতীকী বাধা। এটি খুব ভারী বোনা কাপড় দিয়ে তৈরি ছিল এবং এটি মাঝখানে খোলা ছিল না। যাজকদের ঘুরে, পর্দার পাশ দিয়ে যেতে হতো।

একবার মহা পবিত্র স্থানের ভিতরে প্রবেশ করার পর, সেখানে পাওয়া একমাত্র বস্তুটি ছিল নিয়মসিন্দুক। এখন, কক্ষটি স্বয়ং প্রায় ১৫ ফুট বাই ১৫ ফুট ছিল। মহাযাজক কেবলমাত্র বছরে একবার এই মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন, বছরে একবার, প্রায়শ্চিত্তের দিনে পাপাবরণের সামনে রক্ত ছিটিয়ে দিতে, নিজের পাপের এবং মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার নিমিত্তে।

যীশু মারা যাওয়ার সময়ে, তৎকালীন মন্দিরের পর্দাটি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের দ্বারা উপরে থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে যাওয়ার তাৎপর্য বোঝার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে প্রতিটি বিশ্বাসীর সরাসরি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়ার ক্ষমতার একটি প্রতীক। আপনি ইব্রীয় ৪:১৬ পদে পুরাতন নিয়মের এই চিত্রের সাথে সংযোগটি লক্ষ্য করবেন, "অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি", অনুগ্রহ সিংহাসনটির কথা মনে আছে? "এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই"।

আসুন আরও বিবেচনা করি নিয়মসিন্দুক এবং পাপাবরণ নিয়ে। সর্বোপরি, তাঁবুর মধ্যে ঈশ্বরের অন্তঃস্থলের মধ্যে এটিই ছিল চূড়ান্ত গন্তব্য। এটি আবাসতাঁবুর কেন্দ্রবিন্দু এবং সমগ্র তাঁবুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। সিন্দুকটি, অবশ্যই, আয়তাকার ছিল এবং এটি ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন জায়গায় সোনায় আবৃত ছিল। কিন্তু যখন আপনি নিয়ম সিন্দুকের কাছে আসেন, তখন সেই সিন্দুকটি সবরকমের প্রাণবন্ত বর্ণনায় পরিপূর্ণ ছিল, যা ঈশ্বরের উপস্থিতিকে আকর্ষিত করতো। ইব্রীয় ৯:৪ পদে, আমরা পড়ি যে এতে "সোনার পাত্রের মধ্যে মান্না ছিল, হারোণের লাঠি, এবং ১০ আজ্ঞার দুটি প্রস্তর ফলক"। ইস্রায়েলীয়দের নিয়ম সিন্দুক স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, এবং যদি তারা করে তবে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, এরকম নিয়ম ছিল।

পাপাবরণ খাঁটি সোনার একটি মাত্র টুকরো দিয়ে তৈরি এবং সিন্দুকের উপরে স্থাপন করা হয়েছিল। এর দুপাশে দুটি ডানাওয়ালা করূব ছিল, তারা একে অপরের দিকে মুখোমুখি, এবং তাদের ডানা ছিল যা তাদের উপরে একে অপরের দিকে প্রসারিত ছিল। সিন্দুকটি প্রধানত একটি প্রতীক ছিল, যেমন আমি বলি, তাঁর লোকেদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির, এইভাবে, সম্পূর্ণরূপে তাঁবুর প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে আলোকপাত করে। অন্যত্র একে ঈশ্বরের সিংহাসন বলা হয়েছে। আবার, এটি স্বর্গে ঈশ্বরের স্থানের একটি ক্ষুদ্র, অস্থায়ী চিত্র প্রদান করে। অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর, যাঁকে স্বর্গের স্বর্গও ধারণ করতে পারে না, তিনি তাঁর লোকেদের মধ্যে আসতে এবং বাস করতে নেমে এলেন, অবশ্যই, প্রধানত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের দিকে ইঙ্গিত করে, যা আমরা কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবো।

এই সমস্ত বস্তুগুলি নিয়ে আলোচনা করার পরেও, আরও একটি অপরিহার্য বস্তু রয়ে গিয়েছে, এবং তা হল, স্বয়ং ঈশ্বরের উপস্থিতি। প্রভু দিনে মেঘের স্তম্ভে এবং রাতে আগুনের স্তম্ভে তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করেছিলেন, যা নিয়ম সিন্দুকের উপরে সরাসরি

পাপাবরণের উপরে আবাসতাঁবুর উপরে এসে স্থির থাকতো। ঈশ্বর সেই পাপাবরণের উপর থেকে মহাযাজকের সাথে কথা বলতেন। ঈশ্বরের উপস্থিতি মরুভূমির মধ্য দিয়ে তাঁর লোকেদের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং নির্দেশ করেছিল। যখন মেঘ অথবা আগুনের স্তম্ভ সরে যেতো, তখন ইস্রায়েলীয়েরাও যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হতো। যখন সেটি থেমে যেতো, তখন তারা শিবির স্থাপন করে বসবাস করা শুরু করতো, যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি আবার সরে যায়, কিন্তু বার্তাটি পরিষ্কার ছিল: ঈশ্বর তাদের মধ্যে বাস করছিলেন।

সবশেষে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে, আমাদেরকে তাঁবুতে পাওয়া স্বর্গীয় বাস্তবতাগুলি বিবেচনা করতে হবে। তাঁবুটি ছিল ঈশ্বরের প্রকৃত বাসস্থানের একটি অস্থায়ী পার্থিব ছবি। যেহেতু তাঁবুটি সদাপ্রভুর বাসস্থানের একটি প্রতীক ছিল যখন তিনি তাঁর লোকেদের মধ্যে থাকতেন, তাই এটি স্বর্গে তাঁর আসল আবাসের একটি সত্যিকারের ধরণ হতে হবে। আমরা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত করেছি যে তাঁবুটি স্বর্গের একটি পার্থিব চিত্র ছিল। রঙিন কাপড়ের উপর সুচ-সুতোর কাজ করা করূবগণের কথা মনে আছে, জেটি ভিতরের দিকে ছাদ এবং পাশগুলিকে আচ্ছাদিত করেছিল, এবং পাপাবরণের উপরে করূবগণ, এবং ঈশ্বরের সিংহাসন হিসেবে এটির উল্লেখ।

পুরাতন নিয়মের সাধুরা বুঝতে পেরেছিলেন যে যা নির্মিত হয়েছিল তা কেবল একটি মডেল অথবা আরও মহিমান্বিত কিছুর একটি ধরণ। যাত্রাপুস্তক ২৫:৯,৪০ পদগুলি, উদাহরণস্বরূপ, এটি স্পষ্ট করে তোলে। এটিকে একটি প্যাটার্ন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আসল [বিষয়টি] আবির্ভূত হয়নি, কিন্তু ইব্রীয় পুস্তকে এই বিষয়টিকে অনেক সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করেছে, এবং আমি মনে করি আমাদের সেই প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি উদ্ধৃত করার জন্য সময় নেওয়া মূল্যবান। এটি ইঙ্গিত করছে যে তাঁবুটি স্বর্গে ঈশ্বরের প্রকৃত বাসস্থান অনুসারে নকশা করা হয়েছিল। এটি ছিল স্বর্গীয় বাস্তবতার একটি অস্থায়ী চিত্র।

আমার সাথে লক্ষ্য করুন আমরা ইব্রীয় ৮:৫ পদে যা পড়ি, "তাহারা স্বর্গীয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত ও ছায়া লইয়া আরাধনা করে, যেমন মোশি যখন তাঁবুর নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিতে উদ্যত ছিলেন, তখন এই আদেশ পাইয়াছিলেন, [ঈশ্বর] কহেন, "দেখিও, পর্ব্বতে তোমাকে যে আদর্শ দেখান গেল, সেইরূপ সকলই করিও"। অধ্যায় ৯:৮-৯, "ইহাতে পবিত্র আত্মা যাহা জ্ঞাপন করেন, তাহা এই, সেই প্রথম তাঁবু যাবৎ স্থাপিত থাকে, তাবৎ পবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ প্রকাশিত হয় নাই। সেই তাঁবু এই উপস্থিত সময়ের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত; সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে এমন উপহার ও যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়, যাহা আরাধনাকারীকে সংবেদগত সিদ্ধি দিতে পারে না", সংস্করণের সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত, তাদের উপর এটি আরোপণ করা হয়েছিল।

অধ্যায় ৯, পদ ২৩ এবং ২৪, "ভাল, যাহা যাহা স্বর্গস্থ বিষয়ের দৃষ্টান্ত, সেগুলির ঐ সকলের দ্বারা শুচীকৃত হওয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু যাহা যাহা স্বয়ং স্বর্গীয়, সেগুলির ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা শুচীকৃত হওয়া আবশ্যক। কেননা খ্রীষ্ট হস্তকৃত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন নাই—এ ত প্রকৃত বিষয়গুলির প্রতিরূপমাত্র—কিন্তু স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন, যেন তিনি এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রকাশমান হন"। সবশেষে, ইব্রীয় ১০:১ পদে, "কারণ ব্যবস্থা আগামী উত্তম উত্তম বিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট, তাহা সেই সকল বিষয়ের অবিকল মূর্ত্তি নহে; সুতরাং একরূপ যে সকল বার্ষিক যজ্ঞ নিয়ত উৎসর্গ করা যায়, তদ্দ্বারা, যাহারা নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে ব্যবস্থা কখনও সিদ্ধ করিতে পারে না"।

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? এটি একটা চিত্র। আবাসতাঁবু স্বর্গীয় বস্তুগুলির চিত্র। পুরাতন নিয়মের চিহ্নগুলি শেষ পর্যন্ত নতুন নিয়মের বাস্তবতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। আমরা বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি যে পুরাতন নিয়মের এই অনুষ্ঠানগুলি ছিল অস্থায়ী। যখন খ্রীষ্ট এসেছিলেন, তখন আবাসতাঁবু এবং মন্দিরের চিহ্নগুলিকে স্থায়ীভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং নতুন নিয়মে প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে এই আনুষ্ঠানিক ছায়ায় ফিরে যেতে নিষেধ করে। কেন? কারণ আমাদের কাছে এখন আসল বস্তু রয়েছে যার কেবল পূর্বাভাস তারা দিতে পারতো। নতুন নিয়মে অনেকটি অংশ উৎসর্গ করা হয়েছে ইহুদীবাদীদের ত্রুটির মোকাবিলা করার জন্য, যারা পুরাতন নিয়মের এই আনুষ্ঠানিক বস্তুগুলির প্রতীক, এবং তারা প্রতিষ্ঠান এবং আদেশ-নিষেধ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। প্রেরিতরা নিষেধ করেছেন, ও তাদের মোকাবিলা করেছিলেন।

গালাতীয় ৪:৯ পদে, পৌল বলেছেন, "তবে কেমন করিয়া পুনর্ব্বার ঐ দুর্ব্বল অকিঞ্চন অক্ষরমালার প্রতি ফিরিতেছ"। কলসীয় ২:১৭ পদটি আসন্ন বস্তুর ছায়ার কথা বলে, কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের। যীশু স্বয়ং যোহন ৪ অধ্যায়ে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। আপনি এটি আবার প্রেরিতের পুস্তকে দেখতে পাবেন। আপনি ইব্রীয় ৮-১০ অধ্যাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে পড়ুন। তারা সবাই একই বার্তা বহন করে।

নতুন নিয়মে, খ্রীষ্ট বলেছেন যে আমাদেরকে অবশ্যই আত্মায় এবং সত্যে তাঁর আরাধনা করতে হবে (যোহন ৪:২৪)। খ্রীষ্টের জন্য এটি অপমানজনক হবে, যখন তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন, তখন যদি আমরা এই ছায়াগুলির দিকে ফিরি। সেই ব্যক্তি স্বয়ং সঙ্গে থাকা অনেক বড় গৌরবের বিষয়। সুতরাং, নতুন নিয়মের আরাধনা, যা ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য আদেশ দেন, নির্দেশ দেন, নিযুক্ত করেন, তা অনেক বেশি সরলতার অধ্যাদেশগুলি প্রদর্শন করে কারণ নতুন নিয়মের আরাধনার গৌরব বেদী, ধূপ এবং যাজক সেবার পার্থিব প্রতীকগুলিতে নেই।

আমাদের আরাধনা স্বর্গের সিংহাসন কক্ষে স্থান নেয়, যেখানে আমরা আমাদের মহাযাজক, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে খুঁজে পাই। সেই মহিমা হল খ্রীষ্টের উপস্থিতি। সেই মহিমা হল আমাদের মধ্যে তাঁর আত্মার উপস্থিতি, যা প্রচার, এবং পাঠ করা, এবং প্রার্থনা, এবং গীতসংহিতা থেকে গাওয়া এবং অধ্যাদেশগুলির মতো সাধারণ নিয়মগুলির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। পুরাতন নিয়মের তাঁবুটি নতুন নিয়মে তার পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়।

শেষ করার আগে আমাকে সংক্ষেপে বলতে দিন, প্রথমত, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে এটি পরিপূর্ণ হয়েছে। যোহন ১:১৪ পদে আমরা পড়ি, "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন" এটি আক্ষরিক অর্থে 'এবং আমাদের মধ্যে আবাস করিলেন', "(আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ)"। খ্রীষ্ট এসেছেন। তিনি ইম্মানুয়েল। তিনি হলেন আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর। তাঁবু খ্রীষ্টের স্বয়ং আগমনের দিকে নির্দেশ করে।

আবাসতাঁবু খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের মধ্যেও পরিপূর্ণ হয়। এটি ২ করিন্থীয় ৬:১৬ পদে সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, "আমরাই ত জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির, যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব ও গমনাগমন করিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে'"। এখানে অনুগ্রহের চুক্তির ভাষা, এবং তার সাথে-সাথে আবাসতাঁবুর ভাষাটিও লক্ষ্য করতে পারি। সুতরাং, আমরা সদাপ্রভুকে স্বতন্ত্র খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে, তাঁর লোকেদের মধ্যে সদয়ভাবে বসবাস করতে দেখি, কিন্তু আমরা আবাসতাঁবুকে সামগ্রিক রূপে, ঈশ্বরের লোক হিসেবে, ঈশ্বরের সমবেত লোক হিসেবে মণ্ডলীর মধ্যেও, পরিপূর্ণ হতে দেখতে পায়।

ইফিষীয় ২ অধ্যায়ের শেষে, আমরা পড়ি, "তাঁহাতেই", অর্থাৎ মণ্ডলী, "তাঁহাতেই প্রত্যেক গাঁথনি সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে; তাঁহাতে আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকেও এক সঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে"। আমরা অন্যত্র যীশুর এই কথাগুলি পড়ি যে যেখানেই ঈশ্বরের দুই বা তিনজন লোক আরাধনার জন্য একত্রিত হবে, সেখানেই খ্রীষ্ট তাদের মাঝখানে থাকবেন (মথি ১৮:২০)।

আমি আরও একটি বিষয় যুক্ত করতে চাই: আবাসতাঁবু স্বয়ং স্বর্গে পরিপূর্ণ হয়। যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি, যাত্রাপুস্তক এবং ইব্রীয়, উভয় পুস্তকেই, তাঁবুটি একটি ধরণ হিসেবে, একটি উদাহরণ হিসেবে, একটি ছায়া হিসেবে, স্বর্গে ঈশ্বরের প্রকৃত আবাসের একটি চিত্র হিসেবে কাজ করেছিল।

এখন, আসুন, এই দুটি শাস্ত্রাংশকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করা যাক এবং দেখা যাক যে তাদের মধ্যে কতটা মিল রয়েছে। এর আগে, আমরা যাত্রাপুস্তক ২৯:৪৫-৪৬ পদগুলি উল্লেখ করেছি, "আর আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে বাস করিব, ও তাহাদের ঈশ্বর হইব। তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু, তাহাদের ঈশ্বর, আমি তাহাদের মধ্যে বাস করণার্থে মিসর দেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি; আমিই সদাপ্রভু, তাহাদের ঈশ্বর"।

এখন, বাইবেলের শেষ অংশ সরাসরি চলে যান, প্রকাশিত বাক্য ২১:৩, এবং অনুরূপ ভাষাটি লক্ষ্য করুন, "পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন"।

তাঁবু এবং পরবর্তী মন্দির, উভয়ই তাঁর লোকেদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতির কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। খ্রীষ্টের আগমনের বৃহত্তর বাস্তবতার সামনে, আবাসতাঁবু এবং মন্দিরকে চিরতরে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা যে আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রতীকী করে তুলেছিল, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মাঝে বসবাস করেন, তা প্রতিটি খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের আনন্দ দিয়ে চলেছে। এটি ঈশ্বরের লোকেদের হৃদয়ের আর্তনাদ তৈরি করে, যেমন গীতসংহিতা ২৩:৬ পদে সদাপ্রভুর ঘরে চিরকাল বসবাস করার জন্য গীতরচকের আকাঙ্ক্ষায় দেখা গিয়েছে। কেন? কারণ ঈশ্বর তাদের সাথে উপস্থিত, এবং আমরা তাঁর মহিমা দেখার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি।

গীতসংহিতা ২৭:৪ বলে, "সদাপ্রভুর কাছে আমি একটী বিষয় যাচ্ঞা করিয়াছি, তাহারই অন্বেষণ করিব, যেন জীবনের সমুদয় দিন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি, সদাপ্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিবার ও তাঁহার মন্দিরে অনুসন্ধান করিবার জন্য"। এই ভাষাটি সমস্ত গীতসংহিতা জুড়ে চলতে থাকে। গীতসংহিতা ৮৪ লক্ষ্য করুন, অথবা দায়ূদের কথা চিন্তা করুন যখন তিনি প্রান্তরে বসবাস করতেন, যেমনটি গীতসংহিতা ৬৩ অধ্যায়ে বর্ণিত করা হয়েছে।

আমরা ঈশ্বরের লোক হিসেবে এই গানগুলি গাইতে থাকি, এবং আমরা তাদের চিরন্তন বাস্তবতার পূর্ণতার আলোকে গাইতে থাকি, যা এইগুলি চিহ্নিত করে। আমরা নতুন নিয়ম মণ্ডলীতে তাঁর লোকেদের সমাবেশে বসবাসকারী খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়ে গান গাই, এবং আমরা স্বর্গে তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর সাথে থাকার প্রত্যাশার সাথে তাকাই। আবাসতাঁবু নিয়ে প্রচারের মধ্যে আবাসতাঁবুর ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর প্রচার জড়িত থাকে।

নতুন নিয়মের খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা এই চিহ্নগুলির মাধ্যমে তাদের নতুন নিয়মে পরিপূর্ণতা এবং ঈশ্বর যা কিছু এইগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তা দেখেন। আমরা সেই বাস্তবতা দেখি যা তারা পূর্বাভাস করেছিল। এইভাবে, এটি খ্রীষ্ট এবং সুসমাচার প্রচার করার জন্য একটি সুন্দর সুযোগ প্রদান করে। আমরা এই অস্থায়ী পুরাতন নিয়মের চিহ্নগুলিতে আবিষ্কার করেছি, সেই সকল নির্দেশকগুলি, যা খ্রীষ্টে সুরক্ষিত স্বর্গীয় বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে। অনুগ্রহের চুক্তিতে, ঈশ্বর এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গে তাঁর লোকেদের মধ্যে বসবাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা বলিদান সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরতত্ত্ব অন্বেষণ করব এবং আরও একবার খুঁজে দেখবো যে পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুগ্রহের সুসমাচারে পূর্ণ।

বক্তৃতা ১১

বলিদান

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বরের লোকেরা তাদের পাপের কারণে ঈশ্বরের পবিত্র বাসস্থানের সামনে আসার সকল অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু শুধুমাত্র খ্রীষ্টের বলিদানের রক্তের মাধ্যমেই তারা সেই প্রবেশাধিকার আবার ফিরে পেয়েছিল।

পাঠ্য অংশ:

"কারণ ছাগদের ও বৃষদের রক্ত এবং অশুচিদের উপরে প্রোক্ষিত গাভী-ভস্ম যদি মাংসের শুচিতার জন্য পবিত্র করে, তবে, যিনি অনন্তজীবী আত্মা দ্বারা নির্দ্দোষ বলিরূপে আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত তোমাদের সংবেদকে মৃত ক্রিয়াকলাপ হইতে কত অধিক নিশ্চয় শুচি না করিবে, যেন তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পার!" (ইব্রীয় ৯:১৩-১৪)।

বক্তৃতা ১১ -এর অনুলিপি

আমরা কখনও কখনও আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে, অর্থাৎ দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, ও স্বাদ, কাজে লাগানোর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাগ্রহণকে উন্নত করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি শিশু একটি নতুন এবং অপরিচিত খাবার তৈরি করতে শিখছে, তাহলে সে কেবলমাত্র সেই খাবারটি তৈরি করা সম্পর্কে পড়তে পারে, কিন্তু কেউ যদি তাকে রান্নাঘরে নিয়ে যায় এবং সে নিজের চোখে উপাদানগুলি দেখে এবং সে যখন উপলব্ধি করে যে সেই উপাদানগুলিকে মিশ্রণ করলে কী প্রকারের গন্ধ তৈরি হয়, এবং সে যদি মিশ্রণটিকে আস্বাদন করে পরীক্ষা করে এবং সেই ইঙ্গিতগুলি লক্ষ্য করে যা বলে যে রান্না পূর্ণ হয়েছে, এবং অবশেষে যদি নিজের হাতে খাবারটিকে দেখে ও তার গঠনটিকে নিজের হাতে স্পর্শ করে অনুভব করে, তাহলে সে যা কিছু শিখবে তা বই পড়ে রান্না করতে শেখার চেয়ে অনেক বেশি হবে। ঈশ্বর পুরাতন নিয়মের লোকেদেরকে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মণ্ডলী হিসেবে উপর থেকে দেখেছিলেন, এবং তাদের আগত মশীহের ব্যক্তি এবং কাজ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দৃশ্যমান চিত্র প্রদান করেছিলেন। তিনি যে প্রধান পদ্ধতিগুলি নিযুক্ত করেছিলেন তার মধ্যে একটি হল আনুষ্ঠানিক বলিদান পদ্ধতি, প্রাণবন্ত অধ্যাদেশ যা মানুষের সমস্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তাহলে কেন পুরাতন নিয়মের আরাধনা পদ্ধতি এত রক্তাক্ত বলে মনে হয়? কেন একাধিক ধরনের বলিদান সেই সময়ে ছিল? এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যের ঈশ্বরতাত্ত্বিক তাৎপর্যগুলি কী কী? কীভাবে বলিদান খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কিত, এবং কীভাবে পুরাতন নিয়মের অধ্যাদেশগুলির জটিল বিবরণগুলি বোঝা নতুন নিয়মের সুসমাচারের বিষয়বস্তুগুলি গভীর ভাবে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে?

গীতরচক গীতসংহিতা ১৫:১ পদে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন: "হে সদাপ্রভু, তোমার তাঁবুতে কে প্রবাস করিবে? তোমার পবিত্র পর্ব্বতে কে বসতি করিবে?" উত্তরটি ঈশ্বরের বলিদানের প্রথা/নিয়মের মধ্যে পাওয়া যায়। এর আগের বক্তৃতায়, আমরা বিবেচনা করেছি যে স্থানটি ঈশ্বর মানুষের মধ্যে বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, সেটি হল আবাসতাঁবু। এখন আমাদের অবশ্যই সদাপ্রভুর কাছে যাওয়ার উপায়গুলি বিবেচনা করতে হবে যা তিনি নিযুক্ত করেছেন, যেগুলি হল, তাঁবুতে সঞ্চালিত বলি উৎসর্গ এবং তারপর যাজকরা, যারা সেই বলিদানগুলি উৎসর্গ করবেন। পরের বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের নিযুক্ত কর্মীদের, এই যাজকদের বিষয়ে অন্বেষণ করবো, যাকে তিনি পরিচর্যা কাজ পরিচালনা করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। এই তিনটি বক্তৃতা একসাথে যায়, এই সময়কালের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে এবং তাঁর উদ্ধারের সম্পর্কে কী প্রকাশ করেছেন, তা প্রদর্শন করে।

মানুষেরা তাদের পাপের কারণে, শুধুমাত্র বলিদানের মাধ্যমটি ব্যতিরেকে, পবিত্র ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের সমস্ত অধিকার হারায়। আদিপুস্তকে বিভিন্ন সময়ে সেই বলিদানগুলি করা হয়েছিল। মোশির সময়ে, আমাদেরকে বলিদানের একটি

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল, যা ইস্রায়েলের জীবন ও আরাধনার মধ্যে নিহিত আছে। সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়ম জুড়ে ইস্রায়েলের দৈনন্দিন জীবনে এবং অভিজ্ঞতায় বলিদান একটি কেন্দ্রীয় স্থান বজায় রেখেছিল, তাই আমাদের অবশ্যই সেই ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝতে হবে যা ঈশ্বর তাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। যখন এই সমস্ত বিষয়গুলিকে আমরা একত্র করি, এই বলিদানগুলি প্রভু যীশু খ্রীষ্টে প্রদত্ত সমস্ত সুবিধার প্রতিস্থাপনমূলক প্রায়শ্চিত্তের একটি সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে। তাই প্রথমেই এই বক্তৃতায় বলিদানের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে হবে। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই উদ্ধারের ইতিহাসের গতিপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের দিকে, এমন একটি ঘটনা যা আমার মনে হয় লেবীয় পুস্তকের সাথে যাত্রাপুস্তককে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি কব্জা হিসেবে কাজ করে।

যাত্রাপুস্তক ২৯:৪৫-৪৬ পদগুলিতে, আমরা এই প্রতিশ্রুতিটি দেখেছি যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মাঝে বাস করবেন, কিন্তু যখন আমরা যাত্রাপুস্তকের শেষে আসি, তখন আমরা কী আবিষ্কার করি? ঈশ্বরের মহিমা তাঁবুকে পরিপূর্ণ করার দৃশ্য দিয়ে শেষ হয়, কিন্তু (এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ "কিন্তু") সেই আবাসতাঁবুতে ঈশ্বরের কাছে আসা ও তাঁর সাথে সহভাগীতা করার জন্য মানুষকে কোনো প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। আমরা যাত্রাপুস্তক ৪০:৩৪-৩৫ পদে পড়ি, "তখন মেঘ সমাগম-তাঁবু আচ্ছাদন করিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ করিল। তাহাতে মোশি সমাগম-তাঁবুতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, কারণ মেঘ তাহার উপরে অবস্থিতি করিতেছিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ করিয়াছিল"। যদি মোশিকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি, তবে অন্য কাউকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। এই উত্তেজনা এমন একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করে যা আমাদেরকে অবিলম্বে লেবীয়পুস্তকে ঈশ্বরদত্ত সমাধানের দিকে নিয়ে যায়, বলিদান এবং যাজকত্ব উভয়ই। লেবীয়পুস্তক ১ থেকে ১০ অধ্যায়ের চূড়ান্ত পর্যায়টি ৯:২২-২৩ অধ্যায়ে পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে, "পরে হারোণ লোকদের দিকে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; আর তিনি পাপার্থক বলি, হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া নামিয়া আসিলেন। আর মোশি ও হারোণ সমাগম-তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন, পরে বাহির হইয়া লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তখন সমস্ত লোকের কাছে সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইল"।

এই পর্যায়ে, বাইবেলের প্রায়শ্চিত্তের শিক্ষাতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত ঈশ্বরতাত্ত্বিক শব্দভান্ডারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আমরা যত অগ্রসর হতে থাকবো, ততই এইগুলিকে উল্লেখ করবো। আমি আপনাকে তিনটি শব্দ দিতে চাই। প্রথমটি হল "প্রতিনিধি (vicarious)", একটি প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্ত; এর অর্থ একটি আইনী বিকল্প, তাই একটি প্রায়শ্চিত্ত যা অন্যের পক্ষে করা হয়: প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিতীয় শব্দটি হল "জরিমানা (expiation)"। এটি প্রায়শ্চিত্তের একটি অংশ; জরিমানা প্রদানের মাধ্যমে অপরাধ দূর করা। তারপরে, তৃতীয়ত, আমাদের কাছে একটি শব্দ আছে যাকে বলা হয় "তুষ্ট (propitiation)"। তুষ্ট করার অর্থ হল ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারকে সন্তুষ্ট করা এবং ঈশ্বরের ক্রোধকে প্রশমিত করা। অবশেষে, এই সবগুলি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত। পাপ, এমনকি অজ্ঞতার পাপ, যেমন লেবীয়পুস্তক স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। একটি প্রতিস্থাপনমূলক বলির মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছিল। এটি উদ্ধারের ধারণাটির কেন্দ্রবিন্দু এবং এইভাবে ঈশ্বরের উদ্ধারের ইতিহাসেরও কেন্দ্রবিন্দু, যা আমরা এই পাঠ্যক্রমে অধ্যয়ন করছি। লেবীয়পুস্তক আমাদেরকে এক বৃহৎ পরিত্রাণের বিষয়ে শিক্ষা দেয়।

দ্বিতীয়ত, বলিদানের প্রথাটি বিবেচনা করা যাক, এবং শুরুতেই আমি বলতে চাই, বলিদান প্রথাটিকে উপলব্ধি করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমি যথেষ্ট জোর দিয়ে বলতে পারি না। প্রথমত, প্রতিটি নির্দিষ্ট বলিদানের মাধ্যমে যে ঈশ্বরতত্ত্ব শেখানো হয়, তা আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "কেন?" উত্তর হল: কারণ আপনি পুরাতন নিয়মের বাকি অংশ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে কিছু নির্দিষ্ট বলিদানের উল্লেখ দেখতে পাবেন। আপনি সেইগুলিকে ঐতিহাসিক পুস্তকগুলির মধ্যে দেখতে পাবেন। আপনি এইগুলিকে গীতসংহিতায় দেখতে পাবেন। আপনি এইগুলিকে ভাববাদীদের লেখার মধ্যে দেখতে পাবেন। পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসী যখন কোন একটি নির্দিষ্ট বলিদানের কথা চিন্তা করতেন, তখন তিনি এতে শেখানো ঈশ্বরতাত্ত্বিক সত্যগুলি সম্পর্কেও বিবেচনা করতেন এবং তাই, আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন নিয়মের পরবর্তী শাস্ত্রাংশগুলিতে এটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আপনি যখন একটি নির্দিষ্ট বলিদান চিন্তাভাবনা করেন অথবা বাইবেলে সেটির সাথে সাক্ষাৎ করেন, এবং সেই নির্দিষ্ট বলিদানের মধ্যে ঈশ্বরতাত্ত্বিক অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হন, তখন আপনি নিজেকে বলবেন, "আহা! আমি জানি কেন ঈশ্বর এই স্থানে এই বলিদানের কথা বলেছেন"। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, ১ শমূয়েল ১১:১৫ পদ বলে, "তাহাতে সমস্ত লোক গিল্‌গলে গিয়া সেই গিল্‌গলে সদাপ্রভুর সম্মুখে শৌলকে রাজা করিল, এবং সে স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল; আর সে স্থানে শৌল ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহা আনন্দ করিল"। সুতরাং, প্রশ্ন হল: কেন মঙ্গলার্থক বলি (peace offering)? উত্তরটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যখন আমরা এর পর মঙ্গলার্থক বলি নিয়ে আলোচনা করবো। দ্বিতীয়ত, এই পয়েন্টের মধ্যেই, বলিদানের মধ্যে থাকা শব্দভাণ্ডার এবং ঈশ্বরতাত্ত্বিক ধারণাগুলি সত্যই নতুন নিয়মে সুসমাচারের প্রকাশের ভিত্তি প্রদান করে। সুতরাং, আপনি যদি নতুন নিয়ম সম্পর্কে আপনার বোধগম্যতাকে সমৃদ্ধশালী করতে চান, তাহলে আপনাকে পুরাতন নিয়মে বলিদানের মত এই অস্থায়ী আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির তাৎপর্য বুঝতে হবে।

তৃতীয়ত, রক্তের অবস্থান ও গুরুত্ব ছাড়াও, যা বলিদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, বলিদানের প্রেক্ষাপটে আগুনের তাৎপর্যও

আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে। পাপ মৃত্যু নিয়ে আসে, এবং তাই পশুদের হত্যা করা হতো, কিন্তু সেগুলিকেও বলি হিসেবে আগুনে পোড়ানোও হয়েছিল। এটি আমাদের দেখায় যে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর পবিত্রতায় একজন গ্রাসকারী অগ্নি। আমরা নতুন নিয়মে এই বিষয়বস্তুটি দেখতে পাই, যখন আমরা ইব্রীয় ১২:২৯ পদটি পড়ি, "কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ"। তাঁর গৌরবের মধ্যে রয়েছে সকল পাপের বিরুদ্ধে তাঁর রাগ, তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর প্রতিশোধ। আপনি দেখতে পাবেন যে ঈশ্বর সদোম এবং নাদব, আবিহু, কোরাহ এবং আরও অনেক কিছুর উপর তাঁর এই বিচার নিয়ে এসেছেন, কিন্তু সর্বোপরি, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ক্রোধ তাঁর লোকেদের পরিবর্তে ক্রুশের উপর নিজের উপর নিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এক-একটি বলিদানের দিকে তাকানোর আগে, প্রথমে আমাদের পশু বলিদানের ক্ষেত্রে সাধারণ পদ্ধতিগুলি বিবেচনা করতে হবে।

সুতরাং, কয়েকটি উপাদানের উপর আমি আলোকপাত করতে চাই। যখন তারা বলি উৎসর্গ করতে আসতো, প্রথমত, তারা পশুটিকে সামনে উপস্থাপন করতো, এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। পশুটিকে যাজক পর্যবেক্ষণ করতেন, এবং তিনি দেখতে চাইতেন যে পশুটি শুদ্ধ কিনা? পশুটি কি দাগহীন? উদাহরণস্বরূপ, পশুটা কি অন্ধ, অথবা পঙ্গু? নাকি পশুটির শরীরে কোন খোস আছে, নাকি পশুটি বিকৃত? পশুটির কি এমন কোন দেহের অঙ্গ রয়েছে যা অনুপাতহীন অথবা অসামঞ্জস্য? এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ ইস্রায়েল জাতিরা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলিদান দিতে চাইত, এবং এর অর্থ এও যে তাদের বলিদানগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। আক্ষরিক অর্থেই সেই ইস্রায়েলীয় অনেক অর্থ ব্যয় করে সেই পশুটিকে ক্রয় করতেন। সেই পশুটি ছিল তার মূল্যবান সম্পদের একটি। আপনি বলতে পারেন, তারা সবচেয়ে মূল্যবান পশু নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করতো। সেই অর্থে, এটি একটি সত্যিকারের বলিদান ছিল যেমন আমরা বলি, 'আচ্ছা, এই ব্যক্তিটি সত্যই একটি বলিদান করেছিল যখন সে অমুক ব্যক্তিকে সেটা দিয়ে দিয়েছিলেন', তবে এটি হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসটির গুরুত্বকে নির্দেশ করে কারণ এই পশুটিকে পর্যবেক্ষণ করার সময়ে যাজক জিজ্ঞাসা করতেন: আরাধনাকারী কি বিনা মূল্যে অথবা অসতর্কভাবে ঈশ্বরের কাছে যেতে চাইছে কিনা, এবং এই সত্যটি ভুলে গিয়েছে কিনা যে ঈশ্বর হৃদয় দেখেন? আপনি দেখবেন প্রভু ভাববাদীদের সময়কালে তাঁর যাজকদের তিরস্কার করছেন। উদাহরণস্বরূপ, এই বিষয়ে মালাখি অধ্যায় ১-এর তিরস্কারগুলি লক্ষ্য করুন। ঈশ্বর নিখুঁত ও সিদ্ধতা দাবী করেন, এবং এটি ইতিমধ্যেই আমাদের দেখায় যে আমাদের একটি নির্দোষ বলিদান প্রয়োজন রয়েছে, যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া যাবে।

পর্যবেক্ষণের পরে, পশুটিকে উপস্থাপন করার পরে, দ্বিতীয়ত ধাপ হিসেবে তারা পশুটির মাথায় তাদের হাত রাখতেন। মনে রাখবেন, তারা নিছকই স্পর্শ করতেন না, বরং বাস্তবে পশুটির মাথার উপর হাত রেখে নিচের দিকে চেপে রাখতেন। এটি ছিল অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের একটি বাহ্যিক প্রকাশ। আরাধনাকারী নিজেকে পশুর সাথে চিহ্নিত করতেন। তার পাপগুলিকে প্রতীকীভাবে পশুর দেহে স্থানান্তর করা হতো। এটি দেখাতো যে পশুটি আরাধনাকারীর পরিবর্তে একটি বিকল্প হিসেবে উপস্থিত হয়েছে, তার পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করছে। তৃতীয়ত, তারা পশুটিকে হত্যা করতো, পশুটির সাথে নিজেকে চিহ্নিত করার পর, আরাধনাকারী নিজেই পশুটির গলা কেটে ফেলতেন, তিনি স্বীকার করতেন যে পাপের জন্য মৃত্যু প্রয়োজন, রক্ত সেচন, একটি নির্দোষ বিকল্পের রক্ত সেচন ব্যতিরেকে কোন ক্ষমা নেই। এই পর্যায়টি শেষ হওয়ার পর, যাজক বাকি কাজগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।

চতুর্থত, যাজক তারপর রক্ত লেপে দিতেন। আপনি লেবীয়পুস্তকের ১৭:১১ পদের কথাগুলি লক্ষ্য করবেন, "কেননা রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে, এবং তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থ আমি তাহা বেদির উপরে তোমাদিগকে দিয়াছি; কারণ প্রাণের গুণে রক্তই প্রায়শ্চিত্তসাধক"। রক্তই ছিল জীবন, আর মৃত্যু থেকে জীবন ক্রয় করে নিত; এবং জীবন মৃত্যুর দাগকে মুছে ফেলে। বিভিন্ন সময়ে, বেদীর শিংগুলিতে রক্ত মাখিয়ে দেওয়া হতো, বেদীর চারপাশে ছিটিয়ে দেওয়া হত, বেদীর গোড়ায় ঢেলে দেওয়া হত। অন্য সময় এটি ধূপবেদি বা পাপাবরণের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হতো। রক্ত লাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা, যা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন এবং পাপের ক্ষমা প্রদান করতো।

পঞ্চমত, তারা পশুটিকে পুড়িয়ে ফেলত। এখন, বলিদানের ধরনের উপর নির্ভর করে, তারা হয় পশুর কিছু অংশ পুড়িয়ে ফেলত, অথবা সম্পূর্ণ পশুটিকে পুড়িয়ে দিত; কিন্তু লক্ষ্য করুন যে পুড়িয়ে ফেলার সময়, এটি ধোঁয়ায় রূপান্তরিত হয়েছিল, যাকে বাইবেল একটি আনন্দদায়ক সুবাস হিসেবে বর্ণনা করে, যা বেদী থেকে ঈশ্বরের স্বর্গীয় আবাসের দিকে উঠে যায়। সম্ভবত আপনি কখনও না কখনও গ্রিলের উপর মাংস রান্নার গন্ধ পেয়েছেন। এটি প্রায়শই আশেপাশের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকেরা তাদের উঠোনে এটির গন্ধ পেয়ে থাকে। চর্বি বিশেষ করে, পশুটির সবচেয়ে মিষ্টি এবং সুস্বাদু অংশ, সেটা সদাপ্রভুর অংশ ছিল এবং সর্বদা বেদীতে পোড়ানো হত, যা অবশ্যই বোঝায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ অংশটি প্রভুরই।

ষষ্ঠত, তারা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ায় নিযুক্ত হতো। তাই পরিশেষে, আরাধনাকারী ঈশ্বরের গৃহের আতিথেয়তা এবং তাঁর সাথে সহভাগীতা, বিশেষত, মঙ্গলার্থক বলি উপভোগ করতেন। এটি আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে চুক্তির প্রতিশ্রুতির কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসে: ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মাঝে বাস করছেন, ঈশ্বর হচ্ছেন তাঁর লোকদের ঈশ্বর এবং তারা তাঁর নিজের, যাদেরকে তাঁর উপস্থিতিতে আনন্দ দেওয়ার জন্য আনা হয়েছে। সুতরাং, আমরা এখন লেবীয়পুস্তক ১ থেকে ৬ অধ্যায়ে পাওয়া উৎসর্গের মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা করবো। প্রতিটি বলিদান খ্রীষ্টের কাজের একটি ভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে সদাপ্রভু স্বয়ং কথা বলেছেন এবং এই অধ্যাদেশগুলিকে আদেশ হিসেবে দিয়েছেন।

তাই প্রথমত, হোমবলি বা সম্পূর্ণ হোমবলি: এটি ছিল একটি স্বেচ্ছাকৃত বলিদান। এটি বাধ্যতামূলক ছিল না, এবং এর ইব্রীয় শব্দের প্রকৃত অর্থ হল "যে উঠে বা আরোহণ করে", ঈশ্বরের দিকে ইস্রায়েলের আরোহণকে বোঝায়। হোমবলি, যাকে আপনি প্রায় স্বর্গারোহণের নৈবেদ্য বলতে পারেন, লেবীয়পুস্তক অধ্যায় ১ -এ এর প্রথম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু আপনার লক্ষ্য করা উচিত, আরাধনার প্রকৃত ক্রমানুসারে এটি প্রথম নয়, তবে এটি প্রথমে লেবীয়পুস্তকের ১-এ বর্ণিত হয়েছে কারণ এটি বলিদান পদ্ধতির মূল বিষয়টিকে প্রতিনিধিত্ব করে। সমস্ত বলিদানের মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে ব্যয়বহুল। প্রকৃতপক্ষে, আপনি মনে রাখবেন আবাসতাঁবুর উঠোনে অবস্থিত বেদীটির নাম এই নৈবেদ্য থেকে নেওয়া হয়েছে, হোমবলির বেদী। এটি ছিল প্রতিদিনের সকাল এবং সন্ধ্যার নৈবেদ্য যার সাথে সারাদিনে অন্যান্য সমস্ত বলি যুক্ত করা হত, যা লোকেরা নিয়ে আসতো। আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন যে কীভাবে তাদের বলিদানগুলি হোমবলির উপর ভিত্তির করে গড়ে উঠত। বাইবেলে হোমবলির তাৎপর্যকে অত্যধিক মূল্যায়ন করা কঠিন হবে। এটিকে প্রথমবার উল্লেখ করা হয়েছে নোহের সময়ে, মহা প্লাবনের পরে। ঈশ্বর অব্রাহামকে ডাকলেন ইস্হাককে হোমবলি হিসেবে উৎসর্গ করার জন্য। দায়ূদ আঘাত থেকে বাঁচার জন্য একটি হোমবলির প্রস্তাব দেন এবং সেই স্থানটিই শলোমনের মন্দিরের স্থানে, এবং বছরের পর বছর ধরে যে সমস্ত হোমবলি দেওয়া হবে, সেটির স্থান হয়ে উঠেছিল।

হোমবলিতে, পশুটির কোন অংশ নয়, বরং সম্পূর্ণ পশুটিকে পোড়ানো হতো, যা ঈশ্বর এবং তাঁর ব্যবস্থার অধীনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ অথবা সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত হওয়ার প্রতীক ছিল। এটি ছিল সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের একটি চিত্র। পশুটিকে সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে ফেলা হতো, এবং সদাপ্রভুর সাক্ষাতে একটি মিষ্টি গন্ধযুক্ত ধোঁয়ায় রূপান্তরিত হতো। এটি স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাত। লক্ষ্য করবেন, শিম্শোনের জন্মের ঘোষণা করার সময়ে, মানোহ একটি হোমবলি প্রদান করেন এবং আমরা এটি বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ১৩:২০ পদে পড়ি, "যখন অগ্নিশিখা বেদি হইতে আকাশের দিকে উঠিল, তখন সদাপ্রভুর দূত ঐ বেদির শিখাতে উঠিলেন; আর মানোহ ও তাঁহার স্ত্রী দৃষ্টিপাত করিলেন; এবং তাঁহারা ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িলেন"। দেখুন, এই প্রতিসাম্যটি বলিদানের চিত্রের সাথে খাপ খায়।

দ্বিতীয়ত, আমরা মাংসের নৈবেদ্য দেখতে পাই। এটিকে ভক্ষ নৈবেদ্য অথবা স্ব-ইচ্ছায় দত্ত নৈবেদ্যও বলা যেতে পারে। এই বলিদানের ক্ষেত্রে, কোন মৃত্যু এবং কোন রক্ত জড়িত ছিল না। এটি সদাপ্রভুর কাছে আনা হতো এবং যাজক দ্বারা উৎসর্গ করা হতো। এর কিছু অংশ পুড়িয়ে ফেলা হতো, এবং অবশিষ্টাংশ শুধুমাত্র যাজকেরা তাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো, কিন্তু লোকেরা নয়। ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের উপহার গ্রহণ করার আগে আমাদেরকে গ্রহণ করে থাকেন; তাই, ভক্ষ নৈবেদ্যের আগে হোমবলি উৎসর্গ করা হতো। এই নৈবেদ্য, ঈশ্বরকে তাঁর শক্তি এবং আশীর্বাদের মাধ্যমে যা উৎপন্ন হয় তার একটি অংশ ফিরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এটি ঈশ্বরের করুণার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে নৈবেদ্যকে সুগন্ধি করে তোলার জন্য লোবান মিশ্রিত করা হতো, যা খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার একটি সুন্দর চিত্র প্রদান করে। এখন, যখন যাজকেরা নিজেদের জন্য ভক্ষ নৈবেদ্য উৎসর্গ করতেন, তখন সম্পূর্ণ নৈবেদ্যটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কেন এমন করা হতো? অন্য কথায়, ভক্ষ নৈবেদ্য যারা উৎসর্গ করতো, তারা কখনই সেটির কোন অংশ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো না। কখনও কখনও এটিকে হোমবলি অথবা মঙ্গলার্থক বলির সাথে, অথবা শুধু এই উৎসর্গটি করা যেতে পারতো, কিন্তু ভক্ষ নৈবেদ্য প্রায়ই হোমবলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। [এখানে] ঈশ্বরের জন্য পৃথক থাকা এবং স্বেচ্ছায় দানটিকে একত্রিত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, আমাদের কাছে মঙ্গলার্থক বলি রয়েছে। এটি ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতা এবং যোগাযোগের প্রতীক। এই বলিদানের কিছুটা অংশ পুড়ানো হতো, এবং কিছুটা অংশ খাওয়া হতো। এটি ছিল একমাত্র নৈবেদ্য যা আরাধনাকারী নিজে খাওয়ার অনুমতি পেয়েছিল এবং শুধুমাত্র তাঁবুতে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নৈবেদ্যর সেই অংশটি খাওয়ার অনুমতি পেয়েছিল। তাই, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে পুনর্মিলন প্রথমে আসে। বলিদানের মধ্যে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধি নেই; এবং মঙ্গলার্থক বলি ছাড়া, কোন সহভাগীতা থাকতো না। এখানে আমরা দেখতে পাই যে চর্বি হল সদাপ্রভুর প্রাপ্য অংশ, সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে স্বাদযুক্ত অংশ। অবশ্যই, ঈশ্বরের খাদ্যের প্রয়োজন নেই, অথবা তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন না (এটি অনেকগুলি স্থানে পাওয়া যায়, তবে এই বিষয়টির জন্য গীতসংহিতা ৫০ দেখুন)। যাইহোক, এটি সদাপ্রভুর সাথে সহভাগিতা এবং যোগাযোগের এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতীক ছিল। এটি ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সহভাগীতার প্রদর্শন করে, [যিনি] তাঁর লোকেদের সাথে বাস করেন। কোন না কোন উপায়ে, এটি হল সর্বোচ্চ সৌভাগ্য। আপনি দেখতে পাবেন যে কীভাবে নতুন নিয়ম এই ধারণাটির এবং শব্দভান্ডারের উপর গড়ে ওঠে। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, ইফিষীয় ২:১৩-১৮ পদে, আমরা পড়ি, "কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী ছিলে যে তোমরা, তোমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ। কেননা তিনিই আমাদের সন্ধি"। একটু পরেই এমনটি লেখা আছে, "এইরূপে সন্ধি করেন" এবং তারপরে আবার, "আর তিনি আসিয়া "দূরবর্ত্তী" যে তোমরা, তোমাদের কাছে "সন্ধির, ও নিকটবর্ত্তীদের কাছেও সন্ধির" সুসমাচার জানাইয়াছেন। কেননা তাঁহারই দ্বারা আমরা উভয় পক্ষের লোক এক আত্মায় পিতার নিকটে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা পাইয়াছি"।

চতুর্থত, আমাদের কাছে পাপার্থক বলি রয়েছে। এই বলি নির্দিষ্ট পাপের জন্য নির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষমা সম্পর্কিত ছিল। এটি পরিবর্তে বলি হওয়া-র ধারণার সাথে যুক্ত, যা আমরা আগে আলোচনা করেছি: একটি জরিমানা প্রদানের মাধ্যমে অপরাধ দূর করা। এটি শিক্ষা দেয় যে সমস্ত পাপ গুরুতর, যার মধ্যে অজ্ঞতার অনিচ্ছাকৃত পাপও রয়েছে, কারণ সমস্ত পাপ ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে এবং তাঁর পবিত্রতাকে অস্বীকার করে। কিছু অংশ যাজকদের জন্য তাদের পূর্ণ সময়ের শ্রমের যোগান

হিসেবে আগুনে ঝলসানো হতো। পাপীদেরকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হতো: যাজক; মণ্ডলী; রাজা ও শাসনকর্তা; এবং তোমার কাছে স্বতন্ত্র ইস্রায়েলীয় লোকেরা।

পঞ্চমত, দোষার্থক বলি আমরা বাইবেলে দেখতে পাই। এটিকে অপরাধের বলিও বলা যেতে পারে। এটি ক্ষতিপূরণ এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বা যে ভুলগুলি করা হয়েছিল তার জন্য সংশোধন বা ক্ষতিপূরণের বিষয়টিকে সম্বোধন করতো। এটি আগের বলিদানগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। দোষার্থক বলি ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীর সাথে প্রতারণা করার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে উৎসর্গ করা হতো, এবং আরও ব্যক্তিগত ও গোপন পাপগুলির উপর জোর দেওয়া হতো। স্মরণ করবেন যে যীশু কীভাবে ব্যবস্থাকে সারাংশ করেছিলেন। এটিকে ঈশ্বরকে প্রেম করা এবং আমাদের প্রতিবেশীকে প্রেম করার দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সারাংশ করা হয়েছে। দুটোই এখানে দেখতে পাওয়া যায়। অজ্ঞতার পাপেও দায়ভার বহনে কোনো নমনীয়তা ছিল না। এই বলিদানটি কী করতো? এই বলিদানের উদ্দেশ্য ছিল পাপের প্রতি কোমল বিবেক গড়ে তোলা, এবং এটিকে ঈশ্বর এবং মানুষের, উভয়ের কাছ থেকে চুরি করা হিসেবে দেখা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অপরাধগুলোর প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে আসতে পারে না।

এরপরে, এই বলিগুলো কোন ক্রমে উৎসর্গ করা হতো, তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। ঠিক যেমন আমরা আবাসতাঁবুর পদ্ধতিগুলির সাথে হতে দেখেছি, তেমন ভাবেই, যাজকেরা যে ক্রম অনুসারে এই বলিদানগুলি উৎসর্গ করতেন, সেখানেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরতাত্ত্বিক সত্যগুলি শিখতে পারি। প্রথম তিনটি নৈবেদ্য স্বেচ্ছাকৃত ছিল, এবং কোন না কণ উপায়ে এটি একটি আদর্শ আরাধনার দৃশ্যকে উপস্থাপন করেছিল। পরবর্তী দুটি ছিল প্রতিস্থাপনকারী, বিশেষ ও নির্দিষ্ট পাপের প্রতিকার। তাই, সাধারণত শেষ দুটির একটি বা উভয়ই, পাপার্থক বলি এবং দোষার্থক বলি, অন্য তিনটির পূর্ববর্তী ছিল। সুতরাং, শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণের জন্য, আপনি যদি লেবীয়পুস্তক ৯ অধ্যায়টি দেখেন, আপনি লক্ষ্য করবেন পাপার্থক বলি, যা শুদ্ধিকরণের জন্য পেশ করা হতো, এবং/অথবা দোষার্থক বলি, যা ক্ষতিপূরণের বিষয়টিকে আলোকপাত করতো। তারপর সেগুলিকে অনুসরণ করে, আপনি লক্ষ্য করবেন হোমবলি, স্বর্গের দিকে সুগন্ধ ধোঁয়া উঠে যাওয়ার ধারণা, এবং সেই সাথে এসেছে শ্ব-ইচ্ছায় নৈবেদ্য উৎসর্গ, ভক্ষ নৈবেদ্য, এবং এটি মঙ্গলার্থক বলি দিয়ে শেষ হতো। আর তাই, রক্তের প্রয়োগ প্রতিস্থাপনের ধারণাটিকে, পাপ থেকে পরিষ্কার হওয়ার উপর আলোকপাত করতো। হোমবলি আরোহন এবং পূর্ণ পবিত্রতার চিত্র প্রদান করতো। মঙ্গলার্থক বলি, একমাত্র উৎসর্গ করা নৈবেদ্য যা আরাধনাকারী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারতো, এবং সেটা ছিল তাঁর উপস্থিতিতে ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতা করার একটি ভোজ। সুতরাং, এই ধরণটি আমরা এখানে দেখতে পাই: ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া, পবিত্রীকৃত হওয়া এবং ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতা করা। চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা এবং যোগাযোগ স্থাপন করা, কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন পবিত্রীকরণ এবং পৃথকীকরণ। প্রায়শ্চিত্ত হল সেই মাধ্যম যার দ্বারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তাঁর সাথে সহভাগিতা করতে পারি।

সবশেষে, আসুন আমরা খ্রীষ্ট, যিনি হলেন এক চূড়ান্ত বলিদান, তাঁর উপর আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে একত্রিত করি। ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত স্বয়ং পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতো না। ইব্রীয় ১০:৪ পদ বলে, "কারণ বৃষের কি ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করিবে, ইহা হইতেই পারে না"। পুরাতন নিয়মের সাধুরা সেই সময়ে এটি জানতেন। আপনি গীতসংহিতার মধ্যে এটার আবার উল্লেখ দেখতে পাবেন। তারা এই অধ্যাদেশগুলির মাধ্যমে, বিশ্বাসের দ্বারা আসন্ন মশীহের দিকে তাকিয়েছিল, ঠিক যেমন ভাবে আমরা বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর দিকে ফিরে তাকাই। খ্রীষ্টের আগমন ইতিহাসের কেন্দ্রস্থলে বসে রয়েছে, এবং বাস্তব এটাই, আমরা আজও খ্রীষ্টের আগমনের সময়টি দ্বারা কাল চিহ্নিত করি। আমরা খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বের বছরগুলির (খ্রীষ্টপূর্ব) এবং খ্রীষ্টের জন্মের পরের বছরগুলির (খ্রীষ্টাব্দ) কথা বলি। বলিদানগুলির ক্লান্তিকর এবং একঘেয়ে বিবরণ তাদের অপর্যাপ্ততাতাকে নির্দেশ করে। প্রতিটি পশু বলি, তাদের প্রত্যেকটি, খ্রীষ্টের চূড়ান্ত এবং নিখুঁত বলিদানের দিকে নির্দেশ করে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে নতুন নিয়ম বাপ্তিস্মদাতা যোহনের এই চিৎকার সহকারে ঘোষণার সাথে শুরু হয়েছে, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান"। (যোহন ১:২৯)। খ্রীষ্টের বলিদান সুসমাচার এবং বাইবেলের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে।

যেমনটি আমরা আগে দেখেছি, পুরাতন নিয়মের এই অস্থায়ী অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল যখন সেগুলি খ্রীষ্টের আগমন এবং তাঁর কাজের পূর্ণতায় পূর্ণ হয়েছিল। প্রতীক এবং ছায়া, ধরন এবং ইশারা, নতুন নিয়মে এদের আর স্থান নেই, তবে আমরা নতুন নিয়মের পরিপূর্ণতার আলোকে সেগুলি আমরা অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়েছি, যা আমাদের ফলস্বরূপ উপকার করেছে। এটি করার মাধ্যমে, তারা খ্রীষ্ট এবং সুসমাচারের সুন্দর চিত্রায়ন দেখতে এবং প্রচার করার সুযোগ খুলে দেয়। অনেকগুলি ক্রমাগত পুরাতন নিয়মের বলিদানগুলি খ্রীষ্টের একটি ও অদ্বিতীয় চূড়ান্ত বলিদানের থেকে বিপরীত। ইব্রীয় ৯:২৬ পদের শেষ অংশটি বলে, "কিন্তু বাস্তবিক তিনি এক বার, যুগপর্য্যায়ের পরিণামে, আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ করিবার নিমিত্ত, প্রকাশিত হইয়াছেন"। ইব্রীয় ১০:১৪, "কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন"। খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের পাপ এবং সেই পাপের শাস্তি নিজের উপর বহন করেছিলেন। এটি লক্ষ্য করুন ১ পিতর ১ অধ্যায়ের শেষে, তিনিই হলেন "নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক" (পদ ১৯) বলিদান। পিতা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের সবচেয়ে মূল্যবান বলিদান পাওয়া যায়।

যীশু নিজেকে স্বেচ্ছায়, বলপ্রয়োগ ছাড়াই উৎসর্গ করেছিলেন, একটি মেষশাবক রূপে, যিনি তাঁর পিতার কাছে নম্রতা এবং বশ্যতা দিয়ে সজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাদের পরিবর্তে দাঁড়িয়ে একমাত্র এবং চূড়ান্ত বিকল্প হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের ক্রোধকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ও প্রশমিত করেছিলেন এবং তাঁর লোকেদেরকে তাঁর সাথে পুনর্মিলন করেছিলেন, তাদের জন্য ঈশ্বরের সাথে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রক্তপাত করা হয়েছিল এবং তাঁর লোকেদের শুদ্ধ করার জন্য তাদের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটি আমরা অনেকগুলি স্থানে দেখতে পাই। প্রকাশিত বাক্য ১:৫, "যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন"। একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস প্রয়োগ করে, তার আত্মার সমস্ত ভার ঈশ্বরের মেষশাবকের উপর দিয়ে দেয়, সম্পূর্ণরূপে তাঁর ব্যক্তি এবং তাঁর কাজের মধ্যে বিশ্রাম নেয়। আমরা বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্ট থেকে আমাদের পুষ্টি লাভ করে থাকি: যোহন ৬:৫১, "আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কেহ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, আর আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার মাংস, জগতের জীবনের জন্য"। খ্রীষ্ট আমাদেরকে এখন এবং অনন্তকালের জন্য ঈশ্বর এবং তাঁর করুণাময় উপস্থিতির সাথে যোগাযোগ এবং সহভাগিতা রাখতে সক্ষম করে। একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী তার নিজের দেহকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে পারে, রক্তাক্ত হিসেবে নয়, বরং জীবিত বলিদান হিসেবে, যা ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য বলিদান হবে, যা হল আপনার একটি চিত্তসঙ্গত আরাধনা, যেমনটি আমরা রোমীয় ১২:১ পদে দেখি। ব্যবস্থা ক্রমাগত ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের পবিত্রতার মানগুলি মেনে চলতে এবং তাকে বোধগম্যভাবে ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, এবং এই ব্যবস্থাই তাদেরকে অনুতপ্ত হয়ে এবং ঈশ্বরের করুণার নিচে নিজেকে নিক্ষেপ করার সময়ে, তাঁর বলিদান থেকে নিজেদেরকে উপকৃত করতে শেখায়।

বলিদানগুলি খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মিলন এবং সহভাগিতার পুনরুদ্ধারের সম্পূর্ণতা প্রকাশ করে। তারা পবিত্র ঈশ্বরের সামনে পাপীর অপরাধবোধ থেকে অপরাধীর স্থানে একটি বিকল্প ব্যবস্থা, পাপের জন্য আবরণ বা প্রায়শ্চিত্ত এবং ঈশ্বরের সাথে প্রতিস্থাপন, উৎসর্গ এবং সহভাগীতার দিকে পরিচালনা করে নিয়ে যায়। পুরাতন নিয়মের বলিদান পদ্ধতি পড়া এবং প্রচার করা, খ্রীষ্টে তাদের পরিপূর্ণতা ব্যাখ্যা করার জন্য এবং এর ফলে সুসমাচারে তাঁর অনুগ্রহের গৌরবময় সম্পদ উপস্থাপন করার জন্য একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করে। খ্রীষ্টের বলিদানের দৃশ্য স্বর্গেও অবিরত থাকে। প্রকাশিত বাক্য ৫ অধ্যায়ে, আমরা পড়ি, "পরে আমি দেখিলাম, ঐ সিংহাসনের ও চারি প্রাণীর মধ্যে ও প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক মেষশাবক দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে যেন বধ করা হইয়াছিল" (পদ ৬)। "আর তাঁহারা এক নূতন গীত গান করেন, বলেন, 'তুমি ঐ পুস্তক গ্রহণ করিবার ও তাহার মুদ্রা খুলিবার যোগ্য; কেননা তুমি হত হইয়াছ, এবং আপনার রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে ক্রয় করিয়াছ" (পদ ৯)।

সারাংশে, ঈশ্বরের লোকেরা তাদের পাপের কারণে, খ্রীষ্টের বলিদানের রক্ত ব্যাতিরেকে, ঈশ্বরের বাসস্থানের কাছে যাওয়ার সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। পরবর্তী বক্তৃতায়, বলি উৎসর্গের জন্য ঈশ্বরের নিযুক্ত দাসদের বিবেচনা করবো, যাদের কাজকে আমরা পুরাতন নিয়মের যাজকত্ব বলে থাকি।

বক্তৃতা ১২

যাজকত্ব

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মাঝে বসবাস করেন, কিন্তু শুধুমাত্র একজন নিরূপিত মহা যাজকের মাধ্যমেই তাঁর লোকেরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারে, যিনি তাদের পাপের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য বলিদান উৎসর্গ করে থাকেন।

পাঠ্য অংশ:

"আর প্রত্যেক যাজক দিন দিন সেবা করিবার এবং একরূপ নানা যজ্ঞ পুনঃপুনঃ উৎসর্গ করিবার জন্য দাঁড়ায়; সেই সকল যজ্ঞ কখনও পাপ হরণ করিতে পারে না। কিন্তু ইনি পাপার্থক একই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন" (ইব্রীয় ১০:১১-১২)।

বক্তৃতা ১২ -এর অনুলিপি

আপনি কি কখনও একটি শিশুর গল্পের বই এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির একটি সাধারণ বইয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন? একটি শিশুর বইতে প্রায়শই বড়-বড় রঙিন চিত্র থাকে যা বেশিরভাগ পৃষ্ঠাটি জুড়ে থাকে এবং পৃষ্ঠার নিচের দিকে কয়েকটি মাত্র সরল শব্দ লেখা থাকে। বিপরীতে, একটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পুস্তকগুলি প্রায়শই কঠিন শব্দের পাঠে পূর্ণ থাকে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, এবং সেখানে খুব সামান্য অথবা কোনও চিত্রই থাকে না। এটি পুরাতন নিয়মের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যকে চিত্রিত করার আরেকটি উপায়। এটি ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য ঈশ্বরের প্রাণবন্ত ছবির পুস্তক। রঙিন ছবিগুলি খ্রীষ্টের আসন্ন ব্যক্তি এবং কাজের বিষয়ে ঈশ্বরের উদ্ঘাটন প্রকাশ করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ণ আলো ও জ্ঞানে, এই ছবির পুস্তকটি, অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের অনুষ্ঠানগুলি, নতুন নিয়মে ঈশ্বরের পরিপক্ক এবং পূর্ণ প্রকাশের জন্য সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা এই বক্তৃতায় পুরাতন নিয়মের এই অনুষ্ঠানগুলির অন্বেষণ অব্যাহত রাখছি, যা আবাসতাঁবু, বলিদান এবং যাজকত্বের সংযোগগুলিকে সম্পূর্ণ করে, যা একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ গঠন করে। যাজক কারা ছিলেন এবং ইস্রায়েলে তাদের ভূমিকা কী ছিল? হারোণ এবং তার ছেলেরা কীভাবে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কস্থাপন করে? যাজকরা কী প্রকারের পরিচর্যা করতেন এবং তা সুসমাচার সম্বন্ধে কী প্রকাশ করে? পুরাতন নিয়মের আনুষ্ঠানিক ভোজের মাধ্যমে কোন ঈশ্বরতত্ত্ব শেখানো হয়েছিল এবং তারা কীভাবে ঈশ্বরের উদ্ধারের অনুপ্রাণিত কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত? নতুন নিয়মের বিশ্বাসীরা তাদের মহাযাজক কোথায় খুঁজে পায়? ঈশ্বরের কাছে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের প্রবেশাধিকারের উপর এটি কী প্রভাব ফেলে? আমরা দেখেছি যে পাপ ঈশ্বরের অনুকূল উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, তাহলে আমাদের কী করা উচিত? প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য কী প্রয়োজন? উত্তরটি দ্বিস্তরীয়: যা প্রয়োজন তা হল একটি বলিদান এবং একজন ব্যক্তি যিনি বলিদান উৎসর্গ করবেন। আমরা আগের বক্তৃতায় প্রথম প্রয়োজনীয়তা, অর্থাৎ বলিদান বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পাঠে, আমরা দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা, অর্থাৎ যাজকত্বের প্রয়োজনীয় বিধানের উপর আলোকপাত করবো। অবশ্যই, আমরা খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের উদ্ঘাটন দেখতে পুরাতন নিয়মের এই প্রতীকগুলি নিয়ে অধ্যয়ন করি।

আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে আমরা ১২টি সম্পূর্ণ বক্তৃতা ব্যয় করেছি, যার মধ্যে এটাও রয়েছে, শুধুমাত্র পেন্টাটিউক, অর্থাৎ বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তক নিয়ে আলোচনা করার জন্য। প্রশ্ন হল: কেন? এর কারণ এই নয় যে অন্যান্য অংশগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটি এই কারণে যে পেন্টাটিউক এমন ভিত্তি প্রদান করে যার উপর পরবর্তী সমস্ত কিছু নির্মিত হয়। আমরা সঠিকভাবে অন্যান্য বিষয়গুলির উপর জোর দিতে পারি, কিন্তু এই পাঠ্যক্রমটি হল বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্বের উপর, এবং আমি এর থেকে বেশি দৃঢ়ভাবে জোর দিয়ে বলতে পারি না যে বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তক সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকা কতটা অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ১২টি বক্তৃতা ব্যয় করে, শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয়বস্তু স্পর্শ এবং আলোকপাত করতে

পেরেছি। আমরা আপনাকে আরও এবং গভীরে যাওয়ার জন্য কয়েকটি মৌলিক সরঞ্জাম প্রদান করার চেষ্টা করেছি। সুতরাং, এই বক্তৃতায়, প্রথমে আমাদের যাজকদের কথা বিবেচনা করতে হবে।

সম্পূর্ণ লেবীয়পুস্তক জুড়ে যে প্রভাবশালী বিষয়বস্তুটি চলমান রয়েছে, তা হল পবিত্রতা। পবিত্রতা হল ঈশ্বরের চরিত্রের একটি পরিচয় দানকারী চিহ্ন যা স্বর্গদূতদের চিৎকার ও ক্রন্দনের মধ্যে দেখা যায়: "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র"। পবিত্রতার দুটি দিক রয়েছে। একটি হল পৃথক হওয়া: যা কিছু পাপজনক, তা থেকে নিজেকে পৃথক রাখা। দ্বিতীয়টি হল শুচি হওয়া: পাপমুক্ত হওয়া, আধ্যাত্মিকভাবে শুদ্ধ হওয়া। সুতরাং, বাইবেল আমাদের বলে যে ঈশ্বর পবিত্র, কিন্তু এটি আমাদেরকে তাঁর ব্যবস্থা, তাঁর নিয়ম, তাঁর যাজকগণ, তাঁর বেদী, তাঁর ভোজ, তাঁর পাত্র, তাঁর তেল, যাজকদের পোশাক, এই সবকিছুকে পবিত্র বলে বর্ণনা করে। যাজক যখন মানুষের সামনে উপস্থিত হতেন, তখন পবিত্রতার বার্তা দৃশ্যমান হতো। কেন? কারণ যাজকেরা তার কপালে একটি সোনার পাত পরিধান করতেন, যাতে লেখা ছিল "সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র"।

উপরন্তু, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা এবং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশে করার বিষয়টি নির্দিষ্ট করেন। পবিত্র যাজকত্ব সেই বিধানের একটি অংশ ছিল। ঈশ্বর স্বয়ং পুরাতন নিয়মের যাজকের দায়িত্ব ও পদ নিযুক্ত করেছেন। অন্য কথায়, পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনা, নতুন নিয়মের মতই, মানুষের ধারণা থেকে উদ্ভাবন হয়নি। এটি ঐশ্বরিক নির্দেশ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। শুধুমাত্র লেবীয়পুস্তক জুড়ে এটি কেবল স্পষ্ট নয়, কিন্তু ইব্রীয় ৫:৪ পদটি এই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করে। সেখানে লেখা আছে, "আর, কেহ আপনার জন্য সেই সমাদর লয় না, কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক আহূত হইয়াই তাহা পায়; হারোণও সেই প্রকারে পাইয়াছিলেন"। তাই, শুধুমাত্র যেকোনো ইস্রায়েলীয় পুরুষকে যাজকত্ব করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ঈশ্বর এটিকে লেবীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং তিনি পরিবারগুলিকে আলাদা আলাদা দায়িত্বের সাথে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন। অবশ্যই, মহাযাজক ছিলেন, যা যাজকদের শ্রেণীর মধ্যে থেকে নেওয়া একটি সর্বোচ্চ পদ এবং হারোণের সরাসরি বংশধরদের দ্বারা গঠিত। মহাযাজকের কার্যাবলী ছিল যা অন্য কারো দ্বারা ভাগ করা হতো না, যেমন, উদাহরণস্বরূপ, প্রায়শ্চিত্তের দিনে মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করা। আবার সাধারণ লেবীয়দেরও আমরা দেখতে পাই, গোষ্ঠীর বাকি অংশ থেকে তাদের নেওয়া হতো, এবং তারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতো। কেউ কেউ ঈশ্বরের লোকেদেরকে তাঁর বাক্য ও ব্যবস্থা শেখানোর উদ্দেশ্যে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যদেরকে যিরূশালেমে আরাধনার সাথে যুক্ত দায়িত্বগুলির জন্য মনোনীত করা হয়েছিল, যেমন গায়ক এবং বাদ্যযন্ত্রের বাদক, এবং কুমোর, এবং আবাসতাঁবু এবং মন্দিরের আরাধনার বলিদান এবং অন্যান্য দিকগুলির সাথে যুক্ত বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া ছিল। তেল প্রয়োগ করার মাধ্যমে এই ব্যক্তিদের যাজক হিসেবে আলাদা করা হতো। অন্য কথায়, তাদেরকে পবিত্র পরিচর্যার জন্য পবিত্র তেল দিয়ে অভিষিক্ত করা হতো।

আমি আপনাদেরকে এই পর্যায়ে একটি বৃহৎ চিত্র প্রদান করতে চাই যাতে আমরা ঈশ্বরের উদ্ধারের ইতিহাসের এই অধ্যয়নে বিন্দুগুলিকে একে-অপরের সাথে যুক্ত করতে পারি। পুরাতন নিয়মে তিনটি প্রাথমিক দায়িত্বপদ ছিল, এবং তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্বপদে প্রবেশ করার সময়ে পবিত্র অভিষেকের প্রয়োজন ছিল। এই তিনটি দায়িত্বপদ হল ভাববাদী, যাজক, ও রাজা। এখন, নতুন নিয়মে খ্রীষ্ট শব্দটি পুরাতন নিয়মের মসীহ শব্দের সমতুল্য, এবং উভয় শব্দের অর্থ হল অভিষিক্ত ব্যক্তি। সুতরাং, আপনি যদি বিষয়টিকে একসঙ্গে দেখেন, নতুন নিয়মে খ্রীষ্ট শিরোনামটি বাস্তবে এই তিনটি দায়িত্বপদের পরিপূর্ণতার একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, যিনি হলেন ঈশ্বরের চূড়ান্ত অভিষিক্ত একজন ব্যক্তি। খ্রীষ্ট উপাধিটি চূড়ান্ত ভাববাদী, ঈশ্বরের চূড়ান্ত বাক্য, মহান মহাযাজক এবং রাজাদের রাজার দিকে নির্দেশ করে, এই সবই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। পবিত্র স্থানে পরিচর্যা করার সময় যাজকদের জন্য পবিত্র আনুষ্ঠানিক পোশাকও ঈশ্বর নিযুক্ত করেছিলেন, এবং আমরা এখানে বিস্তারিত বিষয়ের তাৎপর্য বিবেচনা করতে পারি না, তবে আমি নির্ধারিত বুকপাটার উপর আলোকপাত করতে চাই, কারণ এটি যাজকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যাজকদেরকে লোকদের পক্ষে মধ্যস্ততা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। মজার বিষয় হল, বুকপাটাতে ১২টি মূল্যবান পাথর বা রত্ন ছিল, এবং প্রতিটি পাথরের উপরে ইস্রায়েলের একটি গোষ্ঠীর নাম লেখা ছিল। এই পাথরগুলিকে বুকপাটাতে বসানো হয়েছিল এবং বুকপাটাটি মহাযাজকের হৃদয়ের উপরে বসানো হতো। লোকেদের জন্য মধ্যস্থতা করতে সদাপ্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সময়ে, মহাযাজক সদাপ্রভুর সামনে দৃশ্যমানভাবে ১২টি উপজাতির নাম বহন করতেন। খ্রীষ্ট আমাদের মহাযাজক হিসেবে যা করেন এবং চিরন্তন সিংহাসনের সামনে তাঁর লোকেদেরকে তাঁর হৃদয়ে বহন করেন, তার একটি সুন্দর চিত্র এটা, যেমনটি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আরও দেখতে পাব। এটি ছিল যাজকদের বিষয়ে আমাদের জন্য একটি পরিচয়।

দ্বিতীয়ত, তাদের পরিচর্যা কাজের দিকে আমাদের একটু মনোযোগ দিতে হবে। যাজকেরা মধ্যস্থতাকারী ছিলেন যারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে তাঁর লোকেদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাদেরকে পুনর্মিলন এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করার সাধনায় প্রভুর সামনে উপহার এবং নৈবেদ্য, বলি, মধ্যস্থতা এবং স্বয়ং লোকেদের উপস্থাপন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমরা যেমন ঈশ্বরের আরাধনার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত পূর্ববর্তী বক্তৃতায় দেখেছি, আমরা এখানে আবার দেখতে পাচ্ছি যে, ঈশ্বরের আরাধনার স্থায়ী ব্যবস্থা দ্বারা যাজকরা তাদের পরিচর্যা কাজে সীমাবদ্ধ ছিল। ঈশ্বর শুধুমাত্র সেই প্রকারের আরাধনা করার অনুমতি দেন যা তিনি নিযুক্ত বা আদেশ করেছেন, এবং এই ভাষাটি এই পরিচর্যার বর্ণনা জুড়ে বোনা। উদাহরণস্বরূপ, যাত্রাপুস্তক ৩১:১১ পদে, আমরা সেই বাক্যাংশটি দেখি, "আমি তোমাকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে তাহারা সমস্তই

করিবে"। এই বিষয়বস্তু এই বিভাগের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। ঐশ্বরিক আরাধনার সমস্ত সূক্ষ্ম বিবরণের মাধ্যমে, যেমন, লেবীয়পুস্তক ৮ এবং ৯ অধ্যায়ে, আমরা পুনরাবৃত্তি করা শব্দগুলি দেখতে পাই, "সদাপ্রভু যেমন আদেশ করেছেন, সদাপ্রভু যেমন আদেশ করেছেন" এবং এটি আমাদের লেবীয়পুস্তক ১০ অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত করে, কারণ লেবীয়পুস্তক ১০ অধ্যায়ে, আমরা নাদব এবং অবীহূ -এর দ্বারা এই নীতি লঙ্ঘনের একটি উদাহরণ রয়েছে। লেবীয়পুস্তক ১০:১-৩ পদগুলিতে, আমরা পড়ি, "আর হারোণের পুত্র নাদব ও অবীহূ আপন আপন অঙ্গারধানী লইয়া তাহাতে অগ্নি রাখিল, ও তাহার উপরে ধূপ দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীতে ইতর অগ্নি উৎসর্গ করিল। তাহাতে সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল, তাহারা সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল। তখন মোশি হারোণকে কহিলেন, সদাপ্রভু ত ইহাই বলিয়াছিলেন, তিনি কহিয়াছিলেন, যাহারা আমার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাদের মধ্যে আমি অবশ্য পবিত্ররূপে মান্য হইব, ও সকল লোকের সম্মুখে গৌরবান্বিত হইব। তখন হারোণ নীরব হইয়া রহিলেন"। যদিও তারা তার নিজের সন্তান ছিল, তবুও ঈশ্বরের মহিমা প্রাধান্য পেয়েছিল।

এটি, এমনকি বর্তমান দিন পর্যন্ত ইতিহাসের অবশিষ্টাংশের জন্য একটি শিক্ষা রয়ে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, আমাদের অবশ্যই শুধুমাত্র সেই ভাবেই ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে, যেমন তিনি তাঁর বাক্যে স্পষ্টভাবে আদেশ করেছেন। নতুন নিয়মে আপনি এইগুলি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ, ঈশ্বরের বাক্য প্রচার, প্রার্থনা, গীতসংহিতা থেকে গান করা, প্রভুর ভোজ, বাপ্তিস্ম ইত্যাদি হিসেবে ভাবতে পারেন। তাহলে, পুরাতন নিয়মের আনুষ্ঠানিক আরাধনায় ঈশ্বর কী কী নিযুক্ত করেছিলেন? তিনি কী নির্দেশ দিয়েছিলেন? এবং এই উদ্ঘাটন থেকে আমরা কোন ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করি? আমরা শুধুমাত্র কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরতে পারি। প্রতিদিনের সকাল এবং সান্ধকালিন বলিদানের পাশাপাশি, দিনের পর দিন মানুষের দ্বারা আনা বলিদানগুলি ছাড়াও, ঈশ্বর কিছু বিশেষ পবিত্র দিনগুলি নিযুক্ত করেছিলেন, যে দিনগুলিতে বলি উৎসর্গ করা হতো। তিনি সমস্ত লোকেদেরকে নিস্তারপর্ব, পঞ্চাশত্তামি এবং কুটীরোৎসবের জন্য বছরে তিনবার যিরূশালেম পরিদর্শন করতে বলেছিলেন। বাইবেল বলে যে তারা সদাপ্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য তা করতো। এটাই সেই ভাষা, এবং এই ভাষা শাস্ত্রের বাকি অংশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য তারা তা করতো। তিনি গীতসংহিতাগুলির মধ্যে থেকে কিছু বিশেষ গান বাছাই করে তাদের প্রদান করেছিলেন, যা তারা যিরূশালেমে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পথে গাইত, যে গীতগুলিকে আমরা আরোহণ গীত বলে থাকি, গীতসংহিতা ১২০ to ১৩৪। আমরা এই পর্বগুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে বিবেচনা করবো, যদিও একটু বেশি সময় দেবো প্রথম ও অন্তিম পর্বটি আলোচনা করার জন্য।

পুরাতন নিয়মের প্রথম পবিত্র আনুষ্ঠানিক পর্ব হল নিস্তারপর্ব, এবং আমরা এর আগে, যাত্রাপুস্তকের উপর আমাদের বক্তৃতাগুলিতে এর উল্লেখ দেখেছি। নিস্তারপর্ব এবং তাড়িশুন্য রুটির উৎসব, যা নিস্তারপর্বের সাথে সংযুক্ত ছিল, যাত্রাপুস্তক ১২ অধ্যায়ে এর সূচনা করা হয়েছিল এবং আমরা লেবীয়পুস্তক ২৩:৪-৮ পদে এর সম্পর্কে আরও পড়ি। ঈশ্বর যাত্রাপুস্তকের সময়ে এই পর্বটি নিযুক্ত করেছিলেন, এবং তিনি ইস্রায়েলীয়দের অনুরোধ করেছিলেন যে তারা যেন মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্তির স্মরণে এটি উদযাপন চালিয়ে যায়। সুতরাং, এর উৎসটি ১০ম আঘাতের সাথে সংযুক্ত, আপনার হয়তো স্মরণে আছে, সেই সময়ে ঈশ্বর প্রতিটি বাড়ির প্রথমজাত পুরুষদের ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি না তারা তাদের দরজার চৌকাঠে নিস্তারপর্বের মেষশাবকের রক্ত প্রয়োগ করে। সেই রাতে ঈশ্বর সেই সকল বাড়ির উপর দিয়ে চলে গিয়েছিলেন যাদের দরজার চৌকাঠে মেষশাবকের রক্ত লাগানো ছিল। বিচারের মাধ্যমে এই পরিত্রাণ ইস্রায়েলের মুক্তি এবং উদ্ধারের সূচনা করেছিল। খামিরবিহীন রুটির উৎসব নিস্তারপর্বের সাথে সংযুক্ত ছিল। ইস্রায়েলকে তাড়াহুড়ো করে মিশর থেকে বের করে আনার সময়ে তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা রুটি বর্ণনা করার জন্য সাত দিনের জন্য খামিরবিহীন রুটি খেতে হয়েছিল এবং তাদের প্রতিদিন একটি হোমবলি উৎসর্গ করতে বলা হয়েছিল।

আপনি যদি সরাসরি নতুন নিয়মের সেই সময়ে চলে জান, যেখানে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর গ্রেপ্তারের আগের সন্ধ্যায় তাঁর শিষ্যদের সাথে শেষ নিস্তারপর্বের ভোজ খেয়েছিলেন, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মথি ২৬:৩০ পদে বলা হয়েছে যে তারা একটি স্তোত্র গেয়েছিল। এখন, স্তোত্র শব্দটি গীতসংহিতার শিরোনামে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তারা যখন জৈতুন পর্বতে গিয়েছিল তখন তারা একটি স্তোত্র গেয়েছিল। ইহুদীরা হলেল গীত গাইত নিস্তারপর্বের উপলক্ষে, যে অংশটি গীতসংহিতা ১১৩ থেকে ১১৮ পর্যন্ত পাওয়া যায়, এবং [এগুলি] খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যেরা হয়তো সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় গেয়েছিলেন। কল্পনা করুন যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট গীতসংহিতা ১১৮ গাইছেন যখন তিনি তাঁর গ্রেপ্তার এবং ক্রুশারোপনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ২২-২৩ এবং ২৭ পদগুলির কথা চিন্তা করুন, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। ইহা সদাপ্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত"। এর পর লেখা আছে, "তোমরা রজ্জু দ্বারা উৎসবের বলি বেদির শৃঙ্গে বাঁধ"। সেই প্রসঙ্গে এই শব্দগুলি সম্পর্কে চিন্তা করা অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি বিষয়। নিস্তারপর্বটি খ্রীষ্টের ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের চূড়ান্ত যোগানকে চিহ্নিত এবং নির্দেশ করে। সুতরাং, আমরা ১ করিন্থীয় ৫:৭ পদে পড়ি, "কারণ আমাদের নিস্তারপর্ব্বীয় মেষশাবক বলীকৃত হইয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট"। তিনি হলেন ঈশ্বরের নিস্তারপর্বের মেষশাবক। তাঁর রক্ত তাঁর লোকেদের আবৃত করে এবং তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করে। আমরা গীতসংহিতা ৩২:১ পদে গাইতে পারি, "ধন্য সেই, যাহার অধর্ম্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে"।

আমরা যে দ্বিতীয় পর্বটি বিবেচনা করবো তা হল পঞ্চাশত্তমীর উৎসব, কখনও কখনও সপ্তাহের উৎসব বা শস্যচ্ছেদনের

উৎসব বলা হয়। এটি লেবীয়পুস্তক ২৩ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এটি নিস্তারপর্বের ৫০ দিন পরে পালন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং এটি সপ্তাহের প্রথম দিনে ঘটেছিল, যা অবশেষে নতুন নিয়মের বিশ্রামবার হয়ে উঠবে। ফসল কাটার উপর প্রভুর আশীর্বাদের জন্য লোকেরা আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার জন্য শস্যের নৈবেদ্য উৎসর্গ করতো। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রেরিত ২ অধ্যায়ে, পঞ্চাশত্তমীর দিনে পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মা ঢেলে দিয়েছিলেন এবং ৩০০০ জন মন পরিবর্তন করেছিল এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল। আমরা যখন নতুন নিয়মে আসবো, তখন পঞ্চাশত্তমীর এবং এর পরে যা কিছু ঘটেছিল, তার মধ্যে সংযোগটি আমরা আরও বিবেচনা করবো। তৃতীয় পর্বটি হল তূরীধ্বনি উৎসব। শাস্ত্রাংশটি বলে যে এই উৎসবটি সদাপ্রভুর সান্নিধ্যে একটি স্মরণীয় দিন ছিল, যেদিন লোকেরা অনুতাপ করতো এবং প্রভুর জন্য নিজেকে পৃথক করে রাখতো। লোকেরা তাদের কাজ থেকে বিরত হয়ে আগুনে সেই নৈবেদ্য নিবেদন করতো। সম্ভবত এটি যাত্রাপুস্তক ১৯ অধ্যায়ে দীর্ঘ সময় ধরে তূরীধ্বনি বাজানোর একটি স্মারক ছিল, যখন ইস্রায়েলকে তাঁর বাক্য এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিনয় পর্বতে প্রভুর সামনে ডাকা হয়েছিল। মজার বিষয় হল, নতুন নিয়ম ঈশ্বরের বাক্য, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ত্রাণকর্তার জন্ম স্বর্গদূতের ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়, এবং আমরা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে আবার এই চিত্রটির বিষয়ে শুনতে পাবো। ১ থিষলনীকীয় ৪:১৬ পদে, "কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে"।

চতুর্থত, আমরা কুটীর উৎসব লক্ষ্য করবো। এটি তৃতীয় এবং অন্তিম বার্ষিক ভোজ, যে সময়ে যিরূশালেমে যাত্রা করার প্রয়োজন ছিল, যে বিষয়ে আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এই ভোজে, লোকেরা প্রভুর সামনে বিভিন্ন হোমবলি এবং উপহার এবং স্ব-ইচ্ছায় নৈবেদ্য প্রদান করতো। এটি শরত কালের ফসল কাটার একটি সপ্তাহব্যাপী উদযাপনের সাথে জড়িত ছিল, যেখানে, মরুভূমিতে ৪০ বছর ধরে ঈশ্বর কীভাবে তাঁর লোকেদের যত্ন করেছিলেন, তা মনে রাখার জন্য শাখাগুলি দিয়ে অস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের বলা হয়েছে যে তারা তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামনে আনন্দ করার জন্য তা করতো।

যে পঞ্চম উৎসবটি আমরা বিবেচনা করবো, তা হল প্রায়শ্চিত্তের দিন। এটি ছিল সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে গৌরবময় পবিত্র দিন। প্রকৃতপক্ষে, এটি বিশ্রামবারের বিশ্রামবার হিসেবে উল্লেখ করা হয়, এবং এটি ইস্রায়েলের ক্যালেন্ডার এবং জাতীয় জীবনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে ছিল। এটি প্রতিস্থাপক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ থেকে শুচিশুদ্ধ হওয়ার একটি মহান দিন ছিল। এই দিনে ইস্রায়েলীয়দেরকে তাদের প্রাণকে যাতনা দিতে বলা হতো। এটি ছিল অনুতপ্ত দুঃখের একটি অভিব্যক্তি, প্রায়ই উপবাস সহ তারা করতো। মহাযাজক তার সাধারণ বিস্তৃত পোশাকের পরিবর্তে সাধারণ মসৃণ পোশাক পরতেন। এই বার্ষিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দুটি প্রকারের নৈবেদ্য জড়িত ছিল: মহাযাজকের জন্য একটি পাপার্থক বলি, যা তার বাড়িতেই হতো, এবং তারপর লোকদের জন্য একটি পাপার্থক বলি; এবং তারপর দ্বিতীয়ত, মহাযাজকের জন্য তার বাড়িতেই একটি হোমবলি এবং অন্যটি লোকদের জন্য। এই দুই প্রকারের বলিদানের মধ্যে ছিল বলির-পাঁঠার রীতিনীতি।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় তখন এসে উপস্থিত হতো, যখন মহাযাজক মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতো। প্রতি বছর শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট দিনে, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের দিনে, মহাযাজক এটি করতেন। তিনি নিয়ম সিন্দুকের উপরে, পাপাবরণের উপরে রক্ত ছেটানোর জন্য মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন। এছাড়াও, যিহোবার জন্য একটি মদ্দা ছাগল এবং ইস্রায়েলের জন্য একটি মদ্দা ছাগল মনোনীত করার জন্য লটারি করা হতো, প্রথম ছাগলটিকে বলি দেওয়া হতো ঈশ্বরের গৃহকে পরিষ্কার সেই রক্ত দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য। দ্বিতীয় ছাগলটি ছিল বলির-পাঁঠা। যাজক নিজের দুটো হাত সেই ছাগলটির মাথার উপর রাখতেন এবং ইস্রায়েলের সমস্ত পাপ এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিরোধিতা স্বীকার করতেন। তারপর সেই ছাগলটিকে পশুগর্জ্জনময় ঘোর মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতেন, যেন সেই ছাগলটিকে আর কখনও দেখা না যায়, এবং এটি প্রতীকীভাবে ইস্রায়েলের সমস্ত পাপের ভার সেই ছাগলের উপর দেওয়া হয়েছিল। বলির বিষয়ে আধ্যাত্মিক অর্থ ছাড়াও, যা আমরা ইতিমধ্যে শেষ বক্তৃতায় বিবেচনা করেছি, আমরা বলির পাঁঠায় খ্রীষ্টের আরও একটি চিত্র দেখতে পাই, যিনি ঈশ্বরের লোকেদের পাপ বহন করবেন।

শাস্ত্র বিভিন্ন উপায়ে এটির বর্ণনা করে। শাস্ত্র বলে, ঈশ্বর আমাদের পাপ আর স্মরণ করেন না (ইব্রীয় ৮:১২, ১০:১৭); তিনি আমাদের পাপগুলিকে তার পিছনে ফেলে দেন (যিশাইয় ৩৮:১৭) এবং সমুদ্রের গভীরে নিক্ষেপ করেন (মীখা ৭:১৯); পূর্ব থেকে পশ্চিম যত দূর, ততটাই তিনি আমাদের পাপকে আমাদের থেকে আলাদা করেন (গীতসংহিতা ১০৩:১২)। বলির-পাঁঠায় যে বিষয়টি চিত্রিত হয়েছে তার সাথে এই ভাষাটির সবকিছুই সংযুক্ত রয়েছে। প্রায়শ্চিত্তের দিনটি প্রায়শ্চিত্ত ত্যাগের জন্য ঈশ্বরের যোগান, ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন এবং ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা এবং উপস্থিতিতে প্রবেশের উপায়কে নির্দেশ করে। আমরা এই ভোজের সমস্ত বিবরণ অন্বেষণ করিনি, তবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ঈশ্বর তাদের সুস্বাদু সুসমাচারের সত্য দিয়ে পূর্ণ করেছেন যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে তাদের পরিপূর্ণতার দিকে নির্দেশ করে। এটি আমাদের তৃতীয় পয়েন্টে নিয়ে আসে, একজন নিখুঁত যাজক।

কিভাবে একটি পাপী মানুষ একজন পবিত্র ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে? উত্তর হল, ঈশ্বর নিরূপিত একজন যাজকের মাধ্যমে, যিনি একটি গ্রহণযোগ্য বলিদান উৎসর্গ করেছেন। এটি খ্রীষ্টে সুন্দরভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে। চিন্তা করুন যে কীভাবে খ্রীষ্টের মধ্যে এই দুটি বিষয়কে একত্রিত করা হয়। তিনি হলেন সেই নৈবেদ্য যা উৎসর্গ করা হচ্ছে, এবং সেই যাজক যিনি নৈবেদ্য উৎসর্গ করছেন। এই দুটো বিষয়েই তাঁর মধ্যে আবদ্ধ। ইব্রীয় ৭:২৭ পদ বলে, "ঐ মহাযাজকগণের ন্যায় প্রতিদিন অগ্রে

নিজ পাপের, পরে প্রজাবৃন্দের পাপের নিমিত্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করা ইহাঁর পক্ষে আবশ্যক নয়, কারণ আপনাকে উৎসর্গ করাতে ইনি সেই কার্য্য একবারে সাধন করিয়াছেন"। অধ্যায় ১০:১২ বলে, "কিন্তু ইনি পাপার্থক একই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন"। খ্রীষ্ট নিজেকে বলি হিসেবে উৎসর্গ করেন, এবং তাঁর লোকেদের জন্য মধ্যস্ততা করেন। হাইডেলবার্গ ক্যাটেসিজম লর্ডস ডে ১২ প্রশ্ন ৩১ খ্রীষ্টের বিষয়ে এইরূপ বলে, "আমাদের একমাত্র মহাযাজক, যিনি তাঁর দেহকে উৎসর্গ করার দ্বারা, আমাদের উদ্ধার করেছেন, এবং [আমাদের জন্য পিতার সান্নিধ্যে ক্রমাগত মধ্যস্থতা করেন]"। সংক্ষিপ্ত ক্যাটেকিস্ম প্রশ্ন ২৫ একই কথা বলে। ইব্রিয়ের পুস্তকটি, হারোণের চেয়ে খ্রীষ্টের যাজকত্বের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিস্তারিত ভাবে বলে। আমরা বক্তৃতা ৭-এ দেখেছি, খ্রীষ্ট হলেন মল্কিষেদকের মতো একজন যাজক, লেবীয় গোষ্ঠীর মতো নয়।

পার্থিব যাজক এবং যাজকত্ব এবং আনুষ্ঠানিক পর্বগুলি এবং অধ্যাদেশগুলি খ্রীষ্টের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেছিল। সেইজন্য, এইগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর দ্বারা বাতিল করা হয়েছে এবং সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্ট বিশ্বাসী মণ্ডলীগুলিতে যেন পার্থিব যাজক এবং পোশাক এবং বেদী এবং ধূপ এবং সেই পুরাতন নিয়মের পবিত্র দিনগুলি, যেমন নিস্তারপর্ব এবং পঞ্চাশত্তমীর দিন, এবং আনুষ্ঠানিক আরাধনার অন্যান্য উপাদানগুলি উপস্থিত না থাকে। এই সবকিছু আমাদেরকে স্বয়ং খ্রীষ্টকে লাভ করার মহিমা থেকে বিক্ষিপ্ত করবে। কলসীয় ২:১৭ বলে যে এই বিষয়গুলি আসন্ন বিষয়গুলির ছায়া ছিল মাত্র, কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের। খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী। নতুন নিয়মের পবিত্র স্থান এবং মহা পবিত্র স্থান বাস্তবে আবাসতাঁবু এবং মন্দিরের মতো কোন পার্থিব স্থানে পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে এখন সত্যিকারের একটি পবিত্র স্থান আছে, যেখানে আমাদের মহাযাজক বাস করেন, অর্থাৎ স্বর্গে, ইব্রীয় ৪:১৪, "ভাল, আমরা এক মহান্ মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব আইস, আমরা ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি"।

নতুন নিয়মের আরাধনায় কোন পার্থিব চিহ্ন থাকে না, যা অত্যন্ত তুচ্ছ প্রমাণিত হবে। আমাদের আরাধনা স্বর্গ-কেন্দ্রিক কারণ আমাদের আরাধনা স্বর্গে আদান-প্রদান হয়ে থাকে। যদিও নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মের তুলনায় আকারে সহজ ও সরল, তবে এটি এর সাথে অনেক বেশি গৌরব নিয়ে আসে কারণ এটি প্রতি সপ্তাহে স্বর্গে প্রকাশিত হয়, যখন প্রভুর লোকেরা খ্রীষ্টের সিংহাসনের সামনে উপস্থিত হন ও এবং সেখানে আমাদের মাঝে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও শক্তি উপলব্ধ থাকে। নতুন নিয়মের আরাধনার মধ্যে যাজকের বেশভূষা ও আনুষ্ঠানিক উপাদানগুলিকে টেনে আনার প্রলোভন আটকাতে হবে, যেমন আমরা রোমান ক্যাথোলিকদের মাঝে, এবং দুঃখজনক ভাবে, কিছু-কিছু প্রটেস্টান্টদের মাঝেও দেখতে পাওয়া যায়, যারা তাদের অনুসরণ করে।

খ্রীষ্ট চিরকাল মহাযাজক হিসেবে তাঁর লোকেদের সেবা করে চলেছেন। তিনি ক্রমাগত মধ্যস্ততা করছেন, এবং তিনি করুণা ও সহানুভূতির সাথে তা করেন। ইব্রীয় ২:১৮, "কেননা তিনি আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া পরীক্ষিতগণের সাহায্য করিতে পারেন"। ইব্রীয় ৪:১৫, "কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে"। আমরা যাত্রাপুস্তক ১৯:৬ পদে পড়ি ঈশ্বর তাঁর লোকেদের এই কথা বলেন, "আর আমার নিমিত্তে তোমরাই যাজকদের এক রাজ্য ও পবিত্র এক জাতি হইবে। এই সকল কথা তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বল"। লেবীয় যাজকদের মাধ্যমে, ইস্রায়েল শিখবে কীভাবে যাজকদের পরিচর্যার মাধ্যমে তারা একটি জাতি হিসেবে ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে। এর পরিপূর্ণতা আমরা নতুন নিয়মে দেখতে পাই, যেখানে প্রত্যেক বিশ্বাসীদের যাজক বলে সম্বোধন করার শিক্ষাতত্ত্ব দেখতে পাই।

আমরা ১ পিতর ২:৯ পদে পড়ি, সেখানে নতুন নিয়মের পরজাতীয় মণ্ডলীর কাছে এই কথাটি বলা হয়েছে, "কিন্তু তোমরা "মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, [ঈশ্বরের] নিজস্ব প্রজাবৃন্দ, যেন তাঁহারই গুণকীর্ত্তন কর," যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন"। প্রকাশিত বাক্য ১:৬ পদে, "এবং আমাদিগকে রাজ্যস্বরূপ ও আপন ঈশ্বর ও পিতার যাজক করিয়াছেন"। পুরাতন নিয়মের উপাদানগুলি যা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি তা আমাদের এই ধারণাটি বুঝতে সক্ষম করে। কোন পার্থিব যাজক অথবা মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই প্রত্যেক বিশ্বাসী সরাসরি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে, মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারে। ইব্রীয় ৪:১৬ বলে, "অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই"। যদিও বিশ্বাসীরা রক্তসেচন সহকারে বলিদান করে না, আমরা আমাদের সমগ্র জীবন খ্রীষ্টের জন্য পৃথক করে রাখি। রোমীয় ১২:১, "অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা"।

সারাংশে, এই বক্তৃতাটি বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বই সম্পর্কে আমাদের সংক্ষিপ্ত বিবেচনাকে একটি উপসংহারে নিয়ে আসে। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছেন, তাদের একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাদেরকে তাঁবুর মধ্যে বলিদান ব্যবস্থা এবং যাজকত্ব প্রদান করেছেন, যা তাদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য প্রবেশাধিকার খোঁজার উপায় নির্দেশ করে। কিন্তু ইস্রায়েল এখনও একটি পশুগর্জ্জনময় ঘোর মরুভূমিতে রয়েছে। তারা এখনও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশে নেই। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা প্রতিশ্রুত দেশ এবং উত্তরাধিকারের সাথে সম্পর্কিত ঈশ্বরের উদ্ঘাটনের ঈশ্বরতত্ত্ব বিবেচনা করবো।

বক্তৃতা ১৩

উত্তরাধিকার

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের উদ্ধার করেন তাঁর স্বর্গীয় উত্তরাধিকার রূপী প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে আসার জন্য, যেখানে তিনি চিরকাল তাদের সাথে বসবাস করবেন।

পাঠ্য অংশ:

"ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা; তিনি নিজ বিপুল দয়ানুসারে মৃতগণের মধ্য হইতে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত প্রত্যাশার নিমিত্ত আমাদিগকে পুনর্জন্ম দিয়াছেন, অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াধিকারের নিমিত্ত দিয়াছেন; সেই দায়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে" (১ পিতর ১:৩-৪)।

বক্তৃতা ১৩ -এর অনুলিপি

আমাদের পাঠ্যক্রমের এই পর্যায়ে, আপনি নিশ্চয়ই দেখতে শুরু করেছেন যে আমরা যখনই কোনও পাঠ পড়ি, তখন আমাদের কেবলমাত্র পাঠ্যটিকেই বোঝা এবং ব্যাখ্যা করা এবং প্রয়োগ করাই যথেষ্ট হবে না, তবে সত্যের সম্পূর্ণ বিস্ময়কে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের এটি অবশ্যই পড়তে হবে ঈশ্বরের ব্যাপক ও বৃহৎ কাহিনীটির পটভূমিকে সামনে রেখে। তার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ বাইবেল প্রয়োজন। সুতরাং, আমরা আমাদের সমস্ত অধ্যয়ন জুড়ে বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এবং পদ্ধতি, উভয়ই চিত্রিত করেছি যাতে আমরা যে কোনও পাঠ্য বা কাহিনীতে ঈশ্বরের বার্তা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি। ঈশ্বরের উদ্ধারের ইতিহাসের মধ্যে প্রতিশ্রুত দেশের স্থান বোঝার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ হবে। পুরাতন নিয়ম জুড়ে কেন ইস্রায়েলের দেশটি এত বিশিষ্টভাবে উঠে এসেছে? এটিকে কীভাবে উত্তরাধিকারের ধারণার সাথে সংযুক্ত করা হয়? পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর জন্য এই সমস্ত কিছুর ঈশ্বরতাত্ত্বিক তাৎপর্য কী ছিল? কীভাবে এই বিষয়বস্তুগুলি নতুন নিয়মে বহন করে? কীভাবে নতুন নিয়ম এই বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে? প্রতিশ্রুত দেশের চূড়ান্ত পূর্ণতা আমরা কোথায় পাবো?

প্রথমত, আসুন প্রতিশ্রুত দেশটিকে বিবেচনা করি, যা হল একটি মৌলিক বিষয়বস্তু। এদন উদ্যান ছিল আদিম ভূখণ্ড যা আদমকে দেওয়া হয়েছিল, এমন একটি জায়গা যেখানে ঈশ্বর তার সঙ্গে বাস করতেন। ঈশ্বর আদিপুস্তক ১:২৮ পদে আদমকে আদেশ করেছিলেন, এবং তিনি আদমকে বলেছিলেন যে তাকে "প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর"। মানুষ পাপের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সময়ে সেই স্বর্গটি হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্য করুন যে প্রতিশ্রুত নতুন দেশ একই রকমের আহ্বানের সাথে আসে, কনান দেশের উপর কর্তৃত্ব নেওয়ার আহ্বান। ঈশ্বর তাদেরকে বিধর্মীদের দেশ এবং তাদের মূর্তিপূজা শুদ্ধ করতে এবং তাদের পবিত্র ঈশ্বরের সাথে একটি পবিত্র বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

মোশি তাদেরকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি সম্পন্ন করার জন্য, তাদেরকে সেই দেশে বসবাসকারী সাতটি দুষ্ট জাতিকে আঘাত করতে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে বলা হয়েছিল এবং তাদের সাথে কোন চুক্তি করতে বা তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা যেন শ্বাসবিশিষ্ট কোন প্রাণীকেই জীবিত অবস্থায় না ছাড়ে। এর অর্থ সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ। তারা যেন হিত্তীয়, গির্গাশীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় জাতির লোকেদের কাউকে জীবিত না রাখে। আপনি দ্বিতীয় বিবরণ ৭ অধ্যায়ে এটি দেখতে পাবেন। এই সাতটি জাতির বাইরের দেশে অন্য যে কোনও লোকের জন্য, তারা পুরুষদের হত্যা করবে এবং নারী, শিশু, গবাদি পশু এবং লুটপাট রক্ষা করবে। এই সবের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের বাসস্থানের জন্য একটি পবিত্র ভূমি প্রতিষ্ঠা করা।

এখন, আপনার অবশ্যই স্মরণে আছে যে অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানের মধ্যে একটি প্রতিশ্রুত দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। আদিপুস্তক ১২:১ পদে, আমরা পড়ি, "সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ

করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল"। তিনি আদিপুস্তক ১৭:৮ পদে অব্রাহামের সাথে তাঁর চুক্তিতে এটি পুনরাবৃত্তি করেছেন, "আর তুমি এই যে কনান দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দিব, আর আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব"। এই প্রত্যাশা ইস্হাক, যাকোব এবং [যাকোবের] পুত্রদের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যোষেফের হাড় মনে আছে? এই বিষয়টি আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন মোশি তাদেরকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন। তারা ৪০০ বছরেরও বেশি আগে তাদের প্রতিশ্রুত দেশ দখল করার পথে চলছিল, কিন্তু সেই দেশটিই স্বয়ং গন্তব্য ছিল না। এটি সেই বংশধরের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি ছিল। বংশধর ছিল প্রথম অগ্রাধিকার। সেই দেশ শুধুমাত্র তাদের জন্য একটি উত্তরাধিকার হিসেবে ছিল, তাদের সাথে এবং তাঁর লোকেদের মধ্যে বসবাস করার জন্য ঈশ্বরের চুক্তির অঙ্গীকারকে মূর্ত করে। প্রতিশ্রুতিটি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি উপজাতিকে দেওয়া বরাদ্দের মধ্যে জমি ভাগ করার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়েছিল, প্রতিটি উপজাতি তাদের বরাদ্দের অংশগুলি উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন পরিবারকে বরাদ্দ করে একটি চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার হিসেবে সংরক্ষণ করে।

এই নীতিরও একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। হারোণ, মহাযাজক এবং তার বংশধর লেবীয়দের দেশে কোন উত্তরাধিকার দেওয়া হয়নি। তাদের উত্তরাধিকার প্রভু স্বয়ং ছিলেন। আপনি এটি কয়েকটি জায়গায় দেখতে পাবেন: উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১-২। সুতরাং, যাজকদের পরিবার একটি ক্রমাগত অনুস্মারক হিসেবে কাজ করেছিল যে উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত ভৌগলিক সম্পত্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়নি, বরং খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার এবং তাঁর লোকেদের সাথে তাঁর উপস্থিতিতে পাওয়া যায়, যেমনটি আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে দেখবো। আপনাকে অবশ্যই আশীর্বাদ এবং অভিশাপ উভয়েরই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক, এবং ফলস্বরূপ ঈশ্বরের দাবি, অনুগ্রহের চুক্তির প্রেক্ষাপটের মধ্যে লক্ষ্য করতে হবে যা এখানে এই দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি একটি প্রতিক্রিয়াশীল আনুগত্য সঙ্গে বিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করতে হতো। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন, এটি ১০টি গুপ্তচর এবং দুটি গুপ্তচরকে ব্যাখ্যা করে। ঠিক? সেখানে ১০ জন [যারা] অবিশ্বাসী ছিল এবং দুজন ছিল, কালেব এবং যিহোশূয়, [যারা] বিশ্বাসী ছিল। এবং এটি ইস্রায়েলকে তাদের কাছে যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার অধিকার থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিচারের কারণ ব্যাখ্যা করে। তারা অবিশ্বাসী ১০ জন গুপ্তচরকে অনুসরণ করেছিল। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তারা চুক্তি ভঙ্গকারী ছিল, এইভাবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত চুক্তির অভিশাপের ফসল কেটেছিল। তারা মরুভূমিতে ৪০ বছর কষ্ট সহ্য করেছিল, এবং ২০ বছর বা তার বেশি বয়সের সকলেই সেই দেশ উপভোগ না করেই মারা গিয়েছিল।

তবে, যিহোশূয় এবং কালেব বিশ্বাসের দ্বারা দেশে প্রবেশ করেছিলেন। গণনাপুস্তক ১৪:২৪ পদে কালেবের সুন্দর বর্ণনা লক্ষ্য করুন, "কিন্তু আমার দাস কালেবের অন্তরে অন্য আত্মা ছিল, এবং সে সম্পূর্ণরূপে আমার অনুগত হইয়া চলিয়াছে, এই নিমিত্তে সে যে দেশে গিয়াছিল, সেই দেশে আমি তাহাকে প্রবেশ করাইব, ও তাহার বংশ তাহা অধিকার করিবে"। আপনি যিহোশূয় পুস্তকের শুরুতে ও শেষে, অর্থাৎ অধ্যায় ১ এবং তারপর অধ্যায় ২৩ -এ, বাধ্যতার ফলের উপর জোর লক্ষ্য করুন। যেমনটি আমরা আগে দেখেছি, ঈশ্বরের চুক্তিবদ্ধ লোকেদের মধ্যে এই পার্থক্য রয়েছে, দৃশ্যমান মণ্ডলীর মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, যাদেরকে বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, এবং যারা অদৃশ্য মণ্ডলী, যেখানে যারা সত্যিকারের বিশ্বাসী, তারা রয়েছে। এটি নতুন নিয়মে রোমীয় ২ এবং ৯ এর মতো স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরতাত্ত্বিক নীতিটি পুরাতন নিয়মের অবশিষ্টাংশে এবং নতুন নিয়মে তাৎপর্য বহন করে চলেছে। আমরা আরও লক্ষ করি যে যারা মূলত চুক্তির বাইরে ছিল তাদেরকে বিশ্বাসের মাধ্যমে আনা যেতে পারে। সুতরাং, পরজাতীয় রাহব এই সময়কালের একজন উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ইব্রীয় ১১:৩১ বলে, "বিশ্বাসে রাহব বেশ্যা, শান্তির সহিত চরদিগের অভ্যর্থনা করাতে, অবাধ্যদের সহিত বিনষ্ট হইল না"।

মরুভূমিতে তাদের যাত্রা করার সময়ে, ঈশ্বর তখনও করুণার সাথে তাদের সামনে সুসমাচারকে অব্যাহত রেখেছিলেন। ইব্রীয় ৪:২ পদে মরুভূমিতে ইস্রায়েলকে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, "কেননা যেরূপ উহাদের নিকটে তদ্রূপ আমাদের নিকটেও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল বটে"। একটি উদাহরণ হল মরুভূমিতে পিতলের সাপ। আমরা গণনাপুস্তক ২১ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে পড়ি। এটি খ্রীষ্টের মধ্যে পূর্ণ হয়। যীশু যোহন ৩:১৪-১৫ পদে তাই বলেছেন। এটি বলে, "আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, সেইরূপে মনুষ্যপুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে হইবে, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়"। সুতরাং, মরুভূমিতে সুসমাচার প্রচারকাজ অব্যাহত ছিল। ইস্রায়েল, অবিশ্বাস এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গ করে, তাই, যিহোশূয়ের নেতৃত্বের অধীনে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করার আগে ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের সাথে চুক্তি পুনর্নবীকরণ করতে হয়েছিল। এটি ছিল তাদের সাথে ঈশ্বরের দ্বারা ইতিমধ্যেই করা চুক্তির একটি নিশ্চিতকরণ, এবং এটি যিহোশূয় ৫ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেখানে যিহোশূয় এছাড়াও সমস্ত পুরুষদের ত্বকছেদ করেন-এটি ছিল চুক্তির চিহ্ন এবং একটি সীলমোহর-এবং গিলগালে নিস্তারপর্ব পালন করেন, যা ছিল একটি চুক্তির ভোজ।

এটি মরুভূমি থেকে দেশটিকে জয় করার দিকে অগ্রসর হওয়াকে চিহ্নিত করে। আমাদের বলা হয়েছে যে মান্না বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা ভুট্টা খাওয়া শুরু করে। অধ্যায়ের শেষে, যিহোশূয় একটি থিওফ্যানির মুখোমুখি হন, এবং তাকে, যাত্রাপুস্তক ৩ অধ্যায়ে মোশির মতো, তার জুতা খুলে ফেলতে বলা হয়েছিল, কারণ তিনি পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আরও অনেক কিছু বলা যেতে পারে। আপনার আরও লক্ষ্য করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণের পুস্তকে মন্দ এবং গেরিজিমের মধ্যে সংযোগ এবং যা আমরা যিহোশূয় ৮ অধ্যায়ে যা দেখতে পাই। যিহোশূয়ের পুস্তকটির প্রথম ১২টি অধ্যায়ে দেশ বিজয়ের রূপরেখা দেখতে পাই, তারপর ১৩ থেকে ২১ অধ্যায়ে ভূমির বিভাজন। তারপরে ২২ থেকে ২৪ অধ্যায়ে তারা দেশে বিশ্রাম নেয়। আমরা এই শেষ বিষয়ের

তাৎপর্য, অর্থাৎ বিশ্রামের তাৎপর্যে, এক মুহূর্তে ফিরে আসবো। আমরা শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করছি, কিন্তু এই সময়কালটি সমৃদ্ধশালী সুসমাচার সত্যে পরিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, আমরা আশ্রয় শহরগুলির ঈশ্বরতাত্ত্বিক তাৎপর্য এবং কীভাবে তারা আমাদের আশ্রয় হিসেবে ঈশ্বরের প্রকাশের পটভূমি প্রদান করে, এবং একটি সুসমাচার বিষয়বস্তু যা সমগ্র নতুন নিয়ম জুড়ে বোনা হয়, তা অনুসন্ধান করতে পারি। কিন্তু আমরা পুরো পুরাতন নিয়ম জুড়ে আবিষ্কার করি, দেশের অধিকারী ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর রাজ্যে ঈশ্বরের লোক হিসেবে বসবাস করার ভবিষ্যত বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করে।

এটি আমাদেরকে আমাদের পরবর্তী ও দ্বিতীয় বিষয়টিতে নিয়ে আসে: একটি পরিপূর্ণতার দেশ। অব্রাহামকে একজন বিদেশী ও যাত্রী, একজন যাযাবর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধারণাটি আরও জোরালো ভাবে সামনে আনা হয়েছে যখন তিনি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাত্রা করেছিলেন। তারাও বিদেশী, যাত্রী ছিল, কিন্তু এটি কী বিষয় আমাদের জানায়? এর অর্থ এই যে তাদের কোন পরিচয় ছিল না, এবং এর আরেকটা অর্থ হতে পারে যে তারা গৃহহীন ছিল। তারা গৃহহীন ছিল। তাদের নিজস্ব কোন স্থান ছিল না, যেখানে তারা বাস করতে পারে ও তাদের ঘরদোর তৈরি করতে পারে। তারা এখনও পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশে পৌঁছায়নি। আবাসতাঁবু, যে বিষয়ে আমরা আগে দেখেছি, স্বর্গের একটি চিত্র ছিল, কিন্তু সেটা সমস্ত দেশটির নকশাকেও প্রতিফলিত করেছিল, সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুত দেশের নকশা। সেই দেশ ছিল এমন একটি স্থান যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মাঝে বাস করবেন। তাই, অব্রাহাম, মোশি, এবং সমগ্র ইস্রায়েল সেই প্রতীকস্বরূপ দেশটির ঊর্ধ্বে সেই আসল বিষয়টিকে দেখেছিলেন, যা সেই দেশটি চিহ্নিত করে, যেখানে এই প্রতিশ্রুতি অবশেষে পরিপূর্ণ হবে ঈশ্বরের অনন্তকালীন আবাসে, তাঁর সাথে বসবাস করার মাধ্যমে।

আমরা দেখি যে এটি নতুন নিয়মে শেখানো হয়েছে। ইব্রীয় ১১:১০ পদ এবং তারপর ১৬ পদে লেখা আছে যে অব্রাহাম, "ভিত্তিমূলবিশিষ্ট সেই নগরের অপেক্ষা করিতেছিলেন, যাহার স্থাপনকর্ত্তা ও নির্ম্মাতা ঈশ্বর"। তারপর তিনি আরও বলেন, "কিন্তু এখন তাঁহারা আরও উত্তম দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের, আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হইতে, তাঁহাদের বিষয়ে লজ্জিত নহেন; কারণ তিনি তাঁহাদের নিমিত্ত এক নগর প্রস্তুত করিয়াছেন"। সেই নগরটি হল নতুন যিরূশালেম, এবং এটার বর্ণনা প্রকাশিত বাক্য ২১ এবং ২২ অধ্যায়ে দেওয়া আছে। একইভাবে, মোশিও সেই পুরষ্কারের প্রত্যাশায় ছিলেন। একই অধ্যায়ে, ইব্রীয় ১১ -তে, পুরাতন নিয়মের সেই সকল মানুষদের কথা পড়ি যারা তাড়িত হয়েছিল, যারা সেই উদ্ধার লাভ করেনি, যাতে তারা আরও উত্তম এক পুনরুত্থান লাভ করতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, তারা সকলেই সেই দেশের ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তারা সেই বিষয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন যার প্রতীক হিসেবে তাদের এই দেশ ছিল, সেই অনন্তকালীন উত্তরাদিকারের দিকে যা স্বর্গে পাওয়া যায়। আপনাকে পুরাতন নিয়মের শব্দাবলী ও ধারণাগুলিকে বুঝতে হবে কারণ সেইগুলি নতুন নিয়মেও এসে পৌঁছেছে, যেখানে এইগুলি সমস্ত বিশ্বাসীদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে, উভয় ইহুদী ও পরজাতীয় বিশ্বাসীদের উপর সমান ভাবে। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা আজও প্রবাসী, যাত্রী। আমরা এই পৃথিবীতে গৃহহীন। আমাদের মন ঊর্ধ্বস্থ বিষয়ের উপর স্থির করা হয়েছে। আমাদের কথাবার্তা স্বর্গীয় বিষয়ক। আমরা এই পৃথিবীর থেকেও এক বৃহৎ দেশ অন্বেষণ করি। আমরা আমাদের অন্তিম গন্তব্যের দিকে, আমাদের স্বর্গীয় বাসস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছি, যেখানে চিরকালের জন্য খ্রীষ্টের সাথে বসবাস করবো।

প্রতিশ্রুত দেশের প্রতীকীবাদ এবং একটা উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি সার্বিক ভাবে নতুন নিয়মের মধ্যে একটি প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃত বিশ্বাসীরা হলেন ঈশ্বরের সন্তান, এবং সেই কারণে তারা তাঁর কাছে থেকে তাদের উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। তাদেরকে সেই প্রতিশ্রুতির পূর্ণ আনন্দে প্রবেশ করার জন্য নিরূপিত করা হয়েছে। ১ পিতর ১:৪ সুনিশ্চিত করে যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের "অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াধিকারের নিমিত্ত দিয়াছেন; সেই দায়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে"। খ্রীষ্ট এটি প্রতিজ্ঞা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, যোহন ১৪:২-৩ পদে, "আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে থাক"। কেন্দ্রীয় বিষয়টি হল খ্রীষ্টের সাথে বসবাস করা, যীশুর সাথে থাকা, যিনি তাঁর লোকেদের মাঝে সেই চিরন্তন প্রতিশ্রুত দেশে বাস করবেন। পুরাতন নিয়মের যাজকদের সাথে যেমন বিষয়টি ছিল, আমাদের উত্তরাধিকার স্বয়ং প্রভুতেই পাওয়া যায়, তাঁর মহিমা দেখতে পাই ও ভাগ করে নিই। যোহন ১৭:২৪ পদে, যীশু তাঁর মহা-যাজকীয় প্রার্থনায় বলেছেন, "পিতঃ, আমার ইচ্ছা এই, আমি যেখানে থাকি, তুমি আমায় যাহাদিগকে দিয়াছ, তাহারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যেন তাহারা আমার সেই মহিমা দেখিতে পায়, যাহা তুমি আমাকে দিয়াছ, কেননা জগৎ পত্তনের পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছিলে"।

আরও একবার, এই সমস্ত কিছু যুক্ত রয়েছে অনুগ্রহের চুক্তির গঠনে ও পূর্ণতায়। আমরা পড়ি, "আর এই কারণ তিনি এক নূতন নিয়মের", অর্থাৎ এই নতুন চুক্তির "মধ্যস্থ; যেন, প্রথম নিয়ম সম্বন্ধীয় অপরাধ সকলের মোচনার্থ মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া, যাহারা আহূত হইয়াছে, তাহারা অনন্তকালীয় দায়াধিকার বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হয়" (ইব্রীয় ৯:১৫)। প্রকাশিত বাক্য ২১:৭ পদে স্বর্গের বিবরণে যে ভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে তা লক্ষ্য করুন, "যে জয় করে, সে এই সকলের অধিকারী হইবে; এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে"। এখানে চুক্তির পরিভাষাটি লক্ষ্য করতে পারি। ঠিক যেমন ভাবে কনান দেশটিকে তাঁর লোকেদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, তেমন ভাবেই প্রভু প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য স্বর্গে স্থান ভাগ করে রেখেছেন। আপনার কি স্মরণে আছে যে যিহোশূয় পুস্তকে ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে সেই দেশে বিশ্রাম দেওয়ার বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন? ইব্রীয় পুস্তক স্পষ্ট ভাবে বলে যে এটাও অবশেষে সেই প্রতিশ্রুত স্বর্গে পূর্ণ হবে, যেটা হবে আমাদের বিশ্রামের স্থান। ইব্রীয় ৪:৯ পদ বলে,

"সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্ত বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে"।

আপনার এটাও জানা উচিৎ যে পুরাতন নিয়মে যিহোশূয় নামটি নতুন নিয়মে যীশু নামটির সমান, এবং দুটি নামের অর্থ হল: "যিহোবা উদ্ধার করেন"। তাই আমরা মথি ১:২১ পদে পড়ি, "এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন"। যিহোশূয় খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করেছিলেন, এবং উদাহরণস্বরূপ, এই সমান্তরাল বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করুন: যিহোশূয় ১ অধ্যায়ে ঈশ্বর যিহোশূয়কে আহ্বান করেন, যেখানে তিনি তাকে সদাপ্রভুর জন্য কনান দেশ দখল করতে বলেন, এবং অপর দিকে, খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে মথি ২৮ অধ্যায়ে আদেশ দেন, যেখানে তিনি সমস্ত বিশ্ব জুড়ে খ্রীষ্টের জন্য শিষ্য তৈরি করতে বলেন। উভয় স্থানেই লক্ষ্য করবেন, ঈশ্বর একই প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন, "তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আছি"।

বর্তমানের কিছু খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা তাদের ঈশ্বরতাত্ত্বিক শ্রেণীভাগ করার সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে পরে, যেখানে তারা বর্তমানের ভৌগলিক ইস্রায়েল দেশের উপর এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের সাথে তার সম্পর্কের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে থাকে। তারা পুরাতন নিয়মের সেই দেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে আটকে থাকে এবং নতুন নিয়মে সেটির পূর্ণতার উপর নজর দেয় না। যেমন আমরা দেখেছি, পুরাতন নিয়মের এবং নতুন নিয়মের লেখকেরা, কেউই এই বিষয়টি নিয়ে ভুল করেননি।

তৃতীয়ত, আসুন আমরা সংক্ষেপে বিবেচনা করি যে কীভাবে বিচারকর্ত্তৃগণের পুস্তক এবং রূত -এর বিবরণ এই বক্তৃতার বিষয়বস্তুর মধ্যে খাপ খায়। তারা উভয়েই সেই ঘটনাগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছে যা যিহোশূয়ের প্রতিশ্রুত দেশ দখল করার পর ঘটেছে। প্রথমত, আমরা বিচারকর্ত্তৃগণের পুস্তকটি বিবেচনা করবো। যিহোশূয় এবং প্রাচীনেরা মারা যাওয়ার পর, ইস্রায়েল জাতি বিচারকর্ত্তৃগণের সময়কালের মধ্যে প্রবেশ করে, যা মোশি ও যিহোশূয় এবং ১ শমূয়েলে রাজাদের উত্থাপনের মাঝে একটি যোগসূত্র তৈরি করে। ঠিক যেমন ভাবে ইস্রায়েল বিশ্বাসে, বাধ্যতার ফল হিসেবে সেই দেশে প্রবেশ করেছিল, তারা সেই একই বিশ্বাস ও বাধ্যতার মধ্যে দিয়েই সেই দেশটিকে উপভোগ করতে পারবে। এই চুক্তির মধ্যে উভয় আশীর্বাদ ও অভিশাপ রয়েছে, এবং এটি আমাদের কাছ থেকে কিছু দাবী করে।

সুতরাং, বিচারকর্ত্তৃগণের পুস্তক ইস্রায়েলের ব্যর্থতা দিয়ে শুরু হয়, যেখানে তারা সেই দেশ থেকে দুষ্ট জাতিকে ধ্বংস করতে ও উৎখাত করার জন্য ঈশ্বরের আদেশের অমান্য করে। ইস্রায়েলের একটি বরাবর প্রতিক্রিয়া ছিল তাদের অলসতা, যেটা সেই জাতিগুলিকে বিতাড়িত করতে তাদের অনিচ্ছার মধ্যে দেখা গিয়েছে, এবং তাদের লোভের মধ্যে, কারণ তারা সেই জাতির ধনগুলিকে নিজেদের লাভের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিল। যেমন জন ক্যালভিন লিখেছেন, "সেই দেশটির উপর রাজত্ব করার অধিকার যা ঈশ্বর তাদেরকে দিয়েছিলেন, সেটির আংশিক মাত্র অধিকার গ্রহণ করার মাধ্যমে তারা তাদের অকৃতজ্ঞতার সাথে, সেই আদেশটিকে অস্বীকার করেছিল"। এর পরিণামে মূর্তিপূজা প্রবেশ করেছিল। এর পরিণামে আবাসতাঁবু অপবিত্র হয়েছিল, অনৈতিকতা ও অহংকার প্রবেশ করেছিল, এবং ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন লুণ্ঠনকারীদের হাতে, এবং অন্যান্য দেশের দাসত্ব করতে ঈশ্বর তাদেরকে বাধ্য করেছিলেন। ঈশ্বর তাদের সাবধান করেছিলেন যে তাদের ব্যর্থতার পরিণাম হবে যে পরজাতীয়েরা "তোমাদের পার্শ্বে কন্টকস্বরূপ, ও তাহাদের দেবগণ তোমাদের ফাঁদস্বরূপ হইবে"। এটি আমরা বিচারকর্ত্তৃগণের পুস্তক ২:৩ পদে দেখি, এবং আরও একবার ১ শমূয়েল ১২ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ পুস্তকটি একটি চক্রপথ অনুসরণ করে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে ইস্রায়েলের পাপ প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসবে, এবং তারপর সেটা ঈশ্বরের ক্রোধকে প্রজ্বলিত করবে। তিনি তাড়না আনবেন, তাদের শাস্তি দেবেন, এবং তারা অনুতাপ সহকারে ক্রন্দন করবে। তখন ঈশ্বর তাদেরকে উদ্ধারকর্তা প্রেরণ করার মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখাবেন; এবং সেই নেতার অধীনে তারা নিজেদেরকে পুনরুদ্ধার করবে ও অন্যান্য জাতিগুলিকে বিতাড়িত করবে; এবং তারপর তারা একটি বিশ্রামের পর্ব উপভোগ করবে। কিন্তু এই চক্রটি বারংবার চলতে থাকে, পাপ থেকে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে তাদের কান্না, থেকে তাদের উদ্ধার, তারপর অন্যান্য জাতিদের বিতাড়িত করা এবং তারপর বিশ্রাম। প্রত্যেকবার তারা দ্রুত তাদের জেদি পথে ফিরে আসতো এবং "সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ কাজ করতো"। এই ভাষাটি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে: "সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তারা মন্দ কাজ করতো"। যেমন ঈশ্বর তাদের সাবধান করেছিলেন, অবশিষ্ট পরজাতীয়েরা তাদের উপর প্রবল হয়ে উঠেছিল ও তাদেরকে মিথ্যা আরাধনা করার ফাঁদে ফেলতে সফল হয়েছিল। অনুগ্রহ করে ২ করিন্থীয় ৬:১৪-১৮ পদগুলি পড়ুন, কারণ আমরা দেখি যে নতুন নিয়মেও ঈশ্বর একই সতর্কবার্তা প্রদান করেছেন। বাস্তবে, নতুন নিয়মের মণ্ডলীর কাছে তিনিই একই চুক্তির পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। ২ করিন্থীয় ৬:১৪-১৮ পদগুলি সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যা আমরা পুরাতন নিয়মে পাই।

এখন অবশেষে, পুরাতন নিয়মের পরবর্তী সময়ে, ইস্রায়েল জাতির মূর্তিপূজা ও বিদ্রোহ তাদেরকে প্রতিশ্রুত দেশ থেকে উৎখাত করবে এবং তাদেরকে অন্য এক দেশে নির্বাসনে নিয়ে যাবে। সমগ্র পুস্তক জুড়ে আমরা ইস্রায়েল জাতির, তাদের পাপের কারণে সেই দেশটিকে উপভোগ করার অক্ষমতাকে দেখতে পাই, এবং এই বিচারকদের, এই উদ্ধারকর্তাদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ যোগান দেখতে পাই, যাদের মধ্যে দিয়ে তিনি তাদেরকে অনুতাপের জন্য আহ্বান করতেন ও তাদের উদ্ধার দিতেন। কিন্তু প্রত্যেকবার সেই উদ্ধার শুধুমাত্র একটা প্রজন্মের জন্য অব্যাহত থাকতো। আরও কিছু একটা বিষয়ের প্রয়োজন ছিল। তাদের একজন রাজার প্রয়োজন ছিল যিনি ঈশ্বরের মনের মতো হবেন, যিনি শুধুমাত্র সেই কাজ করবেন যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক, যেমন আমরা ১ রাজাবলি ১৪:৮ পদে পড়ি, এবং যিনি ঈশ্বরের উদ্ধারপ্রাপ্ত রাজ্যের রাজত্ব ও শাসনকে তুলে ধরবে। বিচারকর্ত্তৃগণের শেষ

পদটি বলে, "তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না; যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইত, সে তাহাই করিত"।

আমাদেরকে রূতের পুস্তকটিও বিবেচনা করতে হবে। রূতের কাহিনীটি বিচারকর্ত্তৃগণের সময়কালে ঘটে, এবং এটি একটিমাত্র পরিবারের অভিজ্ঞতার উপর আলোকপাত করে, অর্থাৎ ইলীমেলক ও নয়মী-র পরিবার। সেই সময়ে ইস্রায়েলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, যা ছিল সেই চুক্তির অভিশাপের একটি চিহ্ন, যেমনটি আমরা দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৫ পদ এবং পরবর্তী পদগুলিতে দেখতে পাই। ইলীমেলক তার ঘর, বৈৎলেহেম ছেড়েছিলেন। বৈৎলেহেম শব্দটির অর্থ হল "রুটির গৃহ"। তিনি প্রতিশ্রুত দেশ ছেড়েছিলেন, যেটা ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতি, প্রতিশ্রুতি ও যোগানের স্থান, এবং ঈশ্বরের আদেশের অমান্য করে মোয়াবের লোকেদের মাঝে গিয়ে বসবাস করা শুরু করেছিলেন। সেখানে ইলীমেলক মারা যান। তার পুত্রেরা দুইজন মোয়াবীয় মহিলাকে বিয়ে করে, এবং তারপর সেই দুই পুত্রও মারা যায়, সুতরাং, নয়মী তার নিজের দেশে ফিরে আসেন। এখানে রূতের, অর্থাৎ নয়মীয় পুত্রবধূর, বিশ্বাসের একটি সুন্দর বর্ণনা দেখতে পাই, তার মন পরিবর্তন, এবং সদাপ্রভুকে ধরে থাকার একটি সুন্দর বর্ণনা দেখতে পাই। এই সম্পূর্ণ পুস্তকে সুসমাচার সত্যের সুন্দর চিত্র পরিপূর্ণ ভাবে রয়েছে, কিন্তু এই বক্তৃতায় রূতের শুধুমাত্র প্রধান বিষয়বস্তুটিকেই আলোচনা করতে পারি।

বিষয়বস্তুগুলি অতীতে ব্যবস্থা, এবং সামনের দিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত। তাই, প্রথমত, আপনাকে ব্যবস্থা পুস্তক বুঝতে হবে রূতের পুস্তকটিকে বোঝার আগে। ব্যবস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা আমাদের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। প্রথমটিকে বলা হয় লেভিরেট বিবাহ। আপনি এই বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণ ২৫ অধ্যায়ে ৫ পদ থেকে পড়তে পারেন। যদি কোন ইস্রায়েলীয় তার বংশকে জন্ম না দিয়েই মারা যায়, তাহলে তার ভাই অথবা কাছের কোন আত্মীয় তার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করবে এবং তার মৃত ভাইয়ের হয়ে বংশবৃদ্ধি করবে এবং এই ভাবে সেই ব্যক্তির বংশকে অব্যাহত রাখবে ও সম্পত্তিকে সংরক্ষিত করবে। আমরা যা কিছু শিখেছি, সেখান থেকে আপনি জানেন যে কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ। এই নিয়মটি, লেভিরেট বিবাহ, সাধারণ বিবাহের তুলনায় একটি ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যেটাকে আমরা গোয়েল প্রথা বলে থাকি। আপনি এই বিষয় লেবীয়পুস্তক ২৫ অধ্যায়ে পড়বেন।

ইব্রীয় শব্দ, গোয়েল-এর অর্থ হল জ্ঞাতি, অথবা নিকটের একজন আত্মীয়। এই ব্যক্তির দায়িত্ব হবে সেই পরিবারের সদস্যের জমি পুনরায় ক্রয় করে নেওয়া, যিনি বিভিন্ন কারণবশত সেই সব হারিয়ে ফেলতে পারে, এবং এইভাবে তিনি তার জ্ঞাতির রক্ষা করে থাকেন। যদিও এটি স্পষ্ট ভাবে রূতের পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায় – জ্ঞাতি শব্দটি এই ছোট পুস্তকে ২০ বার পাওয়া যায়, তাই এটি অবশ্যই একটি প্রধান বিষয়বস্তু, এবং আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে ঈশ্বর স্বয়ং হলেন ইস্রায়েল জাতির জন্য মুক্তিকর্তা জ্ঞাতি। অনেক শাস্ত্রাংশ ব্যবহার করা যেতে পারে যা প্রমাণ দেয় যে ঈশ্বর হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে এসেছিলেন। সেই দেশটি অবশেষে ঈশ্বরের দেশ ছিল, তাঁর বাসস্থান, এবং তাই দেশটিকে বিক্রয় করা নয়, বরং পুনরায় ক্রয় করে উদ্ধার করা উচিৎ ছিল। সেই জ্ঞাতির অধিকার ছিল, যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রে এমনটি করার জন্য তার উপর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, তবুও কোন একজন পরিবারের সদস্যকে উদ্ধার করার অধিকার তার ছিল। তিনি তার একজন জ্ঞাতিকে দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তিনি তাদের জমিকে অন্যের হাতে বিক্রয় হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি লেভিরেট বিবাহ করতে পারেন যে বিষয়ে আমরা একটু আগে দেখেছি, এবং কোন হত্যার ক্ষেত্রে তিনি তার জ্ঞাতির প্রাণের প্রতিশোধও নিতে পারেন। এটি হল সেই প্রেক্ষাপটের অংশ যা আমাদেরকে আশ্রয় নগরে নিয়ে যায়। তাই, সেই জ্ঞাতি ঈশ্বরের একজন ব্যক্তি হিসেবে কাজ করে কোন ব্যক্তি, সম্পত্তি, পরিবারের সদস্যের নাম ও তার উত্তরসূরিকে উদ্ধার করতে পারেন।

আপনি সহজেই লক্ষ্য করতে পারছেন যে কীভাবে রূতের কাহিনীটি এই বক্তৃতার বিষয়বস্তুর অধীনে খাপ খায়। এটি শুধুমাত্র একটি সুন্দর কাহিনী নয়। এটি ঈশ্বরের ও সুসমাচারের অনুগ্রহের প্রকাশ প্রদান করে থাকে। সবচেয়ে উত্তম বিষয়, এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র নয়মী, অথবা রূত, অথবা বোয়স নয়, বরং স্বয়ং খ্রীষ্ট, যিনি হলেন আমাদের উদ্ধারকারী জ্ঞাতি। বোয়সের মতো, খ্রীষ্ট হলেন আমাদের উত্তরাধিকার যিনি আমাদেরকে পুনরায় ক্রয় করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর সাথে সহ-দায়াদ করেছেন। রূত পুস্তকের শেষে, ৪র্থ অধ্যায়ের অন্তিমে যখন আসেন, সেখানে একটি বংশাবলি আপনি লক্ষ্য করেন। সাধারণত বাইবেলের বংশাবলি সাধারণত মানুষ এড়িয়ে যায়, এবং এটি একটা ভয়ানক ভুল তারা করে থাকে। ঈশ্বর শাস্ত্রের মধ্যে কখনই অযথা শব্দ ব্যবহার করেননি। আপনি লক্ষ্য করবেন যে রূত পুস্তকটি শেষ হয় একটি বংশাবলি দিয়ে, এবং আপনি হয়তো ভাবছেন, "কেন?" এর উত্তর আমরা দায়ূদের বিষয় নিয়ে পরবর্তী বক্তৃতায় প্রদান করবো।

এখন যখন আপনি দেশের ধারণাটি ও উত্তরাধিকারের বিষয়টির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন, আপনি দেখতে পাবেন যে কীভাবে নতুন নিয়ম এর উপর গড়ে ওঠে। আপনি সেই উত্তরাধিকারের অনেক উল্লেখ দেখতে পাবেন যা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা যীশু খ্রীষ্টে এবং তাঁর সুসমাচারের মধ্যে খুঁজে পায়। কলসীয় ১:১২ পদের কথাগুলি অনুযায়ী, এটি আপনাকে "দীপ্তিতে পবিত্রগণের অধিকারের অংশী হইবার উপযুক্ত করিয়াছেন"।

সারাংশ ভাবে, এই বক্তৃতায় আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের উদ্ধার করেন যেন তিনি তাদেরকে সেই প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে যেতে পারেন, যেখানে তিনি তাঁর লোকেদের সাথে অনন্তকালীন বসবাস করবেন। উভয় বিচারকর্ত্তৃগণের পুস্তক এবং রূতের বিবরণ আমাদেরকে একজন রাজার জন্য পথ প্রস্তুত করে। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা ইস্রায়েলের সবচেয়ে মহান রাজা, দায়ূদের অবস্থানটি বিবেচনা করবো ঈশ্বরের উদ্ধারের ক্রমাগত প্রকাশের প্রেক্ষাপটে।

বক্তৃতা ১৪

দায়ূদ

লেকচারের বিষয়বস্তু:

দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি আগত উদ্ধারকর্তার প্রতিশ্রুতিকে আর দৃঢ় ও প্রবল করে তোলে। দায়ূদের ভবিষ্যতের বংশধর দায়ূদের থেকেও মহান হবেন, তিনি হবেন রাজাদের রাজা, এবং তাঁর রাজ্য হবে এক অনন্তকালীন রাজ্য।

পাঠ্য অংশ:

"ভ্রাতৃগণ, সেই পিতৃকুলপতি দায়ূদের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, ... তিনি ভাববাদী ছিলেন, এবং জানিতেন, ঈশ্বর দিব্যপূর্ব্বক তাঁহার কাছে এই শপথ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসজাত এক জনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন" (প্রেরিত ২:২৯-৩০)।

বক্তৃতা ১৪ -এর অনুলিপি

শিশুরা একটি ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে কোন একটি চিত্রের অনুলিপি তৈরি করতে পছন্দ করে। যখন তারা ট্রেসিং পেপারটি চিত্রটির উপর রাখে, তখন তারা ট্রেসিং পাপেরের মধ্যে দিয়ে নিচের চিত্রটি দেখতে পায়। তখন তারা তাদের পেন্সিল ব্যবহার করে সেই চিত্রটির অনুলিপি তৈরি করে। অবশেষে যেটা তৈরি হয়, সেটা দেখে তারা খুব আনন্দ পায়, যেটা সম্ভব হয়ে ওঠে শুধুমাত্র আসল চিত্রটির জন্যই। একইভাবে, আমাদের বলা হয়েছে যে রাজা দায়ূদ ঈশ্বরের মনের মানুষ ছিলেন। সদাপ্রভু তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর দাস, দায়ূদের হৃদয়ে ও জীবনে এঁকেছিলেন, যাতে রাজা দায়ূদ ঈশ্বরের মহিমাকে প্রতিফলিত করতে পারেন। ঈশ্বর দায়ূদকে উন্নত করেছিলেন ঈশ্বরের রাজত্বকে প্রকাশ ও অগ্রসর করাতে।

আমি কয়েকটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই। ইস্রায়েল জাতির জন্য একজন রাজা আকাঙ্ক্ষা করা কি একটি পাপজনক বিষয় ছিল? কেন তাদের একজন রাজার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল? সেই রাজার কী ভূমিকা থাকতে পারতো? রাজা দায়ূদের রাজত্বের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর উদ্ধারের পরিকল্পনা সম্পর্কে কী প্রকাশ করেছিলেন? দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি কীভাবে ঈশ্বরের মহান কাহিনীর বাকি অংশের সাথে যুক্ত? ইতিহাসের এই সময়কালে খ্রীষ্ট কোথায় প্রকাশিত হয়েছেন, এবং কীভাবে দায়ূদ আগত খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত ছিলেন? সমগ্র পুরাতন নিয়ম জুড়ে, ঈশ্বরের লোকেদের দ্বারা একটি দেশ উত্তরাধিকার হিসেবে দখল করা ভবিষ্যতের এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে যে তারা ঈশ্বরের লোক হিসেবে তাঁর রাজ্যে বসবাস করবে। যিহোশূয়, বিচারকর্ত্তৃগণ, এবং রূত, এই তিনটি পুস্তকে আমরা একটি রাজ্যকে উঠে আসতে দেখেছি, কিন্তু আমরা হয়তো ভাবছি যে, "রাজা কোথায়?"

এই বক্তৃতার অধীনে আমরা কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করবো। প্রথমত, দায়ূদের প্রস্তুতি। মোশি ও যিহোশূয়ের অধীনে, ইস্রায়েল জাতির উপর ঈশ্বর একমাত্র রাজা ছিলেন এবং তাঁর ব্যবস্থার কর্তৃত্ব তাদের মানদণ্ড ছিল। বিচারকর্ত্তৃগণের সময়কালটি তাদের অলসতা ও বিদ্রোহকে, এবং ক্ষণস্থায়ী বিচারক/উদ্ধারকর্তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী একজনের প্রয়োজনকে প্রদর্শন করেছিল। তাদের একজন রাজার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ধরনের রাজা। রূত পুস্তক থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে যে দায়ূদের পূর্বপুরুষেরা একজন জ্ঞাতির দ্বারা উদ্ধার করা একটি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঈশ্বরের রাজা রাজত্ব করবেন লোকেদের উদ্ধার করার জন্য। গীতসংহিতা ৭২:১৪ পদে ঈশ্বরের রাজার বর্ণনা দেখতে পাই, "তিনি চাতুরী ও দৌরাত্ম্য হইতে তাহাদের প্রাণ মুক্ত করিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত বহুমূল্য হইবে"।

আবাসতাঁবুর পরিচর্যার মধ্যে থেকে ঈশ্বর পথ প্রস্তুত করলেন। হান্নার সন্তান, শমূয়েলের জন্মের বিবরণটি স্মরণে রাখবেন, যার জন্ম প্রায় অসম্ভব ছিল, যিনি অনুতাপ ও ধার্মিকতার একজন প্রচারক হিসেবে পথ প্রস্তুত করবেন। তিনি দায়ূদকে রাজা হিসেবে অভিষেক করবেন। ১ শমূয়েল ২:১০ পদে হান্নার গানের কথাগুলি লক্ষ্য করুন, "সদাপ্রভুর সহিত বিবাদকারিগণ ভগ্ন হইবে; তিনি স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের উপরে বজ্রনাদ করিবেন; সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত শাসন করিবেন, তিনি আপন রাজাকে বল দিবেন, আপন

অভিষিক্ত ব্যক্তির শৃঙ্গ উন্নত করিবেন"। এর আগের বক্তৃতায় আমরা শিখেছি যে প্রত্যেক ভাববাদী, যাজক, এবং রাজাদের অভিষেক করা হতো, এবং তাদের দায়িত্ব-পদ সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তি, প্রভু যীশুর দিকে নির্দেশ করতো। একজন উদ্ধারকারী রাজার প্রত্যাশা প্রথম আদিপুস্তক ৪৯ অধ্যায়ে খুঁজে পাওয়া যায়, এবং সেটা আমরা সুন্দর ভাবে দায়ূদের মধ্যে উন্মোচিত হতে দেখি। কিন্তু লক্ষ্য করবেন যে এই সময়কালে কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। ঈশ্বরের আরাধনা শিলোহ থেকে যিরূশালেমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ঈশ্বরের লোকেদের উপর নেতারা বিচারকর্ত্তৃগণের সময়কাল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে দায়ূদের বংশে এসে দাঁড়িয়েছিল, এবং ইস্রায়েল জাতির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

আপনি যখন ১ শমূয়েলের সূচনার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন আমরা একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারি। এটি হল রাজত্বের সমস্যা সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন। এটার দ্বারা আমি কী বলতে চাইছি? আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। ইস্রায়েলের জন্য একজন রাজা আকাঙ্ক্ষা করা কি পাপজনক ছিল? কোন না কোন উপায়ে, এটি এরকম মনে হয়, কারণ আমরা ১ শমূয়েল ১২:১২ পদে পড়ি, "পরে যখন তোমরা দেখিলে অম্মোন-সন্তানদের রাজা নাহশ তোমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া আসিতেছে, তখন, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের রাজা থাকিতেও তোমরা আমাকে কহিলে, না, আমাদের উপরে এক জন রাজা রাজত্ব করুন"।, আরও একবার ১ শমূয়েল ৮:৭ পদে, "তখন সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যাহা যাহা বলিতেছে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত কর; কেননা তাহারা তোমাকে অগ্রাহ্য করিল; এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করিল, যেন আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব না করি"। ইস্রায়েল সমস্যাটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল কারণ ১ শমূয়েল ১২:১৯ পদে লেখা আছে, "আর সমস্ত লোক শমূয়েলকে কহিল, আমরা যেন না মরি, এই জন্য আপনি আপন দাসদের নিমিত্ত আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন; কেননা আমরা আমাদের সকল পাপের উপরে এই দুষ্কার্য্য করিয়াছি যে, আমাদের জন্য রাজা যাচ্ঞা করিয়াছি"। এটি সমস্যা তৈরি করে, কিন্তু একজন রাজার জন্য বিনতি করা স্বয়ং কোন পাপজনক বিষয় ছিল না। কীভাবে আমরা এটি জানতে পারি? কারণ আদিপুস্তক ৪৯:১০ পদে ঈশ্বর একজন রাজার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবং এমনকি ব্যবস্থাও একজন রাজার যোগান দেয়, উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ১৭ অধ্যায়। হান্না একজন আগত রাজার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

সমস্যা লোকেদের মধ্যে ছিল। তারা এই বলে অনুরোধ করেছিল, "অন্য সকল জাতির ন্যায় আমাদের বিচার করিতে আপনি আমাদের উপরে এক জন রাজা নিযুক্ত করুন" (১ শমূয়েল ৮:৫), "অন্য সকল জাতির ন্যায়...রাজা নিযুক্ত করুন"। অন্য জাতির মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি ঈশ্বরের আজ্ঞার সরাসরি বিরোধিতা ছিল। সেই কারণে ঈশ্বর বলেছিলেন, "... এবং তাহাদের উপরে যে রাজত্ব করিবে, সেই রাজার নিয়ম তাহাদিগকে জ্ঞাত কর" (১ শমূয়েল ৮:৯)। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কী চাইছে সেটা নয়, বরং কীভাবে চাইছে, সেটা সমস্যাজনক ছিল। অন্য জাতির মতো হওয়ার, এবং এই ভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছাটিকে ঈশ্বর সম্মতি জানান নি। ঈশ্বরের চুক্তি ও রাজত্বকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা চেয়েছিল, ঈশ্বরের চুক্তির যোগান থেকে নয়, কিন্তু এমন ভাবে চেয়েছিল যা অন্য কোন পরজাতীয় রাজা দিতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর মনের মতো একজন রাজাকে, অর্থাৎ দায়ূদকে পাঠাবেন, এবং যিনি ঈশ্বরের রাজত্বকে প্রকাশিত করবেন। কিন্তু সেটা হওয়ার আগে, লোকেরা বিদ্রোহ করেছিল, এবং ঈশ্বর তাদেরকে তাদের পছন্দ মতো রাজা দিয়েছিলেন – শৌল, যাতে তারা তাদের পাপের স্বাদ অনুভব করতে পারে। তারা যদি ঈশ্বরের উপর অপেক্ষা করতো, তাহলে তিনি তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী একজন রাজা প্রেরণ করতেন। সুতরাং, শৌল লোকেদের দ্বারা ঈশ্বরকে তাদের রাজা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টির প্রতিনিধি ছিলেন।

আমরা দেখেছি যে শৌল সদাপ্রভুর বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং সেই কারণে ঈশ্বর তাকে রাজা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এটি আমাদেরকে দায়ূদের সামনে নিয়ে আসে। এখন, আমাদের বিগত বক্তৃতায় অন্তিমে করা একটি প্রশ্নে ফিরে যেতে হবে, রূত পুস্তকে বংশাবলি সম্পর্কে একটি প্রশ্নে। রূত কাহিনীর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল দায়ূদের বংশাবলি প্রদান করা এবং তার রাজত্বের উত্থানের জন্য পথ প্রস্তুত করা। আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই বংশাবলিটি পেরস কে দিয়ে শুরু হয়, যার বিষয়ে আপনার মনে রাখা উচিৎ যে, তিনি ছিলেন যিহূদা ও তার পুত্র-বধূর মাঝে একটি অবৈধ সম্পর্কের সন্তান। এই বংশাবলি আরও প্রকাশ করে যে দায়ূদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরজাতীয়েরা ছিলেন। বাস্তবে, ৩/১৬ ভাগ তিনি পরজাতীয় ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে রাহব, একজন বেশ্যা যিনি বিশ্বাস করেছিলেন, এবং রূত, এবং মোয়াবীয় মহিলা যিনি পরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। এর আরও তাৎপর্য আপনি আবিষ্কার করবেন যখন নতুন নিয়মের প্রথম অধ্যায়টি, মথি ১ অধ্যায় পড়া শুরু করবেন, এবং সেখানে আবিষ্কার করবেন যে একই বংশাবলি প্রভু যীশু পর্যন্ত চলেছে।

এখানে বৃহৎ ভাবে সুসমাচারটি লক্ষ্য করতে পারছি। ঈশ্বর যখন শৌলকে বাতিল করলেন, ১ শমূয়েল ১৩:১৪ পদে আমরা পড়ি, "সদাপ্রভু আপন মনের মত এক জনের অন্বেষণ করিয়া তাহাকেই আপন প্রজাদের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছেন; কেননা সদাপ্রভু তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তুমি", শৌলের কথা বলেছেন, "তাহা পালন কর নাই"। তারপর, আপনি যদি শাস্ত্রাংশটি নেন এবং সেই স্থানে চলে জান যেখানে শমূয়েল দায়ূদকে অভিষেক করছেন, ১৬:৭ পদে আমরা পড়ি, "কেননা মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয়; যেহেতু মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন"। দায়ূদের যুবক বয়স থেকে তার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, তিনি ধারাবাহিক ভাবে উভয়েই একজন মেষপালকের হৃদয় এবং একজন যোদ্ধার হৃদয় ধারণ করার সাক্ষ্যটি বজায় রেখেছেন। তিনি ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রতিফলিত করেছিলেন। গীতসংহিতা ৮০:১ পদ ঈশ্বরের একটি বর্ণনা প্রদান করে, "হে ইস্রায়েলের পালক, কর্ণপাত কর, যোষেফকে মেষপালবৎ চালাও যে তুমি, করূবদ্বয়ে আসীন যে তুমি, তুমি দেদীপ্যমান হও"। সমান্তরাল ভাবে, ২ শমূয়েল ৫:২ পদ দায়ূদের বিষয়ে বলে, "তুমিই আমার প্রজা ইস্রায়েলকে চরাইবে ও ইস্রায়েলের নায়ক হইবে"।

দায়ূদের মধ্যে একজন মেষপালক রাজার মিশ্রিত চরিত্রটি কি দেখতে পাচ্ছেন? ১ রাজাবলি ৯:৪ পদে স্বয়ং ঈশ্বর দায়ূদের সম্বন্ধে এই অনুমান প্রদান করেছেন, "আর তোমার পিতা দায়ূদ যেমন চলিতেন, তেমনি তুমিও যদি চিত্তের সিদ্ধতায় ও সরলভাবে আমার সাক্ষাতে চল", এবং ১ রাজাবলি ১৪:৮ পদে, "তথাপি আমার দাস যে দায়ূদ আমার আজ্ঞা পালন করিত, এবং আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আমার অনুগামী ছিল, তুমি তাহার সদৃশ হও নাই"।

আপনি হয়তো নিজের মনেই ভাবছেন, 'ঠিক আছে, আমরা দায়ূদের ইতিহাস সম্পর্কে জানি'। অবশ্যই আপনি দায়ূদের প্রকাশ্যে পাপ করার ঘটনাটিও জানেন, এবং আপনি হয়তো নিজের মনের মধ্যে বলছেন যে শৌলের পাপগুলি তুলনামূলক ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু শৌল বারংবার ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রথম ফলকের আজ্ঞাগুলি লঙ্ঘন করেছিলেন, প্রথম চারটি আজ্ঞা, যেগুলির বিষয়ে অনেকে তুচ্ছ বলে মনে করতে পারে। কিন্তু, যেমন আমরা সিনয় পর্বতের বিষয়ে বক্তৃতায় দেখেছি, প্রথম ফলকে লেখা চারটি আজ্ঞা প্রথম অগ্রাধিকার ছিল। শৌলের কপটতাপূর্ণ উত্তরগুলি উদ্দেশ্য ছিল অজুহাত তৈরি করা ও অন্যদের উপর দোষ দেওয়া। তুলনামূলক ভাবে, দায়ূদের হৃদয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থা সম্পর্কে এক মহান প্রেম ছিল, এবং ঈশ্বরের পদ্ধতি অনুযায়ী ঈশ্বরের আরাধনা করার একটি উদ্বেগ ছিল। তিনি অবশ্যই ব্যবস্থার দ্বিতীয় ফলকে লেখা আজ্ঞাগুলিকে লঙ্ঘন করেছিলেন, কিন্তু তার হৃদয় তীক্ষ্ণ ভাবে ভগ্ন হয়েছিল, অনুতাপ করেছিল, এবং পুনরায় বাধ্যতায় চলেছিল, যেমন আমরা গীতসংহিতা ৫১ অধ্যায়ে দেখতে পাই। ঈশ্বর দায়ূদকে তাঁর মনের কাছের মানুষ হিসেবে মনোনীত করেছিলেন ইস্রায়েল জাতির উপর একজন মহান রাজা এবং একজন মধুর গীতরচক হওয়ার জন্য।

দ্বিতীয়ত, দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তিটি বিবেচনা করতে হবে। পুরাতন নিয়মে অনুগ্রহের চুক্তির উদ্ঘাটনের চূড়ান্ত পর্যায় এসে পৌঁছেছিল দায়ূদের সাথে চুক্তিতে। ঈশ্বরের লোকেদের উদ্ধার করার তাঁর উদ্দেশ্য তাদের উপর তাঁর রাজত্ব করার উপায়ের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্তি পেয়েছিল। নারীর বংশধর একজন রাজকীয় বংশধর হবে। তিনটি ঘটনা রয়েছে যা ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়ে দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তির ঘটনাটির দিকে পরিচালনা করে। প্রথমত, ২ শমূয়েল ৫ অধ্যায়ে, দায়ূদ যিরূশালেমের উপর জয়লাভ করে, যা দেশের একদম কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল, দুটি প্রধান অংশকে যুক্ত করেছিল: উত্তর ও দক্ষিণ। যিরূশালেম এই রাজ্যের মণি ও কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠবে, এবং যিরূশালেম নতুন নিয়মের মণ্ডলীর একটি চিত্র হয়ে উঠবে, যেমন আমরা নতুন নিয়মের ভাষা থেকে জানতে পারি। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, গালাতীয় ৪ অধ্যায়ে, পৌল মণ্ডলীকে "কিন্তু ঊর্দ্ধস্থ যিরূশালেম স্বাধীনা, আর সে আমাদের জননী" বলে সম্বোধন করেছেন (পদ ২৬)। প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে মণ্ডলীকে যিরূশালেম নগর বলে বর্ণনা করেছে, যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি পাওয়া যায় ২ শমূয়েল ৬ অধ্যায়ে, যেখানে দায়ূদ নিয়ম সিন্দুককে যিরূশালেমে নিয়ে এসেছিলেন। নিয়ম সিন্দুক ঈশ্বরের সিংহাসনের প্রতিনিধি, পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও প্রভুত্ব করার স্থান। দায়ূদ ঈশ্বরের রাজত্বের জন্য এবং তার নিজের রাজত্বকে, দায়ূদের রাজত্বকে, ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। ঈশ্বরের সিংহাসনের সাথে দায়ূদের রাজত্বকে যুক্ত করার প্রেক্ষাপট এটি প্রদান করে, যে বিষয়ে আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে আলোচনা করবো। তৃতীয় ঘটনাটি পাওয়া যায় ২ শমূয়েল ৭:১ পদে। দায়ূদ তার সমস্ত শত্রুদের থেকে বিশ্রাম পায়, যেমন প্রতিশ্রুতি দেশ সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাতে আগে থেকেই বলা ছিল, এবং তাই তিনি ঈশ্বরের অধীনে, একটা নিরাপত্তার অবস্থান থেকে রাজত্ব করবেন। এই তিনটি ঘটনা খ্রীষ্টের বর্তমান রাজত্বের আগমনের একটি ছায়া প্রদান করে।

পুনরুত্থানের পর, খ্রীষ্ট স্বর্গীয় যিরূশালেমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সিনয় পর্বত, যেখান থেকে ঈশ্বর রাজত্ব করেন, এবং খ্রীষ্ট তাঁর উদ্ধারকারী সিংহাসনকে ঈশ্বরের অনন্তকালীন প্রভুত্বের সাথে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। মথি ২৮:১৮ পদে তিনি বলেছেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে"। খ্রীষ্ট রাজা একজন চুক্তির মধ্যস্ততাকারী হিসেবে কাজ করবেন। তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাঁর লোকেদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তাঁর লোকেদের সামনে ঈশ্বরের হয়ে। আপনি যেন অবশ্যই লক্ষ্য করেন যে একটি বিশাল জোর দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করার জন্য দায়ূদের আকাঙ্ক্ষা এবং দায়ূদের গৃহ নির্মাণ করার জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সংযোগটির উপর। দায়ূদ ঈশ্বরের মহিমার জন্য উদ্যোগী ছিলেন, এবং ঈশ্বর তা স্থির করলেন দায়ূদকে একটি প্রতিজ্ঞা করার দ্বারা, যা খ্রীষ্টের আগমনের দ্বারা পূর্ণ হবে, যিনি তাঁর লোকেদের মাঝে বসবাস করবেন এবং যিনি তাঁর অনন্তকালীন রাজ্যে একজন বিজয়ী রাজা হিসেবে রাজত্ব করবেন।

পুরাতন নিয়মের বাকি অংশটি দায়ূদের সাথে চুক্তির উল্লেখ অব্যাহত রাখবে, অনুগ্রহের চুক্তির গঠনটিকে দর্শাবে এবং ইস্রায়েলের সাক্ষাতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে রাখবে, তাদেরকে বিশ্বাস, অনুতাপ ও নতুন ভাবে বাধ্যতায় আহ্বান করবে। কিন্তু দায়ূদের সাথে এই চুক্তির মধ্যে মূল বাইবেল পদটি ২ শমূয়েল ৭:১৪ পদে দায়ূদের বংশধরের উল্লেখের মধ্যে পাওয়া যায়, "আমি তাহার পিতা হইব", ঈশ্বর বললেন, "ও সে আমার পুত্র হইবে"। এর অর্থ কী? তিনি এমন একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরের আপন পুত্র হবেন। এই কথাগুলি হয়তো সেই সকল মানুষদের মনকে হতবাক করে দিয়েছে যারা এই কথাগুলি শুনেছিল। দায়ূদের বংশধর সেই মানুষ হবে, ঈশ্বরের আপন পুত্র হবে। এখন, এই ইব্রীয় ১:৫ পদে খ্রীষ্টের উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এই পদটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, "কারণ ঈশ্বর ঐ দূতগণের মধ্যে কাহাকে কোন্ সময়ে বলিয়াছেন, "তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিয়াছি," আবার, "আমি তাঁহার পিতা হইব, ও তিনি আমার পুত্র হইবেন"? এবং এর মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টের মহিমার সর্বশ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছে। দায়ূদের প্রতিশ্রুত বংশধর ঈশ্বরের আপন পুত্র হবেন, এবং তাই আমাদেরকে এই শাস্ত্রাংশটিকে নিরীক্ষণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, দায়ূদের শ্রেষ্ঠ পুত্র। সদাপ্রভু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দায়ূদের পুত্র চিরকালের জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবেন, এবং কেউ তাঁকে বিচলিত করতে পারবে না। আমরা এটি শুনেছি। আমরা এটি বুঝি, কিন্তু যখন আমরা বাইবেলে পড়তে থাকি ও

ইতিহাসে সামনের দিকে তাকাই, তখন আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে দায়ূদের রাজত্ব অবশেষে থামবে। এখান থেকে আমরা কী লাভ করতে পারছি? এখানেই আমরা সেই বৃহত্তর মহিমা দেখতে শুরু করি যা ঈশ্বর দায়ূদকে প্রতিশ্রুতি হিসেবে দিয়েছিলেন। আমরা দেখেছি যে দায়ূদের সিংহাসন ঈশ্বরের সিংহাসন হয়েছে। এই দুটিকে একসঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে, এবং তাই এটি আমাদেরকে অবাক করে না, শলোমনের রাজ্যাভিষেক করার সময়ে, যা আমরা ১ বংশাবলি ২৯:২৩ পদে পড়ি, "তাহাতে শলোমন আপন পিতা দায়ূদের পদে রাজা হইয়া সদাপ্রভুর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, ও কৃতকার্য্য হইলেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েল তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল"। দায়ূদের সিংহাসন ছিল ঈশ্বরের নিজস্ব স্বর্গীয় সিংহাসনের একটি পার্থিব প্রতীক, যেখান থেকে তিনি তাঁর অভিষিক্ত রাজার মধ্যে দিয়ে, তাঁর লোকেদের উপর রাজত্ব করেছিলেন।

দায়ূদের বংশধরের প্রতিশ্রুতিটি খ্রীষ্টেতে দেখতে পাওয়া যায়। রোমীয়দের উদ্দেশ্যে পৌল লিখেছেন, এবং তিনি বলেছেন, "তাহা তাঁহার পুত্র বিষয়ক, যিনি মাংসের সম্বন্ধে দায়ূদের বংশজাত" (রোমীয় ১:৩)। খ্রীষ্ট হলেন সেই ব্যক্তি যিনি উত্থাপিত হবেন এবং ঈশ্বরের চিরন্তন সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার জন্য উচ্চকৃত হবেন। এখন তিনি স্বর্গে ঈশ্বরের দক্ষিণ দিকে বসে রাজত্ব করছেন, পুরাতন নিয়মের ছায়ার একটি নতুন নিয়মের পূর্ণতা, যা দায়ূদের এবং ঈশ্বরের সিংহাসন এক হওয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। প্রকাশিত বাক্যের শেষে, আমরা শুনি যে খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে এই কথাগুলি বলছেন, "আমি দায়ূদের মূল ও বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র" (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৬)। পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অব্যাহত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যিশাইয় ১১:১-২ পদ দুটি খ্রীষ্টের বিষয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, "আর যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন, ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান করিবেন। আর সদাপ্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভুর ভয়ের আত্মা—তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন"।

খ্রীষ্টকে রাজাদের রাজা বলা হয়। তাঁকে রাজকুমার মসীহ, এই পৃথিবীর রাজাদের রাজকুমার, জাতিগণের উপরে শাসনকর্ত্তা, এই সমস্ত ভাষাগুলি শাস্ত্র থেকেই নেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়ম বারংবার উত্থিত রাজা হিসেবে খ্রীষ্টের বর্তমানের রাজত্বকে উল্লেখ করেছে। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর বলেছেন, "ভ্রাতৃগণ, সেই পিতৃকুলপতি দায়ূদের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি..." (প্রেরিত ২:২৯)। তিনি আরও বলেছেন, "তিনি ভাববাদী ছিলেন, এবং জানিতেন, ঈশ্বর দিব্যপূর্ব্বক তাঁহার কাছে এই শপথ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসজাত এক জনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন" (প্রেরিত ২:৩০)। আপনি এটি দেখতে পাচ্ছেন? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গের সিংহাসনে বসে আছেন, এবং দায়ূদের সাথে করা চুক্তিটি পূর্ণ করছেন। সমস্ত গীতসংহিতা জুড়ে আমরা খ্রীষ্টের রাজত্ব নিয়ে গান করি। গীতসংহিতা ৭২ খ্রীষ্টের মহিমাময় রাজত্বের দিকে নির্দেশ করে এবং খ্রীষ্টের নিজস্ব রাজ্যে এটার পূর্ণতা খুঁজে পায়, যিনি "এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিবেন" (পদ ৮)। ১৭ থেকে ১৯ পদের শেষে আমরা খ্রীষ্টের রোমাঞ্চকর বর্ণনা পড়ি, যা এই কথাগুলি দিয়ে শেষ হয়, "তাঁহার গৌরবান্বিত নাম অনন্তকাল ধন্য; তাঁহার গৌরবে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক। আমেন, আমেন"। খ্রীষ্টের সিংহাসন দায়ূদের সিংহাসন সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিটি সম্পূর্ণ করে, এবং তাঁর সিংহাসন দায়ূদের রাজ্যের পরিব্যপ্তির ঊর্ধ্বে।

তাঁর মহিমা শুধুমাত্র আসল প্রতিশ্রুত দেশকে পূর্ণ করবে না, কিন্তু এটি সমস্ত পৃথিবীকে পূর্ণ করবে। শর্টার ক্যাটেকিস্ম প্রশ্ন ২৬ বলে, "খ্রীষ্ট একজন রাজার দায়িত্ব-পদ পালন করেছিলেন আমাদেরকে তাঁর অধীনে বশীভূত করার মাধ্যমে, আমাদের উপর রাজত্ব করা ও প্রতিরক্ষা করার মাধ্যমে এবং তাঁর ও আমাদের সকল শত্রুর উপর জয়লাভ করার মাধ্যমে"। খ্রীষ্টের রাজত্ব খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য একটা বিশাল সান্ত্বনা, কিন্তু আরও আছে। প্রত্যেক সাম্প্রতিক বিশ্বাসী খ্রীষ্টের রাজ্যের নাগরিক। আমরা বিভিন্ন দেশে জন্মাই, কিন্তু আমাদের অন্তিম নাগরিকত্ব হল স্বর্গের। আমাদের আনুগত্য ও বাধ্যতা আমাদের জন্মভূমির প্রতি নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের অনড় ও স্থায়ী রাজ্যের প্রতি, যা অন্য সমস্ত দেশকে ছাপিয়ে যাবে। কিন্তু এর সাথে আরও কিছু আছে। ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হিসেবে, বিশ্বাসীরা হল রাজকীয় বংশের সন্তান এবং খ্রীষ্টের সাথে সহদায়াদ। এর অর্থ, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা হল রাজা। প্রত্যেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হল রাজা। ঈশ্বর আমাদেরকে রাজা করেছেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যারা-যারা বিজয়ী হবে, তারা খ্রীষ্টের সাথে তাঁর সিংহাসনে বসবে ও স্বর্গদূতদের বিচার করবে। এটি আমরা প্রকাশিত বাক্য ১, প্রকাশিত বাক্য ৩, এবং আরও কয়েকটি অধ্যায়ে দেখতে পাই।

তাই, খ্রীষ্টের রাজত্ব খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতা ও সৌভাগ্যগুলির সাথে যুক্ত। আপনি যদি অংশগুলিকে একসঙ্গে রাখেন, তাহলে দেখবেন যে আমরা দায়ূদকে দিয়ে শুরু করেছি, এবং সেই সকল প্রস্তুতিগুলি দেখেছি এবং ঈশ্বর যা কিছু করেছেন দায়ূদকে তাঁর মনের কাছের একজন রাজা করার জন্য, যিনি তাঁর আরাধনাকে ও ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখবেন, যিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে রাজত্ব করবেন, ঈশ্বরের লোকেদের উপর ঈশ্বরের রাজত্ব চালাবেন, এই সমস্ত কিছু দেখেছি। আমরা সেখানে শুরু করেছি, কিন্তু দায়ূদের রাজত্বের মধ্যে দিয়ে ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত কিছুকে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত করি। খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত করার মধ্যে দিয়ে, আমরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সাথেও যুক্ত সংযুক্ত করি। এই শাস্ত্রাংশগুলি, পুরাতন নিয়মের বাকি অংশের মতো, বর্তমানের বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও অতি প্রাসঙ্গিক।

সারাংশে, দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি আগত বংশধরের প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরালো করে তোলে। দায়ূদের ভবিষ্যতের বংশধর, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, দায়ূদের থেকেও মহান হবেন। তিনি রাজাদের রাজা হবেন, এবং তাঁর রাজত্ব হবে এক চিরন্তন রাজত্ব। কিন্তু দায়ূদ শুধুমাত্র একজন রাজা ছিলেন না। তিনি একজন ভাববাদীও ছিলেন, এবং দায়ূদের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ঈশ্বর দিয়েছিলেন, এমন এক দায়িত্ব যা ঈশ্বরের লোকেদের উপর বাকি ইতিহাস জুড়ে একটি দৈনিক প্রভাব ফেলবে। এর পরের বক্তৃতায়, আমরা আবিষ্কার করবো যে ঈশ্বর ঠিক কী উদ্দেশ্য রেখেছিলেন।

বক্তৃতা ১৫

গীতসংহিতা

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত গানের একটি চিরস্থায়ী পুস্তক দান করেছেন যেখানে আমরা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে, খ্রীষ্টের বিষয়ে এবং খ্রীষ্টের সাথে গান গাই।

পাঠ্য অংশ:

"পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার সেই বাক্য এই, মোশির ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য পূর্ণ হইবে"। (লূক ২৪:৪৪)।

বক্তৃতা ১৫ -এর অনুলিপি

এটা বক্তৃতা সংখ্যা ১৫, যার শিরোনাম হল "গীতসংহিতা"। কখনও আপনার মনের মধ্যে কোন গানের সুর আটকে গেছে, যা সর্বদা আপনার অবচেতন মনে চলতে থাকে? সঙ্গীত অত্যন্ত শক্তিশালী বিষয়। আপনি যদি সঙ্গীতের সাথে শব্দকে জুড়ে দেন, তাহলে সেই শব্দগুলিকে স্মরণে রাখার আপনার ক্ষমতাটি অনেকটা বেড়ে যাবে। এটি আপনার মনের সাথে লেগে থাকবে। গান আমাদেরকে আকার দিয়ে থাকে। ঈশ্বর এই ভাবেই এটিকে গঠন করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও বাক্যকে আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার জন্য, তিনি মণ্ডলীকে একটি সঙ্গীত পুস্তক প্রদান করেছেন, যাতে আমরা সেইগুলি মুখস্থ রাখতে পারি ও গান হিসেবে গাইতে পারি। সমগ্র বাইবেলের মধ্যে গীতসংহিতার স্থান কোথায় রয়েছে, এবং নতুন নিয়ম কীভাবে গীতসংহিতাকে ব্যবহার করে? ঈশ্বর কেনই বা বাইবেলের মাঝখানে একটি অনুপ্রাণিত গানের পুস্তক রেখেছেন? গীতসংহিতার ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু কী, এবং কীভাবে এইগুলি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজের সাথে সম্পর্কস্থাপন করে? মণ্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জীবনে গীতসংহিতার কী ভূমিকা থাকা উচিৎ? ঈশ্বর চান আপনি যেন এই পুস্তকটি নিয়ে এবং আপনার জীবনে এর যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, সেটা নিয়ে উত্তেজিত ও উৎসাহী থাকেন। গীতসংহিতা পুস্তকের ইব্রীয় শব্দটির অর্থ হল প্রশংসা। ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন গান রচনা করার জন্য, যেগুলিকে একটি পুস্তকের মধ্যে সংকলন করা হয়েছে, এবং শাস্ত্রের ক্যাননে (Canon) যুক্ত করা হয়েছে সমস্ত যুগ ধরে মণ্ডলীর জন্য একটি মূল্যবান উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

এই বক্তৃতায়, গীতসংহিতা পুস্তকের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, এবং এই পুস্তকটির বিষয়বস্তু আবিষ্কার করবো। এটি অপরিহার্য যে আমরা যেন ঈশ্বরের উদ্ধারের ইতিহাসের এই প্রবাহের মধ্যে গীতসংহিতার ভূমিকাটি চিহ্নিত করতে পারি, সেই কারণে একটি পূর্ণ বক্তৃতা এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বক্তৃতার শেষে, আমি আশা করি যে আপনি একটি উদ্দীপনা পুনরায় লাভ করবেন যে এই পুস্তকটি ঈশ্বরের আপন গানের পুস্তক হিসেবে বিশ্বাসীদের কাছে কতটা মূল্যবান।

প্রথমত, গীতসংহিতা পুস্তকটির বাইবেলের কেন্দ্রে অবস্থান। আমি আপনাকে এই অসাধারণ পুস্তকটির গুরুত্ব নিয়ে অনুধাবন করতে চাই। শুধুমাত্র এই নয় যে গীতসংহিতা পুস্তকটি বাইবেলের কেন্দ্রে পাওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বর এটিকে সমস্ত উদ্ধারের ইতিহাস জুড়ে মণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলেও রেখেছেন। পুরাতন নিয়মের গীতসংহিতা পুস্তক থেকে শাস্ত্র সবচেয়ে বেশি নতুন নিয়মে উদ্ধৃত করা হয়েছে। গড়ে, নতুন নিয়মে প্রত্যেক ১৯টি পদের মধ্যে একটি করে পদ গীতসংহিতা থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, নতুন নিয়মেও এর একটি কেন্দ্রীয় স্থান রয়েছে। গীতসংহিতার সাথে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য এই কারণটি যথেষ্ট, কিন্তু তবুও সমগ্র শাস্ত্রের মধ্যেও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। প্রোটেস্টান্ট রিফরমার, মার্টিন লুথার, বলেছেন যে গীতসংহিতা পুস্তকটি বাকি পুস্তকগুলির থেকে আলাদা। তিনি এটিকে একটি ক্ষুদ্র বাইবেল বলেছেন কারণ ঈশ্বর এই পুস্তকের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাবে সমস্ত কিছুই রেখেছেন যা বাইবেলের বাকি অংশ থেকে পাওয়া যায়: ইতিহাস, ব্যবস্থা, ভাববাণী, সুসমাচার, সমস্ত জাতির জন্য দেওয়া মিশন, খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও কাজের সমস্ত দিকগুলি, শাস্ত্রের সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ব,

খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জীবনের ও অভিজ্ঞতার সমস্ত দিকগুলি, এবং আরও অনেক কিছু। বিষয়বস্তুগুলিকে এই বক্তৃতার পরবর্তী অংশে অন্বেষণ করবো।

পুরাতন নিয়মের প্রকাশের মধ্যেও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। যদিও অধিকাংশ গীতগুলি দায়ূদের সময়কালে লেখা হয়েছে, তবুও আমাদের কাছে গীত রয়েছে যা মোশির সময় থেকে শুরু করে, বাবিলে বন্দীদশায় যাওয়া পর্যন্ত লেখা হয়েছে। একাধিক গীত ঈশ্বরের লোকেদের উদ্ধারের কাহিনীটিকে পুনরায় বলেছে। এইগুলি হল সমস্ত যুগ ধরে মণ্ডলীর কাছে একটি স্থায়ী, অনুপ্রাণিত গানের পুস্তক হিসেবে অত্যন্ত কেন্দ্রীয়। যীশু এই গানগুলি গেয়েছিলেন। যাই হোক, এইগুলি তাঁর সম্বন্ধীয় গান, তাই না? প্রেরিত এবং প্রেরিত দ্বারা গঠিত মণ্ডলীরা এই গানগুলি গেয়েছিলেন। নতুন নিয়মের যুগের পর, গীতসংহিতা ছিল একমাত্র গানের পুস্তক যা মণ্ডলী ব্যবহার করেছিল। মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীতে, মণ্ডলীর পালক ও নেতাদের ১৫০টি গীতের মধ্যে প্রত্যেকটি মুখস্থ করতে হতো, এবং ঈশ্বর এইগুলিকে এমন ভাবে তৈরি করেছিলেন যেন বাকি ইতিহাস জুড়ে মণ্ডলীর মধ্যে এইগুলিকে ব্যবহার করা যায়। এই গীতগুলি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মণ্ডলীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। চীন, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, জার্মানি, মেক্সিকো, এবং অন্যত্র সমস্ত স্থানে মণ্ডলীগুলির আরাধনার মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের ভাষায় এই গীতগুলি গাওয়ার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিৎ, ঠিক যেমন ভাবে তারা সমগ্র বাইবেল পাঠ করা ও প্রচার করার মধ্যে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। গীতসংহিতাগুলি সমস্ত ইতিহাস জুড়ে মণ্ডলীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এখন যারা একবিংশ শতাব্দীতে রয়েছে, তারাও সেই একই গীত গেয়ে থাকে যা সমস্ত পুরাতন নিয়ম, নতুন নিয়ম ও মণ্ডলীর যুগ ধরে গেয়ে আসা হচ্ছে।

অবশেষে, এই গীতগুলি স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদের জীবনে একটি অপরিহার্য বিষয় হিসেবে কাজ করে। গীতসংহিতার টীকাভাষ্যের ভূমিকাতে জন ক্যালভিন লিখেছেন, "এই পুস্তকটিকে আমি প্রাণের সমস্ত অংশের একটি দৈহিক গঠনতন্ত্র হিসেবে বলতে অভ্যস্থ হয়েছি, এবং মনে হয় আমি ভুল করছি না। কারণ, এমন কোন আবেগ অথবা অনুভূতি জানা নেই যা এই গীতগুলিতে আয়না হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি। অথবা বরং, পবিত্র আত্মা এখানে জীবনের সমস্ত দুঃখ, ভয়, সন্দেহ, আশা, যত্ন, বিভ্রান্তি, সংক্ষেপে, সমস্ত বিভ্রান্তিকর আবেগগুলিকে আকৃষ্ট করেছেন যা দিয়ে মানুষের মন আন্দোলিত হতে পারে না"। বিশ্বাসীদের বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা এই সত্যটি সুনিশ্চিত করে। ঈশ্বর দুঃখ, আনন্দ, ভয়, বিজয়লাভ, ভরসা, প্রত্যাশা, অনুতাপ, এবং খ্রীষ্টিয় অভিজ্ঞতার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের জন্য গান প্রদান করেন। আমাদের অবস্থা যেমনই হোক না কেন, ঈশ্বর আমাদের মুখে গান দেন যাতে আমরা তাঁর আরাধনায় নিজেদেরকে ব্যক্ত করতে পারি। সুতরাং, আমরা মণ্ডলীর ও খ্রীষ্টিয় জীবনের মধ্যে গীতসংহিতাগুলির কেন্দ্রীয়তাকে লক্ষ্য করি।

কিন্তু দ্বিতীয়ত, গীতসংহিতার মধ্যে ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলি আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আদি মণ্ডলীর একজন ঈশ্বরতত্ত্ববীদ, বাসিলের এই কথাগুলি শুনুন। তিনি বলেছেন, "গীতসংহিতা পুস্তকটি সমস্ত ঈশ্বরত্বের একটি সংকলন, আত্মার জন্য ওষুধের একটি সাধারণ ভাণ্ডার, ভাল শিক্ষাতত্ত্বের একটি সর্বজনীন পত্রিকা যা সকলের জন্য লাভজনক"। এটি লুথারের বর্ণনার মতো, যেখানে তিনি গীতসংহিতাকে একটি ক্ষুদ্র বাইবেল বলেছেন। এইগুলি ঈশ্বরের মন ও হৃদয়কে পরিস্ফুটিত করে। যেমন বাসিল বলেছেন, এটি উত্তম শিক্ষাতত্ত্বে পরিপূর্ণ।

গীতসংহিতার মধ্যে যে ঈশ্বরতত্ত্ব রয়েছে, তা অধ্যয়ন করতে আজীবন সময় লেগে যাবে, কিন্তু শুরু করার জন্য আমরা কয়েকটি ঈশ্বরতত্ত্বের উপর আলোকপাত করবো। কিন্তু প্রথমত, এই পুস্তকের কাঠামো সম্পর্কে আপনাকে কিছু উপলব্ধি করতে হবে। গীতসংহিতা পুস্তকটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমত, গীত ১ থেকে ৪১, দ্বিতীয়ত, ৪২ থেকে ৭২, তৃতীয়ত, ৭৩ থেকে ৮৯, চতুর্থ, ৯০ থেকে ১০৬, এবং পঞ্চমত, ১০৭ থেকে ১৫০। প্রথম চারটি খণ্ড শেষ হয় একটি ডক্সোলজি দিয়ে, এবং পঞ্চম খণ্ডটি শেষ হয় পাঁচটি প্রশংসার গীত দিয়ে, গীত ১৪৬ থেকে ১৫০। যেমন আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, বিভিন্ন লেখকেরা মিলে গীতসংহিতা লিখেছেন, দায়ূদ তাদের মধ্যে প্রধান, এবং তাদের প্রত্যেকেই ভাববাদী ছিলেন। গীতসংহিতা ১ ও ২ হল দুটি ভাগ, যা সমস্ত গীতসংহিতার একটি মুখবন্ধ হিসেবে কাজ করে, এবং প্রধান বিষয়বস্তুগুলির প্রত্যাশা উন্মোচন করে যা বাকি সমস্ত পুস্তক জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, গীত ১ ঈশ্বরের বিধানের উপর লক্ষ্য কেন্দ্রিত করে, এবং গীত ২ ঈশ্বরের মসীহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই দুটো গীতসংহিতা বিশ্বাসীদের, যারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার ও খ্রীষ্টের অধীনে নিজেদের সমর্পণ করে, এবং ঈশ্বরের শত্রুদের মাঝে, যারা ঈশ্বরকে অমান্য করে ও বিরোধিতা করে, একটি পার্থক্য প্রদর্শন করে।

বিভিন্ন ধরনের গীতসংহিতা রয়েছে। আটটি গীত স্বভাবে অ্যাক্রোস্টিক্স, অর্থাৎ প্রত্যেকটি পদে তারা ইব্রীয় ভাষার প্রত্যেকটি বর্ণ পরপর ব্যবহার করে শুরু করেছে। আমরা আরোহণ গীত দেখতে পাই, গীত ১২০ থেকে ১৩৪, যা ইহুদী যাত্রীরা গাইত যখন তারা নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে যিরূশালেমের দিকে যাত্রা করতেন। ইতিহাসমূলক গীত রয়েছে, যা পুনরাবৃত্তি করে যে কীভাবে অতীতে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে আচরণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, গীত ১০৫ ও ১০৬, এবং তারপর গীত ১৩৫ থেকে ১৩৭। অন্তত ১৪টি গীত অনুশোচনার গীত, যেখানে পাপ স্বীকার করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে থেকে গীত ৫১ সবচেয়ে বেশি পরিচিত। যদিও প্রত্যেকটি গীতের মধ্যে খ্রীষ্টের প্রকাশ রয়েছে, তবুও কয়েকটি গীত নির্দিষ্ট ভাবে খ্রীষ্টকে ঘিরে, যেখানে ঈশ্বরের পুত্র, খ্রীষ্টের আগমনের উপর লক্ষ্য কেন্দ্রিত করেছে। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, গীত ৪২, ৪৫, ৬৯, ৭২, ১১০, ১১৮ কয়েকটি উদাহরণ হতে পারে।

কিন্তু আমাদের উচিৎ কয়েকটি মুষ্টিমেয় ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করা যা ঈশ্বর গীতসংহিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। গীতসংহিতা হল বাইবেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক পুস্তক। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরা ইম্মায়ূয়ের পথে দুইজন শিষ্যের সাথে থাকতে পছন্দ করবে, যখন যীশু তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে গীতসংহিতা তাঁর বিষয়ে কী বলে। নতুন নিয়মের মধ্যে ইব্রীয় ১ অধ্যায় হল খ্রীষ্টের মহিমা সম্পর্কীয় সবচেয়ে শক্তিশালী অধ্যায়। যখন ইব্রীয় পুস্তকের লেখক স্থির করেছিলেন খ্রীষ্টের সর্বশ্রেষ্ঠতা স্থাপন করবেন, তখন তিনি গীতসংহিতা ৭ বার উদ্ধৃত করেছেন এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে। খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজের প্রত্যেকটি দিক গীতসংহিতার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে: ভাববাদী, যাজক ও রাজা হিসেবে তাঁর তিনটি দায়িত্ব-পদ; তাঁর অপমান হওয়া ও উচ্চকৃত হওয়া, উভয়ের বিভিন্ন দিকগুলি; তাঁর মাংসে মূর্তিমান হওয়া; তাঁর পরিচর্যা; তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা; তাঁর প্রায়শ্চিত্ত ও মৃত্যু; তাঁর সমাধিপ্রাপ্ত হওয়া ও পুনরুত্থান; তাঁর স্বর্গারোহণ ও তাঁর রাজত্ব; তাকে একজন পরিত্রাতা, একজন বিচারক, একজন মেষপালক রূপে দেখা ও তাঁর উদ্দেশ্যে গান করা। আমরা আরও অনেক কিছুই বলা অব্যাহত রাখতে পারি, কিন্তু গীতসংহিতার মধ্যে খ্রীষ্ট সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রকাশের এই মূল্যবান স্থানটি চিত্রায়িত করার জন্য, আপনি কি জানেন যে আমরা যীশুর ক্রুশের উপর অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গীতসংহিতায় বেশি জানতে পারি মথি, মার্ক, লূক, ও যোহনের লেখা সুসমাচারের তুলনায়? গীতসংহিতা ব্যাতিরেকে, খ্রীষ্টের সম্বন্ধে আমাদের কাছে একটি অসম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান থাকবে।

গীতসংহিতাগুলি সুসমাচারের দ্বারা উদ্ধারের প্রয়োগিক বিষয়গুলি দিয়ে পূর্ণ। অবশ্যই, আমরা মনোনয়ন সম্পর্কে শিখি, কিন্তু এছাড়াও, ক্ষমা ও ধার্মিকতা প্রদান, পুনরুদ্ধার, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের ধার্মিক গণিত হওয়া, দত্তক পুত্রত্ব, শুচিকরণ এবং মহিমান্বিত হওয়া সম্পর্কে শিখি। গীতসংহিতার মধ্যে এই পৃথিবীতে সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পরিপূর্ণ। আপনি বলতে পারেন যে এইগুলি হল ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত মিশনারী গীত। প্রধান উদাহরণ হিসেবে গীত ৬৭ বিবেচনা করুন। গীতসংহিতার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ পরিপূর্ণ: তাঁর সমস্ত নাম; তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; এবং তাঁর কাজ – সৃষ্টি, দূরদর্শিতা, উদ্ধার। কোন কিছুই গীতসংহিতা থেকে বাদ যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, রাজা হিসেবে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজত্বের কথা সমস্ত গীতসংহিতা জুড়ে রয়েছে, সকল বিষয়ের উপর তাঁর ব্যপক সার্বভৌমতাকে স্থাপন করেছেন। এই গীতগুলি আমাদেরকে ভবিষ্যতের খ্রীষ্টের মণ্ডলী থেকে শুরু করে বিচারের দিন, নরক ও নতুন স্বর্গ পর্যন্ত নির্দেশ করে।

এই পয়েন্টের অধীনে, অবশেষে, আমাদেরকে অবশ্যই একটি বিষয়বস্তু বিবেচনা করতে হবে যেটা ঈশ্বরের গীতগুলিকে অন্যান্য মানুষের দ্বারা রচিত, অনুপ্রাণিত নয় এমন গীতগুলি থেকে আলাদা করে। বিশেষ করে সেই অভিশাপগুলি, যা ঈশ্বরের লোকেরা দুষ্ট শত্রুদের উপর ঘোষণা করতো। এই বিষয়বস্তুটি সমস্ত পুস্তক জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে। আপনি হয়তো ভাবছেন যে এই পুস্তকটি, যার ইব্রীয় ভাষায় নাম হল প্রশংসা, কোন প্রশংসার শব্দ ছাড়াই শুরু হয়েছে, বরং একটি বিস্তারিত পার্থক্য দেখিয়েছে ঈশ্বরের ধার্মিক ব্যক্তি ও দুষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে, এবং আশীর্বাদ ও অভিশাপ দিয়ে পরিপূর্ণ। গীতসংহিতা ৭ -এর গীতে শেষে আমরা প্রথম প্রশংসা শব্দটির সাথে সাক্ষাৎ করি, যেখানে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামের প্রশংসা করা হয়েছে তাঁর ধার্মিকতার কারণে। আপনি লক্ষ্য করেছেন, এই গীতগুলি স্বয়ং ঈশ্বরের উপর, তাঁর নামের উপর, তাঁর চরিত্র, তাঁর চিন্তাভাবনা, তাঁর পথসকল ও কাজকর্মের উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করেছে, যেমন আমরা বর্তমানের আধুনিক আরাধনা গীতের মধ্যে দেখতে পাই না। দায়ূদ, যিনি হলেন ইস্রায়েলের সবচেয়ে সুমধুর গীতরচক, ঈশ্বর তাকে মনোনীত করেছিলেন তাঁর মনের সবচেয়ে কাছের মানুষ হিসেবে, যার আকাঙ্ক্ষাগুলি, চিন্তাগুলি, অনুভূতিগুলি, প্রশংসাগুলি, এবং প্রার্থনাগুলি ছিল ঈশ্বরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এর আগের বক্তৃতা থেকে ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে চিত্র আঁকার দৃষ্টান্তটি কি স্মরণে আছে? এটি গীতসংহিতা জুড়ে অভিশাপগুলি নিয়ে আমাদের ভুল ধারণাগুলিকে স্পষ্ট করে: দুষ্ট শত্রুদের বিনাশের জন্য এবং ধার্মিকদের উদ্ধার ও উন্নত হওয়ার জন্য বিশ্বাসীদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা। ঈশ্বরের নিজস্ব মন ও ইচ্ছা অনুযায়ী একজন বিশ্বাসীর মন ও ইচ্ছার রূপান্তরিত হওয়াকে ব্যক্ত করে। তাই, উদাহরণস্বরূপ, গীতসংহিতা ১৩৯:১৯-২২ পদে আমরা পড়ি, "হে ঈশ্বর, তুমি নিশ্চয়ই দুষ্টকে বধ করিবে; হে রক্তপাতীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও। তাহারা দুষ্ট ভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করে; তোমার শত্রুগণ তাহা অনর্থক লয়। হে সদাপ্রভু, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, আমি কি তাহাদিগকে দ্বেষ করি না? যাহারা তোমার বিরুদ্ধে উঠে, তাহাদের প্রতি কি বিরক্ত হই না? আমি যার পর নাই দ্বেষে তাহাদিগকে দ্বেষ করি; তাহাদিগকে আমারই শত্রু মনে করি"। আমাদের মন ও ইচ্ছা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়, এবং বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের মহিমার জন্য সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী হয়। অ-অনুপ্রাণিত স্তোত্রগুলি থেকে এই বিষয়বস্তুটির অনুপস্থিতি ঈশ্বরের লোকেদের ধার্মিকতাকে বিকৃত করে তুলেছে, একটি সমস্যা যা পূর্ব যুগের মণ্ডলীর কাছে অজানা ছিল, যারা ঈশ্বরের গানগুলি ব্যবহার করতো। ঈশ্বরকে তাঁর পবিত্রতার সৌন্দর্যে আরাধনা করা উচিৎ, এবং তাঁর ধার্মিক ক্রোধ ও সিদ্ধ ন্যায়বিচার আমাদের প্রশংসার যোগ্য। যারা এই বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তি বোধ করে, তারা যেন স্মরণে রাখে যে একদিন ঈশ্বরের ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হাল্লেলুয়া গান গাইবে, যখন ঈশ্বর শেষ দিনে তাঁর শত্রুদের বিচার করবেন ও ধ্বংস করবেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রকাশিত বাক্য ১৯ অধ্যায়টি বিবেচনা করুন। গীতসংহিতার ঈশ্বরতত্ত্বকে উপলব্ধি করা প্রত্যেক যুগের মণ্ডলীর কাছে এর সম্পূর্ণ পর্যাপ্ততা প্রদর্শন করে, যা আমাদেরকে তৃতীয় ও অন্তিম বিষয়ে নিয়ে আসে।

আমরা গীতসংহিতাগুলিকে অনুপ্রাণিত স্তব ও প্রশংসা হিসেবে বিবেচনা করবো। ঈশ্বর গীতসংহিতা দিয়েছেন প্রশংসা গীতের একটি স্থায়ী ম্যানুয়াল হিসেবে। এটি হল সমস্ত যুগে মণ্ডলীর জন্য একটি অনুপ্রাণিত স্তোত্রপুস্তক, এবং তিনটি বিষয়ের মধ্যে এর ভিত্তি আমরা লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমত, অনুপ্রাণিত ভাববাদীদের বিষয়ে, বাইবেল পরিষ্কারভাবে শিক্ষা দেয় যে

আরাধনা গান লেখার জন্য ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা লাভ করা আবশ্যক। ভাববাণী ও প্রশংসার মধ্যে একটি সংযোগ রয়েছে। লেখকেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভাববাণীর অনুগ্রহ দান লাভ করা প্রয়োজন, এবং তারা আরাধনার জন্য অনুপ্রাণিত গান রচনা করছিলেন। ২ শমূয়েল ২৩:১-২ পদে আমরা পড়ি, "দায়ূদের শেষ বাক্য এই। যিশয়ের পুত্র দায়ূদ কহিতেছে, সেই উচ্চীকৃত পুরুষ কহিতেছে, যে যাকোবের ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিষিক্ত, যে ইস্রায়েলের মধুর গায়ক, সে কহিতেছে, আমার দ্বারা সদাপ্রভুর আত্মা বলিয়াছেন, তাঁহার বাণী আমার জিহ্বাগ্রে রহিয়াছে"। যেমন প্রেরিত ১:১৬ এবং প্রেরিত ২:২৯-৩১ পদে লেখা আছে, দায়ূদ একজন ভাববাদী ছিলেন যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন।

মোশি, যিনি গীত ৯০ লিখেছেন, একজন ভাববাদী ছিলেন। অন্যেরা, যেমন আসফ, যিদূথূন, এবং হেমন, তাদেরকে দর্শক (seer) বলা হতো, কিন্তু আমরা ১ শমূয়েল ৯:৯ পদে এবং অন্যত্র পড়ি, "সম্প্রতি যাঁহাকে ভাববাদী বলা যায়, পূর্ব্বকালে তাঁহাকে দর্শক বলা যাইত"। ১ বংশাবলি ২৫ অধ্যায়ে আমরা পড়ি, "আর দায়ূদ ও সেনাপতিগণ সেবাকর্ম্মের জন্য আসফের, হেমনের ও যিদূথূনের কয়েকটী সন্তানকে পৃথক্ করিয়া বীণা, নেবল ও করতাল সহযোগে ভাবোক্তি গান করিবার ভার [দিলেন]"। এটি তাদের পুত্রদের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করার বর্ণনা দেয়, এবং এর পর লেখা আছে, "যে হেমন ঈশ্বরীয় বাক্য সম্বন্ধে রাজার দর্শক ছিলেন..."। আবার একটু পর লেখা আছে, "ইহারা সকলে ঈশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম্মের জন্য করতাল, নেবল ও বীণা দ্বারা সদাপ্রভুর গৃহে গান করিবার জন্য তাহাদের পিতার অধীন ছিলেন; আসফ, যিদূথূন ও হেমন রাজার অধীন ছিলেন। সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীতগানে শিক্ষিত তাহারা ও তাহাদের ভ্রাতৃগণ সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত অষ্টাশী জন সঙ্গীত পারদর্শী লোক ছিল"। হিষ্কিয় এবং যোশিয় রাজার অধীনে পুরাতন নিয়মের আত্মিক পুনরুদ্ধারের সময়কালে, তারা ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত গানের দিকে ফিরেছিল। ২ বংশাবলি ২৯:৩০ বলে, "পরে হিষ্কিয় রাজা ও অধ্যক্ষগণ দায়ূদের ও আসফ দর্শকের বাক্য দ্বারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রশংসা-গীত গান করিতে লেবীয়দিগকে আজ্ঞা করিলেন। আর তাহারা আনন্দপূর্ব্বক প্রশংসা-গীত গান করিল, এবং মস্তক নমন করিয়া প্রণিপাত করিল"।

এই একই নীতি সমস্ত পুরাতন নিয়ম জুড়ে চিত্রায়িত করা যেতে পারে। ঈশ্বর তাঁর শর্তগুলিকে স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, যা নতুন নিয়মে একটি মানদণ্ড হিসেবে বাহিত হয়ে এসেছে। একজন ইংলিশ পিউরিটান, জন ওয়েন লিখেছেন, "প্রত্যেকটি অধ্যাদেশ ও আরাধনায়, ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত বিষয়টিকে আমরা বিবেচনা করি এবং আমাদের প্রাণ ও বিবেককে তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে সঁপে দিই। এটাই হল প্রথম বিষয় যা ঐশ্বরিক আরাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বাস দাবী করে। এটি উপলব্ধি করতে পারে যা ঈশ্বর আদেশ করেছেন, এবং সেখানেই তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে যেমনটি তিনি দাবী করেন"। এখন, বর্তমানে, ভাববাদীর পদটি অস্তিত্বে নেই, এবং অনুপ্রাণিত গানের উৎপাদন বন্ধ হয়েছে। প্রকাশ্যে ঈশ্বরের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা রচিত, অ-অনুপ্রাণিত গান ব্যবহার করার বিষয়ে বাইবেল কোন নিষেধাজ্ঞা দেয়নি।

দ্বিতীয় বিষয়টি ক্যানোনিকাল গানের সাথে সম্পর্কিত। শাস্ত্র একটি সম্পূর্ণ সংকলন প্রদান করে অনুপ্রাণিত গানগুলির, যা শাস্ত্রের ক্যাননে পাওয়া যায়। সুতরাং, গীতসংহিতাগুলির মধ্যে একটি অনন্য ও কর্তৃত্বমূলক অবস্থান রয়েছে, যা আমাদেরকে শুধুমাত্র সেটাই ব্যবহার করার জন্য সীমিত করে, যা ঈশ্বর বাইবেলের মধ্যে উপলব্ধ করেছেন, এবং ঈশ্বর আমাদেরকে এই গীতগুলিকে তাঁর আরাধনায় ব্যবহার করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, গীতসংহিতা ১০৫:২ পদে লেখা আছে, "তাঁহার উদ্দেশে গীত গাও, তাঁহার প্রশংসা গান করো"। অনুপ্রাণিত গানগুলির সংকলনের মধ্যে, যা ঈশ্বর যোগান দিয়েছেন, এইগুলির ব্যবহারের নির্দেশমালা দেওয়া রয়েছে। এদের অস্তিত্ব এটার প্রমাণ দেয়। এই বাস্তবতা যে ঈশ্বর পাঠ্য অংশ হিসেবে একটি ক্যানোনিকাল পাঠ্যাংশ দিয়েছেন, অর্থাৎ বাইবেলের ৬৬টি পুস্তক, যা এইগুলির ব্যবহারের ন্যায্যতা প্রমাণ করে। মানুষের গানগুলির স্থানে ঈশ্বরের গান দিয়ে প্রতিস্থাপন করা ও আরাধনা করার কোন নিষেধ নেই, যেমন ভাবে শাস্ত্রাংশ পাঠের সময়ে অন্য একটি বাইবেলের অংশ দিয়ে প্রতিস্থাপন করি, যেমন অ্যাপক্রিফা অথবা অন্য কিছু। যদি স্পষ্ট ভাবে বলি, ঈশ্বর তাঁর আরাধনার মধ্যে গান নিযুক্ত করেছেন, এবং কী গান গাইবো, সেটাও তিনি বাইবেলে লিখেছেন। আপনি যদি কোন একটি মণ্ডলীর আরাধনা সভায় প্রবেশ করেন, এবং কেউ যদি আপনার হাতে একটি পুস্তক ধরিয়ে দেয়, যার উপর লেখা আছে "আরাধনা সঙ্গীত", তাহলে আপনি অবশ্যই সেই পুস্তকটির উদ্দেশ্য বুঝে যাবেন। এটাই ঈশ্বর গীতসংহিতা পুস্তকের ক্ষেত্রে করেছিলেন। ঈশ্বর অধ্যাদেশগুলি দিয়েছেন ও বিষয়বস্তুগুলি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন: বাইবেল পাঠ করার জন্য, গীতসংহিতা গান করার জন্য; পবিত্র আত্মার সাহায্য, কোন প্রার্থনার পুস্তক নয়, প্রার্থনা করার জন্য; জল বাপ্তিস্মের জন্য; রুটি ও দ্রাক্ষারস প্রভুর ভোজের জন্য; প্রচার করার অনুগ্রহ দান প্রচার করার জন্য, এবং ইত্যাদি। আমরা যেন অবশ্যই ঈশ্বর নির্ধারিত অধ্যাদেশগুলির প্রতি স্থির থাকি।

কলসীয় ৩:১৬ পদে, আমরা পড়ি, "খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান কর; অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর"। একটি সমান্তরাল শাস্ত্রাংশ, ইফিষীয় ৫:১৮-১৯ পদে আমরা পড়ি, "আর দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও; গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তনে পরস্পর আলাপ কর; আপন আপন অন্তঃকরণে প্রভুর উদ্দেশে গান ও বাদ্য করো"। গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্তনের গ্রীক শব্দটি গীতসংহিতার শিরোনামের গ্রীক অনুবাদে ব্যবহার করা হয়েছে। পৌল প্রায়ই একাধিক শব্দ ব্যবহার করতেন একটি বিষয়কে বর্ণনা করার জন্য। তিনি চিহ্ন, আশ্চর্য কাজ ও অলৌকিক কাজ শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে, তিনি গীতসংহিতার ক্ষেত্রে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেন। আপনি আত্মিক শব্দটি

লক্ষ্য করুন। আত্মিক শব্দটি সঙ্কীর্তন শব্দটির বিশেষণ, অথবা তিনটি শব্দেরই বিশেষণ হিসেবে কাজ করে, কিন্তু নতুন নিয়মের অন্য এক স্থানে, প্রায় ২৫ বার, গ্রীক শব্দ আত্মিক অনুপ্রাণিত বাক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, ইফিষীয় ৫ অধ্যায়ে, পৌল বলেছেন আত্মায় পূর্ণ হতে, আত্মায় গান গাইতে। কলসীয় ৩ অধ্যায়ে, তিনি বলেছেন, খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক, গীতসংহিতার মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টের কথাগুলি নিয়ে গীত গাইতে বলেছেন। খ্রীষ্ট স্বয়ং এই গীতগুলি তাঁর লোকেদের মধ্যে দিয়ে গেয়ে থাকেন, তাঁর বাক্য প্রচুর পরিমাণে আমাদের মধ্যে বাস করে। যে শিক্ষাতত্ত্বটি এখানে তুলে ধরেছি, সেটির বিপরীত প্রমাণিত হওয়ার পরিবর্তে, এই দুটি পাঠ্যাংশ, কলসীয় ৩ ও ইফিষীয় ৫, অন্যত্র স্থানের শাস্ত্রের শিক্ষাটিকে এখানে জোরালো করে তুলেছে। গীতসংহিতা পুস্তকটি একটি সম্পূর্ণ ও স্থায়ী প্রশংসার পুস্তক সমস্ত যুগের জন্য।

তৃতীয়ত, গীতসংহিতার পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে একটি কথা। আমরা যা কিছু দেখেছি, সেটির আলোকে, গীতসংহিতাগুলি প্রশংসার একটি স্থায়ী পুস্তক হিসেবে সম্পূর্ণ রূপে পর্যাপ্ত। ঈশ্বর নির্ধারণ করেন যে পর্যাপ্ত কী। নতুন নিয়ম স্পষ্ট ভাবে এই গীতগুলির মধ্যে কোন অপর্যাপ্ততা লক্ষ্য করেনি, এবং সমস্ত যুগ ধরে মণ্ডলীও তা লক্ষ্য করেনি। প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর একটি বিশিষ্ট ঈশ্বতত্ত্ববীদ, আথেনিসিয়াস লিখেছেন, "আমি বিশ্বাস করি যে এই গীতসংহিতার চেয়ে বেশি মহিমাময় বিষয় মানুষ খুঁজে পেতে পারে না, কারণ এইগুলি একজন মানুষের সম্পূর্ণ জীবনটি, তার মনের আবেগ ও প্রাণের অনুভূতিগুলি ঘিরে রয়েছে ঈশ্বরের প্রশংসা ও মহিমা করার জন্য। সেই ব্যক্তি একটি গীত বেছে নিতে পারে প্রত্যেক পরিস্থিতির জন্য এবং সে আবিষ্কার করবে যে সেই গীত তার জন্যই লেখা হয়েছে"। নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের কাছে গীতসংহিতার কোন প্রকারের অপর্যাপ্ততা খুঁজে পাওয়ার সমস্যা সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের মধ্যেই রয়েছে, সেই গীতের মধ্যে নয়। গীতসংহিতা ২২:৩ পদ বলে, "কিন্তু তুমিই পবিত্র, ইস্রায়েলের প্রশংসাকলাপ তোমার সিংহাসন"। ঈশ্বর তাঁর নিজের মুখ নির্গত প্রশংসায় বাস করেন।

এইগুলি হল যীশুর গান। তিনি যে গীত আমাদের দিয়েছেন, তিনি নিজের সেই গীতগুলি গেয়েছেন। আমরা তাঁর সাথে গান গাই, এবং তাঁর সম্বন্ধে গান গাই, এবং গীতসংহিতার মধ্যে দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে গান গাই। বাস্তবে, আমরা যারা খ্রীষ্টের আগমনের পরে পৃথিবীতে জন্মেছি, আমরা আরও বেশি অর্থপূর্ণ ভাবে গীতগুলি গাই। এই গীতগুলি খ্রীষ্টের বিষয়ে যা কিছু প্রকাশ করে, সেই সব আমরা দেখি ও আমোদ করি, পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর চেয়েও বেশি, কারণ আমরা সেইগুলি নতুন নিয়মের পূর্ণতার আলোকে গাই। যিরূশালেম, সিনয়, এবং বলিদান, ইত্যাদির উল্লেখগুলি চিন্তাভাবনা করুন, মণ্ডলীর চিত্র এবং খ্রীষ্টের বলিদান। প্রায়ই, এইগুলি স্বয়ং গীতসংহিতার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গীত ১৪১ ধূপ সম্পর্কে বলে, কিন্তু এটি স্পষ্ট করে যে এটি হল ঈশ্বরের লোকেদের প্রার্থনার একটি চিত্র যা স্বর্গের দিকে উঠে যায়। জন ক্যালভিন সঠিক ভাবে এই কথাগুলি লিখেছেন, "সেন্ট অগাস্টিন যা বলেছেন তা সত্য: কেউই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যোগ্য বিষয়গুলি নিয়ে গান গাইতে পারে না, যদি না সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের থেকে সেই গানটি লাভ করছে।, যখন আমরা চারিদিকে ভালোভাবে অন্বেষণ করেছি, দায়ূদের গীতগুলির থেকে বেশি ভালো গীত কোথাও পাবো না, কারণ পবিত্র আত্মা তার মধ্যে দিয়ে কথা বলেছেন। এছাড়াও, যখন আমরা সেই গীতগুলি গাই, তখন আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ঈশ্বর সেই কথাগুলিকে আমাদের মুখে যোগান দিয়ে থাকেন, কারণ তিনি স্বয়ং আমাদের মধ্যে দিয়ে এই গীতগুলি গেয়ে থাকেন তাঁর নিজের মহিমার জন্য"।

দ্যা হিউগিনটস্, ফ্র্যান্সের রিফরমড্ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা, ঈশ্বরের লোকেদের উপরে গীতসংহিতা থেকে গান করার প্রভাবের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছে। সেই সময়ের লেখাগুলি আমাদের বলে যে গীতসংহিতা থেকে গানগুলি সমগ্র ফ্র্যান্স জুড়ে বাইবেলীয় বিশ্বাসের উদ্দীপনাকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছে। এই বিশ্বাসীরা গীতসংহিতা মুখস্থ করতো এবং সমগ্র দেশ জুড়ে, প্রত্যেকটি গ্রামে ও নগরে, তীব্রতার সাথে এই গানগুলি গাইত। রাস্তায় চলতে-চলতে স্কুলের শিক্ষার্থীদের মুখে, মাঠে চাষ করার সময়ে চাষির মুখে, বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের মুখে, এমনকি সাধারণ সভাগুলিতে, এবং অবশ্যই, আরাধনা স্থানে এই গানগুলি শুনতে পাওয়া যেতো। যুদ্ধে যাওয়ার আগে সৈন্যদল এই গানগুলি গাইত। যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে, সেনাপতি তার সৈনিকদের কণ্ঠস্বর খুলে সেই গানগুলিকে গাইতে বলতেন, এবং কামান দাগতে-দাগতে তারা গীত ৬৮ -এর কথাগুলি গাইত। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে গীতসংহিতা তাদের জীবনের বিভিন্ন অংশে অনুপ্রবেশ করেছিল। খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুর পরিমাণে তাদের মধ্যে বাস করছিল।

বিশ্বাসীরা যেন প্রত্যেক দিন, এবং মণ্ডলী যখনই মিলিত হয়, তখন যেন তারা গীতসংহিতাগুলি মুখস্থ করে ও গাইতে পারে। এটি তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে সেই আশীর্বাদ লাভ করতে সাহায্য করবে যা গীত ১ অধ্যায়ে লেখা আছে ঈশ্বরের ব্যবস্থায় ধ্যান করার পরিণাম হিসেবে, দিনের পর দিন, এবং ফলস্বরূপ আত্মিক ফলপ্রসূতা তাদের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।

সারাংশে, আমি আশা করি যে বাইবেলের এই মূল্যবান পুস্তকটির প্রতি আপনার মধ্যে একটি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। আপনি যেন অবশ্যই আজীবন ধরে, গীতসংহিতাগুলি অধ্যয়ন করেন ও দক্ষতা লাভ করেন। ঈশ্বর আমাদেরকে অনুপ্রাণিত গানের একটি পুস্তক প্রদান করেছেন যেখানে আমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে, খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে এবং খ্রীষ্টের সাথে গান গাই। এর পরের বক্তৃতায়, আমরা ঈশ্বরের উদ্ধারের ইতিহাসের মধ্যে রাজা শলোমনের অবস্থানটি বিবেচনা করবো।

বক্তৃতা ১৬

শলোমন

লেকচারের বিষয়বস্তু:

সমস্ত প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের ধন খ্রীষ্টেতে গোপন রয়েছে, যিনিই হলেন ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

পাঠ্য অংশ:

"দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন; কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন, আর দেখ, শলোমন হইতে মহান্ এক ব্যক্তি এখানে আছেন"। (মথি ১২:৪২)।

বক্তৃতা ১৬ -এর অনুলিপি

প্রত্যেকটি যুগে, এই পৃথিবী সেই সমস্ত মানুষদের কথা শুনেছে ও তাদের সম্ভ্রম করেছে, যাদেরকে তারা বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ বলে মনে করেছে। বিজ্ঞতা অথবা প্রজ্ঞাকে একটি মূল্যবান গুণ বলে মনে করা হয়। একইভাবে, কেউই তাদের বন্ধু ও সহ-কর্মীদের দ্বারা মূর্খ বলে বিবেচিত হতে চাইবে না, কিন্তু এখানেই একটি সমস্যা রয়েছে, কারণ এই পৃথিবীতে পাপের উপস্থিতি প্রকৃত প্রজ্ঞাকে বিকৃত করে তুলেছে। পৌল বলেছেন যে এই জগত ঈশ্বরের প্রজ্ঞাকে, যা হল প্রকৃত প্রজ্ঞা, মূর্খ বলে বিবেচনা করে, এবং তিনি বলেছেন যে এই জগতের মিথ্যা প্রজ্ঞাকে মূর্খতা বলে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা উচিৎ। বাইবেল যখন মূর্খ শব্দটি ব্যবহার করে, তখন তা কোন ব্যক্তিদের নাম ধরে ডাকছে না। মূর্খতাকে একজন ব্যক্তির চরিত্র ও স্বভাব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে ঈশ্বরকে ভয় করে না এবং তাঁর বাক্যের অধীনে নিজেকে বশীভূত করে না। সুতরাং, প্রকৃত প্রজ্ঞা কী? কীভাবে প্রজ্ঞা ঈশ্বর ভয়ের সাথে সম্পর্কিত? এই সমস্ত কিছুর মধ্যে, ঈশ্বর শলোমনকে কী দায়িত্ব দিয়েছিলেন? কীভাবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক মূর্খ সন্তানের জন্ম দিতে পারে? কোথায় শলোমন প্রজ্ঞা থেকে মূর্খতার দিকে ফিরেছিলেন, এবং ইস্রায়েলের জন্য এর পরিণাম কী হয়েছিল? কীভাবে শলোমন খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কস্থাপন করে? কীভাবে খ্রীষ্টই হলেন ঈশ্বরের প্রজ্ঞার প্রকৃত ভাণ্ডার? বর্তমানের খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করার জন্য কোন দিকে ফেরে?

বাইবেল শলোমনকে তার সময়কালের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে বর্ণনা করে। এটি সেই সময়ে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এবং আজও এটি স্বীকৃতি পায়, কিন্তু শলোমন নামটি প্রজ্ঞার একটি সমার্থক শব্দ ছিল। এটি তার জীবনে আন্তর্জাতিক খ্যাতি নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু তিনি একটি নিখুঁত ও সিদ্ধ প্রজ্ঞাকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। তিনি প্রজ্ঞার উচ্চ স্থান থেকে পতিত হয়েছিলেন এবং মূর্খতার পাতালে অবতরণ করেছিলেন। রাজা শলোমনের রাজত্বকালে ঈশ্বর যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রদান করেছিলেন তার কয়েকটি আমরা আবিষ্কার করবো। প্রথমত, আসুন, আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি বিবেচনা করি। ইস্রায়েলের মহিমা দায়ূদের রাজত্বের মধ্যে দিয়ে সুরক্ষিত ছিল এবং তার পুত্র, শলোমনের রাজত্বকালের সময়েও অব্যাহত ছিল। ২ শমূয়েল ১২:২৪-২৫ পদে আমরা পড়ি যে শলোমনকে যিদীদীয় নামকরণ করা হয়েছিল, যার অর্থ ছিল সদাপ্রভুর প্রিয়। অবশ্যই, শলোমন নামটির অর্থ হল শান্তি। ১ বংশাবলি ২২:৯ পদে, ঈশ্বর দায়ূদকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমি তাহার চারিদিকের সকল শত্রু হইতে তাহাকে বিশ্রাম দিব, কেননা তাহার নাম শলোমন [শান্ত] হইবে, এবং তাহার সময়ে আমি ইস্রায়েলকে শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতা দিব"। যেখানে দায়ূদ একজন যোদ্ধা ছিলেন, শলোমন তার জীবনকালে শান্তির ফল ভোগ করেছিলেন। ঈশ্বর সেই সময়ে ইস্রায়েল জাতিকে এক তুলনাহীন শান্তি প্রদান করেছিলেন। ইস্রায়েলের শান্তি ও সমৃদ্ধ রাজা শলোমনের রাজত্বকালে চূড়ান্ত পর্যায় স্পর্শ করেছিল যা ইস্রায়েলের ইতিহাসে আর কখনও দেখতে পাওয়া যাবে না। ১ রাজাবলি ২ অধ্যায়ে, ২ পদ থেকে শুরু করে এবং পরবর্তী পদগুলিতে, দায়ূদ শলোমনকে আদেশ করেন ঈশ্বরের চুক্তিকে ধরে রাখতে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করতে, এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে পালন করতে। আপনি এই শাস্ত্রাংশে লক্ষ্য করবেন যে দায়ূদ কীভাবে মোশির সাথে চুক্তিকে এবং দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তিকে অনুগ্রহের চুক্তির দুটি দিক হিসেবে একত্র করেছেন।

এই পাঠ্যক্রম জুড়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে অগম্য ঈশ্বরের কাজগুলি শুধুমাত্র কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। ধার্মিকতা

ও অধার্মিকতা, আশীর্বাদ ও অভিশাপের উদাহরণগুলিকে অবশ্যই ঈশ্বরের ভবিষ্যতের পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করতে হবে, যা ঈশ্বরের মহান উদ্ধারের পরিকল্পনার উন্মোচনে খ্রীষ্টের দিকে ইশারা করে ও তাঁর সাক্ষ্য প্রদান করে। রাজা শলোমন ভালো ভাবে শুরু করেছিলেন কিন্তু হতাশজনকভাবে শেষ করেছিলেন। তিনি প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করেছিলেন কিন্তু মূর্খতা দিয়ে শেষ করেছিলেন। যারা শলোমনের আগে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন যিহোশূয় (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৯) ও দায়ূদ নিজে (২ শমূয়েল ১৪:২০) তাদের বিজ্ঞতার জন্য পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তবুও ইস্রায়েলের ইতিহাসের অন্য যেকোনো ব্যক্তির তুলনায় বাইবেল অনেক বেশি জোর দিয়ে থাকে শলোমনের বিজ্ঞতার উপর। ১ রাজাবলি ৩ অধ্যায়ে, আমরা পড়ি যে ঈশ্বর শলোমনকে যা ইচ্ছা তাই যাচঞা করার একটা সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু শলোমন প্রজ্ঞা যাচঞা করার মধ্যে দিয়ে সেই প্রস্তাবের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন। ঈশ্বর শলোমনকে এমন প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন যা পৃথিবীর অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রজ্ঞার থেকে অনেক বেশি ছিল, যার কারণে, যেমন আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, তার জীবনে আন্তর্জাতিক খ্যাতি নিয়ে এসেছিলো। এটি আমরা লক্ষ্য করি ১ রাজাবলি ৪:৩০-৩৪ পদে যেখানে আমরা পড়ি, "তাহাতে পূর্ব্বদেশের সমস্ত লোকের জ্ঞান ও মিস্রীয়দের যাবতীয় জ্ঞান হইতে শলোমনের অধিক জ্ঞান হইল"। পরে, লেখা আছে, "আর পৃথিবীস্থ যে সকল রাজা শলোমনের জ্ঞানের সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সর্ব্বদেশীয় লোক শলোমনের জ্ঞানের উক্তি শুনিতে আসিত"। রাণী শিবা একজন উদাহরণ ছিলেন যিনি শলোমনের প্রজ্ঞা দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং তিনি যা দেখতে পেয়েছিলেন তা তার প্রত্যাশার অতীত ছিল। শলোমনের রাজত্ব ঈশ্বর পরিকল্পিত করেছিলেন বাকি জাতিগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য, কিন্তু খুব শীঘ্রই অন্যান্য জাতিগুলি তাকে প্রভাবিত করা শুরু করেছিল।

তার অত্যন্ত উজ্জ্বল শুরু করা সত্ত্বেও, তিনি ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও তাঁর চুক্তির শর্তগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রলোভনগুলিতে পা দিয়েছিলেন। তিনি বিধর্মী মহিলাদের সাথে বিবাহ করেছিলেন, যা ঈশ্বরের ব্যবস্থায় নিষেধ করা ছিল। এই স্ত্রীরা মন্দ প্রভাব এনেছিল যা তাকে মূর্তিপূজা করার মধ্যে পরিচালনা করেছিল, যা দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৩-৪ পদে ঈশ্বর নিষেধ করেছিলেন। এই সমস্ত কিছু ১ রাজাবলি ১১:১-৬ পদের মধ্যে বর্ণনা করা আছে, এবং যদিও এটি একটু বেশি দীর্ঘ, তবুও এই বিষয়ে পড়া ও শোনা আমাদের জন্য লাভজনক হবে। সেখানে লেখা আছে, "শলোমন রাজা ফরৌণের কন্যা ব্যতিরেকে আরও অনেক বিদেশীয়া রমণীকে, অর্থাৎ মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া, ইদোমীয়া, সীদোনীয়া ও হিত্তীয়া রমণীকে প্রেম করিতেন। যে জাতিগণের বিষয়ে সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা তাহাদের কাছে যাইও না, এবং তাহাদিগকে আপনাদের কাছে আসিতে দিও না, কেননা তাহারা অবশ্য তোমাদের হৃদয়কে আপনাদের দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিবে, শলোমন তাহাদেরই প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। সাত শত রমণী তাঁহার পত্নী, ও তিশ শত তাঁহার উপপত্নী ছিল; তাঁহার সেই স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে বিপথগামী করিল। ফলে এইরূপ ঘটিল, শলোমনের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিল; তাঁহার পিতা দায়ূদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ তেমনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল না। কিন্তু শলোমন সীদোনীয়দের দেবী অষ্টোরতের ও অম্মোনীয়দের ঘৃণার্হ বস্তু মিল্‌কমের অনুগামী হইলেন। এইরূপে শলোমন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিলেন; আপন পিতা দায়ূদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগামী হইলেন না"।

শলোমনের মূর্তিপূজার প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হন এবং এই বিচার ঘোষণা করেন যে তিনি শলোমনের রাজত্বকে কেড়ে নেবেন এবং এর অধিকাংশ অন্যকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু, শলোমনের পিতা, দায়ূদ ও তার সাথে ঈশ্বরের চুক্তির কারণে, ঈশ্বর এই বিচার আটকে রাখবেন এবং শলোমনের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, এবং শলোমনের পিতা, দায়ূদের জন্য ও যিরূশালেমের জন্য, একটি উপজাতিকে সংরক্ষণ করে রাখবেন। কিন্তু শলোমনের পাপ বিভক্ত হওয়ার বীজ বপন করে দিয়েছে যা ইস্রায়েলের বাকি ইতিহাস জুড়ে শুধুমাত্র মন্দ ফল উৎপন্ন করবে। এটি রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা ও উভয় রাজ্যেই মূর্তিপূজার প্রভাব নিয়ে আসার পথ খুলে দিয়েছিল, যা আমরা 'রাজত্ব' নামক ১৮ তম বক্তৃতায় আলোচনা করবো। আসুন, শলোমনের রাজত্বকালে কয়েকটি ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলির দিকে মনোযোগ দিই, যা শাস্ত্রের এই অংশগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়।

তাই, দ্বিতীয়ত আমরা ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলি দেখবো। প্রথমত, অবশ্যই আমরা প্রজ্ঞা সম্পর্কীয় বিষয়বস্তুগুলি লক্ষ্য করবো। ইতিমধ্যে আমরা জানি যে ঈশ্বর স্বয়ং হলেন সকল প্রজ্ঞার উৎস। এটি এমন নয় যে তাঁর কাছে প্রজ্ঞা রয়েছে ও তিনি সেই প্রজ্ঞা প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি স্বয়ং প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা অথবা বিজ্ঞতা হল ঈশ্বরের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর সত্ত্বার একটি বর্ণনা। তাঁকে বলা হয়েছে "প্রজ্ঞাবান ঈশ্বর" (রোমীয় ১৬:২৭) এবং "একমাত্র [প্রজ্ঞাবান] ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্ত্তা" যিহূদা ২৫ পদে। যিশাইয় ৪০:১৪ পদে, আমরা এই প্রশ্নটি শুনে থাকি, "তিনি কাহার কাছে মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়াছেন? কে তাঁহাকে বুদ্ধি দিয়াছে, ও বিচারপথ দেখাইয়াছে, তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে, ও বিবেচনার মার্গ জানাইয়াছে?" অবশ্যই, এর উত্তর হল "কেউ না"। ঈশ্বরের কোন সমতুল্য নেই। যেহেতু ঈশ্বর স্বয়ং হলেন প্রজ্ঞা, তাঁর বাক্য প্রজ্ঞা প্রদান করে। মনে রাখবেন, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৬ পদ বলে যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা হল ইস্রায়েলের জ্ঞান ও বুদ্ধিস্বরূপ। সেখানে লেখা আছে, "অতএব তোমরা সে সমস্ত মান্য করিও, ও পালন করিও; কেননা জাতি সকলের সমক্ষে তাহাই তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিস্বরূপ হইবে; এই সকল বিধি শুনিয়া তাহারা বলিবে, সত্যই, এই মহাজাতি জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক"। এর বিপরীত, মানুষের ভ্রষ্ট মন কল্পনায় অলীক, এবং তার মূর্খ হৃদয় অন্ধকারময়। "আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া তাহারা মূর্খ হইয়াছে", যেমন রোমীয় ১ অধ্যায়ে লেখা আছে। যিশাইয় ৫৫

অধ্যায় আমাদের শেখায় যে ঈশ্বরের পথ এবং ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা মানুষের পথ ও চিন্তাভাবনার চেয়ে অনেক বেশি উচ্চ, পৃথিবী থেকে স্বর্গ যতটা উচ্চ, তার চেয়েও বেশি উচ্চ। প্রকৃত প্রজ্ঞা হল ঈশ্বর-কেন্দ্রিক, এবং এটি তাঁর ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যা আমরা তাঁর বাক্যের মধ্যে খুঁজে পাই। সুতরাং, প্রজ্ঞা হল শাস্ত্রকে আমাদের জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োগ করার ক্ষমতা, সেইগুলিকে ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার মাধ্যমে, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করা এবং ঈশ্বরের বাক্যকে অনুসরণ করার মাধ্যমে। কিন্তু প্রজ্ঞা অথবা বিজ্ঞতা চুক্তির শিক্ষাতত্ত্বের সাথেও জড়িত।

হিতোপদেশ ১ থেকে ৯ অধ্যায়ের মধ্যে, বিবাহের একটি চুক্তিবদ্ধ পরিভাষার মধ্যে দিয়ে প্রজ্ঞাকে একজন ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। সে, অর্থাৎ প্রজ্ঞা, ঈশ্বরের লোকেদেরকে ক্রন্দন সহকারে ডাকছে। তাদেরকে উপেক্ষা করার জন্য নয়, কিন্তু কর্ণপাত করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। যখন আমরা কর্ণপাত করি, তখন "প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে" এবং "সে তোমাকে উদ্ধার করিবে পরকীয়া স্ত্রী হইতে, সেই চাটুবাদিনী বিজাতীয়া হইতে, সে যৌবনকালের মিত্রকে ত্যাগ করে, আপন ঈশ্বরের নিয়ম ভুলিয়া যায়" (হিতোপদেশ ২:১০,১৬)। ত্যাগ এবং ভুলিয়া যায় শব্দগুলিকে লক্ষ্য করবেন। এই শব্দগুলি ভাববাদীরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছিলেন। এই চুক্তি-লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার ও পরকীয়া স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক, একটি বিষয় যা আমরা ভাববাদীদের নিয়ে আলোচনা করার সময়ে বিবেচনা করবো, কিন্তু লক্ষ্য করবেন যে কীভাবে এই বিজাতীয় স্ত্রী মূর্খতাকে দর্শাচ্ছে, যা প্রজ্ঞা রূপী স্ত্রীর বিপরীত। লক্ষ্য করবেন যে কীভাবে এরা নরক ও মৃত্যুর গহ্বরের দিকে পরিচালনা করে, যেমন আমরা হিতোপদেশ ৭:২৭ পদে দেখতে পাই। প্রজ্ঞা লাভ করা যায় ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে স্মরণে রাখার মধ্যে দিয়ে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাকে পালন করার মধ্যে দিয়ে (৩ অধ্যায় ১ পদ)। ৩:১৮ পদে লক্ষ্য করবেন, এটি হল জীবন বৃক্ষ। এটি সেই ভাষা যা আমাদের এদন উদ্যানের সাথে এবং ভবিষ্যতের স্বর্গের চিত্রের সাথে যুক্ত করে। ইব্রীয় ১২:৫ পদটি এবং পরবর্তী পদগুলি হিতোপদেশ ৩:১১-১২ পদগুলিকে উল্লেখ করে এবং সেই সকল ব্যক্তিদের কথা বলে যারা ঈশ্বরের অনুশাসন ও শাস্তিকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মূর্খতাকে ত্যাগ করে প্রজ্ঞার দিকে দৌড়ে যাওয়ার আহ্বানটি হল ঈশ্বরের চুক্তিকে ধরে রাখার একটি আহ্বান। শলোমন প্রাথমিক বছরগুলিতে প্রশংসিত হয়েছিলেন প্রজ্ঞাকে বেছে নেওয়ার জন্য, কিন্তু এটি তার নিজের চেয়েও এবং ইস্রায়েল জাতির ঊর্ধ্বে এর উদ্দেশ্য ছিল। ১ রাজাবলি ১০:২৩-২৫ পদগুলি লক্ষ্য করুন। সেখানে লেখা আছে, "এইরূপে ঐশ্বর্য্যে ও জ্ঞানে শলোমন রাজা পৃথিবীস্থ সকল রাজার মধ্যে প্রধান হইলেন। আর ঈশ্বর শলোমনের চিত্তে যে জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই জ্ঞানের উক্তি শুনিবার জন্য সর্ব্বদেশীয় লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিত"। আরও লেখা আছে, "আর প্রত্যেক জন আপন আপন উপঢৌকন, রৌপ্যময় পাত্র, স্বর্ণময় পাত্র, বস্ত্র, অস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য, অশ্ব ও অশ্বতর আনিত"। যেমন আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, ঈশ্বর উদ্দেশ্য করেছিলেন যে শলোমনের প্রজ্ঞা বাকি জাতির কাছে একটি জ্যোতিস্বরূপ হবে, সেই সকল জাতি ঈশ্বরের মহিমা ও তাঁর ব্যবস্থার বিজ্ঞতা লক্ষ্য করবে। গীতসংহিতা ও ভাববাদীরা এই বিষয়টির উপর পুনরায় জোর দিয়েছে যে ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে প্রজ্ঞার এই অনুগ্রহদান যেন বাকি জাতিদের আকর্ষিত করে ও তাঁর মহিমাকে তাদের কাছে প্রদর্শন করে। জাতিগুলিকে ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের অধীনে নিয়ে আসার মধ্যে দিয়ে, তিনি তাঁর প্রজাদের জন্য ও তাঁর রাজ্যের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে প্রচুর ধন সঞ্চয় করেছিলেন। অন্যান্য জাতিরা প্রচুর পরিমাণে ধন দিয়েছিল যা ব্যবহার করা হয়েছিল মন্দির নির্মাণের কাজে। বাস্তবে, ইস্রায়েলের ধন অন্যান্য যেকোনো রাজ্যের ধনের চেয়ে এতটাই বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে মূল্যবান ধাতু রূপো রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরের মতো একটি সাধারণ বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এমনকি সাধারণ পেয়ালাগুলিও সোনা দিয়ে তৈরি হতো।

আরও একটি বিষয়বস্তু হল সদাপ্রভুর ভয়। সদাপ্রভুর ভয় হল প্রজ্ঞার আরম্ভ, যা আপনি হিতোপদেশের বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করবেন। ঈশ্বরতত্ত্ববীদ গীরহারদুস ভস বলেছেন, "সমস্ত পুরাতন নিয়ম জুড়ে ধর্মীয় অথবা ধার্মিক শব্দটির একটি সাধারণ নাম ছিল যিহোবা ঈশ্বরের ভয়"। শাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের ভয়ের গুরুত্বকে এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করতে পারি না। এটিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি প্রভাবশালী ও স্পষ্ট বিষয়বস্তু হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন অধ্যাপক জন মারে লিখেছেন, "সদাপ্রভুর ভয় হল ধার্মিকতার কেন্দ্রস্থল"। উদাহরণস্বরূপ, নতুন নিয়মের মণ্ডলীর বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন: প্রেরিত ৯:৩১, মণ্ডলীকে সদাপ্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার সান্ত্বনায় গমনাগমনকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুতপ্তবিহীন ভাবে ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার মধ্যে অবশ্যই একটি ভয় ও আতঙ্ক রয়েছে। যাই হোক, তিনি হলেন গ্রাসকারী অগ্নি। কিন্তু ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে সম্ভ্রম ও সম্মান ও ভরসার একটি সন্তানোচিত ভয় রয়েছে। ঈশ্বরের ভয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, প্রথমত, ঈশ্বরের দৃশ্য ও তত্ত্বজ্ঞান। এটি ব্যাতিরেকে ঈশ্বরের ভয় নেই। দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে রয়েছে তাঁর উপস্থিতির একটি সচেতনতা যে ঈশ্বর সবকিছু দেখেন ও সর্বত্র উপস্থিত আছে আমাদের সমস্ত কাজ ও আচরণের উপরে। তৃতীয়ত, এটি আমাদের জানায় যে তিনি তাঁর বাক্যের মধ্যে কী কী আশা ও আকাঙ্ক্ষা করেছেন।

সদাপ্রভুর ভয়ের অভাব হল একটি মিথ্যা ধর্মের প্রমাণ। রোমীয় ৩:১৮ বলে, "ঈশ্বর-ভয় তাহাদের চক্ষুর অগোচর", যখন অবিশ্বাসীদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অপর দিকে, ঈশ্বরীয় ভয় অনেক উত্তম ফল উৎপাদন করে। এটি উত্তম আচরণ উৎপাদন করে, যেমন, ২ করিন্থীয় ৭:১০ দেখতে পাই। এটি সুসমাচার প্রচারের জন্যও একটি অনুপ্রেরণা (২ করিন্থীয় ৫:১১)। ঈশ্বর-ভয় আমাদেরকে সম্ভ্রম সহকারে আরাধনা করতে পরিচালনা করে। গীতসংহিতার বিভিন্ন স্থানে আমরা এই বিষয়ে গান করি, কিন্তু নতুন নিয়মে আপনি এটি লক্ষ্য করবেন ইব্রীয় ১২:২৮-২৯ পদে।, ঈশ্বর-ভয় আমাদের আহ্বানের মধ্যে খ্রীষ্টকে অনুধাবন করার বিষয়ে প্রোৎসাহিত করে। কলসীয় ৩:২২-২৩ বিবেচনা করুন, যেখানে দাসদের বলা হয়েছে যে তারা যেন

খ্রীষ্টের দিকে দৃষ্টিপাত করে, মানুষের দিকে নয়, ঈশ্বর-ভয় সহকারে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যায়। যারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তিনি তাদের প্রতি প্রীত। পুরাতন নিয়মের শেষের দিকে আমরা পড়ি মালাখি ৩:১৬ পদে, "তখন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, তাহারা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন; আর যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, ও তাঁহার নাম ধ্যান করিত, তাহাদের জন্য তাঁহার সম্মুখে একখানি স্মরণার্থক পুস্তক লেখা হইল"।

আমি আপনাদেরকে ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিষয়বস্তুটি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই। এই সময়কালে আরও একটি ঈশ্বরের প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করতে পারি। সংক্ষেপে রাখার জন্য, এই উদাহরণটি লক্ষ্য করুন যে হিতোপদেশ ১০ থেকে ১৫ অধ্যায়ের মধ্যে, এই ৬টি অধ্যায়ে, ধার্মিকতা শব্দটি ৫৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বর-ভয়ের সাথে প্রকৃত প্রজ্ঞা সংমিশ্রণ করলে সুসমাচার ধার্মিকতা উৎপাদন করে: ঈশ্বরের চিন্তাভাবনার অধীনে নিজেকে বশীভূত করা ও ঈশ্বরের পথে চলা। অবশেষে, এই পয়েন্টের অধীনে, আমাদের অবশ্যই সংক্ষেপে শলোমনের লেখা এই প্রজ্ঞা পুস্তকগুলির উল্লেখ করা উচিৎ: হিতোপদেশ, উপদেশক, এবং পরমগীত। হিতোপদেশ বিশ্বাসীদেরকে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে শেখায় ঈশ্বর-ভয়ের মধ্যে দিয়ে, এবং ধার্মিক জীবনযাপন করার ব্যবহারিক নির্দেশ প্রদান করে। এটি দর্শায় যে ঈশ্বর চান যে আমরা যেন সূক্ষ্ম বিষয়গুলিতেও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলি। ঈশ্বর-ভয় হল এই সমস্ত পুস্তকের ভিত্তিমূল। এটি শুরু হয় ঈশ্বর-ভয় দিয়ে ও শেষ হয় ঈশ্বর-ভয় দিয়ে (১:৭ এবং ৩১:৩০), এবং অবশ্যই, প্রজ্ঞা হল প্রধান ও স্পষ্ট রূপে দেখতে পাওয়া বিষয়বস্তু, কিন্তু হিতোপদেশের শীর্ষক হল ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা। হিতোপদেশ নৈতিক ব্যবস্থাকে উন্মোচন করে ও প্রতিদিনের জীবনের প্রত্যেকটি ছোট-ছোট বিষয়েও প্রয়োগ করে।

উপদেশক এমন এক জীবনের মূর্খতা ও অসারতা প্রদর্শন করে, যে জীবনের কেন্দ্রে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, যা তাঁর ভয় ও ব্যবস্থার মধ্যে বদ্ধমূল রয়েছে, সেটা অনুধাবন না করার পরিণামে কী হয়, তা শিখিয়েছে। এই পুস্তকের সারাংশ এই বিষয়টির প্রমাণ স্থাপন করে। উপদেশক ১২:১৩ বলে, "আইস, আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার শুনি; ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর, কেননা ইহাই সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য"।

তৃতীয়ত, পরমগীত। এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান পুস্তক যা সমস্ত অতীতের রিফরমড্ লেখকেরা অত্যন্ত মূল্যবান বলে করেছিলেন, যা খ্রীষ্টের ভার্যা, অর্থাৎ মণ্ডলীর সাথে খ্রীষ্টের একটি সুন্দর সম্পর্ককে চিত্রায়িত করেছে। আপনি যদি এই বিষয়টির সাথে অপরিচিত থাকেন, তাহলে আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটিকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। ঈশ্বরের লোকেদের সাথে তাঁর চুক্তিপূর্ণ সম্পর্কটিকে বর্ণনা করার মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গটি সমস্ত পুরাতন নিয়ম জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়। এর অনেকগুলি উল্লেখ আপনি দেখতে পাবেন, উদাহরণস্বরূপ, ভাববাদীদের লেখাতে, এবং নতুন নিয়মেও এর উপস্থিতির প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। ইফিষীয় ৫ অধ্যায়ে পৌল যা কিছু লিখেছেন অথবা প্রকাশিত বাক্যে ভার্যা রূপী মণ্ডলীর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেইগুলি নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করি। এই পুস্তকটি আবেগ উৎপাদন করে এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও পবিত্র ঈর্ষা সহকারে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা, অন্বেষণ করা ও ধরে থাকার বিষয়টিকে আহ্বান করে। শুধুমাত্র খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সম্বন্ধে এইরূপ বলতে পারে, "আমার প্রিয় আমারই, আর আমি তাঁহারই"। পরমগীত শুধুমাত্র মানবিক প্রেম ও বিবাহের কোন প্রেম কাহিনী নয়। এটি আমাদেরকে আমাদের স্বর্গীয় স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত প্রেমের বিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

তৃতীয়ত, আমাদের অন্তিম প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে রাজা শলোমনের রাজত্বকালে যা আমরা দেখতে পাই, নতুন নিয়মে তার পরিপূর্ণতা নিয়ে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। দুটি শ্রেণীর অধীনে নতুন নিয়মের পরিপূর্ণতা আমরা লক্ষ্য করি। প্রথমত, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। যেখানে প্রজ্ঞা ছিল রাজা শলোমনের সম্মান, ঈশ্বরের প্রকৃত প্রজ্ঞা শলোমনের মধ্যে পূর্ণ প্রকাশ পায়নি, কারণ শলোমন শেষের সময়ে মূর্খতার দিকে ফিরেছিলেন। প্রজ্ঞা সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবে খ্রীষ্টেতে প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি শলোমনের চেয়েও মহান। এই পাঠ্যক্রমের প্রথম বক্তৃতার শেষে, আমরা রাণী শিবা ও রাজা শলোমনের মধ্যে কথোপকথন নিয়ে আলোচনা করেছি। মথি ১২:৪২ পদে আমরা পড়ি, "দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন; কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন, আর দেখ, শলোমন হইতে মহান্ এক ব্যক্তি এখানে আছেন"। আমরা দেখেছি যে কীভাবে এটি খ্রীষ্টের তুলনাহীন মহিমার দিকে নির্দেশ করে, এবং যারা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। যিশাইয় ১১:১-৩ পদে খ্রীষ্টের বিজ্ঞতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এবং আপনার এই পাঠ্য অংশটি পড়া উচিৎ, এবং এটি লূক ২:৪০ পদে তাঁর আগমনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। খ্রীষ্টকে "ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিই হলেন ঈশ্বরের প্রজ্ঞা (১ করিন্থীয় ১:২৪), এবং পৌল বলেছেন যে খ্রীষ্টেতে আমরা প্রজ্ঞার ও জ্ঞানের ভাণ্ডার খুঁজে পাই। কলসীয় ২:৩ পদ বলে, "ইহাঁর", অর্থাৎ খ্রীষ্টের "মধ্যে জ্ঞানের ও বিদ্যার সমস্ত নিধি গুপ্ত রহিয়াছে"।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র যেখানে নতুন নিয়মে পরিপূর্ণতা খুঁজে পাই, সেটা হল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের প্রেক্ষাপটে। প্রকৃতপক্ষে, এই জগতের বুদ্ধি হল মূর্খতা সমান। ১ করিন্থীয় ১:২০ পদে লেখা আছে, "জ্ঞানবান্ কোথায়? অধ্যাপক কোথায়? এই যুগের বাদানুবাদকারী কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নাই?" সাম্প্রতিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা অনবরত জগতের ও ঈশ্বরের বাক্যের এই দাবীর মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে থাকে। যাকোব ৩:১৫ এবং পরবর্তী পদগুলি জাগতিক বিজ্ঞতার একটি বিপরীত চিত্র প্রদান করে, এবং এই জাগতিক বিজ্ঞতাকে পার্থিব, মাংসিক, এবং শয়তানি বলে বর্ণনা করা

হয়েছে, এবং ঊর্ধ্ব থেকে যে প্রজ্ঞা আসে, তা প্রথমত কোমল, তারপর শান্তিমূলক, এবং আরও কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বাসীরা শুধুমাত্র খ্রীষ্টেতে প্রকৃত প্রজ্ঞা খুঁজে পায়। আমরা খ্রীষ্টের বাক্য অধ্যয়ন করি প্রকৃত প্রজ্ঞা লাভ করার জন্য। ২ তীমথিয় ৩:১৫ পদে পৌল তীমথিয়কে এই কথা বলেন, "আরও জান, তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সে সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান্ করিতে পারে"। বাইবেলে, আমরা খ্রীষ্ট ও সুসমাচার সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি। ১ করিন্থীয় ১:১৭ পদে এবং পরবর্তী পদগুলি শিক্ষা দেয় যে সুসমাচার প্রচার, ক্রুশের বার্তার প্রচার, এই জগতের কাছে মূর্খতা মনে হয়, কিন্তু এটাই হল ঈশ্বরের প্রকৃত প্রজ্ঞা। সাম্প্রতিক বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের দিকে দৃষ্টিপাত করতে থাকে সুসমাচারের প্রজ্ঞাকে শেখার জন্য যা পরিত্রাণের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। এই পরিত্রাণের ফলস্বরূপ সেই ব্যক্তি ঈশ্বর-ভয়ে চলতে থাকে, ঈশ্বরের ব্যবস্থার আলোকে জীবনযাপন করে, এবং ঈশ্বরের চুক্তিকে দৃঢ় ভাবে ধরে থাকে। এই কারণে রোমীয় ১২:২ পদ বলে, "আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ"।

সারাংশে, রাজা শলোমনের রাজত্ব আমাদের শিক্ষা দেয় যে প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের সমস্ত ধন খ্রীষ্টেতে গুপ্ত রয়েছে, যিনি স্বয়ং হলেন ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ। রাজা শলোমনের প্রজ্ঞার সবচেয়ে বড় প্রদর্শন তার সবচেয়ে বৃহৎ কাজের মধ্যে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য একটি গৃহ নির্মাণের মধ্যে। এর পরের বক্তৃতায়, আমরা মন্দিরের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলি আবিষ্কার করবো।

বক্তৃতা ১৭

মন্দির

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশে, তাঁর লোকেদের মাঝে তাঁর নিজের জন্য একটি চিরস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন, এবং এর দ্বারা তিনি আগত খ্রীষ্টের দিকে এবং অনন্তকাল ধরে তাঁর লোকেদের মাঝে তাঁর উপস্থিতির দিকে নির্দেশ করে।

পাঠ্য অংশ:

"আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ। "আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ" (প্রকাশিত বাক্য ২১:২২-২৩)।

বক্তৃতা ১৭ -এর অনুলিপি

যখন আপনি একটি গাড়িতে চেপে একটি আধুনিক শহরের দিকে যাত্রা করতে থাকেন, বিশেষ করে যদি একটি বড় শহরের দিকে, আপনি প্রায়ই অনেক দূর থেকে সীমানায় উঁচু-উঁচু অট্টালিকাগুলি দেখতে পাবেন। এখন, যদি সেই শহরে আপনার কোন প্রিয়জনের সাথে দেখা করার জন্য উৎসাহী থাকেন, তাহলে দূর থেকে সেই অট্টালিকাগুলির দৃশ্য আপনার মধ্যে সেই শহরে পৌঁছানোর একটি প্রত্যাশা জন্মাবে। বিশ্বাসী ইস্রায়েলীয়েরা যখন পর্বগুলির সময়ে যিরূশালেমের দিকে যাত্রা করতো, তখন তারা দূর থেকে যিরূশালেম নগরটি দেখতে পেত, এবং তারা যত কাছে যেতো, ততই তারা পাহাড়ের উপরে মন্দিরটিকে দেখতে পেত। তারা হয়তো দূর থেকে নৈবেদ্যের ধুঁয়া আকাশে উঠে যেতে দেখত, এবং তারা যত কাছে যেতো, ততই তারা গান ও আরাধনার আওয়াজ শুনতে পেত। আপনি কল্পনা করতে পারেন যে তারা যখন ঈশ্বরের সিংহাসন ও তাঁর লোকেদের মাঝে তাঁর উপস্থিতির প্রতীকের দিকে অগ্রসর হতো, তখন তারা আরোহণ গীত গাইত। শলোমনের মন্দির সত্যিই অত্যন্ত সুন্দর ছিল। অন্যান্য অট্টালিকার মতো নয়, মন্দিরটি পাহাড়ের চূড়াতে অবস্থিত ছিল, যিরূশালেম নগরের কেন্দ্রে, সবচেয়ে উচ্চ স্থানে। সদাপ্রভু মন্দিরটিকে এতটা পরিমাণে সোনা দিয়ে আচ্ছাদিত করতে বলেছিলেন যে সূর্যোদয়ের সময়ে, সেই মন্দিরটি একটি ক্ষুদ্র সূর্য, আগুনের গোলার মতো উজ্জ্বল দেখতে লাগত। এই দৃশ্যটিই অনেক কিছু বলে। কেন আবাসতাঁবুকে মন্দির দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল? কীভাবে তারা একে অপরের সাথে সমান ও একে-অপরের থেকে আলাদা? মন্দির ও রাজ্যের কেন্দ্র হিসেবে যিরূশালেমের মধ্যে কী সংযোগ ছিল? মন্দিরের ক্ষেত্রে কেন পবিত্রতা এতটাই একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল? মন্দির ও খ্রীষ্টের মধ্যে কী সংযোগ রয়েছে? এটি সুসমাচারের বিষয়ে কী প্রকাশ করে? এখন যখন মন্দির অস্তিত্বে নেই, কীভাবে এটি নতুন নিয়মের মণ্ডলী ও সাম্প্রতিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্কস্থাপন করে? মন্দির ও ভবিষ্যতের স্বর্গের মধ্যে কী সংযোগ রয়েছে?

পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের কাছে তাদের মন্দির ছিল কেন্দ্রস্থল, তাদের মূল্যবান সম্পত্তি। নিয়ম সিন্দুক, যা ছিল ঈশ্বরের সিংহাসনের একটি প্রতীক, মন্দিরের সবচেয়ে অভ্যন্তরীণ কক্ষে রাখা ছিল, যা ছিল মহা পবিত্র স্থান। পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদের সমস্ত জীবন, তাদের কাজকর্ম, তাদের অগ্রাধিকার ও পছন্দ, সবকিছুই এই পবিত্র অট্টালিকার সাথে জড়িত ছিল। অনেক পরে, বাইবেলে নির্বাসনে থাকাকালীন, আমরা দেখি যে দানিয়েল তখনও জানালা খুলে, পূর্ব দিকে যিরূশালেমের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করেন। আপনি লক্ষ্য করবেন যে তিনি সান্ধ্যকালীন নৈবেদ্য উৎসর্গ করার সময়ে প্রার্থনা করতেন। কীভাবে তিনি এই বিষয়ে জেনেছিলেন? এমন এক বলিদান যা তিনি ৭০ বছর ধরে বাবিলে বন্দী থাকাকালীন দেখেননি। এর উত্তর এই, দানিয়েল তখনও ঈশ্বরের সময়কাল অনুযায়ী কাজকর্ম করতেন, ঈশ্বরের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী, এবং তার মন তখনও মন্দিরের পর্ব ও অনুষ্ঠানগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। গীতসংহিতা ১৩৭:৫-৬ পদে লেখা কথাগুলি শুনুন, যা সেই সময়কালে লেখা হয়েছে, "যিরূশালেম, যদি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাই, আমার দক্ষিণ হস্ত [কৌশল] ভুলিয়া যাউক। আমার জিহ্বা তালুতে

সংলগ্ন হউক, যদি আমি তোমাকে মনে না করি, যদি আপন পরমানন্দ হইতে যিরূশালেমকে অধিক ভাল না বাসি"। এরকম উদাহরণ আমরা আরও বের করে আনতে পারি। নহিমিয়ের কথা চিন্তা করুন, যিনি যিরূশালেমের ও মন্দিরের ধ্বংসের কথা শুনে ক্রন্দন করেছিলেন। এই সমস্তকিছু আমাদেরকে এই প্রয়োজনটি উপলব্ধি করার উপর পুনরায় জোর দেয় যে আমাদেরকে সেই ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে হবে যা ঈশ্বর তাঁর উদ্ধারের ইতিহাসের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোটির সম্বন্ধে প্রকাশ করেন। সুতরাং, আসুন কয়েকটি বিষয় আমরা বিবেচনা করি যা এখান থেকে শিখতে পারি।

প্রথমত, আমরা শলোমনের মন্দিরটি বিবেচনা করবো। আপনি হয়তো স্মরণ করতে পারবেন, আবাসতাঁবু একটি ক্ষণস্থায়ী, ভ্রম্যমান কাঠামো ছিল, যা ঈশ্বরের লোকেদের সাথে তাঁর উপস্থিতির একটি প্রতীক ছিল। এটি ইস্রায়েলীয়দের মাঝে ছিল যখন তারা প্রান্তরে ভ্রমণ করেছিল ও কনান দেশে প্রথম-প্রথম প্রবেশ করেছিল। তুলনামূলক ভাবে, মন্দিরটি একটি চিরস্থায়ী নির্মিত অট্টালিকা ছিল। দায়ূদ যখন যিরূশালেম দখল করেছিলেন ও তাঁর রাজ্যের রাজধানী হিসেবে স্থাপন করেছিলেন, তখন তিনি চেয়েছিলেন যে নিয়মসিন্দুক, যা ঈশ্বরের সিংহাসনের একটি প্রতীক ছিল, যেন যিরূশালেম থেকে তার রাজত্বের কেন্দ্রস্থলের সাথে যুক্ত হোক। সমস্ত কিছু সঠিক স্থানে আনা হয়েছিল এবং ঈশ্বর শলোমনকে আহূত করেছিলেন এই কাজটিকে সমাপ্তি দেওয়ার জন্য। ১ বংশাবলি ২৮:৯-১০ পদে, আমরা পড়ি যে দায়ূদ শলোমনকে দায়িত্ব সঁপে দিচ্ছেন, যেমন আমরা ১ রাজাবলি ২:২ পদে দেখতে পাই, যা আমরা এর আগের বক্তৃতায় লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এখানে এই কথাটি অতিরিক্ত ভাবে লেখা আছে, "এখন সাবধান হও, কেননা ধর্ম্মধামের জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সদাপ্রভু তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন; তুমি বলবান হইয়া কার্য্য কর"।

রাজা শলোমনের মহান সাফল্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল যিরূশালেমে মন্দির নির্মাণ করা, ঈশ্বরের শক্তি ও আশীর্বাদ সহকারে। সেই মহিমা ও সৌন্দর্য সেই দিন পর্যন্ত দেখা অথবা সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত দেখা কোন বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি। আমরা ১ রাজাবলি ৮ অধ্যায়ে পড়েছি যে আবাসতাঁবুকে যিরূশালেমে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেটিকে মন্দির দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নিয়মসিন্দুক কে নিয়ে আসা, যা ঈশ্বরের সিংহাসনের প্রতীক হিসেবে কাজ করেছিল। মন্দির স্থিরতা ও পরিবর্ধন প্রদর্শন করেছিল, কারণ সেটা ঈশ্বরের নামের গৃহ ছিল। ১ রাজাবলি ৮:২৯ পদে ঈশ্বর বলেছেন, "আমার নাম সেই স্থানে থাকিবে"। কিন্তু শলোমন এই বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন যে স্বর্গের স্বর্গ ঈশ্বরকে ধারণ করতে পারে না, তাহলে তার দ্বারা নির্মিত একটি গৃহ কী করে তা পারবে। এটি একটি চিহ্ন ছিল মাত্র। এটি ঈশ্বরের উদ্ধারকারী অনুগ্রহকে ও পাপের ক্ষমাকে দর্শায়। এটি সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করার একটি সাক্ষ্য বহন করে। আমরা অইহুদী অপরিচিত ব্যক্তিদের কথা পড়ি যারা ঈশ্বরের মহান নামের বিষয়ে শুনবে এবং ঈশ্বরের গৃহের উদ্দেশ্যে প্রশংসা করবে। তারপর, ১ রাজাবলি ৮:৪৩ পদে, লেখা আছে, শলোমন এইরূপ প্রার্থনা করেছিলেন, "তখন তুমি তোমার নিবাস-স্থান স্বর্গে তাহা শুনিও; এবং সেই বিদেশী তোমার নিকটে যে কিছু প্রার্থনা করিবে, তদনুসারে করিও; যেন তোমার প্রজা ইস্রায়েলের ন্যায় তোমাকে ভয় করণার্থে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি তোমার নাম জ্ঞাত হয়, এবং তাহারা জানিতে পায় যে, আমার নির্ম্মিত এই গৃহের উপরে তোমারই নাম কীর্ত্তিত"।

যদিও মন্দিরটিতে অনেক জটিল এবং শৈল্পিক নকশা অন্তর্ভুক্ত ছিল, আমরা শিখি যে ঈশ্বরের আরাধনা সম্পর্কীয় বাইবেলের নিয়ম তবুও বজায় ছিল। মানুষের দ্বারা উদ্ভাবনের জন্য কিছুই নির্ধারিত করা ছিল না। এটি ঐশ্বরিক নির্দেশ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। ১ বংশাবলি ২৮ অধ্যায়ে মন্দিরের অনেক বিস্তারিত বিষয়গুলি সম্পর্কে এবং তার সাথে-সাথে সেই মন্দিরের মধ্যে একত্র করা ধনের সম্বন্ধে পড়ি, কিন্তু লেখা আছে যে দায়ূদ শলোমনকে "আত্মার দ্বারা যাহা যাহা তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের আদর্শ দিলেন" (১ বংশাবলি ২৮:১২)। "[দায়ূদ কহিলেন], এ সমস্ত সদাপ্রভুর হস্তচালন ক্রমে রচিত লিপি; তিনি আদর্শের সমস্ত কার্য্য আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন" (১ বংশাবলি ২৮:১৯)। এই সমস্ত কিছু ঈশ্বর স্বয়ং নিযুক্ত করেছিলেন। আমরা ১ রাজাবলি অধ্যায় ৬ থেকে ৮ এ পড়ি যে মন্দিরটি তৈরি করতে শলোমনের সাত বছর সময় লেগেছিল। এটি ঈশ্বরের উপস্থিতির সৌন্দর্যের একটি দুর্দান্ত দর্শন হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। যারা এটি দেখেছিল তাদের সকলের শ্বাসরুদ্ধ, কিন্তু এটি চিরকাল স্থায়ী ছিল না। বাবিলে নির্বাসনের সময়ে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর লোকেদের পাপের উপর ঈশ্বরের এই বিচার তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে তাদের অনুতাপহীন পাপ তাদেরকে ঈশ্বরের অনুকূল উপস্থিতি থেকে আলাদা করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়নি, কারণ আমরা যিহূদার নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কীয় বক্তৃতায় শিখবো, কিন্তু ইস্রায়েলের জন্য বিষয়গুলি আর কখনই একই ছিল না। আরেকটি মন্দির পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল কিন্তু সেটি প্রথম মন্দিরের তুলনায় সুন্দর ও বিশাল ছিল না। লোকেরা যখন কম গৌরবময় প্রতিস্থাপনের দিকে তাকিয়েছিল, তখন তারা আনন্দ এবং দুঃখের মিশ্রণ সহকারে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। ইষ্রা ৩:১২-১৩ বলে, "কিন্তু যাজকদের, লেবীয়দের ও পিতৃকুলপতিদের মধ্যে অনেক লোক, অর্থাৎ যে বৃদ্ধগণ পূর্ব্বকার গৃহ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের চক্ষুর্গোচরে যখন এই গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন, আবার অনেকে আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিল। তখন লোকেরা আনন্দ জন্য জয়ধ্বনির শব্দ ও জনতার রোদনের শব্দ বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিল না, যেহেতু লোকেরা এরূপ উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিল যে, তাহার শব্দ দূর হইতে শুনা গেল"।

দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে মন্দির সম্বন্ধে ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আবাসতাঁবু ও শলোমনের মন্দিরের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলির মধ্যে অনেক স্পষ্ট মিল ছিল। মৌলিক উদ্দেশ্য ও স্বতন্ত্র উপাদানগুলি একই ছিল, যদিও মন্দিরটি আকারে ও মহিমায় অনেক বিশাল ছিল, তাই আবাসতাঁবু সম্পর্কিত আগের বক্তৃতায় আলোচ্য বিষয়গুলি এখানে পুনরাবৃত্তি করবো

না, যদিও আমি আপনাকে উৎসাহিত করবো সেই সকল বিষয়গুলি ও উল্লেখগুলি পর্যালোচনা করতে যা এই বক্তৃতার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। বরং, আমি কয়েকটি ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়ের দিকে আপনার নজর আকর্ষণ করবো, যা মন্দিরের ক্ষেত্রে আলাদা ছিল।

প্রথমত, মন্দিরের সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে পবিত্রতার ধারণাটি পরিপূর্ণ ছিল। এটি একটি পবিত্র স্থান ছিল যা পবিত্র ঈশ্বরের উপস্থিতিকে প্রতিফলিত করতো। গীতসংহিতা ১৩৮:২ পদে গীতরচক এই বিষয়টির সাক্ষ্য বহন করে, "তব পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে প্রণিপাত করিব, তব দয়া ও তব সত্য প্রযুক্ত তোমার নামের স্তব করিব; কেননা তোমার সমস্ত নাম অপেক্ষা তুমি আপন বচন মহিমান্বিত করিয়াছ"। মন্দিরের পবিত্রতা ঈশ্বরের নামের পবিত্রতার সাথে সংযুক্ত ছিল। এই মন্দির ছিল সদাপ্রভু ঈশ্বরের বাসস্থান। ১ রাজাবলি ৯:৩ পদে, এবং তারপর ৭ পদে আমরা পড়ি, "এই যে গৃহ তুমি নির্ম্মাণ করিয়াছ, ইহার মধ্যে চিরকালের জন্য আমার নাম স্থাপনার্থে আমি ইহা পবিত্র করিলাম... আপন নামের জন্য এই যে গৃহ পবিত্র করিলাম"। পবিত্রতার ঈশ্বরতত্ত্ব এখানে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এটি আংশিক ভাবে ব্যাখ্যা করে সুসমাচারের মধ্যে খ্রীষ্টের দ্বারা মন্দির সংস্করণ করার কাজটিকে। যোহন ২:১৫ পদে, এবং ১৭ পদে আমরা পড়ি, "তখন তৃণ দ্বারা এক গাছা কশা প্রস্তুত করিয়া গো, মেষ সমস্তই ধর্ম্মধাম হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং পোদ্দারদের মুদ্রা ছড়াইয়া ও মেজ উল্টাইয়া ফেলিলেন...তাঁহার শিষ্যগণের মনে পড়িল যে, লেখা আছে, "তোমার গৃহনিমিত্তক উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিবে"। ঈশ্বরের পবিত্র গৃহে, ঈশ্বরের পবিত্র নামের জন্য খ্রীষ্টের মধ্যে একটি পবিত্র অন্তরজ্বালা ছিল।

দ্বিতীয়ত, মন্দিরের ঈশ্বরতাত্ত্বিক শিক্ষা উপলব্ধি করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রাংশটি মন্দির নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর, মন্দিরকে উৎসর্গ করার সময়ে রাজা শলোমনের প্রার্থনায় পাওয়া যায়। এটি ১ রাজাবলি ৮ অধ্যায়ে এবং ২ বংশাবলি ৬ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে, আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রকাশ এখানে দেখতে পাই। আপনার এখানে চুক্তি, প্রায়শ্চিত্ত, মধ্যস্ততা, ক্ষমা, এবং অনুতাপ ও অবাধ্যতা থেকে পুনরুদ্ধারের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলি লক্ষ্য করা উচিৎ, যা এই প্রার্থনার মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, এটি এই বিষয়টিকেও ইঙ্গিত করে যে ঈশ্বর অইহূদী বিদেশীদেরকেও ঈশ্বরের সাথে উদ্ধারকারী সহভাগীতায় আহ্বান করছেন। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে আকার দেওয়া যেতে পারে। ঈশ্বরের প্রকাশ রাজা শলোমনকে ও পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদেরকে ১ রাজাবলি ৮:২৩ পদের শব্দে এই বিষয়টি সারাংশ করার জন্য পরিচালনা করেছে, "আর তিনি কহিলেন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, উপরিস্থ স্বর্গে বা নীচস্থ পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই। সর্ব্বান্তঃকরণে যাহারা তোমার সাক্ষাতে চলে, তোমার সেই দাসগণের পক্ষে তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক"।

এছাড়াও, মন্দিরের ভিতরে আমরা একটি সুন্দর, বিশালাকারের, অত্যন্ত ভারি একটি পর্দা দেখতে পাই যা মহা পবিত্র স্থানটিকে বাকি জগতের থেকে আলাদা করে রাখতো। এটি একটি অত্যন্ত মোটা পর্দা ছিল। এটি একটি দৃশ্যমান চিত্র প্রদান করে যে মানুষ ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে দূরে সরে গিয়েছে এবং একটি প্রায়শ্চিত্তমূলক বলিদানের প্রয়োজন রয়েছে একজন পবিত্র যাজকের দ্বারা। যখন খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর মারা গিয়েছিলেন, তখন সেই পর্দা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মার্ক ১৫:৩৭-৩৮ পদে আমরা পড়ি, "পরে যীশু উচ্চ রব ছাড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল"। খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক বলিদান তাঁর রক্তের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করার একটি সরাসরি পথ খুলে দিয়েছিল। এই কারণে ইব্রীয় ১০:১৯-২২ পদে আমরা পড়ি, "অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্য 'তিরস্করিণী' দিয়া, অর্থাৎ আপন মাংস দিয়া, যে পথ সংস্কার করিয়াছেন, আমরা সেই নূতন ও জীবন্ত পথে, যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিযুক্ত মহান্ এক যাজকও আমাদের আছেন; এই জন্য আইস, আমরা সত্য হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় [ঈশ্বরের] নিকটে উপস্থিত হই; আমরা ত হৃদয়প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক মন্দ হইতে মুক্ত, এবং শুচি জলে স্নাত দেহবিশিষ্ট হইয়াছি"।

এই মন্দির ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতার প্রভাব অন্যান্য জাতি পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল। চারিপাশের দেশগুলি থেকে লোকেরা যিরূশালেমের দিকে আকৃষ্ট হতো, এবং এর পরিণাম হিসেবে অনেকে রাজা শলোমনের কাছে তাদের উপঢৌকন নিয়ে আসতো ও তার কাছে নিজেদের বশীভূত করতো। আদিপুস্তক ১৫ অধ্যায়েই ঈশ্বর এই প্রকারের সম্প্রসারণের কথা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবং এটি রাজা শলোমনের অধীনে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল, যা গীতসংহিতা ৭২ অধ্যায়ে উল্লেখ করা আছে। ঈশ্বর জগতের ধন একত্র করে তাঁর নিজের জন্য একটি গৃহ ও রাজ্য নির্মাণ করেছিলেন, ঠিক যেমন ভাবে ইস্রায়েল জাতি মিশর থেকে বেরিয়ে আসার আগে মিশরের ধন লুট করেছিল। ঈশ্বরের রাজ্য এবং এই পরিত্রাণের উদ্ঘাটন হল এই পৃথিবী ও ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল।

আপনি যদি আপনার মনটিকে দ্রুত নতুন নিয়মের সময়ে নিয়ে জান, সেখানে ঈশ্বর রোমীয় সাম্রাজ্যকে তুলেছিলেন যারা রাস্তা নির্মাণ করেছিল যা সেই সময়ের জ্ঞাত পৃথিবীর দূর-দূর স্থানগুলিকে জুড়েছিল। সেই রাস্তাগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। ঈশ্বর সেই রাস্তাগুলিকে সঠিক সময়ে ব্যবহার করেছিলেন প্রেরিতদের দ্বারা ও প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের দ্বারা সুসমাচারকে সমগ্র পরজাতীয় দেশগুলির কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। খ্রীষ্টের বৃহত্তর রাজ্যের, যা রোমীয় সাম্রাজ্যের থেকেও অনেক মহান, সম্প্রসারণের জন্য এই রাস্তাগুলি সাহায্য করেছিল। বর্তমানে, মিশনারীরা উড়োজাহাজ ব্যবহার করে এই পৃথিবীর দূর প্রান্তও পর্যন্ত সুসমাচার বহন করে নিয়ে যেতে পারে। আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করে বাইবেলীয় ঈশ্বরতত্ত্বের উপর এই বক্তৃতাগুলি শুনতে পাচ্ছেন, যদিও বা আমরা একে-অপরের থেকে সহস্র-সহস্র মাইল দূরে। ঈশ্বর সবকিছু ব্যবহার করেন তাঁর পরিকল্পনাকে

সার্থক করার জন্য, তাঁর সুসমাচার ও তাঁর রাজ্যকে সম্প্রসারিত করার জন্য, এবং এই সমস্ত কিছু আমরা শলোমনের সময়েও লক্ষ্য করি যেখানে তিনি ধন সঞ্চয় করেছিলেন তার রাজ্যকে স্থাপন করার জন্য।

অবশেষে এই পয়েন্টের অধীনে, মন্দির এদন উদ্যানকে এবং সময়ের শেষে স্বর্গকে একসঙ্গে বাঁধে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে এদন উদ্যানের চিত্রগুলি মন্দিরের বিস্তারিত শিল্পকলাগুলির মধ্যে রয়েছে। উদ্যান ও মন্দির, উভয়েই সেই স্থান যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছে তাঁর উপস্থিতি প্রদর্শিত করেছিলেন। পতনের পর, যখন মানুষকে ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছিল, তখন ঈশ্বর বলিদান ও উদ্ধারের সুযোগ করে ফিরে আসার একটি উপায় তৈরি করে দিয়েছিলেন। আগের আবাসতাঁবু এই চুক্তির প্রতিশ্রুতিটিকে চিত্রায়িত করেছিল, কিন্তু মন্দিরের মধ্যে এর সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দির ও স্বর্গের মধ্যে সংযোগটিকে ব্যাখ্যা করবো।

তাই, তৃতীয়ত, আমাদেরকে নতুন নিয়মে এই মন্দিরের পরিপূর্ণতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। নতুন নিয়ম মন্দিরের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়টির ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেছে। যেমন আবাসতাঁবুর ক্ষেত্রে ছিল, মন্দিরও একটি প্রতীক ও চিহ্ন ছিল স্বর্গীয় ও অনন্তকালীন বাস্তব বিষয়গুলির। এটি সেই মহান মহিমা ও প্রতাপের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতার দিকে নির্দেশ করে যা নতুন চুক্তির অধীনে আসবে। যেমন আমরা আগের বক্তৃতায় শিখেছি, এই পুরাতন নিয়মের অনুষ্ঠানগুলি ক্ষণস্থায়ী ছিল। যখন খ্রীষ্ট এসেছিলেন, তখন মন্দির ও চিহ্নগুলি বাতিল করা হয়েছিল, এবং সেই ছায়াগুলির দিকে ফেরা নিষেধ করা হয়েছিল। এখন আমাদের কাছে সেই বাস্তব বিষয়টি রয়েছে যেটার প্রতীক হিসেবে সেই মন্দির কাজ করেছিল, তাহলে প্রশ্ন এই, কোথায় আমরা নতুন নিয়মের সেই প্রকৃত বিষয়গুলিকে খুঁজে পাই যার প্রতীক হিসেবে পুরাতন নিয়মের মন্দির কাজ করেছিল? চারটি স্থান আছে যেখানে আমরা এটি খুঁজে পাই।

প্রথমত, খ্রীষ্ট। মন্দির স্বয়ং খ্রীষ্টের প্রতীক ছিল। যোহন ২:১৯-২১ পদে আমরা পড়ি, "যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইব। তখন যিহূদীরা কহিল, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইবে? কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয় বলিতেছিলেন"। তারা মনে করেছিল যে যীশু যিরূশালেমে অট্টালিকা রূপী মন্দিরের কথা বলছিলেন। তিনি নিজের কথা বলছিলেন, তাঁর নিজের দেহের বিষয়ে বলছিলেন। এখন, কেন খ্রীষ্ট নিজেকে মন্দির হিসেবে উল্লেখ করেছেন?

এই বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবুন। মন্দির সম্পর্কে আপনি যা কিছু জানেন, সেইগুলি নিয়ে ভাবুন, এটি কীসের প্রতীক? এর উদ্দেশ্য কী ছিল? পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েল জাতির কাছে এর কী ভূমিকা ছিল? আপনি যদি কিছুক্ষণ ভাবেন, আপনি উত্তরগুলি লক্ষ্য করতে পারবেন। এর উত্তর কলসীয় ২:৯ পদে পাওয়া যায়, "কেননা তাঁহাতেই", অর্থাৎ খ্রীষ্টেতে, "ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে"। খ্রীষ্ট হলেন এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের নিখুঁত ও সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি। এটাই ছিল মন্দিরের চিহ্ন: ঈশ্বরের লোকেদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি। কিন্তু এর পূর্ণ অভিব্যক্তি আসে খ্রীষ্টের আগমনের মধ্যে দিয়ে। ঈশ্বরের চুক্তিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি যে তিনি তাঁর লোকেদের মাঝে বাস করবেন, খ্রীষ্টের আগমনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় স্থান, যেখানে আমরা নতুন নিয়মে এর পূর্ণতা লক্ষ্য করে থাকি, তা হল মণ্ডলী। মণ্ডলীকে মন্দির হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এখন, এটাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে বসবাস করেন। তাই, প্রকাশিত বাক্য ১ অধ্যায়ে, যীশুকে বর্ণনা করা হয়েছে এমন এক ব্যক্তি হিসেবে যিনি দীপবৃক্ষের মধ্যে দিয়ে গমন করেন, যা মণ্ডলীগুলির প্রতীক। এখন, আমার সাথে চিন্তা করুন: দীপবৃক্ষের মধ্যে দিয়ে গমন করছেন। এটি একটা মন্দিরের চিত্র, যে দীপবৃক্ষ মন্দিরের মধ্যে পাওয়া যেতো। কিন্তু প্রকাশিত বাক্য ১ অধ্যায়ে, আমাদের বলা হয়েছে যে এই দীপবৃক্ষ হল স্বয়ং মণ্ডলীগুলির প্রতীক। তাই, খ্রীষ্টকে তাদের মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে স্থাপন করেছেন। মথি ১৬:১৮ পদটি স্মরণে রাখবেন, "আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না"। আরেক কথায়, আমরা হলাম সেই গৃহ যাদেরকে তিনি গেঁথে তুলছেন। ইব্রীয় ৩:৬ পদ বলে, "কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁহার গৃহের উপরে পুত্রবৎ [বিশ্বস্ত]; আর যদি আমরা আমাদের সাহস ও আমাদের প্রত্যাশার শ্লাঘা শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করি, তবে তাঁহার গৃহ আমরাই"। তিনি স্বয়ং হলেন সেই কোনের প্রধান প্রস্তর, যে বিষয়ে গীতসংহিতা ১১৮ অধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, এবং তাঁর লোকেদেরকে তাঁর উপরেই গেঁথে তোলা হয় এবং সদাপ্রভুর মন্দির হিসেবে নির্মাণ করা হচ্ছে। মণ্ডলী হল ঈশ্বরের বাসস্থান। এটি ইফিষীয় ২ অধ্যায়ে, শেষের দিকে ২০-২২ পদে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে মণ্ডলীর উল্লেখ করে লেখা আছে, "তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদিগণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে; তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু। তাঁহাতেই প্রত্যেক গাঁথনি সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে; তাঁহাতে আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকেও এক সঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে"।

প্রত্যেকটি অংশ এই শাস্ত্রাংশের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিশ্বাসীদের এই গৃহের মধ্যে একটি অংশ রয়েছে। ১ পিতর ২:৫ পদে লেখা আছে, "জীবন্ত প্রস্তরের ন্যায় আত্মিক গৃহস্বরূপে গাঁথিয়া তোলা যাইতেছ"। মণ্ডলী যখন আরাধনা করার জন্য একত্র হয়, তখন ঈশ্বরের মহিমা শলোমনের পার্থিব মন্দিরের মহিমার চেয়েও অনেক বেশি হয় (মথি ১৮:২০)। আমাদের আরাধনা স্বর্গের কক্ষে হয়ে থাকে। আমাদের মহিমা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্টের উপস্থিতির মধ্যে পাওয়া যায়, যা আমাদের মাঝে সাধারণ অধ্যাদেশগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়, যেমন বাক্য প্রচার ও বাক্য পাঠ, প্রার্থনা, গীতসংহিতা থেকে গান করা,

এবং প্রভুর ভোজ ও বাপ্তিস্ম। তাই, দ্বিতীয়ত, নতুন নিয়মের মণ্ডলীর মধ্যে মন্দির তার পূর্ণতা খুঁজে পায়।

তৃতীয় বিষয়টি হল ব্যক্তিগত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা। স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদেরকেও মন্দির বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মন্দির ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতি ও বসবাস করার স্থান, যেমন আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা প্রকৃতপক্ষে এই বাস্তবটিকে অনুভব করে থাকে। ১ করিন্থীয় ৩:১৬ পদে আমরা পড়ি, "তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন?" এবং তারপর ১ করিন্থীয় ৬:১৯ পদে লেখা আছে, "অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ?"

অবশেষে, একই বিষয় আমরা ২ করিন্থীয় ৬:১৬ পদে দেখি, "আর প্রতিমাদের সহিত ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কি সম্পর্ক? আমরাই ত জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির, যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, "আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব ও গমনাগমন করিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে"। এর অনেক বেশি ব্যবহারিক তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বাসীর মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর বাস করেন। পৌল বলেছেন যে যেহেতু আমাদের দেশের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা বাস করে, সেই কারণে প্রত্যেকটি অঙ্গকে ঈশ্বরের সেবাকাজে, ধার্মিকতার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, এবং অধার্মিকতার যন্ত্র হিসেবে নয় (রোমীয় ৬:১৩)। আপনি লক্ষ্য করবেন ১ করিন্থীয় ৬ এবং ২ করিন্থীয় ৬ অধ্যায়ে, যা আমরা কিছুক্ষণ আগেই উল্লেখ করেছি, এর পরিণাম হিসেবে আমরা যেন নিজেদেরকে পাপ থেকে ও জগত থেকে পৃথক করে রাখি; এবং বরং, এটি যেন খ্রীষ্টের প্রতি পবিত্রতা ও পৃথকীকরণ নিয়ে আসে।

চতুর্থ ক্ষেত্র যেখানে আমরা নতুন নিয়মে মন্দিরের পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করতে পারি, সেটা হল স্বর্গ। এই সমস্ত কিছু অবশেষে স্বর্গে গিয়ে মিলিত হবে। স্বর্গ হল মন্দিরের অন্তিম পূর্ণতা ঈশ্বরের বাসস্থান হিসেবে, যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মাঝে অনন্তকাল ধরে বাস করবেন। সেই কারণে সেখান আমরা কোন মন্দির দেখতে পাবো না। প্রকাশিত বাক্য ২১:২২-২৩ পদে আমরা পড়ি, "আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ। "আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ"। ঠিক যেমন ভাবে পুরাতন নিয়মের মন্দিরের ক্ষেত্রে, কোন অপবিত্র বিষয় স্বর্গে প্রবেশ করবে না, যেমন আমরা ২১ অধ্যায়ের ২৭ পদে দেখতে পাই। স্বর্গ হল ঈশ্বরের পবিত্রতার স্থান। তাই, স্বর্গ হল মন্দিরের অন্তিম পূর্ণতা। সেখানে আমরা ঈশ্বরের লোকেদেরকে তাঁর উপস্থিতির সামনে, সম্পূর্ণ পবিত্রতা সহকারে, অনন্তকালের জন্য বসবাস করতে দেখবো। এটাই হল সেই স্বর্গীয় বাস্তব যা পার্থিব ছায়াটিকে প্রতিস্থাপন করেছে।

সারাংশে, মন্দির নির্মাণের মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশে তাঁর লোকেদের মাঝে বাস করার একটি চিরস্থায়ী আবাস নির্মাণ করেছিলেন, এবং এর দ্বারা খ্রীষ্টের আগমনের দিকে ও অনন্তকাল ধরে তাঁর লোকেদের মাঝে বসবাস করার দিকে নির্দেশ করে। কিন্তু পরের বক্তৃতায়, আমরা আমাদের মনোযোগ রাজা শলোমনের পরবর্তী সময়কালের দিকে এবং রাজ্য বিভক্ত হওয়ার দিকে দেবো, যেখানে ইস্রায়েলের একটি অংশ যিরূশালেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং মন্দির, অবশেষে স্বয়ং ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বক্তৃতা ১৮

রাজ্য

লেকচারের বিষয়বস্তু:

রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর, উভয় ইস্রায়েল ও যিহূদা ঈশ্বরের চুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে মূর্তিপূজার দিকে ফিরেছিল, এবং ঈশ্বর তাদের সামনে আশীর্বাদ ও একটি অভিশাপের পথ রেখেছিলেন। এটি স্পষ্ট যে তখনও ঈশ্বরের সেই মহান রাজার আগমন হয়নি।

পাঠ্য অংশ:

"কেননা তিনিই আমাদের সন্ধি; তিনি উভয়কে এক করিয়াছেন, এবং মধ্যবর্ত্তী বিচ্ছেদের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন...এবং ক্রুশে শত্রুতাকে বধ-করণ পূর্ব্বক সেই ক্রুশ দ্বারা এক দেহে ঈশ্বরের সহিত উভয় পক্ষের মিলন করিয়া দেন"। (ইফিষীয় ২:১৪,১৬)।

বক্তৃতা ১৮ -এর অনুলিপি

শিশুরা শক্তিশালী রাজাদের, সুন্দর দুর্গ, এবং বিশাল সাম্রাজ্যের কাহিনী পড়তে অথবা শুনতে পছন্দ করে। আমাদের সকলের কাছেই বীরত্বের বিবরণ এবং বিজয় ও পরাজয়ের বিবরণগুলি বিস্ময়কর মনে হয়, এবং মহান রাজ্যগুলির উত্থান এবং পতনের সাথে জড়িত জটিল পথের সন্ধান করা আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। কিন্তু খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা জানে যে এই পৃথিবীর দেশগুলি ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য কেন্দ্র নয়। ইতিহাস হল ঈশ্বরের কাহিনী, এবং তিনি ইতিহাসের কেন্দ্রে তাঁর কাহিনী, তাঁর রাজ্য, তাঁর মণ্ডলী, তাঁর লোকদেরকে রেখেছেন। অবশেষে, এই পৃথিবীতে সবকিছুই ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের সুসমাচারের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে।

ইস্রায়েল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণ কী? এবং এই ঘটনাটির ঈশ্বরতাত্ত্বিক তাৎপর্য কী? এই দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে দায়ূদ ও যারবিয়ামের কী ভূমিকা ছিল? এই বিভাজন কি কখনও নিরাময় হবে? এবং যদি হয়, তাহলে কীভাবে? পুরাতন নিয়মে সবচেয়ে গুরুতর পাপ কী ছিল যার মোকাবিলা ঈশ্বর প্রায়ই করেছিলেন? এই বিভক্ত রাজ্যের মধ্যে থেকে যে ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলি আমরা বের করতে পারি, সেইগুলি কীভাবে নতুন নিয়মে দেখতে পাওয়া যায়? খ্রীষ্টের আগমন এবং ইতিহাসের অবশিষ্ট অংশের সাথে কী হবে তা এই সময়কাল কীভাবে আমাদের প্রত্যাশা নির্ধারণ করে? এমন কোন সাহায্য আছে যা আমাদেরকে উদ্ধারের ইতিহাসের এই বিভ্রান্তিকর অংশের সমস্ত বিবরণগুলির উপর নজর রাখতে সাহায্য করতে পারে? এই বক্তৃতার পরিধি শলোমনের পরে রাজ্য দুই ভাবে বিভক্ত হওয়া থেকে শুরু করে বাবিলে যিহূদার নির্বাসনে যাওয়া পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইতিহাস থেকে, যা ঈশ্বরের কাজ, আমরা কিছু ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয় সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং এই বক্তৃতায় সেইগুলি নিয়ে বিবেচনা করবো। এর পরের বক্তৃতায়, সেই একই সময়কালে ভাববাদীদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর যে কথাগুলি তাঁর লোকেদেরকে বলেছিলেন, সেইগুলির উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করবো।

কিন্তু শুরুতেই, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রস্তাব দিতে চাই যা আপনাকে বাইবেলের এই অংশটিকে অধ্যয়ন করতে ও এর ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে বুঝতে সাহায্য করবে। প্রথমত, রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর – দক্ষিণে যিহূদা ও উত্তরে ইস্রায়েল – দুটি সমান্তরাল রেখা আমরা দেখতে পাই। তাই, আপনি এমন যদি একটি সময়রেখা তৈরি করতে পারেন যার মধ্যে উভয় যিহূদা রাজ্যের রাজাদের ও ইস্রায়েল রাজ্যের রাজাদের বিবরণগুলিকে বসাতে পারেন, তাহলে এটি আপনার অধ্যয়নে অনেকটাই সাহায্য করবে। কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, আপনাকে জানতে হবে যে কোন ভাববাদীকে ঈশ্বর যিহূদাতে পাঠিয়েছিলেন এবং কোন ভাববাদীকে ইস্রায়েলে, এবং কোন সময়কালে তারা তাদের নির্ধারিত রাজ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আপনার সময়রেখাতে এই তথ্যটিও যুক্ত করুন। যখন আপনি ঐতিহাসিক পুস্তকগুলির মধ্যে পাওয়া কাহিনীগুলি পড়েন, যেমন ২ শমূয়েল, ২ রাজাবলি, ২ বংশাবলি, অথবা এমনকি ইষ্রা, নহিমিয়, ইষ্টের, এবং ইত্যাদি, আপনি যেন অবশ্যই আপনার তৈরি সময়রেখাটি লক্ষ্য করেন এবং দেখেন যে কোন ভাববাদী কোন সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কেন এই সমস্ত কিছু এতটা

গুরুত্বপূর্ণ? আপনি ইতিমধ্যেই এই পাঠ্যক্রমে উদ্ধারের ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে, ঈশ্বরের কাজগুলিকে ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার গুরুত্ব লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং, আপনার অবশ্যই সেই বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা উচিৎ যা ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে যিহূদা অথবা ইস্রায়েলকে বলেছিলেন, যখন আপনি এই দুই রাজ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করছেন। ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ এবং ভাববাণীর মধ্যে তিনি যা কিছু প্রকাশ করেছেন, এইগুলিকে যুক্ত করবে, এবং ফলস্বরূপ ঈশ্বরের বার্তার একটি পূর্ণ চিত্র প্রদান করবে। এই পদ্ধতিটি আপনাকে বাইবেলের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়টি আরও ভালো ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে আপনার সমস্ত অধ্যয়ন, এবং বিশেষ করে ঈশ্বরের ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার বিশদ জ্ঞান, এবং এই সমস্ত থেকে আপনি যে ঈশ্বরতত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন তা আপনার ভাববাদীদের নিয়ে অধ্যয়ন এবং বোঝার জন্য অপরিহার্য প্রমাণিত হবে, কারণ ভাববাদীরা এই উপাদানটির প্রতি অনবরত উল্লেখ করবেন, যা ইহুদীরা চিনত এবং তাই আপনারও এইগুলিকে চিহ্নিত করা উচিত। ভাববাদীরা তাদের অতীত, ভবিষ্যত এবং বর্তমানের প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় ভাববাদীদের কথা বিবেচনা করবো।

অবশেষে, যিহূদা ও ইস্রায়েলের ভৌগলিক বিষয়গুলির সাথে পরিচিত হওয়া উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার কাছে যদি বাইবেলের মানচিত্রগুলি উপলব্ধ থাকে, তাহলে সেটা আপনাকে সাহায্য করবে। এটি আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করবে, শুধুমাত্র কাহিনী রেখাটিকে অনুসরণ করার মাধ্যমে নয়, কিন্তু ঈশ্বরতাত্ত্বিক তাৎপর্যগুলির কারণে যা বিভিন্ন স্থানে ঘটেছিল। আমি আপনাকে দৃঢ় ভাবে উৎসাহিত করবো এই প্রস্তাবগুলি ব্যবহার করতে আপনার পুরাতন নিয়ম নিয়ে ধারাবাহিক অধ্যয়নে।

দ্বিতীয়ত, আসুন আমরা মনোযোগ দিই এবং লক্ষ্য করি যে ইতিহাসের এই সময়কালে কী দেখতে পাচ্ছি। ঈশ্বর জানিয়েছেন যে রাজারা যেন স্বয়ং সদাপ্রভুর প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর লোকেদের কাছে, আর তাই, তাঁদের মধ্যে যেন ঈশ্বরের হৃদয় উপস্থিত থাকে। দায়ূদ এমন একজন রাজা হয়ে দেখিয়েছেন যিনি সদাপ্রভুর অধীনে থেকে রাজত্ব করেছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও গৌরব অনুধাবন করেছিলেন, এবং তাঁর ব্যবস্থা দ্বারা রাজত্ব করেছিলেন। ১ শমূয়েল ১৬:৭ পদে আমরা পড়ি, "কেননা মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয়; যেহেতু মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন"। ঈশ্বর দায়ূদের বিষয়ে এই কথা বলেছিলেন, "আমার দাস যে দায়ূদ আমার আজ্ঞা পালন করিত, এবং আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আমার অনুগামী ছিল" (১ রাজাবলি ১৪:৮)। অন্তিম কয়েকটি শব্দ মনে রাখবেন, "আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য"। দায়ূদ একজন আদর্শ ধার্মিক রাজা হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এমনও রাজারা এসেছিলেন যারা অধার্মিক রাজার উদাহরণ হয়ে উঠেছিল, উদাহরণস্বরূপ, যারোবিয়াম। আপনি বারংবার এবং সমস্ত ইস্রায়েলের ইতিহাস জুড়ে দায়ূদ ও যারোবিয়ামের মধ্যে পার্থক্যটি লক্ষ্য করতে পারবেন।

সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, ২ রাজাবলি ১৮:৩ পদে ধার্মিক রাজা হিষ্কিয়ের বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন। সেখানে লেখা আছে, "হিষ্কিয় আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিতেন"। পার্থক্যসূচক ভাবে, বাইবেল যখনই কোন অধার্মিক রাজার বর্ণনা দেয়, আপনি এই কথাগুলি বারংবার পুনরাবৃত্তি হতে লক্ষ্য করবেন – ২ রাজাবলি ১৩:২ পদ থেকে যিহোয়াহস রাজার একটি উদাহরণ নিতে চাই, যেখানে লেখা আছে, "সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন, এবং নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই সকল পাপের অনুগামী হইলে; তাহা হইতে ফিরিলেন না"। সকল অধার্মিক রাজাদের ক্ষেত্রে আপনি এই তুলনাটি লক্ষ্য করতে পারবেন, "এবং নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই সকল পাপের অনুগামী হইল"। শুধুমাত্র কয়েকটি ধার্মিক রাজা উপস্থিত থাকার কারণে, দায়ূদের উল্লেখ খুব অল্প কয়েকবার করা হয়েছে, এবং শাস্ত্রের এই অংশে যারবিয়ামের উল্লেখ স্পষ্ট ভাবেই অনেক বার করা হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কী কী মন্দ ও কী কী উত্তম। স্পষ্ট ভাবেই, ঈশ্বর যা দেখতে পান, সেটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধার্মিক ও অধার্মিক রাজাদের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করা হতো যে তাঁদের জীবনের কেন্দ্রে ঈশ্বর, তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর মহিমা, তাঁর ব্যবস্থা, তাঁর চুক্তি উপস্থিত ছিল কিনা। তাঁরা কি ঈশ্বরের মনের কাছের মানুষ ছিলেন, নাকি ঈশ্বরের বিরোধীকারী মানুষ ছিলেন?

রাজা শলোমনের পর থেকে ইস্রায়েলের কাহিনীগুলি বেশীরভাগ হল চুক্তি ভঙ্গ করার ও বিরোধিতা করার কাহিনী। এটি শুরু হয় রাজ্যটিকে আকস্মিক বিপত্তিমূলক ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া দিয়ে। দুটি রাজ্যের মধ্যে এই ভাগ, দক্ষিণে দুটি গোষ্ঠী এবং উত্তরে দশটি, ইস্রায়েলের ঈশ্বর দ্বারা শাসিত রাজ্যটিকে এমন ভাবে বিভক্ত করেছিল যা নিরাময় করা সম্ভব ছিল না। প্রতিশ্রুত দেশ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শলোমনের পুত্র, রাহবিয়াম দক্ষিণ রাজ্যের রাজা হন। যারবিয়াম উত্তরের রাজ্যের প্রথম রাজা। এই সমস্ত কিছু শুরু হয় ১ রাজাবলি ১১ অধ্যায়ে শলোমনের ধার্মিকতা ত্যাগ করার মধ্যে দিয়ে। এর পর, তার পুত্র রাহবিয়াম নিজের মূর্খতা ও কঠোরতার দ্বারা এই ফাটলটিকে আরও গভীর করে তোলে, যা আপনারা ১ রাজাবলি ১২ অধ্যায়ে দেখতে পাবেন। ১০টি উত্তরের গোষ্ঠীর সাথে যারবিয়াম বিদ্রোহ করেছিলেন এবং একটি আলাদা রাজ্য তৈরি করেছিলেন। ১ রাজাবলি ১২:১৬ পদে আমরা এই অশুভ কথাগুলি পড়ি, "তখন লোকেরা রাজাকে", অর্থাৎ রাহবিয়ামকে, "এই উত্তর দিল, দায়ূদে আমাদের কি অংশ? যিশয়ের পুত্রে আমাদের কোন অধিকার নাই; হে ইস্রায়েল, তোমাদের তাঁবুতে যাও; দায়ূদ! এখন তুমি আপনার কুল দেখ। পরে ইস্রায়েল লোকেরা আপন আপন তাঁবুতে চলিয়া গেল"। আপনি কি এখানে বুঝতে পারছেন যে

কী ঘটছে? তাঁরা নিজেদেরকে যিরূশালেম থেকে, মন্দির থেকে, বলিদান থেকে, এবং যাজকত্ব থেকে বিচ্যুত করেছিল। অর্থাৎ, তারা নিজেদেরকে ঈশ্বর ও তাঁর চুক্তি থেকে বিচ্যুত করে ফেলেছিল।

এই ক্রিয়াটির পরিণাম লক্ষ্য করুন, যেখান থেকে পালানো সম্ভব নয়। উত্তরের ইস্রায়েল দায়ূদের সাথে করা ঈশ্বরের চুক্তিটি থেকে নিজেদের পিছিয়ে নিয়েছিলেন, এবং তারা তারপর মোশির সাথে করা চুক্তির এবং ১ রাজাবলি ১২ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে যা কিছু আছে, সেইগুলির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিল। এটি ছিল ইস্রায়েলের দ্রুত পতনের সূচনা যা তাদের অবশেষে অশূরিয়দের হাতে নির্বাসনে নিয়ে যায়। উত্তরের রাজ্য ইস্রায়েলের মধ্যে একজন রাজাও ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাস ছিলেন না। যেহূ কাছে-পিঠে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি তবুও একজন মূর্তিপূজক ছিলেন। ২ রাজাবলি ১৭ অধ্যায়ে, আমরা লক্ষ্য করি যে ইস্রায়েল রাজ্যকে বন্দী করে নেওয়া হয় কারণ তারা অনবরত মূর্তিপূজা করে গিয়েছিল। এর পর থেকে, ইহুদী শব্দটি দক্ষিণে, যিহূদা রাজ্যের লোকেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। অবশেষে, ইহুদীরাও, অর্থাৎ দক্ষিণের লোকেরা, উত্তরের ইস্রায়েলের লোকেদেরকে পরজাতীয় অর্ধ-জাত মনে করতো, ইহুদী ও পরজাতীয়দের মিশ্রণ। যীশুর সময়কালেও আমরা উত্তরের লোকেদের প্রতি ইহুদীদের চোখে এই ঘৃণা লক্ষ্য করেছি। যোহন ৪:৯ পদে আমরা পড়ি, "কেননা শমরীয়দের সহিত যিহূদীদের ব্যবহার নাই"। উত্তরের ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বর যেরকম আচরণ করেছিলেন, সেখান থেকে দক্ষিণের ইহুদীরা শিখতে ব্যর্থ হয়েছিল। বরং, তারাও ইস্রায়েলের আত্মিক ধর্মভ্রষ্টের পথে চলেছিল, এবং একই পরিণাম ভোগ করেছিল, ঠিক যেমন ইস্রায়েল অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল যখন যিহূদাকে বাবিলে নির্বাসনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু যিহূদার নির্বাসন ও পুনরুদ্ধারের বিষয়গুলি পরবর্তী বক্তৃতায় আলোচনা করবো।

কিছুটা মাত্রায় যিহুদার আটজন রাজাদের বিশ্বস্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, যারা বিভিন্ন মাত্রায় দায়ূদের পথ অনুসরণ করে চলেছিল। যিহূদার এগারো জন রাজা সম্পূর্ণ রূপে অবিশ্বস্ত ছিল। ঈশ্বরের মন্দির অপবিত্র করার চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছেছিল মনঃশি রাজার রাজত্বকালে। ২ রাজাবলি ২১:২ পদে আমরা পড়ি, "সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই তিনি করিতেন; সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের ঘৃণিত ক্রিয়ানুসারেই করিতেন"। এই রাজা জঘন্য মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল এবং চুক্তিবদ্ধ সন্তানদের, শিশুদের মিথ্যা দেবতাদের কাছে আগুনে উৎসর্গ করতো। যদিও তিনি তার জীবনের শেষ দুটি বছরে অনুতাপ করেছিলেন, কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না তার পুত্রের উপর থেকে মন্দের প্রভাবটিকে কেটে ফেলার জন্য, যে তার পরে সিংহাসন লাভ করে।

এই দুটি রাজ্যের মধ্যে বিচ্ছেদটির সুস্থতা সম্পর্কে যিহিষ্কেলের দ্বারা একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে খুঁজে পাই, যিনি যিহূদার নির্বাসনে থাকাকালীন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যিহিষ্কেল ৩৭:১৬-১৭ পদে আপনি এই বর্ণনাটি লক্ষ্য করবেন যে কীভাবে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে ইস্রায়েলের ও যিহূদার দুটি কাঠি এক হয়ে যাবে, কিন্তু এই বিভেদ সম্পূর্ণ ভাবে দূর হবে নতুন চুক্তির অধীনে যখন সুসমাচার বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে যিরূশালেম থেকে শুরু করে যিহূদিয়া থেকে শমরিয়া এবং তারপর পৃথিবীর প্রান্তও পর্যন্ত, যেমন আমরা প্রেরিত ১:৮ পদে লক্ষ্য করি। এই দুই রাজ্যের মধ্যে, এবং আরও সাধারণ ভাবে ইহুদী ও পরজাতীয়দের মাঝে সুসমাচার দ্বারা সুস্থতার কথা পৌল বলেছেন ইফিষীয় ২:১৪ পদে এবং পরবর্তী পদগুলিতে। সেখানে লেখা আছে, "কেননা তিনিই", অর্থাৎ খ্রীষ্ট, "আমাদের সন্ধি; তিনি উভয়কে", অর্থাৎ ইহুদী ও পরজাতীয়দেরকে, "এক করিয়াছেন, এবং মধ্যবর্ত্তী বিচ্ছেদের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন"। আরও লেখা আছে, "এবং ক্রুশে শত্রুতাকে বধ-করণ পূর্ব্বক সেই ক্রুশ দ্বারা এক দেহে ঈশ্বরের সহিত উভয় পক্ষের মিলন করিয়া দেন"।

দ্বিতীয়ত, এটি আমাদেরকে বিবেচনা করতে সাহায্য করে এই সময়কালের মধ্যে থেকে খুঁজে পাওয়া কিছু ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু। প্রথমত, দায়ূদকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কেন্দ্রে তিনটি বিষয় রয়েছে: দায়ূদের বংশ থেকে একজন মধ্যস্ততাকারী, দ্বিতীয়ত অনুগ্রহের চুক্তি যা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কটিকে স্থাপন করেছিল, এবং একটি রাজ্য যা ঈশ্বরের সিংহাসন ও রাজত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। রাজ্য বিভক্ত হওয়ার পরের ইতিহাসটি বৃহৎ ভাবে ইস্রায়েলের এই তিনটি বিষয়কে পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টাকে প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু একটি প্রধান পাপ কেন্দ্রস্থল নিয়েছিল। সুতরাং, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। পুরাতন নিয়মে সেই এক নম্বর পাপ কোনটি যেটার মোকাবিলা ঈশ্বর অধিকাংশ সময়ে করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর আপনি কী দেবেন? উত্তর হল মূর্তিপূজা। এটি স্পষ্ট ভাবে মূর্তিপূজা। ঈশ্বরের লোকেরা নিজেদেরকে চারিপাশের ঈশ্বরবিহীন জগত থেকে পৃথক রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। বরং, তারা তাদের মন্দ পথ অনুকরণ করেছিল। বিভক্ত রাজ্যের এই সময়কালে অনেকগুলি বিষয়বস্তু আমরা আলোকপাত করতে পারি, কিন্তু সবচেয়ে প্রভাবশালী হল মূর্তিপূজা, তাই, আমরা কিছু সময় অতিবাহিত করবো এই ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়টির উপর ঈশ্বরের প্রকাশ আবিষ্কার করার জন্য।

মূর্তিপূজার উৎপত্তি আমাদের হৃদয়ে ও মনে, আমাদের কাজের মধ্যে নয়। আমাদের কাজে ও আচরণে যা দেখতে পাওয়া যায়, সেটা পরিণাম। একটি মূর্তি হল যেকোনো বিষয় অথবা বস্তু যা আমরা ঈশ্বরের থেকে বেশি ভালবাসি, সম্মান করি, অনুসরণ করি, অথবা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। একটি মূর্তি সত্য ঈশ্বর ব্যতীত যেকোন দেবতা বা অন্য যেকোন কিছুকে, বা তাঁর নির্ধারিত আরাধনার বিশুদ্ধতা থেকে সরে গিয়ে সত্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে নির্দেশ করতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই শলোমনের মূর্তিপূজার মাধ্যমে প্রাথমিক আধ্যাত্মিক প্রস্থান লক্ষ্য করেছি। এটি আমাদেরকে উত্তরের রাজ্য, ইস্রায়েলের প্রথম রাজা যারবিয়ামের কাছে নিয়ে আসে।

১ রাজাবলি ১২ অধ্যায়ে, আমরা পড়ি যে তিনি ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে, তিনি একটি ভিন্ন প্রকারের আরাধনা স্থাপন করেছিলেন উত্তরের রাজ্যে, যেখানে আলাদা যাজক, উচ্চ স্থান, যিরূশালেমের প্রতিরূপ নগর, এবং আলাদা ও নির্দিষ্ট পবিত্র দিন তিনি নিয়ে এসেছিলেন। এই সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে ছিল মূর্তি। ১ রাজাবলি ১২:২৮ পদে আমরা পড়ি, "অতএব রাজা মন্ত্রণা করিয়া স্বর্ণময় দুই গোবৎস নির্ম্মাণ করাইলেন; আর তিনি লোকদিগকে কহিলেন, যিরূশালেমে যাওয়া তোমাদের পক্ষে বাহুল্যমাত্র, হে ইস্রায়েল, দেখ, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন"। এখন, এই সমস্ত কিছু নিশ্চয়ই আপনার কাছে চেনা-পরিচিত লাগছে। এটি একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি যা আমরা যাত্রাপুস্তক ৩২ অধ্যায়ে দেখেছি, যেখানে মোশির অবর্তমানে হারোণ একটি সোনার বাছুর তৈরি করেছিলেন।

এখন, আপনি যদি ব্যবস্থায় ফিরে যান, আপনি মনে করতে পারবেন যে দ্বিতীয় আজ্ঞাটি সকল প্রকারের মূর্তিপূজা নিষেধ করে এবং ঈশ্বরের আরাধনার বাইবেল ভিত্তিক ব্যবস্থা তাঁর লোকেদের থেকে দাবী করে যে তারা যেন তাঁকে সেই ভাবেই আরাধনা করে, যেমন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, কোন কিছু যেন যুক্ত না করে অথবা বাদ না দেয়। আপনার দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-১৬ পদগুলির কথা মনে থাকা উচিৎ। ঈশ্বর বলেছেন, "অতএব আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও; পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্য কোন আকারের মূর্ত্তিতে ক্ষোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করো"। ঈশ্বর তারও কোন মূর্তি নির্মাণ করতে নিষেধ করেছিলেন।

লক্ষ্য করবেন যে যাত্রাপুস্তক ৩২:৪ পদ, যেখানে মোশির জীবনের প্রথম দিকের ঘটনার বিবরণ রয়েছে, এবং ১ রাজাবলি ১২:২৮ পদ, যেখানে যারবিয়ামের সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে, এই উভয় স্থানে সোনার বাছুরকে সদাপ্রভু যিহোবার মূর্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই ঈশ্বরের মূর্তি হিসেবে যিনি তাঁদেরকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন। এখন, ঈশ্বরের সকল প্রকারের মূর্তি নির্মাণ নিষেধ করা হয়েছে, এবং অন্যান্য দেবতাদের মূর্তিও ঈশ্বরের কাছে ঘৃণার্হ। এটি ঈশ্বরের ব্যবস্থার একটি সরাসরি ও স্পষ্ট লঙ্ঘন ছিল। মূর্তিপূজার পাপ বাকি রাজাদের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে বিদ্যমান ছিল, এবং মাঝেমধ্যে আরও অবনতির দিকে নেমে গিয়েছিল, যা ঈশ্বরের ক্রোধ ও শাস্তি নিয়ে এসেছিলো। যিশাইয় ৪২:৮ পদে আমরা পড়ি, "আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম; আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিম্বা আপন প্রশংসা ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে দিব না"।

এখন, আমি মূর্তিপূজার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। সেটা কী হতে পারে? এটি হল এই: আমরা যার আরাধনা করি তার সাদৃশ্য হই। মানুষেরা যখন মূর্তি আরাধনা করে, তখন তারা সেই মূর্তির মতো হয় যাকে তারা আরাধনা করে। পুরাতন নিয়মে, সমগ্র বাইবেল জুড়ে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়। তাই, গীতসংহিতা ১১৫:৪-৭ পদে আমরা মূর্তির একটি বর্ণনা পড়ি; সেখানে লেখা আছে যে তাদের চোখ থাকতে দেখতে পায় না, কান থাকতে শুনতে পায় না, এবং ইত্যাদি। কিন্তু আমি চাই আপনি ৮ পদটি লক্ষ্য করুন, যেখানে লেখা আছে, "যেমন তাহারা, তেমনি হইবে তাহাদের নির্ম্মাতারা, আর যে কেহ সে গুলিতে নির্ভর করে"। এটি একটি নীতি যা আমরা সমস্ত বাইবেল জুড়ে লক্ষ্য করতে পারি। আমরা যা আরাধনা করি, তার মতো হই, কিন্তু আরও অনেক কিছু রয়েছে এর মধ্যে। এই সাদৃশ্য আমাদের ধ্বংস করবে, যদি মূর্তিপূজা করে থাকি, অথবা আমাদের পুনরুদ্ধার করবে, যদি আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি। মূর্তিপূজার ক্ষেত্রে, আমরা ঈশ্বরের শাস্তি লাভ করবো এবং আমাদের সাথে-সাথে সেই মূর্তিরাও শাস্তি লাভ করে যাদের সাদৃশ্যে আমরা গড়ে উঠেছি। ঈশ্বরের পবিত্র ঈর্ষা কোন ভাবেই মূর্তি সহ্য করে না। আমরা যদি সেই মূর্তি নির্মাণ করি, তাহলে তিনি সেইগুলিকে ভাঙবেন। এই সবকিছুর মধ্যে, ইস্রায়েল ঈশ্বরের চুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং এর পরিণামে তারা চুক্তির অভিশাপগুলির অধীনে চলে এসেছিলো। আপনি যদি রাজাদের ইতিহাস পড়েন এবং দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ অধ্যায়ে এবং লেবীয়পুস্তক ২৬ অধ্যায়ে ঈশ্বরের যে সতর্কবার্তা রয়েছে, সেইগুলির সাথে তুলনা করেন, তাহলে এই বিষয়টি আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে আপনি প্রত্যেকটি বিন্দু ধরে বিষয়গুলিকে লক্ষ্য করতে পারবেন। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন: আশীর্বাদ ও অভিশাপ, উভয়ের ক্ষেত্রেই। ঈশ্বরের লোকেরা নির্বাসনে গিয়েছিল কারণ ঈশ্বর তাঁর চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুত অভিশাপগুলিকে তাদের উপর নিয়ে এসেছিলেন।

চতুর্থত, আসুন আমরা চিন্তাভাবনা করি যে কীভাবে এটি নতুন নিয়মে দেখতে পাওয়া যায়, এবং নতুন নিয়মের গঠনের সাথে কীভাবে সংযুক্ত হয়। জন ক্যালভিন আমাদের এই সতর্কবার্তা দিয়েছেন যে মানুষের হৃদয় হল একটি অনবরত মূর্তি তৈরি করার কারখানা। সাম্প্রতিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মধ্যেও মূর্তিপূজা সম্পর্কিত শিক্ষাগুলি অব্যাহত রয়েছে। যাত্রাপুস্তক ৩২ অধ্যায়ের ঘটনাটি আমরা পড়ি, যেটা নিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছিলাম। নতুন নিয়মের ১ করিন্থীয় ১০:৬-৭ পদে আমরা এই বিষয়ে পড়ি। সেখানে লেখা আছে, "এই সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টান্তস্বরূপে ঘটিয়াছিল, যেন তাঁহারা যেমন অভিলাষ করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি মন্দ বিষয়ের অভিলাষ না করি। আবার যেমন তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক হইয়াছিল, তোমরা তেমনি প্রতিমাপূজক হইও না; যথা লিখিত আছে, "লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল"। এই সতর্কবার্তাটি সমগ্র নতুন নিয়ম জুড়ে প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২ করিন্থীয় ৬:১৬-১৭ পদে লক্ষ্য করবেন যে পৌল চুক্তির পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, "আর প্রতিমাদের সহিত ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কি সম্পর্ক? আমরাই ত জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির, যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, "আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব ও গমনাগমন করিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে।" অতএব "তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, ও পৃথক্ হও, ইহা প্রভু কহিতেছেন, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রহণ করিব"। প্রেরিত যোহন, তার প্রথম পত্রে, ১ যোহন ৫:২১

পদে এই নির্দেশ দিয়েছেন, "বৎসেরা, তোমরা প্রতিমাগণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর"। সুতরাং, মূর্তিপূজা সম্পর্কিত এই সতর্কবার্তা বর্তমানেও ততটাই প্রযোজ্য ও প্রাসঙ্গিক যতটা পূর্বে ছিল। এটি আজও পর্যন্ত ঈশ্বরের পবিত্র ঈর্ষার একটি অভিব্যক্তি এবং তাঁর ব্যবস্থার একটি পবিত্র মানদণ্ড হিসেবে রয়েছে, কিন্তু সুসমাচার আমাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে উদ্ধার করার চেয়েও বেশি কিছু করে।

যারা প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনা সত্যে ও আত্মায় করে, তারা তাঁর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হয়। আমরা যার আরাধনা করি, তার সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হই। এদন উদ্যানে ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্যই, সেটা পতনের পর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমাদের আরাধনার একমাত্র বিধিসম্মত কেন্দ্রস্থল হিসেবে ঈশ্বর রয়ে গিয়েছিলেন, এবং যারা তাঁর কাছে সুসমাচারের উপর বিশ্বাস করার মাধ্যমে আসে এবং তিনি যেভাবে তাঁর বাক্যে আরাধনা করতে বলেছেন, সেই ভাবে তাঁর আরাধনা করে, তারা পবিত্র আত্মার পরিচর্যার মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। ২ করিন্থীয় ৩:১৮ পদে আমরা এই বিষয়ে পড়ি, "কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্ত্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি"। রোমীয় ৮:২৯ আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে পূর্বেই নিরূপিত করে রেখেছিলেন তাঁর পুত্রের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য, সেই কারণেই ঈশ্বরের হোক অথবা অন্য কোন দেবতার হোক, কোন মূর্তি তৈরি না করার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর সাথে ঈশ্বরকে আরাধনা করার এবং তাঁর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হওয়ার আশীর্বাদ রয়েছে।

এর পর, পুরাতন নিয়মের বিভক্ত রাজ্যের সময়কালে, আমরা একের পর এক রাজার কাহিনী পড়ে থাকি, এবং প্রত্যেকবার আমরা এই উপসংহারে পৌঁছতে বাধ্য হই যে এই রাজা সেই ব্যক্তি নয়, এই রাজা সেই মহান রাজা নয় যার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। একজন, যিনি আরও মহান এখনও আসেননি। আরেক কথায়, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন নিয়মের পৃষ্ঠায় খ্রীষ্টের আবির্ভাব হয় দায়ূদের সিংহাসনের একমাত্র প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে। খ্রীষ্ট হলেন সেই একমাত্র রাজা যিনি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের মনের মত রাজা, কারণ তিনিই হলেন সেই স্বর্গীয় মসীহ। তিনি ঈশ্বরের রাজত্বকে নিয়ে আসতে সফল হবেন, যেখানে প্রাথমিক স্তরে আদম ব্যর্থ হয়েছিল এবং বাকি রাজারও ব্যর্থ হয়েছিলেন। এটি আমরা খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের বর্ণনায় দেখতে পাই যা দানিয়েল ৭:১৩-১৪ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, "আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। আর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না, এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না"। সুসমাচারের যীশু এই শাস্ত্রাংশটি নিজের উপরে প্রয়োগ করেছেন। এর আগে, দানিয়েল ২ অধ্যায়ে, ঈশ্বর নবূখদনিৎসর রাজাকে একটি স্বপ্নের মাধ্যমে খ্রীষ্টের রাজত্বকে বর্ণনা করেছিলেন। ২:৪৪ পদে আমরা পড়ি, "আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে"। দানিয়েল ২ ও ৭ অধ্যায়ে এই অংশগুলি মথি ২৮ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা খ্রীষ্টের মহান আদেশটিকে সমর্থন করে, যেখানে তিনি আমাদেরকে সুসমাচার নিয়ে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে বলেছেন এবং সমস্ত জাতিকে তাঁর শিষ্য তৈরি করতে বলেছেন।

আপনি লক্ষ্য করেছেন, পুরাতন নিয়মের ইতিহাস নতুন নিয়মে ঈশ্বরের রাজ্যের একটি পৃষ্ঠভূমি প্রদান করে। খ্রীষ্টের রাজত্ব অন্যান্য সকল রাজত্বের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ রাজা হিসেবে খ্রীষ্ট সকলের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি হলেন রাজাদের রাজা। তাঁর রাজত্ব সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে যাবে। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫ পদে আমরা পড়ি, "জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন"। প্রকাশিত বাক্য ২১:২৪ পদে সমস্ত জাতির মাঝে সুসমাচারের চূড়ান্ত সাফল্য ও স্বর্গের বিবরণ আপনি পড়েন, "আর জাতিগণ তাহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে আপন আপন প্রতাপ আনেন"। এখানে একটি সুন্দর চিত্র রয়েছে। মহান রাজা, একমাত্র প্রতিশ্রুত ব্যক্তি, যার অপেক্ষায় আমরা সমস্ত পুরাতন নিয়ম জুড়ে ছিলাম। তাঁর এই রাজ্য কী প্রকারের? এরকম রাজ্য আর কোথাও নেই। তাই, রাজা শলোমনের প্রার্থনাটি বর্তমানেও প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর হৃদয়ের কান্না হয়ে থাকে। ১ রাজাবলি ৮:৬০ পদে লেখা আছে, "যেন পৃথিবীর সমস্ত জাতি জানিতে পারে যে, সদাপ্রভুই ঈশ্বর, আর কেহ নাই"। গীতসংহিতা ৬৭ অধ্যায়টি আমাদের কাছে একটি গীত যা আমরা অনবরত গেয়ে থাকি, যেখানে আমরা ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করি সেই সুন্দর অনুগ্রহের সুসমাচারকে সমস্ত জাতির কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে তাদেরকে আহ্লাদিত করার জন্য।

সারাংশে, রাজ্য বিভক্ত হওয়ার পর, উভয় ইস্রায়েল ও যিহূদা ঈশ্বরের চুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে মূর্তিপূজার দিকে ফিরেছিল, যা আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, এবং ঈশ্বর তাঁদের সামনে একটি আশীর্বাদ ও একটি অভিশাপের পথ রেখেছিলেন। পুরাতন নিয়ম থেকে এটি স্পষ্ট যে ঈশ্বরের মহান রাজার আগমন তখনও পর্যন্ত হয়নি। এই বক্তৃতায় আমরা ইতিহাস ও তার ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলির উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করেছি। পরের বক্তৃতায়, আমরা ভাববাদীদের বার্তাগুলি নিয়ে আলোচনা করবো, অর্থাৎ সেই একই সময়কালে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা প্রদান করেছিলেন।

বক্তৃতা ১৯

ভাববাদীগণ

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর ভাববাদীদের তুলেছিলেন তাঁর অবাধ্য লোকেদের উপর বিচার ও পরিত্রাণ ঘোষণা করার জন্য, এবং তাদের দ্বারা তিনি লোকেদেরকে সেই উদ্ধারকর্তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলেছিলেন যিনি আসবেন এবং ঈশ্বরের অন্তিম বাক্য হিসেবে প্রকাশিত হবেন।

পাঠ্য অংশ:

"ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়া, ২এই শেষ কালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়াছেন..."। (ইব্রীয় ১:১-২ক)।

বক্তৃতা ১৯ -এর অনুলিপি

একটি মাইক্রোফোন এমন একটি যন্ত্র যা মানুষের কণ্ঠস্বরকে অনেক মাত্রায় বৃদ্ধি দেওয়ার জন্য ও অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় বক্তার কথাটিকে শ্রোতাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য। মাইক্রোফোন স্বয়ং বার্তা তৈরি করে না; এটি শুধুমাত্র বক্তার কথাগুলিকে শ্রোতাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর তাঁর প্রকৃত ভাববাদীদের ব্যবহার করেছিলেন তাঁর বাক্যকে ও তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর লোকেদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ভাববাদীদের কখনই অনুমতি দেওয়া হয়নি তাদের নিজেদের মনগড়া ধারণাকে উপস্থাপন করতে। ঈশ্বর তাদের উপর এক বোঝা দিয়েছিলেন যা তাদেরকে সীমিত রেখেছিল শুধুমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরের বার্তা ঘোষণা করার জন্য। তারা সেই বার্তাকে সাহসের সাথে, উচ্চ কণ্ঠস্বর সহকারে, এবং স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছিলেন ঈশ্বরের লোকেদের জাতির কাছে। তারা স্বয়ং ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত প্রকাশের বাহন হিসেবে কাজ করেছিলেন। তারা ঈশ্বরের থেকে এই কথা বলার মাধ্যমে এগিয়ে এসেছিলেন, "সদাপ্রভু এই কথা বলেন"।

সুতরাং, কারা ছিলেন এই ভাববাদী? পুরাতন নিয়মে সবচেয়ে মহান ভাববাদী কে ছিলেন? ঈশ্বর-দত্ত তাদের এই দায়িত্ব-পদের মধ্যে কী কী কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল? তাদের বার্তার বিষয়বস্তুর সবচেয়ে প্রধান ও প্রভাবশালী বিষয়গুলি কী ছিল? শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের কী ভূমিকা ছিল? এর আগের বক্তৃতায় মূর্তিপূজা সম্পর্কে আমরা যা কিছু শিখেছি, সেইগুলির বিষয়ে ভাববাণীমূলক ব্যাখ্যা কী ছিল? ভাক্ত ভাববাদী সম্পর্কে শাস্ত্র কী বলে? এবং খ্রীষ্টের সাথে ভাববাদীদের কী সম্পর্ক? নতুন নিয়মে ভাববাণীর বিষয়ে কী বলবেন? এবং, মিথ্যা ও ভাক্ত ভাববাদী ও শিক্ষকদের বিষয়ে এই সতর্কবার্তা কি আজও অব্যাহত রয়েছে? এর আগের বক্তৃতায়, রাজ্য বিভক্ত হওয়া থেকে শুরু করে নির্বাসনে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ইস্রায়েলের ইতিহাসটি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করেছি, কিন্তু সেই সময়কালে ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে কী বলেছিলেন? এই বক্তৃতায়, আমরা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের দায়িত্ব-পদটি বিবেচনা করবো, শেষ বক্তৃতায় যে সময়কালটি নিয়ে আলোচনা করেছি, সেই একই সময়কালে ইস্রায়েল ও যিহূদার কাছে পৌঁছে দেওয়া ঈশ্বরের বাক্যের উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করবো। এর পরের দুটি বক্তৃতায়, নির্বাসনে থাকাকালীন তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ভাববাণীমূলক বার্তাগুলিকে বিবেচনা করবো, এবং বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পর যিহূদার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের বাক্যকে লক্ষ্য করবো।

সুতরাং, প্রথমত, আসুন আমরা ভাববাদীদের দায়িত্ব-পদটি বিবেচনা করি। ভাববাদীরা ছিলেন ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত বক্তা। তারা ঈশ্বরের লোকেদের কাছে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্যের বক্তা হিসেবে কাজ করতেন। কিছু মানুষেরা এই ভুল করে এবং তারা মনে করে যে ভাববাদী ও ভাববাণী হল শুধুমাত্র ভবিষ্যতের বিষয়গুলি বলা সম্পর্কিত, কিন্তু এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। ভাববাদীরা ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করতেন, এবং কখন কখন সেই বাক্য ভবিষ্যতের বিষয়ে কথা বলত, কিন্তু বেশীরভাগ সময়ে তাদের বার্তাগুলি ছিল সেই প্রজন্মের কাছে ঈশ্বরের বার্তা। তারা যখনই মুখ খুলে কিছু বলতে শুরু করতেন, তারা এই বলে শুরু করতেন, "ইহা সদাপ্রভু কহেন"। ভাববাদীরা প্রহরী হিসেবেও কাজ করতেন। তারা মোশির মাধ্যমে দেওয়া

ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে পুনরায় স্মরণ করাতেন ও জোরপূর্বক লোকেদের কাছে নিয়ে আসতেন। তারা ইস্রায়েলকে চুক্তিবদ্ধ প্রতিজ্ঞা ও তাদের দায়িত্বগুলিতে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতেন। ফলস্বরূপ, তাদের প্রধান ও প্রবল বার্তা ছিল মন ফেরানোর বার্তা: পাপ থেকে মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করার জন্য আহ্বান জানাতেন। উদাহরণস্বরূপ, যিরমিয় ১১:৬ পদে আমরা পড়ি, "আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি যিহূদার নগরে নগরে ও যিরূশালেমের সড়কে সড়কে এই সমস্ত কথা প্রচার কর, বল, তোমরা এই নিয়মের কথা শুন, ও সে সকল পালন কর"। ভাববাদীদের লেখার মধ্যে আপনি প্রত্যেকটি বাইবেলীয় চুক্তির উল্লেখ দেখতে পাবেন, এমনকি এদন উদ্যানে দেওয়া কাজের চুক্তি, নোহের সাথে চুক্তি, অব্রাহামের সাথে চুক্তি, মোশির সাথে চুক্তি, দায়ূদের সাথে চুক্তি, এবং নতুন চুক্তির উল্লেখও আপনি দেখতে পাবেন। কিন্তু অবশ্যই, মোশি ও দায়ূদের সাথে করা ঈশ্বরের চুক্তিটি বেশি স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

যেমন আমরা আগের বক্তৃতায় দেখেছি, ভাববাদীদের লেখাগুলি ও তাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল, যা আমরা ভাববাদীদের পুস্তকে, ঐতিহাসিক পুস্তকগুলিতে, গীতসংহিতায় পেয়ে থাকি। ঈশ্বর ভাববাদীদের প্রেরণ করেছিলেন মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ করার জন্য। তাদের এই সূচনামূলক কথাগুলি আপনি বারংবার লক্ষ্য করবেন, "ইহা সদাপ্রভু কহেন"। এই বার্তাগুলি উদ্ধারের ইতিহাসের মধ্যে এবং তাঁর আগের বাক্যগুলিতে, বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের ব্যবস্থায় বদ্ধমূল। অর্থাৎ, আপনাকে অবশ্যই বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তক জানতে হবে, যদি আপনি ভাববাদীদের পুস্তকে সংযোগগুলি বুঝতে চান। পুরাতন নিয়মে মোশি একজন মহান ভাববাদী ছিলেন। তিনিই একমাত্র ঈশ্বরের সাথে সামনা-সামনি হয়ে কথা বলেছিলেন। গণনাপুস্তক ১২:৬-৮ পদে আমরা পড়ি, "তিনি কহিলেন, তোমরা আমার বাক্য শুন; তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ভাববাদী হয়, তবে আমি সদাপ্রভু তাহার নিকটে কোন দর্শন দ্বারা আপনার পরিচয় দিব, স্বপ্নে তাহার সহিত কথা কহিব। আমার দাস মোশি তদ্রূপ নয়, সে আমার সমস্ত বাটীর মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র। তাহার সহিত আমি সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথা কহি, গূঢ় বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে; এবং সে সদাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিবে; অতএব আমার দাসের প্রতিকূলে, মোশির প্রতিকূলে, কথা কহিতে তোমরা কেন ভীত হইলে না?" সিনয় পর্বতে মোশি ব্যবস্থা ও ঈশ্বরের লোকেদের সাথে তাঁর চুক্তি প্রদান করেছিলেন। এই কারণে, এর পরে বাকি সমস্ত ভাববাদীরা মোশির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছেন, সেইগুলিকে ভিত্তিমূল করে গড়ে তুলেছেন।

আপনি নিশ্চয়ই মনে করবেন যে পুরাতন নিয়মের দুজন মহান ভাববাদী, মোশি ও এলিয় খ্রীষ্টের সামনে আবির্ভাব হয়েছিলেন, যার বর্ণনা আমরা সুসমাচারে পড়ি। নতুন নিয়মে আপনি ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের অনেক লেখাগুলির উল্লেখ লক্ষ্য করতে পারবেন। এইগুলিকে একসঙ্গে রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মথি ৫:১৭ পদে খ্রীষ্টের এই কথাগুলি লক্ষ্য করুন, "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি"। পরে, একই সুসমাচারে, ২২:৪০ পদে, যীশু সমস্ত ব্যবস্থাকে সারাংশ করেছেন ঈশ্বরকে প্রেম করা ও প্রতিবেশীকে প্রেম করার দুটি আজ্ঞার মধ্যে, এবং বলেছেন, "এই দুইটী আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদিগ্রন্থও ঝুলিতেছে"। প্রেরিত ১৩:১৫ এবং ২৭ পদে আপনি লক্ষ্য করবেন যে প্রত্যেক বিশ্রামবারে সমাজগৃহে ব্যবস্থা পুস্তক ও ভাববাদীদের পুস্তক পাঠ করা ও ব্যাখ্যা করা তখনও পর্যন্ত একটি অভ্যাস ছিল। নতুন নিয়মের সময়কালে যারা জীবিত ছিলেন, তাদের মনের মধ্যে ভাববাদীরা ও তাদের লেখাগুলি একটি প্রধান স্থান দখল করে ছিল।

আমরা এটাও লক্ষ্য করবো যে সমগ্র পুরাতন নিয়ম জুড়ে ভাক্ত ও মিথ্যা ভাববাদীদের উপস্থিতি বিষয়ে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ১৩ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে যদি কোন ব্যক্তি নিজের চিন্তাভাবনা অথবা কথাকে বলে থাকে, অথবা ঈশ্বরের নাম করে মিথ্যা বার্তা ঘোষণা করে, তবে তাকে মৃত্যুর শাস্তি দেওয়ার আদেশ ছিল। মিথ্যা ভাববাদীরা প্রায়ই লোকেদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাদের বার্তাগুলিকে পরিবর্তন করতো। যিরমিয় ৬:১৪ পদে লেখা আছে, "আর তাহারা আমার জাতির ক্ষত কেবল একটুমাত্র সুস্থ করিয়াছে; যখন শান্তি নাই, তখন শান্তি শান্তি বলিয়াছে"। আরেক কথায়, তারা লোকেদেরকে ঈশ্বরের সত্য বাক্য থেকে সরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যেতো। মীখা ৩:৫ পদে লেখা আছে, "যে ভাববাদিগণ আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত করে, যাহারা দন্ত দিয়া দংশন করে, আর বলিয়া উঠে, 'শান্তি,' কিন্তু তাহাদের মুখে যে ব্যক্তি কিছু না দেয়, তাহার সহিত যুদ্ধ নিরূপণ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভু এই কথা কহেন"।

অবশেষে, এই প্রথম পয়েন্টের অধীনেই, আপনি হয়তো আগের বক্তৃতা থেকে আমার পরামর্শটি স্মরণ করতে পারবেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য যে আপনি যেন প্রত্যেকটি ভাববাণীমূলক পুস্তকগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট শ্রোতাদের সাথে সংযুক্ত করুন, সেটা উত্তরের ইস্রায়েল হোক অথবা দক্ষিণের যিহূদা, অথবা পরজাতীয়দের দেশ হোক, যেমন নহূম আসিরিয়ার রাজধানী নীনবীর উদ্দেশ্যে এবং ওবদিয় ইদোমের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আপনাকে অবশ্যই ভাববাদীদেরকে তাদের সময়কালের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এইগুলি আপনাকে সাহায্য করবে পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে একসঙ্গে যুক্ত করতে। এই বক্তৃতায়, প্রাথমিক ভাবে আমরা লক্ষ্যকেন্দ্রিত করছি, যদিও ব্যপক ভাবে নয়, প্রাথমিক সময়কালের ভাববাদীদের উপর। এর মধ্যে রয়েছে যিশাইয়, হোশেয়, মীখা, আমোষ, এবং তাদের সাথে এলিয়, ইলীশা এবং অন্যান্য ভাববাদীরা।

আমরা ভাববাদীদের দায়িত্ব-পদ নিয়ে আলোচনা করলাম। দ্বিতীয়ত, আসুন, এবারে আমরা ভাববাদীদের বার্তাগুলি

বিবেচনা করবো, এবং এখানেই আমরা ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলি লক্ষ্য করা শুরু করি। প্রথমত, স্বয়ং ঈশ্বরের প্রকাশ সম্পর্কিত বার্তা। এই পাঠ্যক্রমে এখনও পর্যন্ত আমরা যা কিছু শিখেছি, সেই মত, প্রাথমিক ভাবে ভাববাদীরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে তত্ত্ব প্রকাশ করতেন। আপনি এটি তাদের এই পুনরাবৃত্তি করা কথাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করতে পারবেন, "যাতে তারা জানতে পারে যে আমিই সদাপ্রভু"। উদাহরণস্বরূপ, যিহিষ্কেল পুস্তকে এই বাক্যাংশটি ৭০ বারের বেশি বার আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এটাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যখন এলিয় ভাববাদী কর্ম্মিল পর্বতের উপরে বাল দেবতার মিথ্যা ভাববাদীদের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন। ১ রাজাবলি ১৮:৩৭ পদে তিনি বলেছেন, "হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দেও, আমাকে উত্তর দেও; যেন এই লোকেরা জানিতে পারে যে, হে সদাপ্রভু, তুমিই ঈশ্বর, এবং তুমিই ইহাদের হৃদয় ফিরাইয়া আনিয়াছ"। একই বিষয় আপনি বাকি ভাববাদীদের পুস্তক জুড়েও লক্ষ্য করতে পারবেন। যিশাইয় পুস্তকের ৪০:৯ পদের কথাগুলি স্মরণ করুন, যেখানে যিশাইয় ভাববাদী ঘোষণা করেছেন, "দেখ, তোমাদের ঈশ্বর!" এই সম্পূর্ণ অধ্যায়টি সদাপ্রভুর তুলনাহীন মহিমাকে তুলে ধরেছে। ঈশ্বরের লোকেদের যেটা সবচেয়ে বেশি দেখার প্রয়োজন ছিল, তা হল স্বয়ং ঈশ্বরকে, তাঁর চরিত্র, তাঁর মহিমাকে। সমস্ত যুগ ধরে এটাই রয়ে গিয়েছে, যেমন আমরা আমাদের প্রথম বক্তৃতায়ই লক্ষ্য করেছি।

ঈশ্বরের লোকেদেরকে অনুতাপ, বিশ্বাস, ও বাধ্যতার জন্য আহ্বান করা হতো, এবং ঈশ্বরের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি সম্পর্কেও তাদেরকে সাবধান করা হতো। এই বার্তাটি শুধুমাত্র কোন নিরাশার ও হতাশার বার্তা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর তাদের প্রতি করুন দেখাচ্ছিলেন, এবং ঈশ্বরকে অমান্য করার, প্রাণ-বিনাশকারী পাপ থেকে মুখ ফেরানোর জন্য ঈশ্বর তাদেরকে আহ্বান করতেন। বিচারের সতর্কবার্তা দেওয়ার ঈশ্বরের একটি উদ্দেশ্য ছিল লোকেদেরকে পাপ থেকে মন ফেরানো। আপনি যদি রাস্তার ধারে একটি সতর্কবার্তা দেখেন যে সামনে সেতু ভাঙা, আপনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন না। বরং আপনি সেই অনুগ্রহকারী সতর্কবার্তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকবেন। এই ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়টির একটি সঠিক উদাহরণ হলেন যোনা ভাববাদী, যেখানে বিচারের ঘোষণা বাস্তবে অনুগ্রহকারী প্রমাণিত হয়েছিল, এবং লোকেদেরকে বিনাশ হওয়া থেকে ফিরিয়েছিল। ঈশ্বর তাকে প্রেরণ করেছিলেন ইস্রায়েলের সবচেয়ে বড় শত্রু, আসিরিয়ার রাজধানী, নীনবীর বিরুদ্ধে বিচারের বার্তা ঘোষণা করতে।

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে যোনা কেন এই বার্তাটি তার লোকেদের শত্রুদের কাছে ঘোষণা করতে চাননি? তিনি যখন বার্তাটি ঘোষণা করলেন, তখন লোকেরা অনুশোচনা করেছিল। যোনা ৩ অধ্যায়ে নীনবীর অনুশোচনা করার পর ও তাদের উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ নেমে আসার পর, ৪:২ পদে যোনার একটি প্রার্থনা আমরা পড়ি, "হে সদাপ্রভু, বিনতি করি, আমি স্বদেশে থাকিতে কি ইহাই বলি নাই? সেই জন্য ত্বরা করিয়া তর্শীশে পলাইতে গিয়াছিলাম; কেননা আমি জানিতাম, তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনকারী"। বিচারের এই বার্তা করুণা নিয়ে এসেছিলো। এই সমস্ত কিছুর পটভূমি কী? এই কারণে আপনাকে বাইবেলের বিস্তারিত বিষয়গুলি জানতে হবে। ২ রাজাবলি ১৪:২৫ পদটি পড়ুন। যোনার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি আগেই দেখেছিলেন যে কীভাবে ঈশ্বরের বিচারের ঘোষণা ইস্রায়েলকে পাপ থেকে অনুশোচনা করতে সাহায্য করেছিল ও ঈশ্বরের করুণা নিয়ে এসেছিলো। আপনি এখানে যে ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়টি শিখছেন, সেটা তিনি বুঝেছিলেন, তাই তিনি এই ভয় করেছিলেন যে তিনি যদি নীনবীর বিরুদ্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাহলে তারা অনুশোচনা করবে ও ঈশ্বরের করুণা লাভ করবে, এবং তিনি অ্যাসিরিয়াকে ঘৃণা করতেন, তাই তিনি এই বার্তা ঘোষণা করতে চাননি। এই কারণে ঈশ্বর যিহিষ্কেলের মধ্যে দিয়ে ৩৩:১১ পদে বলতে পেরেছেন, "তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার জীবনের দিব্য, দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, [ইহাতেই আমার সন্তোষ]। তোমরা ফির, আপন আপন কুপথ হইতে ফির; কারণ, হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা কেন মরিবে?"

কিন্তু তাদের বার্তার মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু ছিল। এর আগের বক্তৃতায়, আমরা সেই সময়কালের সেই পাপটি লক্ষ্য করেছিলাম যা লোকেরা সবচেয়ে বেশি ঘন-ঘন করতো, যা হল মূর্তিপূজা। এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আমরা আলোচনা করেছি। ভাববাদীদের পুস্তকে, আমরা শিখেছি যে কীভাবে ঈশ্বর সেই পাপটিকে দেখতেন। সেই কারণে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু। ভাববাদীরা স্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন যে মূর্তিপূজা হল একটি আত্মিক ব্যভিচার ও বেশ্যাগামিতা। এটি একটা চুক্তিবদ্ধ পরিভাষা। বিবাহের চিত্রটি, যেমন আপনি জানেন, বিশেষ ভাবে সৃষ্টির সময়েই একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মাঝেই স্থাপন করা হয়েছিল। তারপর সিনয় পর্বতে ১০ আজ্ঞা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঈশ্বর তাঁর মনোনীত লোকেদের থেকে সর্বপ্রথম দাবী করেছিলেন, "আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক"। একই বার্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে প্রধানত ঈশ্বরকে প্রেম করাই হল প্রথম ও সবচেয়ে মহান আজ্ঞা। ঈশ্বর একজন ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর হিসেবে তাঁর লোকেদের সাথে একটি পৃথক সম্পর্ক দাবী করেন। আপনি এটি ২য় আজ্ঞায় লক্ষ্য করতে পারেন। যাত্রাপুস্তক ৩৪:১০ ও ১৪ পদের মত স্থানে আপনি তা লক্ষ্য করতে পারবেন। ঈশ্বরের মনোনীত ও ক্রয় করা ভার্যার প্রতি ঈশ্বরের ঈর্ষান্বিত প্রেম দাবী করে যে তাঁর ভার্যা যেন শুধুমাত্র তাঁকেই তার হৃদয় দেয়, আর অন্য কোন প্রেমিক কে না। যিশাইয় এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে ও সম্পূর্ণ ভাবে গড়ে তুলেছেন, যিশাইয় ৪৩ থেকে ৪৬ অধ্যায়ে লক্ষ্য করুন যে কীভাবে সমগ্র পুস্তক জুড়ে একজন ভার্যার পরিভাষার সাথে যুক্ত করেছে।

যখন ইস্রায়েল ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিল ও পরিত্যাগ করেছিল, তখন সে জঘন্য আত্মিক ব্যভিচারের দোষে দোষী হয়েছিল। এই বিষয়বস্তুটি সমস্ত ভাববাদী পুস্তকগুলি জুড়ে চলতে থাকে, এবং সম্পূর্ণ হোশেয় পুস্তকটি এই সম্পর্কীয়। অথবা

যিরমিয় ভাববাদীকে দেখুন, বিশেষ করে ২ ও ৩ অধ্যায়ে। আপনি যদি যিহিষ্কেলে এই বিষয়ের ভূমিকা পড়তে চান, তাহলে ১৬:৫৭ পদ, এবং ইত্যাদি অংশগুলি পড়ুন। এমনকি পিছিয়ে পড়ার বাইবেলীয় উল্লেখগুলিকে আত্মিক বেশ্যাগামিতার একটি চিত্রের প্রেক্ষাপটে দেওয়া হয়েছে। সদাপ্রভুকে সম্পূর্ণ সত্ত্বা দিয়ে প্রেম করতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হল, ন্যায্য ভাবে যা যিহোবা ঈশ্বরের, তা নিয়ে বিকৃত আত্মিক ব্যভিচারের মাধ্যমে অন্যান্য প্রেমিক, অর্থাৎ দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা। একজন পবিত্র ও ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর যথাযথ ভাবে এই বিষয়টির দ্বারা দুঃখ পান। এটি ব্যাখ্যা করে যে কেনই বা ভাববাদীদেরকে ঈশ্বর এই দৃশ্যমান চিত্রটি প্রদান করেছেন এই বিষয়টিকে ব্যক্ত করার জন্য। আমরা যেন এই প্রকারের ভাষাকে উপেক্ষা করার অথবা নরম করার প্রলোভনে পা না দিই। এটি একটি ঘৃণার্হ বিষয়, কিন্তু এই দোষটি ঈশ্বরের লোকেদের উপর এসেছে, ঈশ্বরের উপর নয়, কারণ ঈশ্বর হলেন একজন ধার্মিক ও বিশ্বস্ত স্বামী।

অবশেষে এই পয়েন্টের অধীনে, ভাববাণীমুলক বার্তাগুলি আগত মসীহের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু প্রকাশ করেছে। আমরা শিখেছি যে ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে পরিত্রাণ আসবে (হবক্কূক ৩:১৩)। ঈশ্বর দায়ূদের বংশ থেকে একটি ধার্মিক শাখা এবং একজন রাজাকে উত্থাপিত করবেন যিনি সফল হবেন (যিরমিয় ২৩:৫)। তাঁর নাম হবে ইম্মানূয়েল (যিশাইয় ৭:১৪), এবং কর্তৃত্বভার তাঁর কাঁধে দেওয়া হবে (যিশাইয় ৯:৬)। তিনি যিশয়ের সেই মূল এবং দায়ূদের পবিত্র অটল অঙ্গীকার আনবেন। খ্রীষ্টের এতগুলি উল্লেখ আছে যে আপনাকে অবশ্যই চোখ খোলা রেখে ও বিস্তারিত ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। যখন আপনি নতুন নিয়ম পড়েন, তখন আপনি সেই সমস্ত শাস্ত্রাংশগুলির উল্লেখ দেখে অবাক হবেন, যেগুলি ভাববাদী পুস্তকগুলির মধ্যে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যেতো না, এবং লক্ষ্য করবেন যে সেই শাস্ত্রাংশগুলি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে উল্লেখ করে। নতুন নিয়মের লেখকেরা তাদের পুরাতন নিয়মের তত্ত্বজ্ঞান ভালো ভাবে জানতেন। তাই আপনাকেও জানতে হবে। পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের উল্লেখগুলির নতুন নিয়মে ব্যবহার সম্পর্কে অধ্যয়ন করে অনেক কিছু শিখতে পারেন।

তৃতীয়ত, এই সমস্ত কিছুকে আমরা নতুন নিয়মের পূর্ণতার সাথে সংযুক্ত করতে পারি। প্রথমত, অবশ্যই আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে স্বয়ং খ্রীষ্টের সাথে এটি কীভাবে সম্পর্কিত। ভাববাদীরা খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করেছিলেন। ১ পিতর ১:১০-১১ পদে লেখা আছে, "সেই পরিত্রাণের বিষয় ভাববাদিগণ সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহের বিষয়ে ভাববাণী বলিতেন। তাঁহারা এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেন, খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্ত্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন"। কিন্তু তারা শুধুমাত্র খ্রীষ্টের দিকেই নির্দেশ করেনি, স্বয়ং খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের অন্তিম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী। এটি আমাদের অনেক আগেই, দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে জানানো হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮ পদে ঈশ্বর মোশিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন"। সরাসরি নতুন নিয়মে চলে যান এবং সেখানে প্রেরিত ৩:২২-২৪ পদে পিতর ঘোষণা করেন যে দ্বিতীয় বিবরণের এই অংশটি খ্রীষ্টেতে পরিপূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছেন, "মোশি ত বলিয়াছিলেন, "প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে; আর এইরূপ হইবে, যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, সে প্রজা লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।" আর শমূয়েল ও তাঁহার পরবর্ত্তী যত ভাববাদী কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে এই কালের কথা বলিয়াছেন"। আরেক কথায়, খ্রীষ্ট হলেন সেই সব কিছুর পূর্ণতা যা ভাববাদীরা উপস্থাপনা করেছিলেন।

আপনি মনে করুন যে এর আগে আমরা পুরাতন নিয়মের তিনটি দায়িত্ব-পদ সম্পর্কে শিখেছিলাম যেগুলি অভিষিক্ত দায়িত্ব-পদ ছিল – ভাববাদী, যাজক, এবং রাজা, এবং এই তিনটি দায়িত্ব -পদ ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি, খ্রীষ্টের দিকে ইঙ্গিত করে। শর্টার ক্যাটেকিসম প্রশ্ন ২৪ বলে, "খ্রীষ্ট কীভাবে একজন ভাববাদীর দায়িত্ব-পদ পূর্ণ করেছিলেন? খ্রীষ্ট একজন ভাববাদীর দায়িত্বটি পূর্ণ করেছিলেন আমাদের কাছে তাঁর বাক্য ও আত্মা দ্বারা পরিত্রাণ সম্পর্কে তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ করার মাধ্যমে"। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মনকে ও ইচ্ছাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। তিনি আমাদের পাপময় দুর্দশা, পরিত্রাণের জন্য তাঁর ব্যবস্থা, এবং একজন বিশ্বাসীর জীবনে কৃতজ্ঞতার ফল প্রকাশ করেন। আরেক কথায়, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই জগতের কাছে ঈশ্বরের অন্তিম বাক্য হিসেবে কাজ করেছেন। ইব্রীয় ১ অধ্যায়ের ১ পদের ও ২ পদের শুরু দিকের কথাগুলি স্মরণ করুন, "ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়া, এই শেষ কালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়াছেন"। নতুন নিয়মে, যীশুকে সত্য (যোহন ১৪:৬), বাক্য অথবা লোগস (যোহন ১:১), সুসমাচারের বার্তাবাহক (লূক ৪), পুরাতন নিয়মের দাতা, ইত্যাদি বলা হয়েছে। স্বর্গেও খ্রীষ্ট একজন ভাববাদী হিসেবে কাজ করে চলেছেন। তিনি তাঁর বাক্য ও পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। যখনই বাইবেল পাঠ করা হয়, প্রচার করা হয় অথবা গান করা হয়, তখনই আমরা খ্রীষ্টের ভাববাণীমূলক পরিচর্যাকে অনুশীলন করে থাকি।

দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে নতুন নিয়মের ভাববাদীগণ ও শাস্ত্রের সাথে তাদের সম্পর্কটিকে বিবেচনা করতে হবে কারণ নতুন নিয়মেও আমরা ভাববাদীদের দায়িত্ব-পদ সম্পর্কে পড়ি। নতুন নিয়মের প্রকাশকে পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল। সুতরাং, অনুপ্রাণিত প্রেরিতদের সাথে, নতুন নিয়মের মণ্ডলীর জন্য তারাও ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করেছিলেন। ইফিষীয় ২:২০ পদ মণ্ডলীর বিষয়ে এই কথাটি বলে, "তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদিগণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে; তাহার

প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু"। বাইবেল পুস্তকগুলির সংকলনের কাজ পূর্ণ হওয়ার পর, নতুন নিয়মের ভাববাদীদের দায়িত্ব-পদ আর অস্তিত্বে থাকে না, এবং তার সাথে ঈশ্বরের থেকে বিশেষ প্রকাশ লাভ করাও বন্ধ হয়। ঈশ্বরের থেকে সমস্ত সরাসরি প্রকাশ এখন তাঁর পূর্ণ, সম্পূর্ণ ভাবে পর্যাপ্ত, ও অনুপ্রাণিত শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ২ পিতর ১:১৯-২১ পদে পিতর বাইবেলের সর্বশ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "আর ভাববাণীর বাক্য দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে রহিয়াছে; তোমরা যে সেই বাণীর প্রতি মনোযোগ করিতেছ, তাহা ভালই করিতেছ; তাহা এমন প্রদীপের তুল্য, যাহা যে পর্য্যন্ত দিনের আরম্ভ না হয় এবং প্রভাতীয় তারা তোমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত অন্ধকারময় স্থানে দীপ্তি দেয়। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন"। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন সেই সবকিছু পবিত্র শাস্ত্রের সুনিশ্চিত বাক্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে বর্তমান দিনেও মিথ্যা শিক্ষক ও ভাববাদীদের কবলে পড়ার বিষয়টি নিয়ে। যদিও ভাববাদীদের দায়িত্ব-পদ এখন আর কার্যকারী নেই, তবুও কিছু মিথ্যা শিক্ষকেরা ও ভানকারী লোকেরা আজও সাম্প্রতিক মণ্ডলীর কাছে বিপদজনক হয়ে উঠেছে ঠিক যেমন ভাবে পুরাতন নিয়মের দিনেও ছিল। মথি ৭:১৫ পদে, পর্বত-দত্ত উপদেশে যীশু এই সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন, "ভাক্ত ভাববাদিগণ হইতে সাবধান"। নতুন নিয়মে এই প্রকারের সতর্কবার্তা প্রচুর দেওয়া রয়েছে, এবং এই কারণেই বিশ্বাসীদেরকে আত্মিক বিচক্ষণতা অনুশীলন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এটি আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। যখনই আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত বার্তা শুনি, সেখানে ভাক্ত ভাববাদীদের উপর তিরস্কারও লক্ষ্য করে থাকি। তাই, ১ যোহন ৪:১ পদে আমরা পড়ি, "প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না; কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী জগতে বাহির হইয়াছে"। একই প্রকারের সতর্কবার্তা ২ পিতর ২:১ পদে পিতর দিয়েছেন, "কিন্তু প্রজাবৃন্দের মধ্যে ভাক্ত ভাববাদিগণও উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই প্রকারে তোমাদের মধ্যেও ভাক্ত গুরুরা উপস্থিত হইবে, তাহারা গোপনে বিনাশজনক দলভেদ উপস্থিত করিবে, যিনি তাহাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, সেই অধিপতিকেও অস্বীকার করিবে, এইরূপে শীঘ্র আপনাদের বিনাশ ঘটাইবে"।

স্বাভাবিক ভাবে ভাক্ত শিক্ষকদের চিহ্নিত করা যায় না। তাদের কথাগুলি শুনতে ভালো লাগে। তাদের কথাগুলি শুনে মনে হবে যে তারা বাইবেলের বিষয়ে বলছে, কিন্তু বাস্তবে তারা শাস্ত্রের শিক্ষাগুলিকে মোচড় দিয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরে যা দেখতে ও শুনতে ভালো মনে হয়, আমরা সেটির দ্বারা যেন প্রতারিত না হই। যখন কোন ব্যক্তি এসে নতুন বিষয় প্রকাশ করার দাবী করে থাকে, জানবেন যে সেই ব্যক্তি কোন পুরাতন ভ্রান্ত বিষয় সঙ্গে করে এনেছে। সময় দ্বারা পরিক্ষিত বাইবেলের সত্যগুলি যা ঐতিহাসিক ধর্মবিশ্বাস ও রিফরমড্ স্বীকারোক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, এই পুরাতন ভ্রান্ত শিক্ষাগুলিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। আমরা সত্যকে দৃঢ় ভাবে ধরে থাকি। গালাতীয় ১:৮-৯ পদে লেখা আছে, "কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে —আমরাই করি, কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক—তবে সে শাপগ্রস্ত হউক। আমরা পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপ আমি এখন আবার বলিতেছি, তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেহ তোমাদের নিকটে প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক"। এই কারণে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বাইবেল অধ্যয়ন করা প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়।

আমাদেরকে জানতে হবে যে ঈশ্বর কী বলেন ও কেন তা বলেন। সমস্ত শিক্ষাগুলিকে ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে পরীক্ষা করা উচিৎ। ১ থিষলনীকীয় ৫:২১ পদে লেখা আছে, "সর্ব্ববিষয়ের পরীক্ষা কর; যাহা ভাল, তাহা ধরিয়া রাখ"। প্রেরিত ১৭:১১ পদে বিরয়ার লোকেরা একটি খুব ভালো উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, "থিষলনীকীর যিহূদীদের অপেক্ষা ইহারা ভদ্র ছিল; কেননা ইহারা সম্পূর্ণ আগ্রহপূর্ব্বক বাক্য গ্রহণ করিল, আর এ সকল বাস্তবিকই এইরূপ কি না, তাহা জানিবার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল"। প্রকাশিত বাক্য ২:২ পদে স্বয়ং খ্রীষ্ট ইফিষীয় মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে এই প্রশংসা করেছিলেন, "আমি জানি তোমার কার্য্য সকল এবং তোমার পরিশ্রম ও ধৈর্য্য; আর আমি জানি যে, তুমি দুষ্টদিগকে সহ্য করিতে পার না, এবং আপনাদিগকে প্রেরিত বলিলেও যাহারা প্রেরিত নয়, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছ ও মিথ্যাবাদী নিশ্চয় করিয়াছ"। এই পাঠ্যক্রমটির উদ্দেশ্য হল বাইবেল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রস্তুত করা, যাতে আপনি, প্রেরিত পৌলের কথা অনুযায়ী (২ তীমথিয় ২:১৫) নিজেকে, "ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে"। কিন্তু আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

নতুন নিয়মে আত্মিক ব্যভিচারের বিষয়টিকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমাদের পাঠ্যক্রমের এই পর্যায়ে আমরা আশা করতেই পারি যে যীশুও মথি ১২:৩৯ পদে "এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকদের" উল্লেখ করেন। মণ্ডলীকে খ্রীষ্টের ভার্যা হিসেবে পবিত্র ও জগত থেকে, মূর্তিপূজা থেকে পৃথক রাখার বিষয়ে পৌল একাধিকবার শিক্ষা দিয়েছেন। ২ করিন্থীয় ১১:২ পদে করিন্থীয়ের মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, "কারণ ঈশ্বরীয় অন্তর্জ্বালায় তোমাদের জন্য আমার অন্তর্জ্বালা হইতেছে, কেননা আমি তোমাদিগকে সতী কন্যা বলিয়া একই বর খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য বাগ্দান করিয়াছি"। একই ভাষা যাকোব ব্যবহার করেছেন যাকোব ৪:৪-৫ পদে, "হে ব্যভিচারিণীগণ, তোমরা কি জান না যে, জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা? সুতরাং যে কেহ জগতের মিত্র হইতে বাসনা করে, সে আপনাকে ঈশ্বরের শত্রু করিয়া তুলে। অথবা তোমরা কি মনে কর যে, শাস্ত্রের বচন ফলহীন? যে আত্মা তিনি আমাদের অন্তরে বাস করাইয়াছেন, সেই আত্মা কি মাৎসর্য্যের নিমিত্ত স্নেহ করেন?"

এটি একটি চুক্তিবদ্ধ ভাষা। আপনি যদি সাম্প্রতিক মণ্ডলীর জন্য এর অর্থটি বুঝতে চান ও স্বীকৃতি দিতে চান, তাহলে নতুন নিয়মের এই পরিভাষাটির বৃহৎ পুরাতন নিয়মের পৃষ্ঠভূমিটি আপনার জন্য জানা অত্যন্ত অপরিহার্য। বর্তমান সময়েও মূর্তিপূজার বিপদ অব্যাহত রয়েছে, এবং মূর্তিপূজা সম্পর্কে ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণও আজও একই রয়েছে। নতুন নিয়মে অনেক কিছু লেখা আছে, নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে আত্মিক ব্যভিচারের বিষয়ে সাবধান করেছে।

সারাংশ এই, ঈশ্বর নীরব থাকেন না। এমনকি তাঁর লোকেদের দ্বারা করা ভয়ানক পাপের মুখেও তিনি তাঁর অনুপ্রাণিত ভাববাদীদের দ্বারা কথা বলতে থাকেন। ঈশ্বরের বাক্য সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রতিফলিত হতে থাকে, তাঁর লোকেদেরকে তাঁর দিকে ফেরার জন্য আহ্বান করে। ভাববাদীদের থেকে সেই একই শিক্ষা আমরা লাভ করি যা মথি ৪:৪ পদে যীশু শিখিয়েছিলেন, "কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে, "মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে"। এর পরের বক্তৃতায়, নির্বাসনে থাকাকালীন যে ভাববাণীমুলক বার্তা প্রচার করা হয়েছিল, সেইগুলি বিবেচনা করবো।

বক্তৃতা ২০

নির্বাসন

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলি অনেক সৌভাগ্য নিয়ে আসে, কিন্তু তার সাথে-সাথে অনেক বাধ্যবাধকতাও আনে। ঈশ্বরের লোকেরা শিখেছিল যে তাঁর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁর চুক্তি ভঙ্গ করার পরিণতি হিসেবে তাদের উপর করুণাবিষ্ট হয়ে শাস্তি নিয়ে এসেছিলেন ঈশ্বর, যেন তিনি তাদেরকে তাঁর পথে প্রশিক্ষিত করাতে পারেন ও তাঁর দিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

পাঠ্য অংশ:

"প্রিয়তমেরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী বলিয়া মাংসিক অভিলাষ সকল হইতে নিবৃত্ত হও, সেগুলি আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর পরজাতীয়দের মধ্যে আপন আপন আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রাখ; তাহা হইলে তাহারা যে বিষয়ে দুষ্কর্ম্মকারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে, স্বচক্ষে তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিলে সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধানের দিনে ঈশ্বরের গৌরব করিবে"। (১ পিতর ২:১১-১২)।

বক্তৃতা ২০ -এর অনুলিপি

প্রাচীন পৃথিবীতে সংবাদপত্র ছিল না, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য কল্পনা করুন যে তাদের কাছে তা ছিল। আপনি যদি সিরিয়া, বাবিল, পারস্য দেশেতে বসে, এমনকি নতুন নিয়মের সময়ে গ্রীক ও রোমীয়দের বিষয়ে যদি সংবাদপত্রে বড়-বড় করে লেখা শিরোনামগুলি পড়েন, তাহলে আপনার মতে তারা সেখানে কী লিখত? আমি কল্পনা করি যে তারা হয়তো রাজপ্রাসাদ থেকে রাজাদের সম্বন্ধে, হয়তো সেই সময়ের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করতো। তারা হয়তো বিদেশীদের দেশে যুদ্ধ ও লড়াইগুলির বিষয়ে আলোচনা করতো, বিশেষ করে তাদের রাজ্যের সীমানার সম্প্রসারণের কথা, এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা আপনি সেখানে লক্ষ্য করতে পারতেন, কিন্তু আপনি হয়তো যিহূদা ও ইস্রায়েলের সম্বন্ধে হয়তো কোন সংবাদই পেতেন না, অথবা কোন না কোন সময়ে এদিক-ওদিক খবর দেখতে পেতেন। কিন্তু আপনি যখন বাইবেল খোলেন, আপনি আশ্চর্যকর আলাদা কিছু আবিষ্কার করবেন। কারণ এখানে আপনি ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস পড়ছেন। আপনি শেখেন যে এই সমস্ত দেশগুলি ও তাদের মহানতার কাহিনীগুলি আনুসাঙ্গিক কাহিনী মাত্র। আসল কাহিনী হল ঈশ্বরের লোকেদের বিষয়ে। অন্যান্য দেশ ও জাতিগুলি ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনাকে তুলে ধরার ইচ্ছাকে শুধুমাত্র সাহায্য করে যায়। এই সমস্ত কিছু ঈশ্বর একটি উদ্দেশ্যের জন্যই নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু আপনি সেটা কখনই সংবাদপত্র থেকে শিখতে পারতেন না। আপনি হয়তো মনে করতেন যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বাবিল এবং পরবর্তী সময়ে রোমকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। বাইবেল আমাদেরকে ইতিহাস দেখতে শেখায়, এবং কোন কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ এটি যে বর্তমানে ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর সাথে কী করছেন।

পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের এই অংশে, আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর আসিরিয় ও বাবিলের মতো মহান ও শক্তিশালী দেশকে উত্থাপিত করেন তাঁর নিজের লোকেদের সাথে তাঁর নিজের উদ্দেশ্যকে পরিণাম দেওয়ার জন্য। ঈশ্বর কখন তাঁর লোকেদেরকে নির্বাসনে পাঠানোর সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন? তাদের প্রিয় দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে ঈশ্বর কী বলেছিলেন? নির্বাসনে বিলম্বিত হওয়া কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল আত্মিক পুনরুদ্ধার ও রিফরমেশন দ্বারা? এই রিফরমেশনগুলির পরিণতি হিসেবে কী ঘটেছিল? যারা নির্বাসনে ছিল, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কী কী আত্মিক শিক্ষা আমরা শিখতে পারি, এবং এটি কি তাদের কাছে কোন প্রকারের প্রত্যাশা দিয়েছিল? কীভাবে বন্দীদশায় কয়েকজন বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-ভয়কারি ইহুদীদের উদাহরণ সাম্প্রতিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতাগুলির সাথে সম্পর্কস্থাপন করে? এই বক্তৃতায়, আমরা নির্বাসনে যাওয়া এবং নির্বাসনের সময়কালটি বিবেচনা করবো। এর বহু বছর আগে, মিশরে বন্দী থাকার গুরুত্বের তুলনায় এটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এর পরের বক্তৃতায়, নির্বাসন থেকে ফিরে আসার সময়কালটি বিবেচনা করবো, যেটাকে, আপনি যদি চান, দ্বিতীয় যাত্রা বলতে পারেন।

সুতরাং প্রথমত, আসুন আমরা কিছুটা ইতিহাস নিরীক্ষণ করি। শুরু থেকেই, ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে অনুতপ্তহীন পাপে অনবরত বসবাস করার পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:২০ পদে মোশি বলেছেন, "কেননা আমি যে দেশ দিতে তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছি, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে তাহাদিগকে লইয়া গেলে পর যখন তাহারা ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইবে, তখন অন্য দেবগণের কাছে ফিরিবে, এবং তাহাদের সেবা করিবে, আমাকে অবজ্ঞা করিবে, ও আমার নিয়ম ভঙ্গ করিবে"। তিনি তাদের বলেছিলেন যে তারা যদি ঈশ্বর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে তাদেরকে সেই দেশে থাকাকালীন সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে ও অন্যান্য জাতিগণের মধ্যে তাদেরকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া হবে। তাই, উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি পিছনে গিয়ে লেবীয়পুস্তক ২৬:২৭-৩৩ পড়েন, অথবা দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ অধ্যায়ের ৬৪-৬৭ পদগুলি বিবেচনা করেন, আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই ব্যবস্থা পুস্তকগুলিতে ঈশ্বর চুক্তি ভাঙ্গার পরিণতি হিসেবে এই অভিশাপগুলি উল্লেখ করেছিলেন। একটু পর, যিহোশূয় ২৪:১৯ পদে আমরা পড়ি, "যিহোশূয় লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা সদাপ্রভুর সেবা করিতে পার না; কেননা তিনি পবিত্র ঈশ্বর"।

এখন, নির্বাসনের এই সম্পূর্ণ বিষয়টি সর্বপ্রথম উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্যকে দিয়ে শুরু হয়েছিল, যারা আরও দ্রুত ও সম্পূর্ণ ভাবে মন্দের দিকে ফিরেছিল। প্রায় ২০০ বছর ধরে ইস্রায়েল যিহূদার থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে অস্তিত্বে ছিল, কিন্তু ঈশ্বর ভাববাদীদের মধ্যে দিয়ে একের পর এক সতর্কবার্তা তাদের দিয়েছিলেন; এবং অবশেষে ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বে উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্য আসিরিয়দের দ্বারা পরাস্ত ও বন্দী হয়েছিল। উত্তরের দশটি গোষ্ঠীকে বিদেশী ভূমিতে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের যিহূদা রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন ও তাদের উত্তরের ভ্রাতার থেকে শিক্ষা লাভ করতে বলেছিলেন, কিন্তু যিহূদাও ইস্রায়েলের পাপগুলি অনুকরণ করেছিল ও একই প্রকারের পরিণতি ভোগ করেছিল। ইস্রায়েলের পতনের পর দক্ষিণের যিহূদা রাজ্য ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু অনেক আগে থেকেই বাবিলের লোকেরা অনুপ্রবেশ করা শুরু করে দিয়েছিল এবং অবশেষে ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বে যিরূশালেম তাদের দখলে চলে এসেছিলো। ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তারা ৭০ বছর বাবিলে বন্দীদশায় কাটাবে। ঠিক যেমন ভাবে যিহূদা ইস্রায়েলের থেকে শিখতে ব্যর্থ হয়েছিল, বর্তমানেও মণ্ডলী তাদের দুজনের থেকেই শিক্ষা লাভ করতে ব্যর্থ হতে পারে।

এই বিচারের কারণ বিস্তারিত ভাবে ভাববাদীদের পুস্তকগুলি জুড়ে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, তারা মূর্তিপূজার পাপ ও পরজাতীয়দের অনুকরণ করার পাপ কাজ করেছিল, যা ২ রাজাবলি ১৭:১৫ পদে সারাংশ করা হয়েছে, "আর তাঁহার", অর্থাৎ ঈশ্বরের, "বিধি সকল ও তাহাদের পিতৃপুরুষদের সহিত কৃত তাঁহার নিয়ম, ও তাহাদের কাছে প্রদত্ত তাঁহার সাক্ষ্য সকল অগ্রাহ্য করিয়াছিল; আর অসার বস্তুর অনুগামী হইয়া আপনারাও অসার হইয়াছিল; এবং সদাপ্রভু যাহাদের মত কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই চতুর্দ্দিক্স্থ জাতিগণের অনুগামী হইয়াছিল"। কিন্তু ঈশ্বর যিহূদার জন্য বাইবেলীয় রেফরমেশন ও আত্মিক পুনরুদ্ধারের মধ্যে দিয়ে নির্বাসনে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন, যা হিষ্কীয় ও যোশিয় রাজার রাজত্বকালে ঘটেছিল।

২ রাজাবলি ১৮:৩ পদে হিষ্কীয় রাজার সম্বন্ধে ঈশ্বরের এই বিবরণটি পড়ুন, "হিষ্কিয় আপন পিতৃপুরুষ দায়ূদের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহাই করিতেন"। ইস্রায়েল অথবা যিহূদার ইতিহাসে আর কোন রাজা এতটা সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেনি যতটা রাজা হিষ্কিয় পেয়েছিলেন। যদিও তিনি পাপ করেছিলেন ও সিদ্ধ ছিলেন না, তবুও তার সমগ্র জীবন জুড়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি রাখার একটি সাক্ষ্য রয়েছে। যোশিয় রাজার অধীনে যে পুনরুদ্ধার এসেছিলো সেটা সবচেয়ে বেশি ব্যাপক বলে মনে হয়েছে। যদিও তিনি অত্যন্ত যুবক ছিলেন, তবুও তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন, এবং তিনি তা উদ্যম সহকারে অনুধাবন করেছিলেন যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছিল ও তাঁর নামের মহিমা করেছিল। যদিও এই রিফরমেশনগুলি নির্বাসনে যাওয়ার গতিকে কমিয়েছিল, তবুও সম্পূর্ণ ভাবে টলাতে পারেনি। বাইবেল আমাদের শেখায় যে আমরা যা কিছু বপন করি, তাই কাটি। দেশের জঘন্য পাপ তবুও ঈশ্বরের দ্বারা বিচারিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল, এবং লোকেরা তবুও তাদের চারিপাশের ঈশ্বরবিহীন জাতিগুলির দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হতে থেকেছিল। যিহূদার বন্দীদশা অবশ্যই আসবে। প্রতিশ্রুত দেশ ৭০ বছরের জন্য একটি বিশ্রামকাল অনুভব করবে, যখন সেই পাপী রাজ্য বন্দীদশায় কষ্টভোগ করতে থাকবে।

কিন্তু পুরাতন নিয়মের এই সময়কালের ইতিহাস থেকে ঈশ্বর কী ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চলেছেন? আরও একবার আমরা দেখি যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা বজায় রাখেন, উভয় চুক্তির আশীর্বাদ ও অভিশাপের ক্ষেত্রে। এই ইতিহাসটি বদ্ধমূল রয়েছে বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের মধ্যে। দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ অধ্যায়ে ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন তা ইস্রায়েল ও যিহূদার অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসের কারণে তাদের উপর এসে পড়েছিল, এবং আজও ঈশ্বর অপরিবর্তিত। রোমীয় ৩ অধ্যায়ের শুরুতে, পুরাতন নিয়মের অধীনে ইস্রায়েলের কাছে সমস্ত সুখ-সুবিধাগুলিকে স্মরণ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু নতুন নিয়ম আমাদের শেখায় পুরাতন নিয়মের ইতিহাসগুলি থেকে শিক্ষালাভ করতে। উদাহরণস্বরূপ, ১ করিন্থীয় ১০:১১-১২ পদে লেখা আছে, "এই সকল তাহাদের প্রতি", অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদের প্রতি, "দৃষ্টান্তস্বরূপে ঘটিয়াছিল, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য লিখিত হইল; আমাদের, যাহাদের উপরে যুগকলাপের অন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব যে মনে করে, আমি দাঁড়াইয়া আছি, সে সাবধান হউক, পাছে পড়িয়া যায়"। সম্পূর্ণ ইব্রীয় পুস্তকটি, উদাহরণস্বরূপ ৩ ও ৪ অধ্যায় দুটি বিবেচনা করুন, বর্তমানের অবিশ্বাস ও ভয়ানক পরিণতি ভোগ করার বিপদ সম্পর্কে সতর্কবার্তার উপর পুনরায় জোর দিয়েছে, তাই

আমরা যেন এই কথাগুলির প্রতি কর্ণপাত করি এবং আমাদের হৃদয়কে যেন শক্ত না করি। নির্বাসনে থাকাকালীন ভাববাদীদের থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলি আজও ততটাই প্রাসঙ্গিক যতটা সেই সময়ে ছিল।

আমাদের এটাও লক্ষ্য করা উচিৎ যে ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমতায় কীভাবে অন্যান্য জাতিগণকে ব্যবহার করেছেন। তিনি এমনকি ঈশ্বরের লোকেদের শত্রুকেও ব্যবহার করেন তাঁর লোকেদের প্রতি, তাঁর উত্তম উদ্দেশ্যকে পরিণতি দেওয়ার জন্য। গীতসংহিতা ৭৬:১০ পদে আমরা এই কথাগুলি গাই, "অবশ্য, মনুষ্যের ক্রোধ তোমার স্তব করিবে; তুমি ক্রোধের অবশেষ দ্বারা কটিবন্ধন করিবে"। ঈশ্বর আসিরিয়দের ব্যবহার করেছিলেন ইস্রায়েলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, কিন্তু তবুও আসিরিয়রা তাদের দুষ্ট কাজের জন্য দোষী ছিল। তাই ঈশ্বর বাবিলকে তুললেন আসিরিয়কে তাদের কাজের জন্য পরাস্ত করতে, এবং একই সাথে তিনি বাবিলকে ব্যবহার করলেন যিহূদাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। পরবর্তী সময়ে, যিহূদার প্রতি বাবিল যা কিছু অন্যায়-অত্যাচার করেছে, সেটির শাস্তি স্বরূপ ঈশ্বর মিদীয় ও পারস্য রাজ্যকে ব্যবহার করবেন বাবিলকে ধ্বংস করার জন্য।

এরকম আমরা অনেক উদাহরণ দিয়ে যেতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের সার্বভৌমতা এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম বিষয়ের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে। চিন্তাভাবনা করুন যে এখন আমি যা কিছু বলেছি,সেইগুলি কীভাবে নতুন নিয়মে ক্রুশের মধ্যে দিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। খ্রীষ্টের শত্রুরা অবশ্যই দোষী ঈশ্বরের নির্দোষ পুত্রকে ক্রুশারোপিত করার মতো জঘন্য কাজ করার জন্য। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর লোকেদের পরিত্রাণের জন্য এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে পূর্বে নিরূপিত করে রেখেছিলেন। প্রেরিত ২ অধ্যায়ে পঞ্চাশত্তমির দিনে যিরূশালেমে উপস্থিত ইহুদীদেরকে পিতর এই কথাটি বলেন (পদ ২৩), "সেই ব্যক্তি", অর্থাৎ খ্রীষ্ট, "ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হইলে", এখানে ঈশ্বরের সার্বভৌমতা লক্ষ্য করতে পারি, "তোমরা তাঁহাকে অধর্ম্মীদের হস্ত দ্বারা ক্রুশে দিয়া বধ করিয়াছিলে"। এখানে ইহুদীদের দোষ লক্ষ্য করতে পারি। একই বিষয় আপনি প্রেরিত ৪:২৭-২৮ পদে দেখতে পান, "কেননা সত্যই তোমার পবিত্র দাস যীশু, যাঁহাকে তুমি অভিষিক্ত করিয়াছ, তাঁহার বিরুদ্ধে হেরোদ ও পন্তীয় পীলাত জাতিগণের ও ইস্রায়েল-লোকদের সঙ্গে এই নগরে একত্র হইয়াছিল, যেন তোমার হস্ত ও তোমার মন্ত্রণা দ্বারা পূর্ব্বাবধি যে সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করে"। এই দুষ্ট লোকেরা কি তাদের মন্দ কাজের জন্য দায়ী ছিল? অবশ্যই। কিন্তু ঈশ্বর কি সার্বভৌম ভাবে এই সমস্ত কিছু নির্ধারিত করেছিলেন তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য? অবশ্যই হ্যাঁ। ঈশ্বর বাকি সমস্ত দেশগুলিকে তাঁর সার্বভৌমতায় ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু বন্দীদশায় থাকাকালীন ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেক কিছু বিষয় এটিকে দর্শাতে পারে, কিন্তু উদাহরণস্বরূপ, দানিয়েল ২ অধ্যায়ে এবং ৭ অধ্যায়ে, একটি স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর রাজা নবূখদনিৎসরকে একটি বিশাল মূর্তির মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে বিদেশী দেশগুলি ক্ষমতায় আসবে। সেই মূর্তিটি বাবিল, মিদীয়, এবং পারস্য, গ্রীক, এবং অবশেষে মূর্তির পায়ের অংশটি, রোমীয় সাম্রাজ্যকে চিহ্নিত করেছিল। দানিয়েল ২:৪৪ পদে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে রোমীয় সাম্রাজ্যের সময়ে, "স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে"। এটি নতুন নিয়মের সময়ে খ্রীষ্টের অজেয় সাম্রাজ্যের স্থাপিত হওয়াকে চিহ্নিত করেছিল যখন রোমীয় সাম্রাজ্য ক্ষমতায় ছিল।

দানিয়েল পুস্তকের পরবর্তী স্থানে, আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের সম্বন্ধে আরও তথ্য জানতে পারি। কিন্তু বন্দীদশায় থাকাকালীন, উপরে দেওয়া উদাহরণের মতো আমাদের কাছে অনেক উদাহরণ রয়েছে যা ভবিষ্যতে মণ্ডলী ও তারও ঊর্ধ্বে ঘটবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে "রাজ্য" নামক বক্তৃতায় আপনি যা কিছু শিখেছেন সেইগুলি স্মরণে রাখবেন। কনান দেশ, প্রতিশ্রুত দেশের সম্বন্ধে যে ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলি আমরা শিখেছিলাম সেইগুলি আপনার কি স্মরণে আছে? এই ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলি সরাসরি নির্বাসনে থাকাকালীন ঘটনাগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রকাশ করে। আপনার হয়তো স্মরণে আছে, এই দেশটি ঈশ্বরের উপস্থিতিকে চিহ্নিত করে, ঈশ্বরের লোকেদের মাঝে তাঁর বাস। যদিও তাদের ব্যপক পরিমাণে অবিশ্বাস ও ঈশ্বর বিরোধিতা তাদেরকে ঈশ্বরের কৃপাময় উপস্থিতি থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। বন্দীদশায় থাকাকালীন এমনটিই ঘটেছিল: তাদের নিজেদের দেশ থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও যিরূশালেম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ইস্রায়েলকে প্রতিশ্রুত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। নতুন নিয়মে এই আত্মিক বাস্তবতার সমান্তরাল দেখতে পাওয়া যায় মণ্ডলীর অনুশাসনের মধ্যে, অর্থাৎ, যেখানে একজন অনুতপ্তহীন ও বিদ্রোহী ব্যক্তিকে স্থানীয় মণ্ডলী, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বিতাড়িত করা হয়, এবং তারা সেই সুযোগ-সুবিধার স্থানগুলি হারায়। এটি আমাদেরকে নির্বাসনে থাকাকালীন ভাববাণীমূলক সময়কালের এবং নতুন নিয়মের মধ্যে একটি সংযোগ স্থানে নিয়ে আসে।

প্রথমত, হিষ্কিয় ও যোশিয় রাজার অধীনে পুরাতন নিয়মের রিফরমেশন সকল যুগের মণ্ডলীর জন্য দৃঢ়তার সাথে ধরে থাকার একটি প্যাটার্ন প্রদান করে। যখন মণ্ডলী অবিশ্বাসী জগতের পথ অবলম্বন করতে শুরু করে ও ঈশ্বরের নির্ধারিত আরাধনার ধরণটিকে বিকৃত করে তোলে, তখন তাদেরকেও প্রভুর কাছে ফিরে আসার একই পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে। আপনি যদি মণ্ডলীর ইতিহাস সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন, উদাহরণস্বরূপ, আপনি লক্ষ্য করবেন পুরাতন নিয়মের পুনরুদ্ধারের ঘটনাগুলির সাথে ১৬ তম শতাব্দীর প্রোটেস্টান্ট রিফরমেশন এবং ১৭ তম শতাব্দীর দ্বিতীয় রিফরমেশনের অনেকটা মিল রয়েছে। যখনই মানুষেরা ঈশ্বরকে ত্যাগ করেছে, এবং ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলে ত্যাগ করেছে ও নিজেদেরকে ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছে ও তাদের মন্দ হৃদয়ের বাসনার ও কল্পনার পথ অনুসরণ করেছে, তার পরেই সেই সকল পাপ কাজ তাদের মাঝে

এসেছে যা মানুষেরা একে অপরের বিরুদ্ধে করে থাকে। আরেক কথায়, ব্যবস্থার ফলকের প্রথম চারটি আজ্ঞার লঙ্ঘন পরবর্তী ৬টি আজ্ঞার লঙ্ঘনের দিকে পরিচালনা করেছে।

নতুন নিয়মে রোমীয় ১ অধ্যায়ের মতো স্থানে এটি উল্লেখ করা হয়েছে: একটি স্বাভাবিক যোগসূত্র, প্রথম চারটি আজ্ঞা পরিত্যাগ করা সেই সকল জঘন্য পাপগুলির দিকে মানবজাতিকে পরিচালনা করেছে যা পরবর্তী ৬টি আজ্ঞাতে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যত বেশি দূরে সরেছে তত বেশি তারা তাদের পথে মন্দ ও বিকৃত হয়ে উঠেছে, যেমন আমরা বিচারকর্তৃগণের সময়কালে লক্ষ্য করেছি, পরিণামে অকল্পনীয় যৌন বিকৃতি ও হত্যা ও ইত্যাদি বিষয়গুলি যুক্ত হয়েছে, সদোম ও ঘোমরার মতো। কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথ সর্বদা ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করার মাধ্যমে শুরু হয়। গীতসংহিতা ৫১ অধ্যায়ে দায়ূদের অনুশোচনামূলক কথাগুলি কি স্মরণে আছে, "তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি"। ঈশ্বর সর্বদা অগ্রগণ্য। তাই, যখন আমরা ঈশ্বরকে ঈশ্বর হিসেবে দেখি, তখনই আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের, ও তাঁর পবিত্র আরাধনার অধীনে নিজেদের সমর্পণ করি, যা আমাদেরকে অন্যান্য লোকেদের সাথে পবিত্র সম্পর্ক অনুশীলন করার ক্ষেত্রে পরিচালনা করে। আমরা লক্ষ্য করি যে রিফরমেশন যেন অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের দিকে ফেরা দিয়ে শুরু হয়। যোশিয় রাজার অধীনে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ঈশ্বরের ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার। প্রথমে এটি রাজার কাছে পড়ে শোনানো হয়েছে তারপর বাকি সমস্ত লোকেদের কাছে। ঈশ্বর আরও একবার তাঁর লোকেদের সাথে কথা বলছিলেন ও তারা শুনছিল।

এই উদ্ঘাটন পাপের বিষয়ে দংশন, নম্রতা, এবং মন পরিবর্তনের ফল উৎপন্ন করে। তারা তাদের পাপ স্বীকার করেছিল ও জাগতিক প্রভাব ও মূর্তিপূজা থেকে পলায়ন করেছিল। সকল প্রকারের মূর্তিপূজা তাদের মধ্যে থেকে দূর করাকে ও ঈশ্বরের আরাধনা করার নির্ধারিত পদ্ধতি পুনরুদ্ধার করাকে তারা প্রাধান্য দিয়েছিল। প্রোটেস্টান্ট রিফরমেশনের ক্ষেত্রেও একই বিষয় ঘটেছিল: ঈশ্বরের বাক্যকে মণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, এবং এর ফলে ঈশ্বরের আরাধনার পুনরুদ্ধারকে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। জন ক্যালভিন এই কথাগুলি লিখেছিলেন: "যদি নিরীক্ষণ করা হয় তাহলে প্রধানত কোন বিষয়গুলি দ্বারা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস আমাদের মাঝে অস্তিত্বকে ও সত্যকে বজায় রাখতে পারে, তাহলে এইরূপ পাওয়া যাবে যে এই দুটি বিষয় শুধুমাত্র প্রধান স্থান দখল করে না, বরং বাকি সমস্ত বিষয়গুলিকে এবং খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের পূর্ণ সার এই দুটি বিষয়ের অধীনে ফেলতে হবে: প্রথমত এই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান যে ঈশ্বরকে কীভাবে আরাধনা করা হয়, এবং দ্বিতীয়ত, সেই উৎস যেখান থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হবে"। পুরাতন নিয়মের এই রিফরমেশনগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বাইবেল ভিত্তিক ঈশ্বরের আরাধনায়, যার ফলস্বরূপ, সাধারণ ভাবে তারা একটি ধার্মিক জীবনযাপনে ফিরেছিল। যখন ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য স্থান দেওয়া হয়, এবং তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্যকে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তখন সেটা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি ঐশ্বরিক জীবনযাপনের ফল উৎপাদন করবে।

দ্বিতীয়ত, আমরা যেন আমাদের প্রতি প্রদত্ত করুণাগুলিকে পরিত্যাগ না করি। যখন ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করে, তখন ঈশ্বরের অনুযোগ ও তিরস্কার তাঁর পথে ও তাঁর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে। সুতরাং, অনুশাসন হল একটি করুণা ও ঈশ্বরের ভালোবাসার চিহ্ন। ইব্রীয় ১২:৫-১১ পদগুলি এই বিষয়টির উপর জোর দেয়। এই পদগুলির কিছুটা অংশ এইরূপ বলে, "আর তোমরা সেই আশ্বাসবাক্য ভুলিয়া গিয়াছ, যাহা পুত্র বলিয়া তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, "হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না, তাঁহার দ্বারা অনুযুক্ত হইলে ক্লান্ত হইও না। কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাসন করেন, যে কোন পুত্রকে গ্রহণ করেন, তাহাকেই প্রহার করেন।" শাসনের জন্যই তোমরা সহ্য করিতেছ; যেমন পুত্রদের প্রতি, তেমনি ঈশ্বর তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন; কেননা পিতা যাহাকে শাসন না করেন, এমন পুত্র কোথায়?" তার একটু পরে এইরূপ লেখা আছে, "কোন শাসনই আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দ্বারা যাহাদের অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাহা পরে তাহাদিগকে ধার্ম্মিকতার শান্তিযুক্ত ফল প্রদান করে"। যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে এসে চেতনার যন্ত্রণা অনুভব করবেন, তখন সেটিকে ঈশ্বরের প্রেমের একটি চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করুন। ঈশ্বর তাঁর দূরদর্শিতায় তাঁর সন্তানদের শাসন করেন, তাঁর বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করার মাধ্যমে, এবং মণ্ডলীর অনুশাসনের মাধ্যমে। ঈশ্বর যাদের প্রেম করেন তিনি তাদেরকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে দেবেন না। যদিও এই শাসনের সাথে আসে যন্ত্রণা, তবুও ঈশ্বর এই শাসন ও শাস্তিকে পরিকল্পিত করেছেন সুন্দর আত্মিক ফল উৎপাদন করার জন্য।

আরও একটি যোগসূত্র আমাদের এখানে তৈরি করা উচিৎ: বন্দীদশায় থাকাকালীন কয়েকজন ঈশ্বর-ভয়কারী ইহুদীরা বাকি জাতির সাথে কষ্টভোগ করেছিল, এবং তারা নিজেরা বন্দীদশায় পড়েছিল। দানিয়েল ও তার তিন বন্ধু হল একপ্রকারের উদাহরণ, কিন্তু বন্দীদশায় থাকা সত্ত্বেও তারা সদাপ্রভুর কাছে দৃঢ়ভাবে বিশ্বস্ত ছিলেন। তারা তাঁর ব্যবস্থাকে পালন করেছিলেন ও তাঁর মহিমা অন্বেষণ করেছিলেন নির্বাসনে ভয়ানক ও বিধ্বংসীকারী পরিস্থিতির মাঝেও। নতুন নিয়মের খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, গালাতীয় ৪ অধ্যায়ের কথা অনুযায়ী আমাদের অন্তিম বাসস্থান হল স্বর্গে যিরূশালেমকে ঘিরে। নতুন নিয়ম খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের নির্বাসিত অবস্থায় থাকার মতো করে বর্ণনা করে। এটি এইরূপ ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে – বিদেশী, প্রবাসকারী, অসম্পর্কীয়, প্রবাসী, ইত্যাদি। এটি হল এই পৃথিবীতে একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর বর্ণনা, যে এই পৃথিবীর থেকে পৃথক ও তার স্বর্গীয় বাসস্থানের দিকে যাত্রা করছে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে পিতর তার প্রথম পত্রে এই কথাগুলো বলে শুরু করেছেন, "পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়া দেশে যে ছিন্নভিন্ন প্রবাসিগণ পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণে আজ্ঞাবহতার জন্য ও যীশু খ্রীষ্টের রক্তপ্রোক্ষণের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সমীপে। অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক"। ২:১১-১২ পদে তিনি আরও বলেন সকল যুগের ঈশ্বরের লোকেদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, "প্রিয়তমেরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী বলিয়া মাংসিক অভিলাষ সকল হইতে নিবৃত্ত হও, সেগুলি আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর পরজাতীয়দের মধ্যে আপন আপন আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রাখ; তাহা হইলে তাহারা যে বিষয়ে দুষ্কর্ম্মকারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে, স্বচক্ষে তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিলে সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধানের দিনে ঈশ্বরের গৌরব করিবে"। আমরা নির্বাসিত বন্দী হিসেবে খ্রীষ্টের প্রতি আনুগত্য থেকে ও আমাদের চারিপাশের জগতের পাপময় পথগুলির বিরোধিতায় জীবনযাপন করি। আমাদেরকে শুধুমাত্র তাদের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আহ্বান করা হয়নি, বরং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি নিজেকে পবিত্র করে রাখার জন্যও আহ্বান করা হয়েছে, এবং সবকিছুর উপরে আমরা যেন আমাদের হৃদয় ও মনকে ঈশ্বরের রাজ্যের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য স্থির করি।

গীতসংহিতা ১৩৭ অধ্যায়ে একটি গান লেখা আছে যা বাবিলে নির্বাসনে থাকাকালীন রচনা করা হয়েছিল, এবং এটি এমন একটি গীত যা আজও খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের হৃদয়ের কান্না হয়ে রয়েছ। গীতসংহিতা ১৩৭:৫-৬ পদে আমরা এই কথাগুলি গেয়ে থাকি, "যিরূশালেম," নতুন নিয়মের বিশ্বাসীরা মণ্ডলীর কথা স্মরণ করে, "যদি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাই, আমার দক্ষিণ হস্ত [কৌশল] ভুলিয়া যাউক। আমার জিহ্বা তালুতে সংলগ্ন হউক, যদি আমি তোমাকে মনে না করি, যদি আপন পরমানন্দ হইতে যিরূশালেমকে অধিক ভাল না বাসি"। যখন আমরা নির্বাসনের সময়কালে সেই সকল ধার্মিকদের অভিজ্ঞতাগুলি বিবেচনা করি, যারা সেই সময়ে কষ্টভোগ করেছিল, সাম্প্রতিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা এখান থেকে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করতে পারে। কীভাবে আমরা এই শত্রুভাবাপন্ন পৃথিবীতে নির্বাসিত বন্দী হিসেবে বসবাস করি, যেখানে আমাদের চারিপাশে বিধর্মী প্রভাব রয়েছে? আমরা সেইরূপ ব্যক্তিদের ন্যায় জীবনযাপন করি যারা তাদের আনুগত্য ও ভক্তি স্বয়ং খ্রীষ্টের উপর স্থির করে রেখেছে, তাঁর পথে চলে, তাঁর বাক্যকে পালন করে, তাঁর মহিমা অন্বেষণ করে। তাঁর উদ্দেশ্যগুলির প্রতি, তাঁর রাজ্য, সিয়ন, এই পৃথিবীতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর চিন্তা ও যত্ন আমাদের হৃদয়ের কেন্দ্রে রয়েছে। আমরা উপলব্ধি করি যে অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে যে আড়ম্বর প্রচার মাধ্যমে আমরা পড়ে ও শুনে থাকি, সেইগুলি পারিপার্শ্বিক কাহিনী মাত্র এবং প্রধান কাহিনী হল ঈশ্বরের উদ্ধারকারী কাজ যা তিনি মণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে চলমান রেখেছেন। আমরা আমাদের বর্তমান সময়টিকে ও সাম্প্রতিক ইতিহাসকে বাইবেলের এই ঈশ্বরতাত্ত্বিক সত্যগুলির আলোকে দেখে থাকি।

সারাংশে, যিরূশালেম ধ্বংস হওয়া ও ইহুদীদের বিধর্মী দেশে বন্দী হওয়ার মতো মানসিক আঘাত পাওয়ার পর, বন্দীদশায় থাকা মানুষদের কাছে কি কোন প্রকারের আশা রয়েছে? এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর পরের বক্তৃতায়, আমরা তাদের উদ্ধার ও নিজেদের প্রতিশ্রুত দেশে ফিরে আসার ঘটনাটিকে বিবেচনা করবো, যেটাকে আমরা দ্বিতীয় যাত্রা বলতে পারি।

বক্তৃতা ২১

পুনরুদ্ধার

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বরের লোকেদেরকে উদ্ধার করার তাঁর প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং তাঁর পুরাতন নিয়মের লোকেদেরকে প্রশিক্ষিত করে আরও এক বড় প্রতিশ্রুতির পূর্ণতায় প্রত্যাশা রাখার জন্য, যা প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হবে।

পাঠ্য অংশ:

"ইহার পরে আমি ফিরিয়া আসিব, দায়ূদের পতিত কুটির পুনরায় গাঁথিব, তাহার ধ্বংসস্থান সকল পুনরায় গাঁথিব, আর তাহা পুনরায় স্থাপন করিব; যেন অবশিষ্ট লোক সকল প্রভুর অন্বেষণ করে, আর যে জাতিগণের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা সকলেও করে, প্রভু এই কথা কহেন; তিনি পুরাকাল অবধি এই সকল বিষয় জ্ঞাত করেন"। (প্রেরিত ১৫:১৬-১৮)।

বক্তৃতা ২১ -এর অনুলিপি

বাড়ি ফেরার অনুভূতির সাথে খুব সামান্য বিষয়েরই তুলনা করা সম্ভব, বিশেষ ভাবে এক দীর্ঘ সময়কাল ধরে বাড়ির বাইরে থাকার পর। পরিচিত দৃশ্য, আওয়াজ, ও গন্ধ আপনাকে স্বাগত জানায়। আমাদের পরিচিত বিষয়গুলিতে আরাম ও সান্ত্বনা খুঁজে পাই, এবং নিজের বাড়ির চেয়ে আর কোন বিষয় বেশি পরিচিত হতে পারে না। এমনকি যে পথ আপনাকে বাড়ির দিকে নিয়ে যায়, সেই পথ ধরে চলতে থাকাও এক আনন্দের অনুভূতি দিয়ে থাকে। আপনি পুরাতন ল্যান্ডমার্ক ও পরিচিত দৃশ্যগুলি চিনতে শুরু করেন। আপনি যেখানকার বাসিন্দা, সেই দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। নির্বাসনে থাকা অনেক ইহুদীরা বাবিলে মারা গিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কারণ তারা সেখানকার বিধর্মী পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। কেউ কেউ বাবিলেই জন্মগ্রহণ করেছিল এবং প্রথমবার যিরূশালেম নিজের চোখে দেখতে চলেছিল, কিন্তু স্মরণে রাখবেন, সেই নগর নিজ প্রতাপে ও স্ব-মহিমায় নয় কিন্তু ধ্বংসস্তূপ অবস্থায় ছিল। কিন্তু কিছু কিছু প্রবীণ ইহুদীরা সেই নগরে ফিরে যেতে চলেছে যা তারা এক সময়ে ছেড়ে এসেছিলো। এটি অবশ্যই তাদের মনে এক আনন্দ নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু আনন্দ যা দুঃখের সাথে মিশ্রিত কারণ এটি আর সেই নগর নেই যা তারা একসময়ে জানতো। কিন্তু তবুও, আনন্দ তাদের মধ্যে প্রধান ছিল। আপনি গীতসংহিতা ১২৬ পড়তে পারেন ও কল্পনা করতে পারেন যে বাড়ি ফেরার পথে তারা এই গানটি গাইতে-গাইতে চলছিল। গীত ১২৬:১-২ পদে লেখা আছে, "সদাপ্রভু যখন সিয়োনের বন্দিদিগকে ফিরাইলেন, তখন আমরা স্বপ্নদর্শকদের ন্যায় হইলাম। তৎকালে আমাদের মুখ হাস্যে পূর্ণ হইল, আমাদের জিহ্বা আনন্দগানে পূর্ণ হইল; তৎকালে জাতিগণের মধ্যে লোকে বলিল, সদাপ্রভু উহাদের নিমিত্ত মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন"।

কীভাবে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার সময়কালটি ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্কিত? ফিরে আসার এই অধ্যায়ে কোন-কোন ব্যক্তিরা প্রধান নেতা হিসেবে ছিলেন এবং কোন-কোন ভাববাদীরা তাঁর লোকেদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে আসছিলেন? ফিরে আসার পরেও কী ধরনের পাপ তবুও তাদের মধ্যে অব্যাহত ছিল? এক বাইবেল ভিত্তিক পুনরুদ্ধারের জন্য নহিমিয়ের আহ্বানের মধ্যে থেকে কী কী ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয় সংগ্রহ করতে পারি? পুরাতন নিয়মের শেষে বিশ্রামবারের কী ভূমিকা ছিল, এবং এর চিরস্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তা আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয়? পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে নতুন চুক্তির সম্বন্ধে আমরা কী কী শিখতে পারি? আমরা যখন পুরাতন নিয়মের সময়কাল নিয়ে অধ্যয়ন শেষ করতে চলেছি, তখন পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মাঝে একটি ধারাবাহিকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিষয়গুলি সম্পর্কে কী শিখেছি? এই বক্তৃতায়, পুরাতন নিয়মের ২১টি বক্তৃতা আমরা সম্পূর্ণ করবো। পতনের আগে এদন উদ্যানের ঘটনা দিয়ে শুরু করেছিলাম, এবং পুরাতন নিয়ম শেষ হয় একটি ঘটনা দিয়ে, যেটাকে আমরা দ্বিতীয় মুক্তি-যাত্রা, ইহুদীদের নিস্তার ও বাবিলের বন্দীদশা থেকে ফেরত আসা

বলতে পারি। এই ইতিহাসটি ২ বংশাবলি ও ইষ্টের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে, বিশেষ ভাবে ইষ্রা ও নহিমিয় পুস্তকে। এই সময়ে ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণী হগয়, সখরিয়, এবং মালাখি পুস্তকে পাওয়া যাবে।

প্রথমত, আসুন আমরা বিবেচনা করি যে এই সময়কালের ইতিহাস থেকে আমরা কী শিখতে পারি। যিরমিয় ভাববাদীর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ইহুদীরা ৭০ বছর সময় বাবিলে বন্দিত্ব অবস্থায় অতিবাহিত করবে। যারা ঈশ্বরের বাক্যকে মনোযোগ সহকারে শুনেছিল তারা এই বিষয়টি জানতো, এবং দানিয়েল এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন। দানিয়েল ৯:২ পদে আমরা পড়ি, "তাঁহার প্রথম বৎসরে, তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরে, আমি দানিয়েল গ্রন্থাবলি দ্বারা বৎসরের সংখ্যা বুঝিলাম, অর্থাৎ যিরূশালেমের উৎসন্ন-দশা সমাপনে সত্তর বৎসর লাগিবে, সদাপ্রভুর এই যে বাক্য যিরমিয় ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিলাম"। দানিয়েল যখন দেখতে পেলেন যে বাবিলে বন্দীদশার সময়কালটি শেষ হতে চলেছে, তখন তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্য অনুপ্রাণিত হলেন, যেন ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞাকে রক্ষা করেন। অনেক বছর আগে মন্দির সমর্পণের সময়ে রাজা শলোমনের প্রার্থনাটি কি আপনার স্মরণে রয়েছে? ১ রাজাবলি ৮:৩৩-৩৪ পদে তিনি এরকম প্রার্থনা করেছিলেন, "তোমার প্রজা ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করণ প্রযুক্ত শত্রুর সম্মুখে আহত হইলে পর যদি পুনর্ব্বার তোমার দিকে ফিরে, এবং এই গৃহে তোমার নামের স্তব করিয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি করে; তবে তুমি স্বর্গে তাহা শুনিও, এবং আপন প্রজা ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা করিও, আর তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই যে দেশ দিয়াছ, এখানে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আনিও"। দানিয়েলের প্রার্থনা এই সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, এবং বাস্তবেই দানিয়েল ৯ অধ্যায়ের প্রার্থনাটি হল বাইবেলের মধ্যে আদর্শ প্রার্থনার মধ্যে একটি। প্রাথমিক ভাবে এর মধ্যে পাপের স্বীকারোক্তি রয়েছে, পাপ ছিল সেই কারণ যার জন্য তারা তাদের প্রতিশ্রুত দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য এক দেশে বন্দী হয়ে ছিল। দানিয়েল হয়তো নিজে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেননি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছিল।

ইহুদীরা, অর্থাৎ দক্ষিণ রাজ্যের লোকেরা, তিনটি ধাপে বন্দীদশা থেকে ফিরেছিল। প্রথমত, প্রথম দলটি সরুব্বাবীলের নেতৃত্বের অধীনে ফিরেছিল। এটি শুরু হয় যেখানে ২ রাজাবলি ও ২ বংশাবলি শেষ হয়। দ্বিতীয় দলটি ইষ্রা, যিনি একজন লিপিকার ও একজন যাজক ছিলেন, তার নেতৃত্বের অধীনে নিজেদের দেশে ফেরে। ইষ্টের রাণীর পুস্তকটি সম্ভবত এমন একটি পরিস্থিতির বর্ণনা করে যা এই দ্বিতীয় ফেরার ঠিক আগে ঘটে। বাইবেল বলে যে ঈশ্বরের উত্তম হস্ত তাদের উপর ছিল এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছিল। পুনরুদ্ধারের এই সময়টি এক নতুন নম্রতার ও ঈশ্বরের ব্যবস্থায় ফিরে আসার প্রয়োজনীয়তা তাদের সামনে নিয়ে এসেছিলো, যেমন আপনি ইষ্রা দেখতে পান। হগয় ও সখরিয় ভাববাদীরা এই সময়কালে ঈশ্বরের লোকেদের কাছে তাঁর বাক্য নিয়ে এসেছিলেন। তৃতীয় ধাপে লোকেরা ফিরেছিল নহিমিয়ের নেতৃত্বের অধীনে এবং সেই সময়ে মালাখি ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। নহিমিয়ের নেতৃত্বের অধীনে, পুরাতন নিয়মের অন্তিম রিফরমেশন ঈশ্বর নিয়ে এসেছিলেন, যা নূতনীকরণ ও পুনরুদ্ধারের একটি প্যাটার্ন প্রদান করেছিলেন।

উদ্ধারের ইতিহাসের সম্পূর্ণ প্রবাহটি লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের লোকেদেরকে বন্দীদশা থেকে প্রতিশ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার ঈশ্বরের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি উদ্দেশ্য কী ছিল? এর উত্তর হল এই, ঈশ্বর ইহুদীদের বন্দীদশা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন ও তাদের রাজ্যকে সংরক্ষিত করেছিলেন যাতে মসীহের আগমনের পথটি খোলা থাকে। মহান রাজা যিহুদা বংশে জন্মাবে যেমন অনেক শত-শত বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞাকে বজায় রাখছিলেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে এই সময়কালের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলির কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ঈশ্বর তাঁর দূরদর্শিতায় সম্পূর্ণ ইতিহাসটিকে একটি নতুন মোড় দিচ্ছেন তাঁর লোকেদের সাথে তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য এবং তাঁর পরিত্রাণকে উন্মোচিত করার জন্য, যেমনটি আমরা এর আগের বক্তৃতায় লক্ষ্য করেছি। তাই, ঈশ্বর রাজা কোরসকে ক্ষমতায় এনেছিলেন, যিনি বিশ্ব মহাশক্তির একজন নেতা ছিলেন, ইহুদীদের যিহূদিয়ায় ফিরে যাওয়ার রায় শোনানোর জন্য। ঈশ্বর কোরস রাজাকে তাঁর দাস বলে উল্লেখ করেছেন, এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে। একই বিষয় নহিমিয়ের সময়কালে রাজা অর্তক্ষস্তের বিষয়ে বলা যেতে পারে। বাস্তবে তারা তাদের রাজনৈতিক সমর্থন এগিয়ে দিয়েছিলেন যিরূশালেমের মঙ্গলের জন্য। যদিও তারা বিধর্মী রাজা ছিলেন, তবুও তারা যা কিছু করেছিলেন তা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে সাহায্য করেছিল। যেমন আমরা আগেই শিখেছি, রাজাদের দায়িত্ব-পদ অস্তিত্বে ছিল প্রথমত ঈশ্বরের সেবা করার জন্য এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে থেকে ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও বিধানকে অব্যাহত রাখার জন্য। হিতোপদেশ ২১:১ পদে আমরা শিখি, "সদাপ্রভুর হস্তে রাজার চিত্ত জলপ্রণালীর ন্যায়; তিনি যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে তাহা ফিরান"।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের বিচার করেছিলেন ও যিরূশালেমকে ধ্বংস করেছিলেন, এবং তাঁর লোকেদেরকে প্রতিশ্রুত দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য, তাঁর ব্যবস্থা ও চুক্তি লঙ্ঘন করার জন্য; কিন্তু আমরা আবিষ্কার করি যে তাদের দেশে ফিরে আসার পরেও সেই একই পাপ তাঁর লোকেদের হৃদয়ে ও জীবনে অব্যাহত ছিল। তারা তাদের পুরাতন ধরণে ফিরে গিয়েছিল। লক্ষ্য করবেন যে পুরাতন নিয়মের শেষে সেই পাপগুলির মধ্যে থেকে অনেকগুলি লক্ষ্য করতে পারি যেগুলি পুরাতন নিয়মের শুরুতে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম। উদাহরণস্বরূপ, ইষ্রা পুস্তকে, একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে লেখা আছে যে কীভাবে ঈশ্বর বিধর্মী লোকেদের সাথে তাঁর লোকেদের বিবাহের সমস্যাটির মোকাবিলা করেছেন। এটি প্রথম আমরা লক্ষ্য করি আদিপুস্তক ৬ অধ্যায়ে। তারপর থেকে এই বিষয়ে সতর্কবার্তা আমরা বেশ কয়েকবার লক্ষ্য

করেছি। আমাদের এটাও বলা হয়েছে যে তারা ফিরে এসে ঈশ্বরের আরাধনাকে বিকৃত করেছিল ও ঈশ্বরের বিশ্রামবারকে অপবিত্র করেছিল।

এই সমস্ত কিছু অবিশ্বাসের একটি অবাধ্য হৃদয় থেকে উদয় হয়, যার সাথে বিভিন্ন প্রকারের পাপ সংযুক্ত হয়েছিল পরিণাম হিসেবে। মালাখি প্রকাশ করেছেন যে তাদের বাহ্যিক ধর্মীয় রীতিনীতি বিকৃত ছিল, এবং সেখানে সদাপ্রভুর ভয় ছিল না, এবং এটি স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ পেয়েছিল মায়াবী জাদুকর, ব্যভিচার, মিথ্যা শপথকারী, ও প্রবাসীদের, অনাথ ও বিধবাদের প্রতি তাড়নাকারীদের উপস্থিতি দ্বারা। এটি আমরা মালাখি ৩ অধ্যায়ে দেখতে পাই। মনে রাখবেন, নির্বাসনে যাওয়ার আগে যিরমিয় ১০ আজ্ঞার মধ্যে পরবর্তী ৬টি আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী পাপের একটি স্পষ্ট তালিকা দিয়েছেন ৭:৮-৯ পদে, এবং সেই তালিকাটি আসে ঠিক তাদের আত্মিক ব্যভিচারের একটি চিত্র প্রদান করার পর। নহিমিয়ের অধীনে, আমরা পুরাতন নিয়মের অন্তিম রিফরমেশন লক্ষ্য করি। এর আগের বক্তৃতায় আমরা যা কিছু শিখেছি সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করবো না, কিন্তু আপনি ঠিক একই প্রকারের প্যাটার্ন এখানে লক্ষ্য করতে পারবেন। এটি শুরু হয় ব্যবস্থা পুস্তক পাঠ করা দিয়ে, যার ফলে তাদের মধ্যে পাপের চেতনা আসে, মন ফেরায়, জগত থেকে নিজেদের পৃথক করে, এবং ঈশ্বরের শুদ্ধ আরাধনা পুনরুদ্ধার হয়। নহিমিয় তাদেরকে ঈশ্বরের চুক্তিতে, ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনায়, এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতায় ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু আমি আমাদের লক্ষ্যকে বিশ্রামবারের ভূমিকার উপর স্থির রাখতে চাই এই প্রেক্ষাপটের অধীনে একটি উদাহরণ হিসেবে।

এই বিষয়ে আমরা নহিমিয় পুস্তকে পড়ি, বিশেষ করে ১৩:১৫ পদে এবং পরবর্তী পদগুলিতে। আমরা পড়ি যে ইহুদীরা বিশ্রামবারে খাদ্য কেনা-বেচা করছে, অর্থনৈতিক আদানপ্রদান করছে, এবং বাইরের লোকেদের, অর্থাৎ অইহুদীদের একই কাজ করার অনুমতি দিচ্ছে। নহিমিয় নেতাদের বিরোধিতা করেন, এবং সমস্ত যিরূশালেমে ও চারিপাশে বিশ্রামবার পালন করার জন্য একটি শক্ত আইন জারি করেন। বিশ্রামবার সম্পর্কে তিনি এতটা প্রবল কেন ছিলেন? এই বিষয়ে নহিমিয় ১৩:১৮ পদে পড়ি, "তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কি সেইরূপ করিত না? আর তন্নিমিত্ত আমাদের ঈশ্বর কি আমাদের উপরে ও এই নগরের উপরে এই সকল অমঙ্গল ঘটান নাই? আবার তোমরাও বিশ্রামবার অপবিত্র করিয়া ইস্রায়েলের উপরে আরও ক্রোধ বর্ত্তাইতেছ"। বিশ্রামবারকে অপবিত্র করা ছিল তাদের নির্বাসিত হওয়ার একটি কারণ। বাইবেলের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলি উপলব্ধি করার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি পুরাতন নিয়মের শুরু ও শেষ অংশটিকে যুক্ত করে এবং নতুন নিয়মে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার একটি উদাহরণ স্থির করে।

আপনি হয়তো স্মরণ করবেন, বিশ্রামবার আদিপুস্তক ২:২-৩ পদেই, সৃষ্টির সময়েই একটি অধ্যাদেশ হিসেবে স্থাপন করা হয়েছিল। এটি পতনের আগে থেকেই অস্তিত্বে ছিল এবং পাপ ও উদ্ধার ছাড়াও এর তাৎপর্য ছিল। বিশ্রামবার বিবাহ, কাজ, এবং বংশবৃদ্ধির মতো সমান শ্রেণীতে পড়ে, এবং এটিকে বাতিল করা সম্ভব নয় যেমন বাকিগুলিকেও না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাঠামোর উপরে বিশ্রামবারকে গড়ে তোলা হয়েছিল। সিনয় পর্বতে মোশির সাথে চুক্তি করার আগে বিশ্রামবারকে গুরুত্ব দেওয়ার ঘটনা আমরা দেখতে পাই। একটি উদাহরণ হল যাত্রাপুস্তক ১৬:২২-৩০ পদগুলিতে। বিশ্রামবার পালন করার ক্ষেত্রে আদমের সময় থেকে শুরু করে ১০ আজ্ঞা দেওয়া পর্যন্ত কোন বিরতি দেওয়া হয়নি। অবশ্যই ১০ আজ্ঞার মধ্যে বিশ্রামবারের আজ্ঞাটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায়ে ও দ্বিতীয় বিবরণ ৫ অধ্যায়ে লক্ষ্য করবেন যে এটি হল ৪র্থ আজ্ঞা। এই আজ্ঞাগুলি স্বভাবে নৈতিক এবং সকল যুগের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের চরিত্রের একটি প্রতিফলন হিসেবে একটি মান হিসেবে দেওয়া হয়েছে। মথি ৫:১৭-১৯ পদে যীশু এই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করেছেন। এই মান সকল যুগে, সকল জাতি ও সকল মানুষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

সাত দিনের মধ্যে থেকে একটি দিন আলাদা করে রাখতে ব্যর্থ হওয়া চুরি করা, ব্যভিচার করা, অথবা ঈশ্বরের অন্য যেকোনো আজ্ঞা লঙ্ঘন করার মতনই পাপময়। আপনি মনে করবেন যে পুরাতন নিয়মে, ইস্রায়েল যখন ঈশ্বরের রাজত্বের অধীনে ছিল, সেই সময়ে বিশ্রামবার অপবিত্র করার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এটি আমরা যাত্রাপুস্তক ৩৫ অধ্যায়ে ও গণনাপুস্তক ১৫ অধ্যায়ে দেখতে পাই। এটি যিহোবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিশ্রামবারকে পালন করার গুরুত্বকে অকাট্যভাবে স্থাপন করে। আপনি এমন কোন বিষয়ের কথা চিন্তা করতে পারেন যেটার জন্য পুরাতন নিয়মে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো কিন্তু নতুন নিয়মে সেটিকে পাপ বলে মনে করা হয় না? এটি যেন আমাদের মনের মধ্যে অবশ্যই গেঁথে যায় যে ঈশ্বর তাঁর নৈতিক ব্যবস্থাগুলির লঙ্ঘন হাল্কা ভাবে নেন না।

ভাববাদীরাও একই প্রসঙ্গ তুলেছেন। যিশাইয় ৫৮:১৩-১৪ পদে আমরা পড়ি, "তুমি যদি বিশ্রামবার লঙ্ঘন হইতে আপন পা ফিরাও, যদি আমার পবিত্র দিনে নিজ অভিলাষের চেষ্টা না কর, যদি বিশ্রামবারকে আমোদদায়ক, ও সদাপ্রভুর পবিত্র দিনকে গৌরবান্বিত বল, এবং তোমার নিজ কার্য্য সাধন না করিয়া, নিজ অভিলাষ চেষ্টা না করিয়া, নিজ কথা না কহিয়া যদি তাহা গৌরবান্বিত কর, তবে তুমি সদাপ্রভুতে আমোদিত হইবে, এবং আমি তোমাকে পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া আরোহণ করাইব, এবং তোমার পিতা যাকোবের অধিকার ভোগ করাইব, কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলিয়াছে"। ঈশ্বর চান তাঁর লোকেরা যেন তাদের দৈনন্দিন কাজ ও বিনোদন থেকে বিরতি নেয় এবং সমস্ত দিনটি দলগত ভাবে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে আরাধনায় নিযুক্ত করে, ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতা করার মধ্যে দিয়ে প্রাণের অনুশীলন করে। এর সাথে প্রয়োজনীয় ও দয়ার কাজ করা যেতে পারে যেমন খ্রীষ্ট শিখিয়েছেন। যদিও যীশু ফরীশীদের দ্বারা বিশ্রামবারকে বিকৃত করার বিষয়টির বিরোধিতা

করেছেন, তবুও তিনি এর আসল মান বজায় রেখেছেন। এই মান বর্তমান দিনেও অব্যাহত রয়েছে। যখন আমরা নহিমিয় পড়ি, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে আত্মিক অবনমন সেখানেই দেখতে পাওয়া যায় যেখানে বিশ্রামবারকে অপবিত্র করা হয়, এবং বাইবেলীয় রিফরমেশন সর্বদা বিশ্রামবারের পুনরুদ্ধারকে অন্তর্ভুক্ত করবে। একটি নির্দিষ্ট বিষয় আমি এখানে আলোকপাত করেছি এই সময়কালের ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলির তাৎপর্যকে প্রদর্শন করার জন্য।

তৃতীয়ত, আমাদের এগিয়ে চলাকে অব্যাহত রাখতে হবে এটি দেখার জন্য যে ইতিহাসের এই পর্যায়টি, এই অন্তিম পর্যায়টি কীভাবে সামনে দিকে নির্দেশ করে কারণ পুরাতন নিয়মের উদ্ধারের ইতিহাসের এই অন্তিম অংশটি আমাদের মধ্যে একটি প্রত্যাশার জন্ম দেয়। দ্বিতীয় মুক্তি-যাত্রার অপর্যাপ্ততা, বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা, দেখায় যে আরও বেশি কিছু প্রয়োজন আছে। পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের শেষ কথাগুলি অবশ্যই মালাখি পুস্তকে পাওয়া যায়। এই পুস্তকের শেষে, ৪:২ পদে আমরা পড়ি, "কিন্তু তোমরা যে আমার নাম ভয় করিয়া থাক, তোমাদের প্রতি ধার্ম্মিকতা-সূর্য্য উদিত হইবেন, তাঁহার পক্ষপুট আরোগ্যদায়ক"। এখানে আমরা সেই প্রত্যাশা লক্ষ্য করতে পারি। তখন ঈশ্বর বলেন, "দেখ, সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকটে এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করিব" (পদ ৫)। আপনি যখন পৃষ্ঠা উল্টে নতুন নিয়মে প্রবেশ করেন, আপনি লক্ষ্য করবেন যে ৪০০ বছর পর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় বাপ্তিস্ম-দাতা যোহনের পরিচর্যার মধ্যে যিনি খ্রীষ্টের অগ্রদূত হিসেবে তাঁর জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন। পুরাতন নিয়মে নতুন নিয়মের উল্লেখ সম্পর্কেও আমাদের কিছু বলা উচিৎ।

আমরা যখন পুরাতন নিয়মের এই অধ্যয়নকে একটি শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছি এবং যখন আমরা নতুন নিয়মের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, আমাদের বিবেচনা করা উচিৎ যে সামগ্রিক ভাবে ভাববাদীদের সময়কালটি আগত নতুন চুক্তিটি - অর্থাৎ যেটাকে অনন্তকালিন চুক্তি বলা হয়েছে - সম্পর্কে ঈশ্বরের উদ্ঘাটনে কী অবদান করেছে। যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল, দানিয়েল, এবং কয়েকজন গৌণ ভাববাদীরা নতুন চুক্তি সম্পর্কে অনেকগুলি মুখ্য শাস্ত্র প্রদান করেছেন। পুরাতন নিয়মের চুক্তি ও নতুন চুক্তির মধ্যে পার্থক্য বিষয় সম্পর্কীয় নয়, বরং কীভাবে তা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেটা সম্বন্ধীয়।

আমরা শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয়বস্তু বিবেচনা করতে পারবো, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যাংশ হল যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪। এটি আংশিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ নতুন নিয়মে ইব্রীয় পুস্তকের ৮ অধ্যায়ে এটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। যখন আপনি সেই পাঠ্যাংশটি পড়েন, প্রথমেই আপনি আগের চুক্তিগুলির সাথে নতুন চুক্তির একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করতে পারবেন। তাই, এটি একই লোকেদের বিষয়ে বলে, ইস্রায়েল ও যিহূদা, একই ভাষা ব্যবহার করে, একই ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলে, এমন এক ব্যবস্থা যা এখন হৃদয়ের মধ্যে লেখা হয়েছে এবং একই প্রতিশ্রুতি যার বিষয়ে অনেক আগেই আমরা আমাদের এই অধ্যয়নে শিখেছি, যা এই চুক্তির কেন্দ্রস্থল, "আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে", এবং তাই আপনি সঙ্গে-সঙ্গেই ধারাবাহিকতা ও সংযোগটি লক্ষ্য করতে পারছেন। কিন্তু এটি নতুন আশীর্বাদ নিয়ে আসবে যা আরেকটিবার ঈশ্বর উদ্যোগ নেবেন। তিনি তাঁর ব্যবস্থা তাদের হৃদয়ে স্থাপন করবেন। তিনি তাদের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি দেবেন। তিনি তাদেরকে সুনিশ্চিত ভাবে পাপের সম্পূর্ণ ক্ষমা প্রদান করবেন, যা পুরাতন নিয়মের চিহ্ন ও প্রতীক অনুযায়ী নয়।

২ করিন্থীয় ৩ অধ্যায়ে পৌল দেখিয়েছেন যে তুলনামূলক ভাবে নতুন চুক্তির মহিমা ও প্রতাপ পুরাতন চুক্তির চেয়ে অনেক বেশি হবে। ইব্রীয় পুস্তকের ৮ থেকে ১০ অধ্যায়গুলি এই নতুন চুক্তির সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে, এবং এটিকে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে খ্রীষ্টের অগ্রগণ্য পরিচর্যার উপর ভিত্তি করে। অবশ্যই, খ্রীষ্ট পাপের ক্ষমার জন্য তাঁর রক্ত দিয়ে এই চুক্তি মুদ্রাঙ্কিত করেন। এটি আমরা চারটি সুসমাচারে খ্রীষ্টের দ্বারা প্রভুর ভোজ স্থাপন করার বিষয়টির বর্ণনার মধ্যে দেখতে পাই। একই ভাষা আমরা ১ করিন্থীয় ১১ অধ্যায়ে লক্ষ্য করি। একইভাবে, যিহিষ্কেল ৩৬:২৫-২৭ পদগুলি শুধু জল দিয়ে তাঁর লোকেদের শুচিকৃত করার প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং তার সাথে-সাথে লোকেদের ভিতরে এক নতুন হৃদয় ও ঈশ্বরের আত্মা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং তাদেরকে তাঁর পথে চলার ক্ষমতা প্রদান করে। নতুন চুক্তিতে পবিত্র আত্মার ভূমিকা সম্পর্কে আমরা পঞ্চাশত্তমীর বক্তৃতায় শিখবো। কিন্তু এখনকার জন্য, আমরা উপলব্ধি করবো যে পুরাতন নিয়ম আগত নতুন নিয়মের সম্বন্ধে যা ভবিষ্যদ্বাণী করে, সেটা দিয়ে শুরু করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমরা আরও সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পাবো যখন আমরা নতুন নিয়মে প্রবেশ করবো।

অবশেষে, যখন আমরা নতুন নিয়মকে বিবেচনা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে আমরা যা কিছু শিখেছি, সেইগুলির কিছু বিষয় নিয়ে সারাংশ করা আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে, কারণ এই দুটি বিষয়কে একসঙ্গে ধরে থাকতে হবে যেমন এই সমস্ত বক্তৃতা জুড়ে আমরা দেখেছি। আপনি সঠিক ভাবে নতুন নিয়ম বুঝতে পারবেন না যদি আপনার কাছে পুরাতন নিয়মের একটি ব্যাপক তত্ত্বজ্ঞান না থাকে, যার উপর ভিত্তি করে নতুন নিয়ম গড়ে উঠেছে। একইভাবে, আপনাকে অবশ্যই পুরাতন নিয়মকে ব্যাখ্যা করতে হবে নতুন নিয়মে এর পূর্ণতার আলোকে।

প্রথমত, আমরা ধারাবাহিকতা, সমান্তরাল, সংযোগের বিষয়গুলি বিবেচনা করবো। যেমন এই পাঠ্যক্রম জুড়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, বাইবেল প্রাথমিক ভাবে পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে ধারাবাহিকতার উপর জোর দেয়। আমরা এটি লক্ষ্য করেছি অনুগ্রহের চুক্তির মধ্যে দিয়ে, যা আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ থেকে শুরু হয়েছে এবং ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হয়েছে ও প্রসারিত হয়েছে নোহ, অব্রাহাম, মোশি, দায়ূদের সাথে চুক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে এবং অবশেষে এই নতুন চুক্তির মধ্যে। এই সমস্ত পথ জুড়ে, ঈশ্বর একই মৌলিক এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন, "আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে"। উভয়

পুরাতন ও নতুন নিয়ম একই ঈশ্বরকে প্রকাশ করে: এক অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর।

পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর ও নতুন নিয়মের ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য করা একটা মস্ত বড় ভুল হবে যা অতীতে কিছু ভ্রান্ত শিক্ষকেরা বারংবার শিক্ষা দিয়েছিল। না, তিনি উভয় নিয়মেই অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর। উভয় পুরাতন ও নতুন নিয়ম একই উদ্ধারকর্তার প্রকাশ করে। পুরাতন নিয়ম সামনের দিকে খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করে প্রতীক, ছায়া ও উৎসবের মধ্যে দিয়ে। নতুন নিয়ম খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও কাজকে তাঁর আগমনের পূর্ণ মহিমায় উন্মোচন করে। উভয় পুরাতন ও নতুন নিয়ম একই অনুগ্রহের সুসমাচারকে আমাদের সামনে রাখে। সাম্প্রতিক কালের পরজাতীয় বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করা দ্বারা পরিত্রাণ পায়, ঠিক যেমন ভাবে অব্রাহাম উদ্ধার পেয়েছিলেন। সমগ্র বাইবেলের ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণের জন্য একাধিক পরিকল্পনা নেই। পতনের পর থেকেই তিনি তাঁর লোকেদেরকে উদ্ধার করার জন্য একটিমাত্র মহান পরিকল্পনা উদ্ঘাটন করেছেন। সুতরাং, পুরাতন নিয়মে সুসমাচারের বিষয়বস্তু পরিপূর্ণ ভাবে রয়েছে।

পুরাতন ও নতুন নিয়ম ঈশ্বরের একটিমাত্র জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করে, একটিমাত্র মণ্ডলী, কিন্তু দুটি ভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে। নতুন নিয়মে, মণ্ডলী বৃহৎ ভাবে সম্প্রসারিত ও বিস্তারিত হয়েছে পরজাতীয় বিশ্বাসীদের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে যেমনটি সমস্ত পুরাতন নিয়ম জুড়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা, ১০ আজ্ঞা, সকল যুগে, সকল মানুষের জন্য সমান রয়েছে, যা ঈশ্বরের চরিত্র ও তাঁর ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং সঠিক ও বেঠিকের মানকে প্রকাশ করে। এই সমস্ত ধারাবাহিকতার বিষয়গুলি এই সত্যটিকে জোর দেয় যে সমগ্র বাইবেল হল একটি খ্রীষ্টিয় শাস্ত্র, এবং আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাইবেলটিকে অধ্যয়ন করা উচিৎ, এবং ঈশ্বর ও তাঁর উদ্ধারের পূর্ণ প্রকাশ হিসেবে বাইবেলকে দেখা উচিৎ।

দ্বিতীয়ত, পার্থক্যগুলি বিবেচনা করবো। পুরাতন নিয়মের অধ্যয়নে আমরা বিভিন্ন পার্থক্য ও বিচ্ছিনতার বিষয়গুলি লক্ষ্য করেছি। দুটি নিয়ম ও তাদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে বেশ কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। এটি যেন আমাদের অবাক না করে। পুরাতন নিয়ম ভবিষ্যতের কথা বলে এবং নতুন নিয়ম তা পূর্ণ করে। পার্থক্যসূচক বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে, প্রথমত, পুরাতন নিয়মের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলি, রীতিনীতি ও নিয়মগুলি। নতুন নিয়ম বলিদানের প্রথা, বেদি, যাজক, এবং ইত্যাদি বিষয়গুলির সাথে-সাথে শুচিকরণের অনুষ্ঠান ও শুচি-অশুচি নিষেধাজ্ঞাগুলিকে পাশে সরিয়ে রাখে। প্রতিশ্রুত দেশের গুরুত্বটি বাস্তব বিষয়টির দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হয়েছে। যেমন পৌল বলেছেন, আমরা যেন সেই ছায়াগুলির দিকে ফিরে না যাই, যখন সেই আসল ব্যক্তির সান্নিধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যাকে সেই ছায়া ও প্রতীকগুলি চিহ্নিত করেছিল। এটি করা সরাসরি খ্রীষ্টের অপমান করা হবে এবং তাঁর সম্পূর্ণ কাজকে তুচ্ছ বলে মনে করাবে।

আরেকটি পার্থক্যের মধ্যে রয়েছে রাজ্যের সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি, যেটার বিষয়ে আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। পুরাতন নিয়ম সম্পূর্ণ ভাবে পরজাতীয়দের বাদ দিয়ে দেয়নি, রাহব, রূত, ঊরিয়, এবং বিভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদের কথা চিন্তাভাবনা করুন; কিন্তু তুলনামূলক ভাবে খুব অল্প সংখ্যক পরজাতীয়দেরকে পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীতে যুক্ত করা হয়েছিল। এর কারণ হল এই: প্রাথমিক ভাবে পুরাতন নিয়ম ছিল "আসুন এবং দেখুন" মডেল। ঈশ্বর কনান দেশকে, এবং বিশেষ ভাবে যিরূশালেমকে স্থাপন করেছিলেন বাকি জাতিগুলির কাছে জ্যোতি স্বরূপ হওয়ার জন্য। যাতে কিছু বাইরের লোকেরা যেন আকর্ষিত হয় ও এসে যিহোবা ঈশ্বর ও তাঁর পরিত্রাণ গ্রহণ করে। তাই, পুরাতন নিয়ম প্রাথমিক ভাবে একটি "আসুন ও দেখুন" মডেল ছিল, কিন্তু নতুন নিয়ম এই আদেশ জারি করে, "যাও এবং বলো" (মথি ২৮:১৯)। পার্থক্যটি দেখতে পাচ্ছেন? এখন সুসমাচারকে বাকি জাতিগণের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, যিরূশালেম থেকে শুরু করে, তারপর যিহূদিয়া, শমরীয়া এবং তারপর পৃথিবীর প্রান্তও পর্যন্ত।

মিশনের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের রাজ্যকে শুধুমাত্র স্থানীয় ভাবে ইস্রায়েলের মধ্যে নয়, কিন্তু সমস্ত বিশ্বজুড়ে সম্প্রসারিত করা। এই চুক্তিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি প্রাপকগণের মধ্যে থাকবে সমস্ত জাতি, ভাষা ও সমস্ত পৃথিবীর লোক। পরজাতীয় দেশগুলি শিষ্য হয়ে উঠবে এবং খ্রীষ্টের দায়াধিকারের তালিকায় যুক্ত হবে। এখন, পুরাতন নিয়মের এই অধ্যয়নের কারণেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে পরজাতীয় জগতের কাছে এই মিশনটি সমস্ত পুরাতন নিয়ম জুড়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আদিপুস্তকের প্রাথমিক অধ্যায়গুলি থেকে শুরু করে, কিন্তু এর পরিপূর্ণতা দেখা যায় নতুন নিয়মে। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের বক্তৃতাগুলিতে লক্ষ্য করবো।

পার্থক্যের শেষ শ্রেণী হল নতুন নিয়মে প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ লাভ করার সুযোগ, যা খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ কাজের মাধ্যমে পাওয়া যায়। পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঈশ্বরের আত্মার পরিপূর্ণতা প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। পার্থিব যাজকদের মধ্যস্ততা ছাড়াই ঈশ্বরের সাথে সরাসরি ও তাৎক্ষনিক যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ রয়েছে। শুচিকরণের মধ্যে আমাদের কাছে আরও বেশি পরিমাণে নিশ্চয়তা ও শক্তি রয়েছে, এবং এই একই শ্রেণীর অধীনে আরও অনেক উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি। তাই, যদিও সমগ্র বাইবেল জুড়ে একটি প্রধান ধারাবাহিকতা রয়েছে যা পুরাতন ও নতুন নিয়মকে একসঙ্গে ধরে রয়েছে, তবুও আমাদেরকে অনেক বেশি সাবধান হতে হবে এই পার্থক্যসূচক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, যা আমরা এই অধ্যয়নে শিখেছি।

সারাংশে, পুরাতন নিয়মের ইতিহাস ও ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়ের উপর আমাদের অন্তিম বক্তৃতা এখানেই শেষ করলাম। পুরাতন নিয়মের এই অন্তিম সময়কালটি খ্রীষ্টের আগমনের অপেক্ষায় আমাদের রাখে। এর পরের বক্তৃতায়, আমরা আমাদের মনোযোগ নতুন নিয়মের দিকে দেবো এবং কয়েকটি ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু বিবেচনা করা শুরু করবো যা ঈশ্বর বাইবেলের উদ্ধারের ইতিহাসের শেষ পর্যায় প্রকাশ করেছেন।

বক্তৃতা ২২

খ্রীষ্টের অবতরণ

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর তাঁর মহিমা ও প্রতাপের সম্পূর্ণ ও অন্তিম প্রকাশ প্রদর্শন করেছেন এই পৃথিবীতে তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করার মাধ্যমে।

পাঠ্য অংশ:

"আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ"। (যোহন ১:১৪)।

বক্তৃতা ২২ -এর অনুলিপি

যখন আপনি আপনার প্রিয়জনদের দেখা করতে যাওয়ার জন্য দিন ঠিক করেন, তখন আপনার প্রত্যাশা আরও তীব্র হতে থাকে যত আপনি সেই নির্ধারিত দিনটির দিকে অগ্রসর হন। যখন তারা আগে থেকেই আপনাকে চিঠি লিখে জানান যে তারা আপনার সাথে কী কী করার পরিকল্পনা করছেন, যখন তারা আপনাকে সামনে দেখতে পাবে, সেটা আপনার প্রত্যাশা ও ধৈর্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। পুরাতন নিয়ম পড়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেন এইরূপ একটা অনুভূতি হয়। ঈশ্বর তাঁর বাক্য ও প্রকাশ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, অনবরত মসীহের ব্যক্তিত্ব ও কাজ সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য সরবারহ করে গিয়েছেন। শুধুমাত্র তাঁর আগমনটাই বাকি রয়েছে।

এই বক্তৃতায়, তিনি অবশেষে পৃথিবীতে আসেন এবং এর ফলে মানুষ ও স্বর্গদূত, উভয়েই উল্লাসিত হয়ে ওঠে। কীভাবে খ্রীষ্ট পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করেন? প্রত্যাশা ও সেই প্রত্যাশার পূর্ণতার মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে? অবতার হওয়া শব্দটির অর্থ কী? খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক মহিমা সম্পর্কে সুসমাচার কী প্রকাশ করে? কীভাবে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মহিমাকে প্রকাশ করেন? খ্রীষ্ট তাঁর পার্থিব পরিচর্যায় কী বার্তা ঘোষণা করেছিলেন? কীভাবে সেই বার্তাটি বর্তমানে মণ্ডলীর দ্বারা ঘোষণা করা বার্তার সাথে সম্পর্কিত? এর আগের পাঠের শেষে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের মাঝে ধারাবাহিকতা ও পার্থক্যমূলক বিষয়গুলিকে সারাংশ করেছিলাম।

এই বক্তৃতায়, আমরা ভবিষ্যদ্বাণী থেকে সরে সেইগুলির পূর্ণতা, অর্থাৎ নতুন নিয়মের দিকে অগ্রসর করবো, অথবা বলতে পারেন যে আমরা প্রত্যাশা থেকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করবো। আমরা এখনও পর্যন্ত ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্ধারের কাজের উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করছি। নতুন নিয়মের আমাদের এই অধ্যয়ন শুরু হচ্ছে খ্রীষ্টের আগমনের চূড়াতে দাঁড়িয়ে। খ্রীষ্টের অবতরণ, অথবা মাংসে মূর্তিমান হওয়া উদ্ধারের ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগের আরম্ভকে চিহ্নিত করে। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে, বেশীরভাগ পৃথিবী খ্রীষ্টের আগমন দ্বারা সময়কে চিহ্নিত করে। তিনিই সেই অক্ষরেখা যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘোরে, তাই আমরা B.C (খ্রীষ্টপূর্ব) ব্যবহার করি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আগের সময়কালটিকে চিহ্নিত করার জন্য; এবং A.D (খ্রীষ্টাব্দ), অর্থাৎ আমাদের প্রভুর বছর, ব্যবহার করি খ্রীষ্টের পরবর্তী সময়কালটিকে চিহ্নিত করার জন্য। তাই, খ্রীষ্টের আগমনের আগে পৃথিবীর সম্পূর্ণ ইতিহাস এই মুহূর্তের দিকে নির্দেশ করে ও প্রস্তুতি নেয়, এবং সেই সময়ের পর থেকে এই পৃথিবীর ইতিহাস তাঁর আগমনের পৃথিবী-পরিবর্তনকারী অভিজ্ঞতাগুলি অনুভব করেছে।

প্রথমত, আমি আনন্দদায়ক প্রত্যাশা ও তার পূর্ণতাকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা দেখেছি যে পুরাতন নিয়মের তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্ত অপরিহার্য নতুন নিয়মকে উপলব্ধি করার জন্য। অবশ্যই, এই দুটোই খ্রীষ্টের উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করে। পুরাতন নিয়ম শাস্ত্রের যীশুর বর্ণনাগুলি শুনুন। তিনি বলেছেন, "তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে; আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়" (যোহন ৫:৩৯)।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর আমরা পড়ি, "পরে তিনি মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার সেই বাক্য এই, মোশির ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য পূর্ণ হইবে" (লূক ২৪:২৭ এবং ৪৪)।

আমরা যখন নতুন নিয়মের দিকে ফিরি, তখন আমরা আবিষ্কার করি যে ঈশ্বর খ্রীষ্ট এবং পুরাতন নিয়মের অনেক চরিত্রের মাঝে, যেমন আদম, নোহ, অব্রাহাম, মোশি এবং হারোণ, যিহোশূয়, দায়ূদ, শলোমন, এবং ইত্যাদি, একটি সমান্তরাল টানেন। নতুন নিয়ম খ্রীষ্ট এবং অনেক পুরাতন নিয়মের ঘটনাগুলির, অধ্যাদেশ ও অন্যান্য প্রতীকগুলির সাথেও সংযোগ তৈরি করে। তাই, যোহন ১২ অধ্যায় পড়ে আপনি মনে করতে পারেন যে মরুভূমিতে যে পিতলের সাপ একটি লাঠির উপর লাগিয়ে অনেক উঁচুতে তুলে রাখা হয়েছিল, সেটা খ্রীষ্টকে দর্শায়।

পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের ব্যাপক প্রকাশ দেখতে পাওয়ার পর, এটি আমাদের অবাক করবেনা যদি কিছু ধার্মিক বিশ্বাসীদের খুঁজে পাই যারা তাদের পুরাতন নিয়ম জানতো এবং তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। তাই, লূক ২:২৫-২৬ পদে আমরা শিমিয়োন নামক একজন ব্যক্তির বিষয়ে পড়ি, "আর দেখ, শিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি যিরূশালেমে ছিলেন, তিনি ধার্ম্মিক ও ভক্ত, ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিতেন, এবং পবিত্র আত্মা তাঁহার উপরে ছিলেন। আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি প্রভুর খ্রীষ্টকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যু দেখিবেন না"। একইভাবে, সেই একই অধ্যায়ে, লূক ২:৩৭-৩৮ পদে হান্না নামক একজন মহিলার কথা পড়ি, "আর চৌরাশী বৎসর পর্য্যন্ত বিধবা হইয়া থাকেন, তিনি ধর্ম্মধাম হইতে প্রস্থান না করিয়া উপবাস ও প্রার্থনা সহকারে রাত দিন আরাধনা করিতেন। তিনি সেই দণ্ডে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, এবং যত লোক যিরূশালেমের মুক্তির অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে যীশুর কথা বলিতে লাগিলেন"। এই প্রত্যাশা গড়ে ওঠা ও তার পূর্ণতার এই বিষয়টি নতুন নিয়মের শুরুতেই স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়, তাই এটি আরও সম্পূর্ণ ভাবে বিবেচনা করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে কীভাবে খ্রীষ্টের আগমন এই প্রত্যাশা ও তার পূর্ণতাকে যুক্ত করে।

এই সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রধান বিষয়টি হল আনন্দ, তাই প্রথমেই বিবেচনা করুন যে খ্রীষ্টের আগমন স্বর্গের স্বর্গদূতদের দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছিল। লূক ২:১০ পদে, স্বর্গদূত এই ঘোষণা করেন, "ভয় করিও না, কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি; সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে"। যাইহোক, স্বর্গদূতেরাও এই সমস্ত বিষয়গুলিতে প্রচণ্ড আগ্রহ রাখে। ১ পিতর ১:১২ পদটি মনে করবেন, "তাঁহাদের কাছে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা আপনাদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য ঐ সকল বিষয়ের পরিচারক ছিলেন; সেই সকল বিষয় যাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা এখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা গিয়াছে; আর স্বর্গদূতেরা হেঁট হইয়া তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন"। সুতরাং, স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে জানতে পারে খ্রীষ্টের অবতরণের মধ্যে দিয়ে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কাজের মধ্যে দিয়ে। আরও একবার, লূক ২:১৩-১৪ পদে, "পরে হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বৃহৎ দল ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের স্তবগান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে [তাঁহার] প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি"।

দ্বিতীয়ত, সংক্ষিপ্ত রাখার কারণে, আসুন খ্রীষ্টের পরিচর্যার আরও একটি ঘটনার উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করি যা বিশেষ ভাবে তাঁর অবতরণের প্রত্যাশা ও আনন্দদায়ক পূর্ণতার বিষয়টির উপর আলোকপাত করে। আসুন, আমরা যিরূশালেমে খ্রীষ্টের বিজয়ী প্রবেশের ঘটনাটি বিবেচনা করি যেখানে রাজা তাঁর ভার্যাকে উদ্ধার করতে ও ফিরে পেতে এসেছিলেন। এটি সুসমাচারের শেষের দিকে রয়েছে। তাই, আপনি যদি গীতসংহিতা ১১৮ -এর গীতটি বিবেচনা করেন, আপনি লক্ষ্য করবেন যে নতুন নিয়মকে বুঝতে পারার ক্ষেত্রে এই গীতসংহিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনি যদি বিশেষ ভাবে ২৫ ও ২৬ পদ দুটি দেখেন, আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন যে গীত ১১৮ সেই প্রত্যাশাকে জন্ম দেয়। সেখানে লেখা আছে, "আহা! সদাপ্রভু, বিনয় করি, পরিত্রাণ কর; আহা! সদাপ্রভু, বিনয় করি, সৌভাগ্য দেও। ধন্য তিনি, যিনি সদাপ্রভুর নামে আসিতেছেন; আমরা সদাপ্রভুর গৃহ হইতে তোমাদিগকে ধন্যবাদ করি"। এখন, এই কথাগুলিকে স্মরণে রাখবেন এবং লক্ষ্য করবেন যে এর পরিপূর্ণতা আমরা সুসমাচারের মধ্যে দেখতে পাই; এবং আপনার এটাও লক্ষ্য করা উচিৎ যে হোসান্না শব্দটি এখানে প্রশংসামূলক চিৎকার, যার অর্থ "বিনয় করি, পরিত্রাণ করো", ঠিক গীত ১১৮ -এর শব্দ।

তাই, উদাহরণস্বরূপ, মথি ২১:৯ পদে আমরা পড়ি যে লোকেরা বলেছিল, "হোশান্না দায়ূদ-সন্তান, ধন্য, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন; ঊর্দ্ধলোকে হোশান্না"। এই পদটিকে মার্ক ১১, লূক ১৯, এবং যোহন ১২ অধ্যায়ের সমান্তরাল পদগুলির সাথে তুলনা করুন। এছাড়াও, সখরিয় ৯:৯ পদে আমরা পড়ি, "হে সিয়োন-কন্যা অতিশয় উল্লাস কর; হে যিরূশালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি কর। দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসিতেছেন; তিনি ধর্ম্মময় ও পরিত্রাণযুক্ত, তিনি নম্র ও গর্দ্দভে উপবিষ্ট, গর্দ্দভীর শাবকে উপবিষ্ট"। একইভাবে, যিশাইয় ৬২:১১-১২ পদে, "তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার পরিত্রাণ উপস্থিত; দেখ, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার [দাতব্য] বেতন আছে, তাঁহার অগ্রে তাঁহার [দাতব্য] পুরস্কার আছে"। আরও একবার, নতুন নিয়মে মথি ২১:৪ পদে আমরা পড়ি, "এইরূপ ঘটিল, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বাক্য পূর্ণ হয়"। তারপর পুরাতন নিয়ম থেকে এই অংশটিকে উদ্ধৃত করা হয়। সুতরাং, এই উদাহরণগুলিতে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পুরাতন নিয়মে এই প্রত্যাশা গড়ে উঠেছিল এবং

খ্রীষ্টের আগমনের মাধ্যমে আনন্দ সহকারে এর পরিপূর্ণতা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছেন।

আপনি একই প্রকারের ভাষা লক্ষ্য করবেন অন্যান্য পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রাংশগুলির মধ্যে বোনা রয়েছে। গীতসংহিতা ৪৫ রাজার কন্যার আনন্দের কথা বলে। গীতসংহিতা ২৪ বলে "হে পুরদ্বার সকল, মস্তক তোল"; এবং তারপর বলে যে "প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিবেন"। পরমগীত ৩ অধ্যায়টি সিয়োনের কন্যাদের উল্লেখ করেছে যারা রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করে রয়েছে। আমরা আরও, আরও অনেক উদাহরণ দেখাতে পারবো: সফনিয় ৩, গীতসংহিতা ৯৬, গীতসংহিতা ৯৮, ইত্যাদি।

তারপর আপনি নতুন নিয়মে যোহন ১২:১৫ পদ খুলে এই ভাষাটি লক্ষ্য করবেন, "অয়ি সিয়োন-কন্যে, ভয় করিও না, দেখ, তোমার রাজা আসিতেছেন, গর্দ্দভ-শাবকে চড়িয়া আসিতেছেন" সদাপ্রভুর নামে। এই সমস্ত কিছু প্রত্যাশা ও তার আনন্দদায়ক পরিপূর্ণতার মধ্যে একটি সংযোগ দেখায়। এছাড়াও, যিশাইয় ৪০ অধ্যায়ের সাথে, যেখানে প্রধান বিষয়বস্তুটি হল "দেখ, প্রভু সদাপ্রভু সপরাক্রমে আসিতেছেন, তাঁহার বাহু তাঁহার জন্য কর্তৃত্ব করে...দেখ, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার [দাতব্য] বেতন আছে, তাঁহার অগ্রে তাঁহার [দাতব্য] পুরস্কার আছে" (পদ ১০), যিশাইয় ৬২:১১-১২ পদের মধ্যে সংযোগটি লক্ষ্য করুন, যেখানে লেখা আছে, "তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার পরিত্রাণ উপস্থিত; দেখ, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার [দাতব্য] বেতন আছে, তাঁহার অগ্রে তাঁহার [দাতব্য] পুরস্কার আছে"। তারপর আপনি নতুন নিয়মের পৃষ্ঠায় জান, এবং উদাহরণস্বরূপ, এই মুহূর্তে শেষের দিকে চলে যান, প্রকাশিত বাক্য ২২:১২ পদ, সেখানে আপনি এর পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করতে পারবেন। তারপর এই কথাগুলি পড়ি, "দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহবর্ত্তী, যাহার যেমন কার্য্য, তাহাকে তেমন ফল দিব"।

এখানে কী ঘটছে? আমি আপনাকে শুধুমাত্র কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রাংশ প্রদান করছি উদাহরণ হিসেবে, শুধুমাত্র এই গভীর বিষয়টিকে দেখানোর জন্য যে পুরাতন নিয়মে এই প্রত্যাশা জন্মেছে এবং খ্রীষ্টের আগমনের মধ্যে দিয়ে এটার একটি চূড়ান্ত আনন্দদায়ক পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করেছি। আপনার অধ্যয়নে আপনাকে এই বিষয়টি আরও অনুসন্ধান করতে হবে, কিন্তু পুরাতন নিয়মে "দেখো, দেখো", এই বারংবার আহ্বানটি আমাদেরকে বাস্তবে খ্রীষ্টকে দেখতে ও তাঁর রব শোনার জন্য পথ খুলে দিয়েছিল। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ স্বর্গদূত ও মানুষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আনন্দ নিয়ে এসেছিলো। সেই আনন্দের মধ্যে আমরা যেন ভাগীদার হই। এটি একটি বিশাল ঘটনা, খ্রীষ্টের আগমন, বাস্তবেই একটি বিশাল ঘটনা।

দ্বিতীয়ত, আসুন আমরা আমাদের মনোযোগ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকে দিই। অবতরণ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল "মাংসে মূর্তিমান" হওয়া, তাই এটি অনন্তকালীন ঈশ্বরের পুত্রের নম্র হওয়া ও নিজেকে সীমিত করার কাজটিকে বোঝায়, এবং তিনি চিরকাল ধরে উভয়ই প্রকৃত ভাবে ঈশ্বর ও প্রকৃত ভাবে মানুষ রূপে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। শর্টার ক্যাটেকিসম প্রশ্ন ২২ এই ভাবে সারাংশ করে, "খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, দেহধারণ করার মধ্যে দিয়ে মানুষ হলেন, পবিত্র আত্মার দ্বারা কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মালেন, কিন্তু তিনি তবুও নিষ্পাপ ছিলেন"। সিস্টেমেটিক থিওলজি (নিয়মানুগ ঈশ্বরতত্ত্ব) অধ্যয়ন করার সময়ে, এই শিক্ষাতত্ত্বের অধীনে যা কিছু রয়েছে, তা আপনি বিস্তারিত ভাবে আবিষ্কার করবেন। কিন্তু এই পাঠ্যক্রমে আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য, আমরা খ্রীষ্টের আত্ম-উন্মোচন ও ঈশ্বরের মহিমাকে প্রকাশের উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করবো। এটি তাঁর মাংসে মূর্তিমান হওয়ার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে।

সুতরাং, এই দ্বিতীয় পয়েন্টের অধীনে লক্ষ্য করবেন। প্রথমত, যীশু হলেন সত্য ঈশ্বর। তাঁর পার্থিব পরিচর্যা জুড়ে, খ্রীষ্ট তাঁর নিজের ঐশ্বরিক মহিমা ও প্রতাপ ধারাবাহিক ভাবে উন্মোচন করে গিয়েছে। বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত রাখার কারণে, যোহন লিখিত সুসমাচার থেকে কয়েকটি মূল বিষয়বস্তুগুলি বিবেচনা করুন। যোহন ১:১-৩ পদে, এই পুস্তকটি শুরু হয় খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক মহিমার একটি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে, "আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই"। সুতরাং, আপনি লক্ষ্য করতে পারছেন যে যীশুকে ঈশ্বর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু তবুও, একই সময়ে, ঈশ্বরের থেকে আলাদা হিসেবেও দেখানো হয়েছে। তাই, তিনি হলেন ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি, এবং তিনি হলেন পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মার সাথে প্রকৃত ঈশ্বর।

আপনি যখন যোহনের সুসমাচারের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবেন, এই পুনরাবৃত্তি করা বিষয়বস্তুটি উন্মোচিত হয়েছে, এবং আমি আপনাকে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে দেখাবো। যোহন ৮:৫৮ পদে, "যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি"; ১০:৩০-৩৩ পদে, "আমি ও পিতা, আমরা এক। যিহূদীরা আবার তাঁহাকে মারিবার জন্য পাথর তুলিল। যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, পিতা হইতে তোমাদিগকে অনেক উত্তম কার্য্য দেখাইয়াছি, তাহার কোন্ কার্য্য প্রযুক্ত আমাকে পাথর মার? যিহূদীরা তাঁহাকে এই উত্তর দিল, উত্তম কার্য্যের জন্য তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু ঈশ্বর-নিন্দার জন্য, কারণ তুমি মানুষ হইয়া আপনাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিতেছ, এই জন্য"। আপনি অবশ্যই স্মরণ করতে পারবেন যে ঈশ্বর মোশির কাছে নিজেকে মহান "আমি আছি" বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এটি হল যিহোবার নাম: যাত্রাপুস্তক ৩:১৪, "ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, "আমি যে আছি সেই আছি"; আরও কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এইরূপ বলিও, "আছি" তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন"। যোহন লিখিত সুসমাচারে, যীশু বারংবার এই নামটি ব্যবহার

করেছিলেন তাঁর নিজের উল্লেখ করার জন্য। তাই, আপনি যদি যোহন অধ্যয়ন করেন, সেখানে আপনি প্রভু যীশুর সাতটি আমি বাণীগুলি লক্ষ্য করতে পারবেন। যীশু বলেছেন, "আমিই সেই জীবন-খাদ্য" (যোহন ৬:৩৫), "আমি জগতের জ্যোতি" (যোহন ৮:১২), "আমিই মেষদিগের দ্বার" (যোহন ১০:৭,৯)। তিনি বলেছেন যে "আমি উত্তম মেষপালক" (যোহন ১০:১১-১৪), "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন" (যোহন ১১:২৫), এবং "আমিই পথ, সত্য ও জীবন" (যোহন ১৪:৬)। অবশেষে, "আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা" (যোহন ১৫:১ এবং পরবর্তী পদগুলি)।

এই সমস্ত কিছু আপনার কাছে উপলব্ধ রয়েছে, এবং উদ্যানে খ্রীষ্টকে গ্রেফতার করার সময়ে, যোহন ১৮:৫-৬ পদে আমরা পড়ি, "তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল, নাসরতীয় যীশুর। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমিই তিনি"। আক্ষরিক ভাবে, গ্রীক ভাষায়, তিনি সর্বনামটি নেই, সুতরাং আক্ষরিক ভাবে যীশু বলেছিলেন, "তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমিই... তিনি যখন তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই, তাহারা পিছাইয়া গেল, ও ভূমিতে পড়িল"। খ্রীষ্টের এই আশ্চর্য ঘোষণাটি আপনি এখানে লক্ষ্য করতে পারছেন। আপনি অনেক পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রাংশ আবিষ্কার করবেন যেখানে যিহোবা ঈশ্বরের উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেই একই পদগুলি নতুন নিয়মে খ্রীষ্টকে উল্লেখ করার জন্য উদ্ধৃত হয়েছে। আমার মনে হয়, এইগুলি বাস্তবে তালিকাভুক্ত করা আপনার জন্য একটি গঠনমূলক অধ্যয়ন প্রমাণিত হবে। কিন্তু এটি করার দ্বারা, যেটা ঘটছে, সেটা হল যে নতুন নিয়ম প্রমাণ করছে যে যীশুই হলেন যিহোবা। যোহন ১২:৪১ পদ থেকে একটি উদাহরণ যা যিশাইয় ৬ অধ্যায়ের একটি পরিচিত দৃশ্যকে উদ্ধৃত করে, যে ঈশ্বরের দর্শনটি যিশাইয় দেখেছিলেন, এবং তারপর যোহন বলেছেন যে যিশাইয় খ্রীষ্টকে দেখেছিলেন। এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে পুরাতন নিয়মে যিহোবা ঈশ্বরের সম্বন্ধে উল্লেখগুলি নতুন নিয়মে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

একই বিষয়টি আমরা খ্রীষ্টের অনেকগুলি শিরোনামের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে পারি। এখানে দুটো উদাহরণ দিলাম। তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়; তিনি আরাধনা গ্রহণ করেন। সুতরাং, যোহন ৯:৩৫,৩০-৩৮ পদে যীশু প্রশ্ন করেছেন, "তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করিতেছ?" সেই ব্যক্তি এই উত্তর দেয়, "প্রভু, তিনি কে? আমি যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করি। যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ; আর তিনিই তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। সে কহিল, বিশ্বাস করিতেছি, প্রভু; আর সে তাঁহাকে প্রণাম করিল"। একইভাবে, আমরা মনুষ্যপুত্র শিরোনামের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি। যীশু এই শিরোনামটি নিজের ক্ষেত্রে অন্যান্য যেকোনো শিরোনামের চেয়ে বেশি বার ব্যবহার করেছেন, চারটি সুসমাচার মিলিয়ে ৮১ বার।

এখন, আপনি হয়তো আপনার পুরাতন নিয়মের অধ্যয়ন থেকে স্মরণ করতে পারবেন যে পুরাতন নিয়ম মনুষ্যপুত্র পদবিটি ঐশ্বরিক মহিমার একটি উল্লেখ। হ্যাঁ, অনেকসময়ে লোকেরা ভাবতে পারে, "ঈশ্বরের পুত্র পদবিটি তাঁর ঐশ্বরিক সত্ত্বাকে চিহ্নিত করে এবং মনুষ্যপুত্র পদবিটি তাঁর মনুষ্যত্বকে চিহ্নিত করে"। বাস্তব এটি যে এমনকি মনুষ্যপুত্র শব্দটি তাঁর ঐশ্বরিক মহিমাকে উল্লেখ করে, তাই দানিয়েল ৭ অধ্যায়ে বর্ণনাটি স্মরণ করুন যেখানে তিনি মনুষ্যপুত্রকে অনেক দিনের বৃদ্ধের কাছে উঠে যেতে দেখেছিলেন, এবং অনেক স্থান রয়েছে যেখানে মনুষ্যপুত্র পদবিটিকে ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য অর্পণ করা হয়েছে। যখন আপনি যোহন লিখিত সুসমাচারের অন্তিম পর্যায়ে আসেন, সেখানে থোমা, যীশুর একজন শিষ্য, পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের দিকে তাকায় ও প্রকাশ্যে তাঁর ঐশ্বরিক মহিমা ঘোষণা করেন। ২০:২৮ পদে, "থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!" সমগ্র নতুন নিয়ম এই শিক্ষাতত্ত্বটিকে উন্মোচন করে: যীশুই হলেন প্রকৃত ঈশ্বর।

দ্বিতীয়ত, যীশু হলেন ঈশ্বরের প্রকাশ, এবং এতক্ষণ আমরা যাকিছু দেখলাম, সেটির সাথে এটি যুক্ত। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে যীশুর অবতরণের মধ্যে দিয়ে, তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর ঐশ্বরিক মহিমাকে প্রকাশ করবেন। সুতরাং, যোহন ১:১৪ পদে এবং তারপর আবার ১৮ পদে আমরা পড়ি, "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ"। ১৮ পদ বলে, "ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন"। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যীশুর মাংসে মূর্তিমান হওয়ার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ আমরা লাভ করেছি। একইভাবে, যোহন ১৪:৯ পদে, যীশু বলেছেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে;" আরও একবার, সমগ্র নতুন নিয়ম এই বিষয়বস্তুটিকে উন্মোচন করে: খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত প্রকাশ।

বাইবেল খ্রীষ্টকে "ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি" বলে বর্ণনা করেছে (কলসীয় ১:১৫) এবং অন্য এক স্থানে, "ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্ত্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন" (ইব্রীয় ১:৩)। সুতরাং, ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান খ্রীষ্টের ব্যক্তি ও কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর আত্ম-প্রকাশের সাথে জড়িত রয়েছে। ঈশ্বর-কেন্দ্রিক হওয়ার অর্থ হল খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক হওয়া। খ্রীষ্টের জীবন ও পরিচর্যার প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায়, আমরা সমস্ত ত্রিত্ব ঈশ্বরকে কার্যকারী দেখতে পাই: পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি তাঁর জন্মের সময়ে, তাঁর বাপ্তিস্মের সময়ে, তাঁর শিক্ষার মধ্যে, তাঁর মৃত্যুতে, পুনরুত্থানে, ও স্বর্গারোহণে, এবং পঞ্চাশত্তমীর দিনে লক্ষ্য করতে পারবেন। পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের তিনটি দায়িত্ব-পদ সম্পর্কে যা কিছু শিখেছি, সেইগুলির একটি নিশ্চয়তা এখানে লক্ষ্য করতে পারি। নতুন নিয়ম খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অভিষিক্ত, ঈশ্বরের মসীহ, ঈশ্বরের খ্রীষ্ট, এবং ঈশ্বরের অন্তিম ভাববাদী বলে দেখিয়েছে। ইব্রীয় ১:১ পদে এবং পরবর্তী পদগুলিতে আমরা যা দেখেছি তা স্মরণে রাখবেন। এটি তাঁকে

আমাদের মহা যাজক হিসেবে দেখায়, ইব্রীয় ৭ থেকে ১০ অধ্যায়গুলি বিবেচনা করুন, সেখানে তাঁকে রাজাদের রাজা হিসেবে দেখায়। এটি অনেকগুলি স্থানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, প্রকাশিত বাক্য ১ অধ্যায়। তাই, খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বকে বিবেচনা করার মধ্যে দিয়ে, আমরা দেখতে পাই যে তিনিই হলেন প্রকৃত ঈশ্বর, এবং আমরা দেখি যে তিনিই হলেন ঈশ্বরের প্রকাশ।

খ্রীষ্টের বার্তা সম্পর্কিত আমাদের তৃতীয় প্রধান পয়েন্ট, যে বার্তাটি তিনি পার্থিব পরিচর্যার সময়ে দিয়েছেন। সুসমাচারের শুরুতেই প্রথম যে বিষয়বস্তুটি বেরিয়ে আসে, সেটা তাঁর রাজ্য সম্পর্কিত, ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত তাঁর বার্তা। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে ঘোষণা করার মাধ্যমে তাঁর পরিচর্যা শুরু করেছিলেন। তাই, মথি ৪:১৭ পদে লেখা আছে, "সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগিলেন, 'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল'"। একইভাবে, মার্ক ১:১৪-১৫ পদে, "আর যোহন কারাগারে সমর্পিত হইলে পর যীশু গালীলে আসিয়া ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর"। যেমন আপনি ইতিমধ্যেই জানেন, ঈশ্বরের রাজ্যের এই ধারণাটির উৎস পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায়, কিন্তু এর পরিপূর্ণতা নতুন নিয়মে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমত আমরা এটি এদন উদ্যানে দেখতে পাই, যেখানে আদম ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে বাধ্যতার সাথে বাস করতো; কিন্তু সেই ব্যবস্থাটি পতনের কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এবং স্মরণ করবেন যে বাইবেল ঈশ্বরের লোকেদেরকে উদ্ধার করার পরিকল্পনাটি উদ্ঘাটন করে, যেখান থেকে তারা ইচ্ছুক ভাবে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে সেবা করবে। সিনয়তে অব্রাহামের অধীনে এই বিকাশ লক্ষ্য করতে পারি যেখানে তিনি একটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন দায়ূদ ও শলোমনের শাসনের অধীনে, এবং ভাববাদীদের দ্বারা ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে দিয়ে। ঈশ্বরের রাজ্য হল ঐশ্বরিক মহিমার প্রকাশ ঈশ্বরের উদ্ধারকারী রাজত্বের মধ্যে দিয়ে এবং এক জাতির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের অধিকারগুলিকে বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে, যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর প্রজা হিসেবে সেবা করবে। এটি ঈশ্বরের পরিত্রাণমূলক শাসনের কথা বলে যা তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মধ্যে দিয়ে স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁর সমস্ত শত্রুদেরকে তাঁর পাদপিট করার মধ্যে দিয়ে দেখা গিয়েছে। দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টের প্রচারের মধ্যে দিয়ে ঘোষিত হয়েছে, এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময়ে এটি সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

সুতরাং ভবিষ্যতে, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময়ে, বিচারের দিনে, ঈশ্বরের রাজত্বকে সম্পূর্ণ প্রকাশে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমানে, এটি আমরা খ্রীষ্টের প্রচার, এবং তাঁর অলৌকিক কাজগুলির মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই। পুরাতন নিয়মের মতই, এই প্রচার ঈশ্বরের দাবী ও প্রতিশ্রুতি ও আমাদের থেকে তাঁর চাহিদাগুলিকে ঘোষণা করেছিল। খ্রীষ্ট অনেকগুলি দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বর্ণনা করেছেন। আপনি যদি মথি ১৩ অধ্যায়টি লক্ষ্য করেন, আপনি সেখানে একগুচ্ছ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করতে পারবেন। তিনি বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত, গম ও শ্যামাঘাস, সর্ষে দানা, তাড়ী, গুপ্ত ধন, মূল্যবান মুক্ত, জালের, ইত্যাদি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্যের বর্ণনা করেছেন। এটি ঈশ্বরের রাজ্যের অসীম মূল্যের কথা এবং সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এর বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কথা বলে। এটি ঈশ্বরের রাজ্যকে একটি ক্ষুদ্র সর্ষে দানার মত শুরু করে, এবং একটি বিশাল গাছে পরিণত হয়। এটি একটি তাড়ীর মত, যা সমস্ত ময়দাকে তাড়ীময় করে তোলে। এটি ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সম্প্রসারণের একটি চিত্র। এটি মণ্ডলীর সাথে সম্পর্কিত।

ওয়েস্টমিনিস্টার কনফেশন ২৫ অধ্যায় ২য় অনুচ্ছেদ বলে, "দৃশ্যমান মণ্ডলী, যা সুসমাচারের অধীনে বিশ্বব্যাপী, আগের মত কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের অধীনে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যবস্থার অধীনে নয়, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পৃথিবীর সেই সকল মানুষ যারা প্রকৃত বিশ্বাসকে স্বীকার করে ও সেই বিশ্বাসের সন্তান এবং তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য, ঈশ্বরের পরিবার, যার বাইরে পরিত্রাণের কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নেই"। এর আগে আমি যে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃতি করেছি, সেখানে লক্ষ্য করবেন যে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার অনুতাপের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং, ঈশ্বরের রাজ্যের এই বার্তার মধ্যে অনুতাপ অথবা মন ফেরানোর দাবী রয়েছে। অনুতাপ হল পাপ থেকে ঈশ্বরের দিকে অনুগ্রহের জন্য ফেরা। অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আমাদের সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তাঁর দিকে ফেরা। এটি হল পাপের রাজত্ব থেকে, অর্থাৎ শয়তানের রাজত্ব থেকে মুখ ঘুরিয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যের মধ্যে ঈশ্বরের রাজত্বের দিকে ফেরা। এটি হল খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য ফেরা, তাঁর ভার ভহন করা, নিজেকে অস্বীকার করা, এবং তাঁর পিছনে চলা। খ্রীষ্ট মানুষকে আহ্বান করে, "আমার কাছে এসো", প্রতিশ্রুত মসীহ ও উদ্ধারকর্তা। তিনি বলেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" (যোহন ১৪:৬)।

এখানে আমরা এটি সম্পূর্ণ ভাবে নিরীক্ষণ করতে পারবো না, কিন্তু খ্রীষ্ট এসেছিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রচার করেছিলেন ও মানুষদেরকে অনুতাপ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। তিনি চুক্তির নিশ্চয়তাও সঙ্গে করে এনেছিলেন। যীশু তাঁর সম্পূর্ণ পরিচর্যা জুড়ে এই চুক্তির বিভিন্ন দিকগুলিকে উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু উদাহরণস্বরূপ, এটি খুব সুন্দর ভাবে বেরিয়ে আসে শিষ্যদের সাথে যীশু নিস্তারপর্বের ভোজ করার সময়ে, যেখানে তিনি পুরাতন নিয়মের চুক্তির রক্তের ভাষা ব্যবহার করেন, নতুন নিয়মের এই অধ্যাদেশটিকে স্থাপন করার সময়ে। এই বার্তার কেন্দ্রে রয়েছে তাঁর বলিদান ও ক্ষত-বিক্ষত দেহ ও তাঁর লোকেদের জন্য রক্ত সেচন, কিন্তু আপনি লক্ষ্য করবেন যে ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধীয়, মধ্যস্ততাকারী সম্বন্ধীয়, ও চুক্তি সম্বন্ধীয় সকল পুরাতন নিয়মের বিষয়বস্তুগুলি খ্রীষ্টেতে অন্তিম পরিণতি লাভ করে অথবা পূর্ণ হয়।

নতুন নিয়মের প্রচারগুলির মধ্যে, প্রেরিতগণের প্রচারের মধ্যে ও বর্তমানে মণ্ডলীর প্রচারের মধ্যে এই সকল বিষয়ের

তাৎপর্য রয়েছে। রোমীয় ১৬:২৫-২৭ পদে পৌল লেখেন, "যিনি তোমাদিগকে সুস্থির করিতে সমর্থ—আমার সুসমাচার অনুসারে ও যীশু খ্রীষ্ট-বিষয়ক প্রচার অনুসারে, সেই নিগূঢ়তত্ত্বের প্রকাশ অনুসারে, যাহা অনাদি কাল অবধি অকথিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ব্যক্ত হইয়াছে, এবং ভাববাদিগণের লিখিত গ্রন্থ দ্বারা সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে, বিশ্বাসের আজ্ঞাবহতার নিমিত্তে, সর্ব্বজাতির নিকটে জ্ঞাত করা গিয়াছে, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা সেই একমাত্র প্রজ্ঞাবান্ ঈশ্বরের গৌরব যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে হউক। আমেন"। মণ্ডলীকে ও খ্রীষ্টকে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কাজ প্রচার করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। সমগ্র নতুন নিয়মের শাস্ত্র জুড়ে আপনি এটি লক্ষ্য করতে পারবেন। ১ করিন্থীয় ১:২৩ পদে লেখা আছে, "কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি; তিনি যিহূদীদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ"।

আপনি যখন প্রেরিতদের পুস্তক অধ্যয়ন করবেন, একটার-পর একটা অধ্যায় প্রেরিতদের দ্বারা প্রচারগুলির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছে। প্রেরিত ৫:৪২ পদে লেখা আছে, "আর তাঁহারা প্রতিদিন ধর্ম্মধামে ও বাটীতে উপদেশ দিতেন, এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার প্রচার করিতেন, ক্ষান্ত হইতেন না"। খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে অবতরণ করা ঈশ্বরের মহিমাকে দর্শায়। খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ ও খ্রীষ্টের দ্বারা প্রচারিত বার্তাগুলি একসঙ্গে যুক্ত। এটিই বর্তমানের মণ্ডলীর বার্তার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্যকে আকার দিয়ে থাকে। খ্রীষ্ট যেন অবশ্যই অগ্রগণ্য স্থান লাভ করেন। তাঁকে অবশ্যই উচ্চে উন্নীত করতে হবে ও তাঁর দিকে মানুষদের আকর্ষিত করতে হবে। বাইবেল ভিত্তিক ভাবে প্রচার করতে গেলে, আমাদেরকে সম্পূর্ণ শাস্ত্র থেকে খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ ব্যক্তি ও সম্পূর্ণ কাজ সম্পর্কে প্রচার করতে হবে। যেমন ২ তীমথিয় ৩:১৬ পদে পৌল এইভাবে সারাংশ করেছেন, "আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, ইহা সর্ব্বসম্মত, যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন হইলেন, দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন, জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইলেন, জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলেন, সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন"।

এই বক্তৃতায়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঈশ্বর তাঁর মহিমার সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত প্রকাশ করেছেন তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করার মধ্যে দিয়ে। এর পরের বক্তৃতায়, আমরা বিবেচনা করবো যে কীভাবে ঈশ্বর এই প্রকাশকে আরও প্রসারিত করেছেন খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে।

বক্তৃতা ২৩

খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত

লেকচারের বিষয়বস্তু:

খ্রীষ্টের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর মহিমাকে প্রকাশ করতে প্রসন্ন হন।

পাঠ্য অংশ:

"কেননা আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানিব না, কেবল যীশু খ্রীষ্টকে, এবং তাঁহাকে ক্রুশে হত বলিয়াই, জানিব"। (১ করিন্থীয় ২:২)।

বক্তৃতা ২৩ -এর অনুলিপি

এই জগত আত্মিক বাস্তবগুলিকে দেখতে পায়না। তারা অন্ধ, অবিশ্বাসের অন্ধকারে হাতছানি দিয়ে বেড়ায়। পৌল বলেছেন যে তারা ক্রুশের দিকে তাকিয়ে সেটিকে মূর্খ বলে মনে করে। তাদের মতে, একজন নেতা, একজন রাজা, একজন উদ্ধারকর্তার আপাত দুর্বলতার চেয়ে আর কী বেশি মূর্খজনক হতে পারে, যিনি একটি নৃশংস মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয়েছে? এটি সেই শক্তিকে দর্শায় না যা এই জগত মর্যাদা দিয়ে থাকে। এই সমালোচনাগুলির মুখে, ঈশ্বর তাঁর সত্যকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন, এমন সত্য যা এই জগতের অজ্ঞানতাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। ক্রুশ ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও শক্তিকে, তাঁর ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারকে দর্শায়, যখন তিনি তাঁর লোকেদের পরিত্রাণ সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনুগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টের ক্রুশের উপর মৃত্যু একটি পরাজয় বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঈশ্বর তাঁর সবচেয়ে বড় জয় প্রদর্শন করে থাকেন। খ্রীষ্ট পাপ, শয়তান ও মৃত্যুর উপর জয়লাভ করেছেন, এবং তিনি সেটা ক্রুশকে বাদ দিয়ে করেননি, বরং ক্রুশের মধ্যে দিয়ে করেছেন। সুতরাং, ১ করিন্থীয় ১:১৮ পদে আমরা পৌলের সাথে বলতে পারি, "কারণ সেই ক্রুশের কথা, যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা, আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ"।

পুরাতন নিয়মে আমরা যা কিছু শিখেছি সেটির বৃদ্ধি পাওয়া গতি কীভাবে খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজে সম্পন্ন হয়? কীভাবে পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলি নতুন নিয়মে পূর্ণতা লাভ করে? নতুন নিয়মে এবং সামগ্রিক ভাবে সম্পূর্ণ বাইবেলে কেন ক্রুশ একটি কেন্দ্রীয় বিষয়? এই প্রায়শ্চিত্তের বিভিন্ন উপাদানগুলি কী কী, এবং এইগুলি আমাদেরকে সুসমাচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কী শেখায়? পরিত্রাণের দিক থেকে ক্রুশ ঠিক কী কী অর্জন করেছে, এবং কাদের জন্য খ্রীষ্ট মারা গিয়েছেন? এই বক্তৃতায়, ঈশ্বরের উদ্ধারের ইতিহাসের সবচেয়ে মহান ঘটনাগুলির মধ্যে একটি ঘটনার দিকে আমরা মনোনিবেশ করবো। কিন্তু প্রথমে, আমাদেরকে পরিত্রাণ সাধনের প্রাপক এবং উদ্ধারের প্রয়োগের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে। সুতরাং, প্রথম বিষয়টি আমাদের জন্য খ্রীষ্টের কাজ সম্পর্কে বলে, যেখানে পরবর্তী বিষয়টি আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের কাজের সম্পর্কে বলে। নতুন নিয়মের প্রথম চারটি বক্তৃতায়, প্রাথমিক ভাবে পরিত্রাণ সাধনের প্রাপকের উপর লক্ষ্য কেন্দ্রিত করবো; অর্থাৎ, আমাদের জন্য খ্রীষ্টের কাজের উপর।, পরবর্তী বক্তৃতার কয়েকটি লক্ষ্য কেন্দ্রিত করবে বিশ্বাসীদের উপর পরিত্রাণের প্রয়োগের উপর; অর্থাৎ আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের কাজের উপর। কিন্তু, এই দুটির মধ্যে যেন অবশ্যই একটি বাইবেল ভিত্তিক ভারসাম্য বজায় রাখি। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির উপর জোর দেওয়া বাইবেলের সুসমাচারের বার্তাটিকে বিকৃত করে তুলবে। সুতরাং, আসুন খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের উপর আমরা মনোনিবেশ করি।

প্রথমত, আমরা প্রায়শ্চিত্ত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উন্মোচনগুলি লক্ষ্য করবো। আপনি মনে করতে পারবেন, উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রথম প্রকাশ পায় আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে, "আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে"। খ্রীষ্টের দ্বারা শয়তানের মস্তক চূর্ণ হওয়ার কাজটি সম্পূর্ণ হয় খ্রীষ্টের অবতরণের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায়, খ্রীষ্টের পাদমূল চূর্ণ হয়েছিল, যেটা ক্রুশের উপরে তাঁর কাজকে উল্লেখ করে। ১ যোহন ৩:৮ পদে লেখা আছে, "যে পাপাচরণ করে, সে দিয়াবলের; কেননা দিয়াবল আদি হইতে পাপ করিতেছে, ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য্য সকল লোপ

করেন"। উদাহরণস্বরূপ, এটি আর একবার দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হয়েছে কলসীয় ২:১৫ পদে, "আর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকল দূর করিয়া দিয়া ক্রুশেই সেই সকলের উপরে বিজয়-যাত্রা করিয়া তাহাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিলেন"। পুরাতন নিয়মের সম্পূর্ণ ইতিহাস এই মহান কাজের কথা বলে, এবং নতুন নিয়ম খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে এর পূর্ণতাকে প্রকাশ করে।

সুতরাং, যাত্রাপুস্তক সম্পর্কে, আমরা ১ করিন্থীয় ৫:৭ পদে পড়ি, "কারণ আমাদের নিস্তারপর্ব্বীয় মেষশাবক বলীকৃত হইয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট"। নতুন নিয়ম শুরু হয় বাপ্তিস্মদাতা যোহনের এই ঘোষণাটি দিয়ে, "ঐ দেখো, ঈশ্বরের মেষশাবক", এবং নতুন নিয়ম সমাপ্ত হয় একই চিত্র সহকারে। প্রকাশিত বাক্য ৫:১২ পদে, স্বর্গারোহণের পর, স্বর্গে উপবিষ্ট খ্রীষ্টের একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই, এবং সেখানে লেখা আছে, "তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'মেষশাবক, যিনি হত হইয়াছিলেন, তিনিই পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও সমাদর ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য।' মেষশাবকের উল্লেখ আমরা এই পুস্তকের শেষ পর্যন্ত, ২১:১৪ পদ পর্যন্ত দেখতে পাই।

নিচে আমরা যত আবিষ্কার করতে থাকবো, খ্রীষ্ট পুরাতন নিয়মের নিশ্চয়তা, বলিদান, প্রতিস্থাপন, প্রায়শ্চিত্ত, উদ্ধার, ইত্যাদি বিষয়বস্তুগুলিকে পূর্ণ করেছেন। যে বিষয়টি এখানে আমি স্থাপন করতে চাইছি, তা হল যে নতুন নিয়মের এই বিষয়বস্তুগুলি আপনি সীমিত ভাবে বুঝতে পারবেন যদি আপনি পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে ভালো ভাবে উপলব্ধি করতে না পারেন। চারটি সুসমাচার এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কাজকে প্রকাশ করে, এবং প্রত্যেকেই আলাদা-আলাদা বিষয়ের উপর জোর দেয়। আমরা তাঁর জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান, ও স্বর্গারোহণের বিষয়ে পড়ি। আপনি লক্ষ্য করবেন যে চারটি সুসমাচারই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সেই সকল ঘটনাগুলির উল্লেখ করেছে যা খ্রীষ্টের ক্রুশীয়মৃত্যুকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রায় অর্ধেক অংশ যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর আগের এক সপ্তাহ জীবনের ঘটনাগুলি এবং তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর বিষয়ে বর্ণনা করেছে। নতুন নিয়মের বাকি অংশটি খ্রীষ্টের কাজের তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছে, বিশেষ ভাবে তাঁর এই প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজের। এই কারণে পৌল বলেছেন, "কেননা আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানিব না, কেবল যীশু খ্রীষ্টকে, এবং তাঁহাকে ক্রুশে হত বলিয়াই, জানিব" (১ করিন্থীয় ২:২)।

তাই, দ্বিতীয়ত, এই বক্তৃতায় আমরা ক্রুশের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়ের উপর লক্ষ্য কেন্দ্রিত করতে চাই, সুতরাং, ক্রুশের ঈশ্বরতত্ত্ব হল এই: আমরা যেন অবশ্যই দেখতে পাই যে খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং, ঈশ্বর তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল। তিনি পবিত্র ও ধার্মিক ঈশ্বর, তাই পরিত্রাণের জন্য তাঁর যোগানও তাঁর চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। প্রকৃত সুসমাচার হল একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা এটিকে সম্পন্ন অথবা অর্জন করা যায়, সেই কারণে পৌল যখন সুসমাচার শেখাচ্ছিলেন, রোমীয় ৩:২৬ পদে তিনি বলেছেন, "যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্ম্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্ম্মিক থাকেন, এবং যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্ম্মিক গণনা করেন"। কীভাবে ঈশ্বর একই সময়ে ন্যায়পরায়ণ এবং অধার্মিক লোকেদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করতে পারেন? সুসমাচার এর একমাত্র উত্তর প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর লোকেদের পরিবর্তে ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের উপর পাপের সম্পূর্ণ শাস্তি এবং তাঁর ক্রোধের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর মাধ্যমে তিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতাকে বজায় রেখেছেন। তিনি তাঁর লোকেদের প্রতি তাঁর অসাধারণ প্রেমের প্রদর্শন করেছেন, ক্রুশের উপরে উভয় তাঁর ন্যায়বিচার ও তাঁর প্রেমকে যুক্ত করেছেন।

এই বিষয়টির অধীনে আমরা নতুন নিয়মের ভাষা ও ঈশ্বরতত্ত্বকে আবিষ্কার করবো। ক্রুশের ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে চারটি প্রধান উদাহরণ আমি আপনাদের জন্য আলোকপাত করতে চাই। প্রথমটি হল বলিদান, বলিদানের বিষয়বস্তু। এটি একটি প্রভাবশালী বিষয়বস্তু যা সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে দেখতে পাওয়া যায় এবং নিজেকে উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে মধ্যস্ততাকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং, ইফিষীয় ৫:২ পদ বলে, "আর প্রেমে চল, যেমন খ্রীষ্টও তোমাদিগকে প্রেম করিলেন এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে, সৌরভের নিমিত্ত, উপহার ও বলিরূপে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন"। আপনি যেমন জানেন, সমগ্র পুরাতন নিয়মের বলিদান ব্যবস্থা খ্রীষ্টের বলিদানের দিকে ইঙ্গিত করে। এই মতবাদের কেন্দ্রীয় ধারণা হল প্রতিস্থাপন। এটাই হল প্রতিস্থাপনমূলক প্রায়শ্চিত্তমূলক বলিদানের অর্থ। খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। তিনি তাঁর লোকেদের স্থানে দাঁড়িয়ে তাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

যেমন আমরা আগের বক্তৃতায় শিখেছি, এই প্রায়শ্চিত্তমূলক বলিদানের মধ্যে রয়েছে উভয় প্রায়শ্চিত্ত এবং তুষ্টি। এই দুটি হল বিশাল ঈশ্বরতাত্ত্বিক শব্দ, কিন্তু এই দুটি শব্দের মধ্যে রয়েছে সরল ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ। প্রায়শ্চিত্ত আমাদের পাপকে মুছে দেওয়া বোঝায়, আরও নির্দিষ্ট ভাবে, আমাদের পাপের দোষকে তুলে নেওয়া বোঝায়। প্রকাশিত বাক্য ১:৫ পদ বলে, "যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন"। আবার তুষ্টি করার বিষয়টি রয়েছে, যার অর্থ হল ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের প্রয়োজনটিকে মেটানো এবং ঈশ্বরের ক্রোধকে নিবারণ করা। রোমীয় ৫:৮-৯ পদে আমরা পড়ি, "কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন। সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার রক্তে যখন ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছি, তখন আমরা কত অধিক নিশ্চয় তাঁহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইব"। যদিও কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্তের এই অংশটির প্রতি আপত্তি জানায়, তবুও এটি সুসমাচারের একটি অপরিহার্য অংশ। ঈশ্বর, একজন ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর হিসেবে, তাঁকে প্রত্যেক পাপের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতেই হবে। সুতরাং, সেই ক্রোধকে অবশ্যই নিবারণ করতে হবে খ্রীষ্টের মৃত্যু দ্বারা, ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারকে মেটানোর

জন্য, ১ যোহন ৪:১০ পদে লেখা আছে, "ইহাতেই প্রেম আছে; আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আপন পুত্রকে আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন"।

ক্রুশের ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে দ্বিতীয় বিষয়বস্তুটি হল পুনর্মিলন। অনেকগুলি উদাহরণের মধ্যে একটি উদাহরণ সম্পর্কে আমরা পড়ি রোমীয় ৫:১০-১১ পদে, "কেননা যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখন যদি ঈশ্বরের সহিত তাঁহার পুত্রের মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হইয়া কত অধিক নিশ্চয় তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব। কেবল তাহা নয়, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের শ্লাঘাও করিয়া থাকি, যাঁহার দ্বারা এখন আমরা সেই সম্মিলন লাভ করিয়াছি"। প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্রুশের ঈশ্বরতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পুনর্মিলন। পুনর্মিলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঈশ্বরের সাথে আমাদের শত্রুতাকে দূর করা; তাই খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত ঈশ্বরের থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থাকে দূর করে, এবং এর পরিবর্তে, ঈশ্বরের সাথে আমাদের বন্ধুত্বও ও সহভাগীতার পুনরুদ্ধার করে। এটি বাস্তবে একটি সুসংবাদ, এমন একটি বার্তা যা সুসমাচারের মধ্যে অবশ্যই বলা উচিৎ; এবং প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২ করিন্থীয় ৫:১৮-২০ পদগুলিতে পৌলের বর্ণনাটি শুনুন, "আর, সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে; তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন, এবং সম্মিলনের পরিচর্য্যা-পদ আমাদিগকে দিয়াছেন; বস্তুতঃ ঈশ্বর খ্রীষ্টে আপনার সহিত জগতের সম্মিলন করাইয়া দিতে ছিলেন, তাহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করিলেন না; এবং সেই সম্মিলনের বার্ত্তা আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব খ্রীষ্টের পক্ষেই আমরা রাজদূতের কর্ম্ম করিতেছি; ঈশ্বর যেন আমাদের দ্বারা নিবেদন করিতেছেন, আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও"।

সুতরাং, প্রথম বিষয়বস্তুটি হল বলিদান। দ্বিতীয়টি হল পুনর্মিলন অথবা সম্মিলিত হওয়া। তৃতীয় বিষয়বস্তুটি হল উদ্ধার। ইফিষীয় ১:৭ পদে লেখা আছে, "যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনুসারে হইয়াছে"। উদ্ধার আমাদের মুক্তি ও তাঁর কাছে আমাদেরকে পুনরায় ক্রয় করে নেওয়ার জন্য যে মূল্য প্রয়োজন, সেটিকে উল্লেখ করে। পুরাতন নিয়মে এই ধারণাটি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল; মিশর থেকে বেরিয়ে আসার সম্পূর্ণ ঘটনাটি এই উদ্ধার সম্পর্কীয় ছিল। একই বিষয়বস্তু আমরা দেখতে পাই প্রথমজাত পুত্রের শুচিকরণ এবং কিনসম্যান রিডিমার-এর ধারণাটির মধ্যে দেখতে পাই, যা শুধুমাত্র ব্যবস্থা পুস্তকের মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং রূতের পুস্তকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কিছু নতুন নিয়মে অত্যন্ত স্পষ্ট। এর মধ্যে রয়েছে খ্রীষ্ট আমাদের নিশ্চয়তা ধারণাটি। নিশ্চয়তা হিসেবে, তিনি নিজেই তাঁর লোকেদের পাপের দেনা মেটানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নতুন নিয়ম এটাও স্পষ্ট করে যে খ্রীষ্ট স্বয়ং সেই মূল্য হয়েছিলেন। আমাদের উদ্ধারের জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়েছিল সেটা ছিল আমাদের উদ্ধারকর্তার রক্ত সেচন। মার্ক ১০:৪৫ পদে খ্রীষ্টের নিজের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যখন তিনি বলেছেন, "কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্য্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন"।

আরও নির্দিষ্টভাবে, ঈশ্বরের লোকেরা আত্মিক বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে থাকে, এবং বাস্তবে আপনি এটি চারটি বিষয়ের ভাগ করতে পারবেন। ঈশ্বরের লোকেরা আত্মিক বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। প্রথমত, তারা পাপ, পাপের দোষ, পাপ দ্বারা অশুচি হওয়া, পাপের শক্তি, ইত্যাদির বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পায়। তাই, তীত ২:১৪ পদে আমরা খ্রীষ্টের সম্বন্ধে পড়ি, "ইনি আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন মূল্য দিয়া আমাদিগকে সমস্ত অধর্ম্ম হইতে মুক্ত করেন, এবং আপনার নিমিত্ত নিজস্ব প্রজাবর্গকে, সৎক্রিয়াতে উদ্যোগী প্রজাবর্গকে, শুচি করেন"। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের লোকেরা ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। গালাতীয় ৩:১৩ বলে, "খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন; কেননা লেখা আছে, "যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত"। তৃতীয়ত, ঈশ্বরের লোকেরা শয়তানের কাজ থেকে মুক্তি লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, ১ যোহন ৩:৮ পদে আপনি তা দেখতে পান। চতুর্থ, ঈশ্বরের লোকেরা মৃত্যুর শক্তি থেকে মুক্তি লাভ করে। ইব্রীয় ২:১৪ পদ বলে, "যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন"। ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ের শেষে এই বিষয়টিকে সুন্দর ভাবে তোলা হয়েছে। সুতরাং, ক্রুশের ঈশ্বরতত্ত্বের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল উদ্ধার।

চতুর্থ বিষয়বস্তুটি হল বাধ্যতা, এবং আমরা প্রায় এটিকে খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধ্যতা হিসেবে ব্যাখ্যা করি। তাই, পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার প্রয়োজন। এটি স্পষ্ট, কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ববিদেরা এই দুটি ভাগের মধ্যে পার্থক্য করেন: খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বাধ্যতা। এই দুটোই খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ কাজটির বর্ণনা করে। ২ করিন্থীয় ৫:২১ পদের শেষ ভাগটি মনে করুন, "যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই"। সংক্ষেপে এটিকে ব্যাখ্যা করতে চাই। খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ বাধ্যতা ব্যবস্থার প্রয়োজনগুলিকে পূর্ণ করাকে উল্লেখ করে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গৃহীত হওয়ার জন্য তাঁর ব্যবস্থার প্রতি নিখুঁত বাধ্যতার প্রয়োজন। খ্রীষ্ট তাঁর সমস্ত জীবন ধরে তাঁর লোকেদের হয়ে ব্যবস্থার সকল প্রয়োজনগুলি পালন করেছিলেন, এবং এর দ্বারা তিনি নিখুঁত ধার্মিকতা ও নিখুঁত ব্যবস্থা পালনকর্তার সুনাম অর্জন করেছিলেন। এবং, খ্রীষ্টের সিদ্ধ ধার্মিকতা তাঁর লোকেদের উপর দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসের মাধ্যমে। এখানে তাঁর বাধ্যতার প্রমাণ দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত, তিনি পরোক্ষ ভাবে বাধ্য হয়েছিলেন। এটি তাঁর কষ্টভোগকে উল্লেখ করে যা ব্যবস্থা শাস্তি হিসেবে দাবী

করে। সুতরাং, ঈশ্বরের ব্যবস্থা পাপের জন্য একটি ন্যায্য শাস্তিও দাবী করে। খ্রীষ্ট ব্যবস্থার শাস্তি পরিশোধ করেছেন এবং তাঁর লোকেদের পরিবর্তে তিনি ব্যবস্থার অভিশাপ বহন করেছিলেন: ফিলিপীয় ২:৮, "এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন"। সুতরাং, প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্রুশের ঈশ্বরতত্ত্ব সাথে বাধ্যতার বিষয়বস্তুটি নতুন নিয়মের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। সারাংশে, দ্বিতীয় বিষয়টির মধ্যে লক্ষ্য করুন যে কীভাবে খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের সকল প্রয়োজনগুলি মেটায়।

আমরা চারটি আলাদা-আলাদা বিষয় দেখেছি। প্রথমত, বলিদান আমাদের দোষ ও ঈশ্বরের ক্রোধের সমস্যাটির সাথে জড়িত। পুনর্মিলন অথবা সম্মিলিত হওয়া ঈশ্বরের সাথে আমাদের শত্রুতা ও বিচ্ছিন্ন থাকার সমস্যাটির সাথে জড়িত। উদ্ধার আমাদের বন্দিত্বে থাকার সমস্যাটির সাথে জড়িত, এবং বাধ্যতা ঈশ্বরের ব্যবস্থার দাবীগুলির সাথে জড়িত। আরেক কথায়, ক্রুশের ঈশ্বরতত্ত্ব ঈশ্বরের লোকেদের প্রয়োজনগুলির সাথে সবচেয়ে ভালো ভাবে খাপ খায় ও তাদের কাছে পূর্ণ পরিত্রাণ নিয়ে আসে। ক্রুশ প্রয়োজনীয় ছিল। ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে অন্য কোন ভাবে উদ্ধার করতে পারতেন না। উদাহরণস্বরূপ, তিনি শুধুমাত্র তাদের পাপের ক্ষমা ঘোষণা করার মাধ্যমে উদ্ধার করতে পারতেন না। এর কারণ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার যেন বজায় থাকে। ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের প্রকৃত সুসমাচারের সেই সকল অপরিহার্য উপাদান প্রদান করে থাকে। ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন যে তিনি তাঁর লোকেদের পরিত্রাণের জন্য কী সাধন করেছেন, এবং ক্রুশ হল ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও প্রেম, উভয়ের একটি প্রদর্শন। গীতসংহিতা ৮৫:১০ পদে যে কথাগুলি আমরা গাই, সেইগুলি ক্রুধের মধ্যে দেখতে পাই, "দয়া ও সত্য পরস্পর মিলিল, ধার্ম্মিকতা ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল"।

তৃতীয়ত, এই বক্তৃতায়, আমাদেরকে প্রায়শ্চিত্তের পরিসর সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে। তাই অবশেষে, আমাদেরকে এই প্রশ্নটি নিতে হবে, "এই প্রায়শ্চিত্তের আশীর্বাদের প্রাপক কারা?" অথবা, এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার আরও একটি উপায় হল: খ্রীষ্ট কার অথবা কাদের জন্য মারা গিয়েছিলেন? এটি এমন একটি শিক্ষাতত্ত্ব যেটা প্রায়ই ভুল ভাবে নেওয়া হয়। একপ্রকারের ঈশ্বরতত্ত্ব আছে, আরমেনিয়ানিসম, যা শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্ট সকল মানুষের জন্য মারা গিয়েছেন, সকল মানুষের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, কিন্তু বাইবেল এই ভুল শিক্ষার বিপরীত শিক্ষা দেয়, বাইবেল শেখায় যে খ্রীষ্ট তাঁর নিজের মনোনীত অথবা নির্বাচিত লোকেদের জন্য মারা গিয়েছেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন যে এটি প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটিকে প্রভাবিত করে। এই শিক্ষাতত্ত্বটি বাইবেলের বৃহৎ প্রেক্ষাপটের মধ্যে খাপ খায়, যা মানুষের সম্পূর্ণ ভ্রষ্টাচার ও আত্মিক অক্ষমতা এবং ঈশ্বরের মনোনয়ন, তাঁর লোকেদেরকে সার্বভৌমতায় বেছে নেওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়। সুতরাং, যখন আমরা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করছি, খ্রীষ্ট কাদের জন্য মারা গিয়েছেন?, আসুন আমরা কিছুক্ষণ সময় নিয়ে এই প্রশ্নটির পরিসর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করি। প্রথমেই, এটি আমাদের সাহায্য করবে যদি আমরা জানতে পারি যে এখানে কী জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে না। পৃথিবীর শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সুসমাচার প্রচার করা উচিৎ। পরিত্রাণের বার্তা নির্বিশেষে সেই সকল মানুষের কাছে প্রচার করা হয়ে থাকে যারা সুসমাচার শোনে, এবং খ্রীষ্টের কাজের পর্যাপ্ততাকে এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে না।

অপর দিকে, যা বলা হয়েছে, তা হল এই: প্রায়শ্চিত্তের পরিসর – এর আশীর্বাদের প্রাপক কারা? – এই উত্তরটি এই প্রায়শ্চিত্তের স্বভাবের মধ্যে বদ্ধমূল রয়েছে। এটাই এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। খ্রীষ্ট উদ্ধার দেওয়ার জন্য কোন প্রকল্পিত বিষয় তৈরি করেননি। তিনি বাস্তবে তাঁর মনোনীত লোকেদের জন্য পরিত্রাণ সুনিশ্চিত করেছেন। যেহেতু প্রত্যেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে সকলে স্বর্গে যাবে না, তাহলে প্রশ্ন এই, "কে এই প্রায়শ্চিত্তের কাজটিকে সীমিত করে তুলেছে? ঈশ্বর? অথবা মানুষ?" উত্তর হল: ঈশ্বর প্রায়শ্চিত্তের স্থিতিমাপ স্থির করেন। আমাদেরকে এটাও উপলব্ধি করতে হবে যে এখানে কী বলা হচ্ছে। আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে অবিশ্বাসের পাপ থেকে মুক্তি, এবং তার সাথে-সাথে বিশ্বাসের উপহার এই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সাধিত হয়েছে। যখন খ্রীষ্ট মারা গেলেন, তিনি অবিশ্বাসের পাপের জন্য মারা গেলেন, এবং তিনি বিশ্বাসের উপহার প্রদান করার জন্য মারা গেলেন।

আমরা এটাও চিহ্নিত করি যে খ্রীষ্টের ভার্যার প্রতি তাঁর প্রেম বাকি জগতের প্রতি তাঁর স্বভাবের চেয়ে আলাদা, এবং আমাদের এই বিষয়টিও লক্ষ্য করতে হবে যে আর কোন দ্বিতীয় মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা নেই। এর অর্থ কী? এর অর্থ এই যে এটি সম্ভব নয় যে খ্রীষ্ট সকল মানুষের পাপের জন্য মূল্য পরিশোধ করার পর কিছু অবিশ্বাসীদের আরও একবার নরকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এর কোন অর্থ হয় না। সমস্ত বাইবেল এই নির্দিষ্ট বিষয়টি শিক্ষা দেয়: ঈশ্বর তাঁর মনোনীত লোকেদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আমরা এটি পুরাতন নিয়মে দেখতে পাই। ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছাতে তাঁর নিজের জন্য একদল লোকেদেরকে বেছে নেন, এবং তাদেরকে বাকি জগতের থেকে আলাদা করেন, এবং তিনি তাদের জন্য পরিত্রাণ যোগান করেছিলেন। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৬-৮ পদে আমরা পড়ি, "কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা; ভূতলে যত জাতি আছে, সে সকলের মধ্যে আপনার নিজস্ব প্রজা করিবার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন। অন্য সকল জাতি অপেক্ষা তোমরা সংখ্যাতে অধিক, এই জন্য যে সদাপ্রভু তোমাদিগকে স্নেহ করিয়াছেন ও মনোনীত করিয়াছেন, তাহা নয়; কেননা সমস্ত জাতির মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক ছিলে। কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদিগকে প্রেম করেন, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করেন, তন্নিমিত্তে সদাপ্রভু বলবান্ হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এবং দাসগৃহ হইতে, মিসর-রাজ ফরৌণের হস্ত হইতে, তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন"।

পুরাতন নিয়মের সম্পূর্ণ বলিদান ব্যবস্থা এই একই সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। বলিদান, যা প্রায়শ্চিত্তকে চিহ্নিত করে, একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য দেওয়া হয়েছিল, বাকি জগতের জন্য নয়। আমরা আরও অনেকগুলি শাস্ত্রাংশ বিবেচনা করে দেখতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, যিশাইয় ৫২ অধ্যায়ের ১৩ পদ থেকে শুরু করে যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের মধ্যে ব্যবহৃত সর্বনামগুলি নিয়ে চিন্তা করুন। নতুন নিয়মের শুরুর পদগুলি থেকেও আমরা একই বিষয় দেখতে পাই। মথি ১:২১ পদে আমরা পড়ি, "এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন"। একই বিষয় যীশু যোহন ১০:১৪-১৫ পদে শিখিয়েছেন, "আমিই উত্তম মেষপালক; আমার নিজের সকলকে আমি জানি, এবং আমার নিজের সকলে আমাকে জানে, যেমন পিতা আমাকে জানেন, ও আমি পিতাকে জানি; এবং মেষদিগের জন্য আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি"। যোহন ১৭ অধ্যায়ে খ্রীষ্টের মহাযাজকীয় প্রার্থনায়, তিনি বারংবার সেই সকল লোকেদের কথা উল্লেখ করেছেন যাদেরকে পিতা তাঁর কাছে দিয়েছেন, এবং ৯ পদে তিনি বলেন, "আমি তাহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি; জগতের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি না, কিন্তু যে সকল আমাকে দিয়াছ, তাহাদের নিমিত্ত; কেননা তাহারা তোমারই"। প্রেরিত ২০:২৮ পদে পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রাচীনদের এই শিক্ষা দেন, "তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান, এবং পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া যাহার মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান হও, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর, যাহাকে তিনি নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন"। আমরা আরও শাস্ত্রাংশ দেখাতে পারি, কিন্তু এইগুলি যথেষ্ট হওয়া উচিৎ।

এখন আমি এই আলাদা-আলাদা সূত্রপাতগুলিকে একসঙ্গে বেঁধে বাইবেল ভিত্তিক যুক্তিটি সম্পূর্ণ ভাবে এখানে পেশ করতে চাই, এবং আমরা ১৭ শতকের একজন ইংলিশ পিউরিটান, জন ওয়েনের কথাগুলির দিকে ফিরবো, যিনি এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন। মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং তিনি যা কিছু বলছেন সেইগুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করুন। খ্রীষ্ট তাঁর মনোনীত লোকেদের জন্য মারা গিয়েছেন, এই সত্যটি সম্পর্কে বাইবেল ভিত্তিক যুক্তি এই ভাবে পেশ করা যেতে পারে:

> "পিতা তাঁর ক্রোধ ঢেলে দিয়েছিলেন এবং পুত্র শাস্তি বহন করেছিলেন হয় ১) সকল মানুষের সকল পাপের জন্য; ২) কিছু মানুষের সকল পাপের জন্য; অথবা ৩) সকল মানুষের কিছু কিছু পাপের জন্য। প্রথমত, কোন ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে শেষ বিকল্পটি সত্য", অর্থাৎ খ্রীষ্ট সকল মানুষের কিছু কিছু পাপের জন্য মারা গিয়েছেন, তাহলে "সকল মানুষের কাছে কিছু কিছু পাপ থেকে যাবে যার জন্য তাকে উত্তর দিতে হবে, সুতরাং কেউই উদ্ধার পাবে না"। এই বিকল্পটি আমরা তালিকা থেকে সরিয়ে ফেলতে পারি। দ্বিতীয়ত, যদি দ্বিতীয় বিকল্পটি সত্য হয়, অর্থাৎ খ্রীষ্ট কিছু কিছু মানুষের সকল পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন, "তাহলে এই সমগ্র জগতে কিছু মনোনীত লোকেদের সকল পাপের পরিবর্তে কষ্টভোগ করেছিলেন, এবং এই দৃষ্টিকোণটি সত্য", কিন্তু তৃতীয়ত, এবং এটি আর্মেনিয়ানদের বিষয়ে বলে, "প্রথম বিকল্পটি যদি সত্য হয়", অর্থাৎ খ্রীষ্ট সকল মানুষের সকল পাপের জন্য মারা গিয়েছে, "তাহলে সকল মানুষ তাদের পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি পায় না কেন? আপনি উত্তর দেবেন অবিশ্বাসের কারণে"। ওয়েন বলেছেন, "তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করবো যে এই অবিশ্বাস কি একটি পাপ, অথবা পাপ নয়? যদি পাপ হয়, তাহলে খ্রীষ্ট এই পাপের জন্যও শাস্তি বহন করেছিলেন, অথবা তিনি করেননি। যদি তিনি করে থাকেন, তাহলে অন্যান্য পাপের তুলনায় কেন এই পাপটি তাদেরকে বেশি বাধা দিচ্ছে? কিন্তু তিনি যদি এই পাপটির জন্য মারা যাননি, তাহলে তিনি তাদের সকল পাপের জন্য মারা যাননি"।

আপনি এখানে লক্ষ্য করতে পারছেন যে বাইবেলীয় যুক্তিটিকে সুন্দর ভাবে ও সংক্ষেপে জন ওয়েন সারাংশ করেছেন। প্রায়শ্চিত্তের পরিসর সম্পর্কিত এই প্রশ্নের উত্তরে – খ্রীষ্ট কাদের জন্য মারা গিয়েছিলেন? – বাইবেল যে উত্তরটি প্রদান করে তা হল তিনি তাঁর মনোনীত লোকেদের জন্য মারা গিয়েছিলেন। খ্রীষ্টিয় অভিজ্ঞতার জন্য এই শিক্ষাতত্ত্বের তাৎপর্যটি আমি আপনাদের উদাহরণ সহকারে বোঝাতে চাই। এমন একটি স্বামীর বিষয়ে কী ভাববেন যে তার স্ত্রীকে বলেছেন যে তিনি তাকে ভালোবাসেন, কিন্তু তিনি এই পৃথিবীর অন্যান্য মহিলাদেরকেও সমান ভাবে ভালোবাসেন? অবশ্যই, আপনি প্রচণ্ড ভাবে বিঘ্ন পাবেন, এবং তা হওয়া আপনার জন্য সঠিক হবে। যখন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা ক্রুশের দিকে তাকায়, তখন সে নির্দিষ্ট ভাবে খ্রীষ্টের ভার্যার জন্য তাঁর প্রেমকে দেখতে পায়, একটি অজানা ও সাধারণ মানবজাতির জন্য নয়। খ্রীষ্ট তাঁর নির্দিষ্ট লোকেদেরকে হৃদয়ের মধ্যে ও তাঁর মনের মধ্যে বহন করেছিলেন যখন তিনি তাঁর লোকেদের পাপের জন্য নিজেকে বলিদান হিসেবে উৎসর্গ করছিলেন। ঈশ্বরের প্রেমের নিশ্চয়তা লাভ করতে এটি অত্যন্ত ভাবে সাহায্য করে। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা বলতে পারে, "নির্দিষ্ট ভাবে খ্রীষ্ট আমার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন ও আমার প্রতি তাঁর প্রেমের মধ্যে দিয়ে তা সুনিশ্চিত করেছিলেন"।

সারাংশে, এই বক্তৃতায় আমরা খ্রীষ্টের বলিদানমূলক কাজের উপর লক্ষ্য কেন্দ্রিত করেছি, বিশেষভাবে তাঁর প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজের উপরে। আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর নেমে এসেছিলেন খ্রীষ্টের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর মহিমাকে প্রকাশ করার জন্য। সুসমাচার হল বাইবেলের কেন্দ্রস্থল, এবং খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত হল সুসমাচারের কেন্দ্রস্থল। আমাদের পরের বক্তৃতায়, ঈশ্বরের উদ্ধারের ইতিহাসের পরবর্তী মহান ঘটনাটি আবিষ্কার করবো। তাঁর মৃত্যুর পর আসে তাঁর পুনরুত্থান। সুতরাং, আমরা একসঙ্গে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ঘটনাটিকে এবং ঈশ্বরের লোকেদের পরিত্রাণের জন্য এর তাৎপর্যটিকে বিবেচনা করবো।

বক্তৃতা ২৪

পুনরুত্থান

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর মানুষ ও স্বর্গদূতদের কাছে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন খ্রীষ্টের বিজয়ী পুনরুত্থানের মাধ্যমে, যার দ্বারা তিনি তাঁর লোকেদের প্রতিশ্রুত পরিত্রাণকে সুনিশ্চিত করেছিলেন।

পাঠ্য অংশ:

"আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ। সুতরাং যাহারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হইয়াছে, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে।"। (১ করিন্থীয় ১৫:১৭-১৮)।

বক্তৃতা ২৪ -এর অনুলিপি

বাইবেল মহান-মহান উদ্ঘাটন অথবা প্রকাশে পরিপূর্ণ। সমস্ত উদ্ধারের ইতিহাস জুড়ে, বারংবার, ঈশ্বরের লোকেরা বিনাশের কিনারায় দাঁড়িয়ে থেকেছিল যখন ঈশ্বর হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে সবকিছু বদলে দিয়ে এক মহান বিজয় নিয়ে এসেছেন। মনে করুন যখন ইস্রায়েল জাতি লাল সমুদ্রের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই সময়ের জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী ও হিংস্র সৈন্যদল তাদের দিকে আক্রমণ করেছিল। সবাই পরাজিত অনুভব করেছিল। তখনই, সদাপ্রভু লাল সমুদ্রকে ভাগ করেন, তাঁর লোকেদের পার করে শুকনো ভূমিতে নিয়ে আসেন, এবং সমুদ্রেই ফরৌণের সৈন্যদলকে ডুবিয়ে দেন। এক মহান ও অপ্রত্যাশিত নিস্তার! অথবা পুরাতন নিয়মের শেষের সময়কালে ইষ্টের রাণীর কথা চিন্তা করুন। আপনি উদ্বিগ্নতায় ভরপুর হয়ে আছেন যখন হামান ইহুদীদের বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করছে, এবং আরও একবার, মুহূর্তের মধ্যে, ঈশ্বর সবকিছু উলট-পালট করে দেন এবং তাঁর লোকেদেরকে উদ্ধার করেন। পুরাতন নিয়ম এই প্রকারের উদাহরণে পরিপূর্ণ। তাই, ঈশ্বরের এই কাজ করার পদ্ধতিতে আমরা অভ্যস্ত।

এখন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের কথা কল্পনা করুন। তারা হয়তো একটি বিশাল পরাজয়ের অনুভূতি অনুভব করেছে ক্রুশের সামনে। তাদের প্রভুর মৃত্যুতে তাদের সমস্ত জগত যেন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু আমরা এই বক্তৃতায় লক্ষ্য করবো, ক্রুশ এই কাহিনীর অন্তিম অধ্যায় নয়। খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হওয়ার মাধ্যমে মৃত্যুর উপর জয়লাভ করেছিলেন এবং ইতিহাসের সবচেয়ে মহান বিজয় লাভ করেছিলেন। পুরাতন নিয়মে কি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকে প্রত্যাশিত করা হয়েছিল? পুনরুত্থানের পর খ্রীষ্টের দেহ কি তাঁর মৃত্যুর আগের দেহের মত ছিল? সেই দেহটি কি বাস্তবে একটি প্রকৃত দেহ ছিল? খ্রীষ্টের পুনরুত্থান কীভাবে তাঁকে লোকেদের দৃষ্টিতে সমর্থন করেছিল? ঈশ্বরের লোকেদের প্রাণের পরিত্রাণের সাথে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সম্পর্ক কী? কীভাবে এটি ভবিষ্যতে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের পুনরুত্থানের সাথে সম্পর্কিত? এই বক্তৃতায়, বাইবেলের ইতিহাসের পরবর্তী মহান ঘটনাটি আবিষ্কার করবো: খ্রীষ্টের পুনরুত্থান। আমরা দেখবো যে ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনার মধ্যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের স্থান কোথায় এবং ঈশ্বরের লোকেদের পরিত্রাণের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য কী।

সুতরাং, প্রথমত, আসুন আমরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের উপর আমাদের লক্ষ্য কেন্দ্রিত করি। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে পুরাতন নিয়ম অনেক শাস্ত্র প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, এই বিষয়ে আমরা গীতসংহিতা ১৬:১০ পদে গান গেয়ে থাকি, "কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করিবে না, তুমি নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না"। প্রেরিত ২:২৭-৩১ পদে, পিতর তার প্রচারের মধ্যে গীতসংহিতা ১৬ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি করেন এবং বলেন যে এটি খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে বলে, যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে ঈশ্বর খ্রীষ্টকে উত্থাপিত করবেন দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার জন্য। আন্তিয়খিয়াতে পৌল তার একটি প্রচারে যিশাইয় ৫৩:৩ এবং গীতসংহিতা ২:৭ পদের সাথে এই পদটির উল্লেখ করেন। এই বিষয়ে আপনি প্রেরিত ১৩:৩০-৩৭ পদে পড়তে পারেন। কিন্তু আরও অনেক শাস্ত্রাংশ রয়েছে। স্বয়ং যীশুর বিষয়ে চিন্তা করুন, যিনি নিজে তাঁর পুনরুত্থানের একটি পুরাতন নিয়মের চিত্র হিসেবে যোনার বিষয়ে বলেছিলেন।

মথি ১২:৩৮-৪০ পদে আমরা পড়ি, "তখন কয়েক জন অধ্যাপক ও ফরীশী তাঁহাকে বলিল, হে গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন"। খ্রীষ্টের মৃত্যু ও সমাধির পর, তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলেন। যীশুর পুনরুত্থিত দেহ একটি প্রকৃত শারীরিক দেহ ছিল, কোন আত্মার আবির্ভাব ছিল না। তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন, তাদেরকে তিনি তাঁর পেরেক-বিদ্ধ হাত দেখিয়েছিলেন, এবং থোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর শরীরকে স্পর্শ করে দেখার জন্য। এটি তাঁর প্রকৃত দেহ ছিল, যে দেহটি তাঁর মৃত্যুর আগেও ছিল, কিন্তু এখন সেটা নতুন হয়ে উঠেছিল; এবং স্বর্গে স্বর্গারোহণ হওয়ার পর সেটা আরও মহিমাময় হয়ে উঠবে।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ছিল সবচেয়ে বড় অলৌকিক কাজ, এবং অবশ্যই নির্দিষ্টভাবে তাঁর সত্যতার প্রমাণ। আমি আরও কয়েকটি উদাহরণ আপনাদের দিতে চাই যা পুনরুত্থান দ্বারা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। প্রথমত, এটি প্রদর্শন করেছে যে খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের মসীহ। প্রেরিত ২:৩৬ পদে আমরা পড়ি, "অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যাঁহাকে তোমরা ক্রুশে দিয়াছিলে, সেই যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করিয়াছেন"। এটি এটাও প্রদর্শন করে যে তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র, যেমন তিনি ঘোষণা করেছিলেন। রোমীয় ১:৪ পদে পৌল বলেছেন, "যিনি পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দিষ্ট"। তৃতীয়ত, এটি প্রদর্শন করে যে তাঁর বলিদান ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল তাঁর লোকেদের পরিত্রাণের জন্য। রোমীয় ৪:২৫ পদ বলে, "সেই যীশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত হইলেন, এবং আমাদের ধার্ম্মিকগণনার নিমিত্ত উত্থাপিত হইলেন"। অবশেষে, আমরা শিখি যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পরাৎপর ঈশ্বর হিসেবে সকল কিছুর উপর কর্তৃত্ব করেন। প্রকাশিত বাক্য ১:১৮ পদে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এই দর্শনটি সাধু যোহনকে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে যীশু বলেছেন, "আমি মরিয়াছিলাম, আর দেখ, আমি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত; আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্তে আছে"।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের ঘন-ঘন আক্রমণ সত্ত্বেও, তাঁর পুনরুত্থানের সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রথমত, আমাদের কাছে একটি শূন্য কবর রয়েছে। এই শূন্য কবর একাধিক উৎস দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম সাক্ষী ছিলেন মহিলারা, তারপর তাঁর শিষ্যেরা। আপনি লক্ষ্য করবেন যে প্রথম শতাব্দীতে, এবং বিশেষকরে ইহুদীদের মাঝে, মহিলাদের সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত নিচু ছিল, এবং এমনই একটি অবস্থান যা তাদেরকে আদালতে সাক্ষী হওয়ার অনুমতি দিত না। এটি স্পষ্ট যে শিষ্যেরা মনগড়া কাহিনী তৈরি করার জন্য এটি বলবে না যে মহিলারা প্রথম সাক্ষী ছিল, যদি এটি একটি মিথ্যা বিষয় হতো। সুতরাং, সাক্ষীদের মধ্যে ছিল মহিলারা, তাঁর অনুসরণকারীরা, তাঁর শিষ্যেরা কিন্তু তাদের সাথে-সাথে যীশুর ইহুদী শত্রুরাও ছিল। আমাদের বলা হয়েছে যে তারা সৈনিকদের ঘুষ দিয়েছিল মিথ্যা ভাবে এটি বলার জন্য যে যীশুর শিষ্যেরা তাঁর দেহকে চুরি করে নিয়েছিল। এই বিষয়ে মথি ২৮:১১-১৫ পদে পড়ি।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের পুনরুত্থিত শারীরিক দেহের অনেক প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। তাই, ১ করিন্থীয় ১৫:৬ পদে পৌল আমাদের বলে যে ৫০০ জনেরও বেশি লোকেরা খ্রীষ্টকে পুনরুত্থানের পর দেখেছিল এবং পৌল যে সময়ে এই কথাগুলি লিখছেন, সেই সময়েও তাদের মধ্যে অনেকে জীবিত ছিল, যাতে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া যেতে পারে, এবং যাতে এই সমষ্টিগত ভাবে সাক্ষ্যগুলির বিরুদ্ধে তর্ক করা সম্ভব না হয়ে ওঠে। আরও একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন স্বয়ং পৌল, যিনি একসময়ে মণ্ডলীর প্রধান শত্রু ছিলেন, যিনি দম্মেশকের পথে যাত্রা করার সময়ে পুনরুত্থিত ও স্বর্গে নিত হওয়া খ্রীষ্টের দর্শন দ্বারা মন পরিবর্তন করেছিলেন।

তৃতীয়ত, ইহুদী হিসেবে শিষ্যেরা সময়ের শেষে শারীরিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো, কিন্তু তাদের কাছে একজন পরাজিত মসীহের কোন ধারণাই ছিল না, এবং শেষ দিনের আগে কোন প্রকারের পুনরুত্থান তো আরও অনেক দূরের বিষয়। এখন, যীশুর শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এইরকম ধারণা ছিল। তিনি তাদেরকে এই সত্যগুলি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যদিও তারা দেখতে পায়নি ও বিশ্বাস করতে পারেনি যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই ঘটনাটি ঘটেছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের যে অভিজ্ঞতা তারা লাভ করেছিল সেটাই মণ্ডলীর পরিচর্যা ও প্রচারের একটি প্রবল শক্তি হয়ে উঠেছিল। প্রেরিত ২ অধ্যায়ে পিতরের প্রচারের মধ্যে, এবং বাকি নতুন নিয়ম জুড়ে আপনি দেখতে পাবেন যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ছিল সুসমাচারের কেন্দ্রিয়স্থল এবং বাইবেল ভিত্তিক একটি দৃঢ় বিশ্বাস। বাস্তবে, পুনরুত্থানের শিক্ষাতত্ত্ব পরিত্রাণের জন্য এতটাই অপরিহার্য যে কেউই একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হতে পারে না অথবা স্বর্গে যেতে পারবে না যদি না তারা এই সত্যটিকে বিশ্বাস করে। রোমীয় ১০:৯ পদে আমরা পড়ি, "কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে"। তাই, শিষ্যদের উপর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রভাব তাদেরকে পরিবর্তন করেছিল। তারা অত্যন্ত সাহসের সাথে যীশু খ্রীষ্টের কাজ ও ব্যক্তিত্বকে প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন, এবং তারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, এবং পুনরুত্থানের পর তাঁকে দেখার অভিজ্ঞতা দ্বারা অনুপ্রাণিত ও চালিত হয়েছিল।

এই সমস্ত প্রথম বিষয়টি জুড়ে, আমরা খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্যে থেকে বাঁচিয়ে তোলার ঈশ্বরের কাজটিকে বিবেচনা করছিলাম। উদ্ধারের ইতিহাসে এটি একটি সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা, যা নিয়ে এই পাঠ্যক্রমে আমরা অধ্যয়ন করছি। পৌল বলেছেন, "আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ। সুতরাং যাহারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হইয়াছে, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে" (১ করিন্থীয় ১৫:১৭-১৮)। পুনরুত্থানের ঈশ্বরতত্ত্বকে

বুঝতে গেলে, আমাদেরকে ঈশ্বরের লোকেদের পরিত্রাণের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। কীভাবে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ঈশ্বরের লোকেদেরকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত? দুটি বিষয় আমরা আলোচনা করবো। প্রথমত, আমরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দিকে তাকাচ্ছিলাম। দ্বিতীয়ত, আমরা দেখবো বিশ্বাসীদের অতীতের পুনরুত্থান, অথবা বিশ্বাসীদের অতীতের আত্মিক পুনরুত্থান। নতুন নিয়ম বলে যে বিশ্বাসীরা ইতিমধ্যেই এক ভাবে খ্রীষ্টের সাথে উত্থিত হয়েছে, এবং আরেক ভাবে এখনও পর্যন্ত উত্থিত হয়নি। প্রথমে আমরা বিবেচনা করবো যে কীভাবে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা ইতিমধ্যেই খ্রীষ্টের সাথে উত্থিত হয়েছে, তাঁর অতীতের আত্মিক পুনরুত্থান। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের শক্তি এবং তাদের প্রাণের পরিত্রাণ অনুভব করে থাকে।

এখন এটি যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে যে নতুন নিয়ম, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং বিশ্বাসীদের পুনরুত্থানের মাঝে একটি সংযোগ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। এই সংযোগটি হল খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীর সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। বক্তৃতা ২৭ -এ খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সংযোগ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে শিখবো। যেহেতু একজন বিশ্বাসী খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, সেই কারণে খ্রীষ্ট যা কিছু তাদের জন্য সম্পন্ন করেছেন তা খ্রীষ্টেতে তাদের হয়েছে। তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি তাদের পরিত্রাণের মধ্যে কার্যকারী। এখন, কেন এটি প্রয়োজন? এর উত্তর হল এই, কারণ মানুষ স্বভাবে আত্মিক ভাবে মৃত। এর আগের বক্তৃতায় আমরা মানুষের সম্পূর্ণ ভ্রষ্টাচার সম্পর্কে শিখেছি, মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষমতা সম্পর্কে শিখেছি। খ্রীষ্টের পুনরুত্থিত শক্তির মাধ্যমে বিশ্বাসীরা একটি নতুন জীবনে প্রবেশ করে। সুতরাং, ইফিষীয় ২:৫-৬ পদে আমরা পড়ি, "অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ—এবং তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন"।

এই বিষয়টিকে আরও একবার কলসীয় ২:১২-১৩ পদে জোর দিয়ে দেখানো হয়েছে, "ফলতঃ বাপ্তিস্মে তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তাহাতে তাঁহার সহিত উত্থাপিতও হইয়াছ, ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বিশ্বাস দ্বারা হইয়াছ, যিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন। আর ঈশ্বর তোমাদিগকে, অপরাধে ও তোমাদের মাংসের অত্বক্‌ছেদে মৃত তোমাদিগকে, তাঁহার সহিত জীবিত করিয়াছেন, আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন;" সুতরাং, আপনি লক্ষ্য করতে পারছেন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের শক্তিকে বিশ্বাসীর পরিত্রাণ ও প্রাণের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। রোমীয় ৪:২৫ পদে আমরা দেখেছি যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান আমাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়াকেও সুনিশ্চিত করেছেন, "সেই যীশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত হইলেন, এবং আমাদের ধার্ম্মিকগণনার নিমিত্ত উত্থাপিত হইলেন"। এছাড়াও, খ্রীষ্টিয় জীবনে একজন বিশ্বাসীর পাপের সাথে অনবরত লড়াই নির্ভর করে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের শক্তি কীভাবে তাদের পাপকে মারতে সাহায্য করে। বিশ্বাসীরা সঠিক ভাবে নিজেকে পাপের প্রতি মৃত বলে গণনা করতে পারে, যে আর পাপের আধিপত্যের অধীনে নেই, এবং সুতরাং, পাপের দাসত্ব করতে আর বাধ্য নয়। আপনি যদি রোমীয় ৬:৪-১০ পদগুলি পড়েন, তাহলে এই বিষয়টিকে সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে দেখতে পারবেন।

সুতরাং, একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর সম্পূর্ণ মন ও ভালোবাসা যেন স্বর্গে উপবিষ্ট খ্রীষ্টকে ঘিরে গড়ে ওঠে। আমরা তাঁর সাথে পুনরুত্থিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর মহিমা অনুধাবন করি। কলসীয় ৩:১ পদে পৌল বলেছেন, "অতএব তোমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন সেই ঊর্দ্ধ স্থানের বিষয় চেষ্টা কর, যেখানে খ্রীষ্ট আছেন, ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া আছেন"। তাই, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীদের সংযুক্ত হওয়ার কারণে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্যে বিশ্বাসীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদেরকেও তাঁর সাথে উত্থাপিত করা হয়েছে, এবং পুনরুত্থানের শক্তি তাদেরকে উদ্ধার করে ও শুচি করে। সুতরাং, এটি বিশ্বাসীদের অতীতের আত্মিক পুনরুত্থানের বিষয়টিকে উল্লেখ করে, যেখানে একজন পাপীকে পাপে মৃত অবস্থা থেকে নিয়ে এসে জীবিত করা হয়, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে জীবনের নতুনত্বে উত্থাপিত করা হয়।

তৃতীয়ত, আমাদের কাছে বিশ্বাসীদের শারীরিক পুনরুত্থান রয়েছে, শেষ দিনে তাদের দেহকে উত্থাপিত করা হবে এবং মহিমান্বিত করা হবে। ২ করিন্থীয় ৪:১৪ পদে আমরা পড়ি, "কেননা আমরা জানি, যিনি প্রভু যীশুকে উঠাইয়াছেন, তিনি যীশুর সহিত আমাদিগকেও উঠাইবেন, এবং তোমাদের সহিত উপস্থিত করিবেন"। সুসমাচার আমাদেরকে আশা দেয় ভবিষ্যতে বিশ্বাসীদের দৈহিক পুনরুত্থানের, তাই আপনি যদি ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায় পড়েন, তাহলে আপনি লক্ষ্য করবেন যে এটি হল নতুন নিয়মের সম্পূর্ণ ও সবচেয়ে দীর্ঘতম অধ্যায় যা এই শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে শিক্ষা দিয়েছে, সেখানে আপনি অনেক সাহায্য পাবেন। কিন্তু, পুরাতন নিয়মের শুরুর দিকেও, আমরা পুনরুত্থানের উল্লেখ খুঁজে পাই। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখেছি যে ইয়োব তার শরীরের পুনরুত্থানের উপর তার বিশ্বাসকে ঘোষণা করেছেন। ইয়োব ১৯:২৫-২৭ পদগুলিতে অত্যন্ত সুন্দর কথা লেখা আছে, যেখানে ইয়োব তার সমস্ত কষ্টভোগের মাঝেও বলে যে কীভাবে শেষ দিনে উঠবেন এবং নিজের চোখে উদ্ধারকর্তাকে দেখবেন।

বিশ্বাসীদের এই ভবিষ্যতের দৈহিক পুনরুত্থানও খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সংযোগের সাথে যুক্ত। আমরা এটি এই ধারণা দুটির মধ্যে দেখতে পাই যে খ্রীষ্ট হলেন প্রথম ফসল এবং মৃত্যু থেকে প্রথমজাত। পৌল বলেছেন যে খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের অগ্রে গিয়েছেন, তাঁর নিজের পুনরুত্থানের দ্বারা তাদের পুনরুত্থানকে সুনিশ্চিত করেছেন। ঠিক যেমন ভাবে তাঁকে উত্থাপিত করা হয়েছিল, একইভাবে যারা বিশ্বাসে তাঁর সাথে সংযুক্ত তাদেরকেও উত্থাপিত করা হবে ও স্বর্গীয় স্থানে তাঁর সাথে বসানো হবে: ১ করিন্থীয় ১৫:২০-২৩ পদে লেখা আছে, "কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ। কেননা মনুষ্য দ্বারা যখন মৃত্যু আসিয়াছে, তখন আবার মনুষ্য দ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থান আসিয়াছে। কারণ আদমে

যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন শ্রেণীতে; খ্রীষ্ট অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমনকালে"। সুতরাং, অগ্রিমাংস হল একটি অগ্রিম পরিশোধ। এটি সুনিশ্চিত করে যে পরবর্তী বিষয়গুলি অবশ্যই ঘটবে।

যেহেতু প্রভু যীশুকে উত্থাপিত করা হয়েছিল, সেই কারণে যারা তাঁর সাথে সংযুক্ত, তাদের শরীরকেও উত্থাপিত করা হবে। তিনি হলেন অগ্রিমাংস। একইভাবে, কলসীয় ১:১৮ পদে পৌল বলেছেন, "আর তিনিই [খ্রীষ্ট] দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ব্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন"। খ্রীষ্ট হলেন মস্তক। মণ্ডলী হল দেহ। যেখানে মস্তক রয়েছে, সেখানে দেহও যেন থাকে। তাই, যদি মস্তক পুনরুত্থিত হয়েছেন ও স্বর্গে উপবিষ্ট হয়েছেন, তাহলে দেহও একই বিষয় অনুসরণ করবে। যারা তাঁর সাথে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তাদের মধ্যে তিনি হলেন প্রথমজাত। তাই, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত থাকার পরিণামে শেষ দিনে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময়ে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের দৈহিক পুনরুত্থান হবে।

সকল মানুষকেই মৃত্যু থেকে উত্থাপিত করা হবে। বিশ্বাসীদেরকে মহিমায় উত্থাপিত করা হবে, এবং অবিশ্বাসীদের দেহকেও উত্থাপিত করা হবে কিন্তু দণ্ডাজ্ঞার জন্য। এইভাবে ওয়েস্টমিনিস্টার শর্টার ক্যাটেকিসম প্রশ্ন ৩৮ বিশ্বাসীদের ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতাটিকে বর্ণনা করে। সেখানে লেখা আছে, "পুনরুত্থানের সময়ে, বিশ্বাসীদের মহিমায় উত্থাপিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং বিচারের দিনে তা সাধন করা হবে ও অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের পূর্ণ উপস্থিতির আশীর্বাদ লাভ করবে"। যখন খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন তিনি তাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ধার করতে এসেছিলেন: তাদের সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে, তাদের শরীর ও প্রাণ, উভয়কেই। যদি কোন শারীরিক পুনরুত্থান না থাকতো তাহলে পরিত্রাণ সম্পূর্ণ হতো না। আমাদের এই দেহ, আমাদের হাত ও পা, যে দেহ ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন এবং যে দেহটিকে বর্তমানে খ্রীষ্টের কাছে জীবিত বলিরূপে উৎসর্গ করে থাকি, যেমন আমরা রোমীয় ১২:১ পদে লক্ষ্য করি, এবং আমাদের দেশের অংশগুলি যেগুলিকে রোমীয় ৬:১৩ পদ অনুযায়ী ধার্মিকতার জন্য ব্যবহার করি, সেইগুলি শেষ দিনে উত্থাপিত হবে ও মহিমান্বিত হবে অনন্তকালের জন্য প্রভুর সেবা ও আরাধনা করার জন্য।

এই দৃঢ় প্রত্যয়ী আশা এই পৃথিবীতে থাকাকালীন আমাদের জীবনে সমস্ত পার্থক্য তৈরি করে। খ্রীষ্টের সেবা করার জন্য ত্যাগস্বীকার করা ও ঝুঁকি নেওয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টিকোণকে পরিবর্তন করে। যীশুর এই কথাগুলিকে স্মরণ করুন, "আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর"। একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী এটি জানে যে সবচেয়ে মন্দ যা তার সাথে ঘটতে পারে তা হল তার দেহ নষ্ট হয়ে যাওয়া। কী সেই বিষয় যার উপর একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর প্রত্যয় আছে যে, যে দেহটিকে কবরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা যে দেহটির সাথে অত্যাচার করা হয়েছে অথবা সেটিকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছে, সেই দেহ শেষ দিনে ধূলা ও ছাই থেকে উত্থাপিত হবে ও প্রভুর সাথে মহিমান্বিত হবে? এটি সেই ব্যক্তিদেরকেও প্রভাবিত করে যাদেরকে শহীদ হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। ইব্রীয় ১১:৩৫ পদে সেই ব্যক্তিদের বিষয়ে লেখা আছে যারা "প্রহার দ্বারা নিহত হইলেন, মুক্তি গ্রহণ করেন নাই, যেন শ্রেষ্ঠ পুনরুত্থানের ভাগী হইতে পারেন"। শহীদরা সাহস ও প্রত্যাশার সাথে মৃত্যুর দিকে তাকাতে পারে, এবং তবুও তারা জানবে যে তারা যে দেহটিকে খ্রীষ্টের জন্য ত্যাগস্বীকার করে দিয়েছিল, সেই দেহ চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে না কিন্তু শেষ দিনে তাঁর দ্বারা উত্থাপিত হবে। কিন্তু, এটি আমাদের প্রতিদিনের ভক্তি ও খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের সেবাকাজের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে থাকে।

পুনরুত্থানের উপর সবচেয়ে দীর্ঘতম অধ্যায়টি পৌল এই কথাগুলি দ্বারা শেষ করেন ৫৮ পদে, যেখানে লেখা আছে, "অতএব, হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্থির হও, নিশ্চল হও, প্রভুর কার্য্যে সর্ব্বদা উপচিয়া পড়, কেননা তোমরা জান যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল নয়"। এখানে ভাষাটিকে লক্ষ্য করুন, "সুস্থির হও, নিশ্চল হও", কখনও-কখনও নয় কিন্তু সর্বদা, "প্রভুর কার্য্যে সর্ব্বদা উপচিয়া পড়"। বিশ্বাসীদের আহ্বান করা হয়েছে ব্যয় করার জন্য এবং নিজেকে দিয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের সর্বস্ব দান করার জন্য, তাদের সকল শক্তি ও বল, তাদের সময়, তাদের উপাদান, তাদের উপহার, তাদের প্রার্থনা, ইত্যাদি, এবং শেষ দিনের দিকে তাকিয়ে সেইগুলিকে প্রভু যীশুর সেবা কাজে নিযুক্ত করার জন্য। ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ আমাদের বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিকোণকে প্রভাবিত করবে। বাস্তবে, এটি আমাদের রূপান্তরিত করে। পুনরুত্থানের উপর আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জীবনকে ঘিরে সমস্তকিছুকে পরিবর্তন করে। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ছিল একটি বিশ্ব-পরিবর্তনকারী, ইতিহাস-পরিবর্তনকারী ঘটনা। এর গুরুত্ব এখানেও দেখতে পাওয়া যায় যে ঈশ্বর বিশ্রামবারকেও সপ্তাহের শেষ দিন থেকে সপ্তাহের প্রথম দিনে নিয়ে এলেন, যে দিনে খ্রীষ্ট উত্থাপিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টিয় বিশ্রামবারে আমরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকে প্রত্যেক সপ্তাহে স্মরণ করি ও উদযাপন করি। বিশ্রামবার হল খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের এই মহান ঘটনাটির একটি সাপ্তাহিক স্মারক।

সুতরাং, সারাংশে, ঈশ্বরের লোকেদের উদ্ধার করার তাঁর পরিকল্পনার ইতিহাস ও উদ্ধারের কেন্দ্রীয় স্থানে পুনরুত্থানের অবস্থানটিকে আবিষ্কার করেছি। খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে উত্থাপিত করা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের অধ্যয়নে এখনও পর্যন্ত মহিমান্বিত হওয়ার জন্য তাঁর স্বর্গারোহণ হয়নি। এই পর্যায় পর্যন্তও আমরা তাঁর স্বর্গারোহণকে বিবেচনা করিনি। পরের বক্তৃতায়, আমরা বিবেচনা করে দেখবো যে খ্রীষ্টের শুধুমাত্র পুনরুত্থান নয়, কিন্তু স্বর্গে ঈশ্বরের দক্ষিণ দিকে উপবিষ্ট হওয়ার ও তাঁর স্বর্গারোহণের একটি মহান পরিণাম – পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার সেচন।

বক্তৃতা ২৫

পঞ্চাশত্তমী

লেকচারের বিষয়বস্তু:

স্বর্গারোহণের পর খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের উপর তাঁর আত্মাকে সেচন করেন, এবং সেই আত্মা পুত্রকে মহিমান্বিত করেন, খ্রীষ্টের বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর লোকেদের কাছে দেখান।

পাঠ্য অংশ:

"পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন"। (যোহন ১৬:১৩-১৫)।

বক্তৃতা ২৫ -এর অনুলিপি

আপনার কাছের কোন ভালোবাসার মানুষ যদি আপনাকে বলে, এমন একজন ব্যক্তি যার উপর আপনি অত্যন্ত ভাবে নির্ভরশীল, যে তারা অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এবং আপনি তাকে আর দেখতে পাবেন না, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে পরবেন। আপনি অনুভব করবেন যে আপনি বোধয় হারিয়ে গেছেন। আপনি হয়তো ভাবছেন যে তাদের অবর্তমানে কীভাবে এগিয়ে চলবেন। ঠিক এমনই শিষ্যেরা অনুভব করেছিলেন যখন যীশু যোহন ১৪ থেকে ১৬ অধ্যায়ের মধ্যে তাঁর চলে যাওয়ার বিষয়ে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের সুনিশ্চিত করেছিলেন যে তাঁর এই প্রস্থানের কারণে শিষ্যেরা কিছু হারাবে না। বরং, এর ফলে তারা বিশাল লাভ করবে। কীভাবে এটি সম্ভব? এর উত্তর হল এই যে তিনি তাদের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাঁর আত্মা তাদের কাছে পাঠাবেন, যিনি শুধুমাত্র তাদের সাথে বসবাস করবেন না, বরং তাদের ভিতরে বসবাস করবেন। ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনাতে পঞ্চাশত্তমী কেন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা? খ্রীষ্টের প্রস্থান এবং তাঁর আত্মার আগমনের সাথে কী সংযোগ রয়েছে? কীভাবে খ্রীষ্টের পার্থিব পরিচর্যার ক্ষেত্রে তাঁর সাথে পবিত্র আত্মার সম্পর্ক পবিত্র আত্মার বর্ষণ সম্পর্কে উপলব্ধি করা আমাদের জন্য অপরিহার্য? খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের সাথে পঞ্চাশত্তমীর প্রাসঙ্গিকতা কী? প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে ও পরিত্রাণের ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার ভূমিকা কী? এই বক্তৃতায়, পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করার বিষয়ে খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাকে বিবেচনা করবো। পবিত্র আত্মার বর্ষণ উভয়েই ঈশ্বরের লোকেদের পরিত্রাণ এবং তাঁর মণ্ডলীর মিশনের ক্ষেত্রে সবকিছু পরিবর্তন করবে। ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনায় পঞ্চাশত্তমী একটি নির্দিষ্ট, এককালীন ঘটনা ছিল যার একটি অনবরত প্রভাব চলতে থাকবে বাকি সময় ধরে।

প্রথমত, এই বক্তৃতায় পবিত্র আত্মার সম্পর্কে খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতিটি লক্ষ্য করবো। তাই, আমরা পবিত্র আত্মার বিষয়ে খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু করবো। যীশু যত ক্রুশের উপরে তাঁর বলিদানমূলক মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের আগত বিষয় সম্পর্কে জানিয়েছিলেন তাঁর বিদায় বক্তৃতায়, যা যোহন ১৪, ১৫ এবং ১৬ অধ্যায় লেখা আছে। তিনি তাদেরকে তাঁর আগত প্রস্থানের কথা জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি তাদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করতে চলেছেন যাতে তারা তাঁর সাথে থাকতে পারে। এটি অবশ্যই শিষ্যদের কাছে মেনে নেওয়ার মত বিষয় ছিল না। যোহন ১৬:৬ পদে আমরা দেখি যে তিনি তাদের সুনিশ্চিত করেছেন, যেমন আমরা অধ্যায় ১৪:১৮ পদে দেখি, "আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি"। কীভাবে তিনি উভয় প্রস্থান করতে পারেন ও তাদের কাছে আসতে পারেন? এর উত্তর হল এই যে তিনি তাদের কাছে তাঁর আত্মার মাধ্যমে আসবেন। ঠিক যেমন ভাবে তিনি তাদের কাছে একজন সান্ত্বনাদানকারী ছিলেন, খ্রীষ্ট তাদের কাছে একজন সান্ত্বনাদানকারী ছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই পিতা তাদের কাছে একজন সান্ত্বনাদানকারীকে

প্রেরণ করবেন: যোহন ১৪:১৬, "আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন"। একই বিষয় আপনি ১৪:২৬ পদে লক্ষ্য করতে পারবেন। এই কারণে খ্রীষ্ট তাদেরকে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর চলে যাওয়া তাদের জন্য উপকারী হবে। যোহন ১৬:৭ পদে, যীশু বলেছেন, "তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব"। পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে এই পৃথিবীতে তাঁর স্থান নেবেন। পবিত্র আত্মা হলেন খ্রীষ্টের একমাত্র প্রকৃত প্রতিনিধি, রোমের পোপ নন, যিনি বাস্তবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শত্রু এবং স্থান দখলকারী।

দুটি বিষয় একই সময়ে ঘটছে: খ্রীষ্টের প্রস্থান ও পবিত্র আত্মার আগমন, খ্রীষ্টের স্বর্গে উঠে যাওয়া এবং পবিত্র আত্মার নেমে আসা। এই সমস্ত কিছু নির্দেশ ছিল ঈশ্বরের লোকেদের উপর পবিত্র আত্মার বর্ষণের জন্য একটি প্রস্তুতি, কিন্তু পবিত্র আত্মা ও খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মাঝে সম্পর্কটিকে বিবেচনা করা দিয়ে শুরু করতে হবে। নতুন নিয়মের ঈশ্বরতত্ত্বকে বোঝার জন্য এটি অপরিহার্য। সুতরাং, দ্বিতীয়ত, এটি আমাদেরকে খ্রীষ্ট এবং তাঁর আত্মার সম্বন্ধে নিয়ে আসে। গীতসংহিতা ৪৫:৭ পদে আমরা পড়ি, "তুমি ধার্ম্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ; এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে"। এই শাস্ত্রাংশটি খ্রীষ্টেতে পূর্ণ হয়েছে যা আমরা ইব্রীয় ১:৯ পদে লক্ষ্য করি। খ্রীষ্টকে অপরিমেয় ভাবে পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছিল। পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের উপর এসেছিলেন খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদেরকে আত্মা দেওয়ার আগে। বাস্তবে, খ্রীষ্ট আত্মা লাভ করেছিলেন যাতে তাঁর লোকেরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে পারে।

সুতরাং, খ্রীষ্টের পরিচর্যাকালীন তাঁর সাথে পবিত্র আত্মার সম্পর্কটিকে বিবেচনা করার দ্বারা শুরু করা উচিৎ। পিউরিটান জন ওয়েন, এই অসাধারণ বিষয়বস্তুকে গঠন করেছেন। এই সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আলোকপাত করতে চাই। প্রথমত, খ্রীষ্টের অবতরণের সময় থেকে পবিত্র আত্মা উপস্থিত ছিলেন। যীশু অলৌকিক ভাবে কুমারী মরিয়মের গর্ভে পবিত্র আত্মা দ্বারা জন্মেছিলেন। ঠিক যেমন ভাবে আদিপুস্তক ১ অধ্যায় ঈশ্বরের আত্মা জলধির উপর ঘোরাফেরা করছিলেন, একইভাবে আমরা লূক ১:৩৫ পদে পড়ি, "দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে [মরিয়ম] কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে"।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের পরিচর্যা জুড়ে পবিত্র আত্মা সক্রিয় ছিলেন। সুতরাং, যিশাইয় ১১:২ পদে খ্রীষ্টের সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী পড়ি, যেখানে লেখা আছে, "আর সদাপ্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভুভয়ের আত্মা—তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন; আর তিনি সদাপ্রভুর-ভয়ে আমোদিত হইবেন"। এখানে খ্রীষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বরের পুত্র তাঁর মানবতায় পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞায় বৃদ্ধি পেয়েছিলেন, একজন পাপময় মূর্খ অবস্থা থেকে প্রজ্ঞা অবস্থা পর্যন্ত নয়, কিন্তু পবিত্র ও নিষ্পাপ প্রজ্ঞার এক মাত্রা থেকে আরেক মাত্রা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিলেন। তাঁর বাপ্তিস্মের সময়ে, পবিত্র আত্মা একটি কপতের ন্যায় তাঁর উপর অবতরণ করেছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁর প্রকাশ্যে পরিচর্যা শুরু করার সময়ে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে প্রবেশ করেছিলেন, এবং তারপর পবিত্র আত্মা দ্বারা তিনি প্রান্তরে যাওয়ার জন্য পরিচালিত হন শয়তানের দ্বারা পরিক্ষিত হওয়ার জন্য, যেমন আমরা মথি ৪:১ পদে লক্ষ্য করি, এবং তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রচার করেছিলেন ও চিহ্নকাজ সাধন করেছিলেন। এই সমস্ত সময় জুড়ে, খ্রীষ্টের উপর অবতরণ করা পবিত্র আত্মা তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালীন তাঁর মধ্যে, তাঁর মধ্যে দিয়ে এবং তাঁর সাথে-সাথে কাজ করেছিলেন।

তৃতীয়ত, ক্রুশের উপরে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা লক্ষ্য করতে পারি। ইব্রীয় ৯:১৪ পদে আমরা পড়ি, "তবে, যিনি অনন্তজীবী আত্মা দ্বারা নির্দ্দোষ বলিরূপে আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত তোমাদের সংবেদকে মৃত ক্রিয়াকলাপ হইতে কত অধিক নিশ্চয় শুচি না করিবে, যেন তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পার!" পবিত্র আত্মা ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টকে শক্তি প্রদান করে গিয়েছিলেন তাঁর এই বলিদানমূলক মৃত্যুতে, এবং ঠিক যেভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা যীশু মরিয়মের গর্ভে গঠিত হয়েছিলেন, তেমনভাবেই পবিত্র আত্মা কবরের মধ্যে তাঁর দেহকে ক্ষয় পাওয়া থেকে রক্ষা করে রেখেছিলেন।

চতুর্থ, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে ত্রিত্ব ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিই কার্যকারী ছিলেন, এমনকি পবিত্র আত্মাও। রোমীয় ৮:১১ পদে লেখা আছে, "আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন"। সুতরাং, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে পবিত্র আত্মার ভূমিকা ছিল, এবং আপনি এখানে আরও একবার লক্ষ্য করতে পারবেন খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সংযোগের সাথে যোগসূত্র। সেই একই আত্মা, যে আত্মা খ্রীষ্টের উপর ছিলেন, যে আত্মা খ্রীষ্টকে উত্থাপিত করেছিলেন, সেই একই আত্মা ঈশ্বরের লোকেদের দেহকেও নিমেষের মধ্যে রূপান্তরিত ও জীবিত করে তুলবেন। পরের বিষয়ের অধীনে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার ভূমিকা বিবেচনা করবো।

অবশেষে, পবিত্র আত্মার ক্রমশ চলতে থাকা পরিচর্যা একটি খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক পরিচর্যা হয়ে উঠেছে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পর। যোহন ১৫:২৬ পদে আমরা পড়ি, "যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা,

যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন—তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন"। পবিত্র আত্মার পরিচর্যা হল খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দেওয়া। পবিত্র আত্মার লক্ষ্য রয়েছে খ্রীষ্টের উপর, খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করার উপর, তাঁর লোকেদের কাছে খ্রীষ্টকে দেখানোর উপর। যোহন ১৬:১৩-১৫ পদে লেখা আছে, "পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন"। আপনি লক্ষ্য করতে পারছেন, পবিত্র আত্মার অনবরত চলতে থাকা পরিচর্যা হল খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দেওয়া, খ্রীষ্টের মহিমান্বিত করা, এবং খ্রীষ্টের বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর লোকেদের কাছে দেখানো। এই দ্বিতীয় পয়েন্টের মধ্যে, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাই: খ্রীষ্ট ও পবিত্র আত্মার মাঝে সম্পর্ক।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্ট আত্মা দান করেন। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ হল ঈশ্বরের উদ্ধারের ইতিহাসের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খ্রীষ্টকে স্বর্গের স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাজাদের রাজা হিসেবে কর্তৃত্ব করার জন্য এবং তাঁর লোকেদের উচ্চকৃত মধ্যস্ততাকারী হিসেবে পরিচর্যা করার জন্য। বেশ কয়েকটি গীতসংহিতায় আমরা এই সুন্দর ঘটনাটির সম্বন্ধে গান করে থাকি: গীত ২, ২৪, ৬৮, ১১০, এবং অন্যান্য। এই বক্তৃতায়, যদিও, আমরা খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের ও মহিমান্বিত হওয়ার একটি প্রাথমিক পরিণতির উপর লক্ষ্য কেন্দ্রিত করছি: তাঁর লোকেদের উপর তাঁর আত্মা সেচন করা। ঠিক যেমন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, উদ্ধারের ইতিহাসের এই মহান ঘটনাটি ঘটেছিল পঞ্চাশত্তমীর দিনে, যার বিষয়ে প্রেরিত ২ অধ্যায় লেখা আছে। আমরা পড়ি যে প্রেরিত ২:৩৩ পদে পিতর বলেছেন, "অতএব তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উচ্চীকৃত হওয়াতে, এবং পিতার নিকট হইতে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে, এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা তিনি সেচন করিলেন"। এর আগের বিষয়ের অধীনে আমরা যা কিছু দেখেছি, সেইগুলির অর্থ হল এই যে খ্রীষ্টকে ব্যাতিরেকে পবিত্র আত্মাকে সঠিক ভাবে জানা যায় না অথবা উপভোগ করা যায় না। সেই কারণে তাঁকে খ্রীষ্টের আত্মা বলা হয়েছে নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে।

ঈশ্বর সমস্ত আশীর্বাদ যা খ্রীষ্ট ক্রয় করেছেন, তা আমাদের হয় পবিত্র আত্মার মাধ্যমে। পবিত্র আত্মার সাথে আমাদের সহভাগীতা আকার পায় খ্রীষ্টের সাথে পবিত্র আত্মার সহভাগীতা দ্বারা। এখন, আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন যে শুধুমাত্র একজন পবিত্র আত্মা রয়েছেন, সেই একই আত্মা যিনি খ্রীষ্টের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি তাঁর সকল লোকেদের হৃদয়ে বাস করেন। খ্রীষ্ট সেই একই আত্মা সেই সকল লোকদের দিয়েছেন যারা বিশ্বাসে তাঁর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এটি নতুন নিয়মের, অনুগ্রহের চুক্তির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে, যেমন যিহিষ্কেল ৩৬:২৭ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, "আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে"। এর অর্থ এই নয় যে পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদের মধ্যে পবিত্র আত্মা একদম ছিলেন না, যা অবশ্যই তাদের পরিত্রাণের জন্য অপরিহার্য, তাই গীতসংহিতা ৫১:১১ পদে দায়ূদ প্রার্থনা করেছেন, "তোমার সম্মুখ হইতে আমাকে দূর করিও না, তোমার পবিত্র আত্মাকে আমা হইতে হরণ করিও না"। কিন্তু এর অর্থ অবশ্যই এই যে পঞ্চাশত্তমীর দিনে খ্রীষ্টের প্রত্যেকটি সম্পন্ন করা কাজের ফলগুলি আরও বেশি পরিমাণে তাঁর লোকেদের উপরে পবিত্র আত্মা সেচন করার পরিণাম হাসিল করেছিল।

ঈশ্বরের সমস্ত কাজগুলির মত, এটাও সম্পূর্ণ ত্রিত্ব ঈশ্বরের একটি পরিচর্যা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যোহন ১৪:১৬ পদে আমরা দেখি যে পিতা পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, এবং যোহন ১৫:২৬ পদ অনুযায়ী পুত্র পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছেন। নির্দিষ্টভাবে, ঈশ্বরের লোকেদের ভিতরে বসবাস করার জন্য পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং, অনেকের শিক্ষার বিপরীত, প্রত্যেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর অন্তরে পবিত্র আত্মা রয়েছে। কেউ কেউ ভুল ভাবে শিক্ষা দেয় যে এমনও খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা রয়েছে যাদের এখনও পবিত্র আত্মা লাভ করা প্রয়োজন রয়েছে, কারণ তারা এখনও পর্যন্ত পবিত্র আত্মাকে লাভ করেনি। বাইবেল এই শিক্ষা দেয় না, যেমন আমরা রোমীয় ৮:৯ পদে পড়ি, "কিন্তু তোমরা মাংসের অধীনে নও, আত্মার অধীনে রহিয়াছ, যদি বাস্তবিক ঈশ্বরের আত্মা তোমাদিগেতে বাস করেন। কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নাই, সে খ্রীষ্টের নয়"। সুতরাং, প্রত্যেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর ভিতরে পবিত্র আত্মা বসবাস করেন।

পবিত্র আত্মা হলেন অন্তিম পুনরুত্থানের সময়ে বিশ্বাসীদের সম্পূর্ণ পরিত্রাণের জন্য একজন অগ্রিম চিহ্ন। খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের জন্য যা কিছু করেছেন, পবিত্র আত্মা হলেন সেই সবকিছুর সীলমোহর। তিনি হলেন স্বর্গে নিত হওয়া খ্রীষ্টের উপহার। সুতরাং, আমরা কী লক্ষ্য করছি? আমরা লক্ষ্য করেছি যে খ্রীষ্ট একজন আত্মাকে প্রেরণ করেছেন। খ্রীষ্ট স্বর্গে গেলেন। তাঁকে আত্মার পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে, যা তিনি পঞ্চাশত্তমীর দিনে তাঁর লোকেদের উপর ঢেলে দিয়েছিলেন এবং সেই আত্মা নেমে এসে প্রভুর লোকেদের ভিতরে বাস করেন, খ্রীষ্টের যা কিছু রয়েছে তা নিয়ে তিনি তাঁর লোকেদের হৃদয়ে সাক্ষ্য বহন করেন।

সুতরাং, এটি আমাদেরকে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ও পবিত্র আত্মা সম্পর্কীয় চতুর্থ বিষয়ে নিয়ে আসে। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা আত্মা দ্বারা জাত। একটি উদাহরণ হল যোহন ৩:৬, "মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই; আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই"। পবিত্র আত্মা একজন বিশ্বাসীকে নতুন জন্ম দিয়ে থাকেন ও সেই বিশ্বাসীর ভিতরে বাস করেন, তাকে মৃত্যু থেকে জীবনে নিয়ে আসে। যা কিছু খ্রীষ্টের রয়েছে, যা কিছু খ্রীষ্ট সম্পন্ন করেছেন তাঁর লোকেদের পরিত্রাণ সাধন করার ক্ষেত্রে, তা পবিত্র আত্মা নেন এবং তাঁর মনোনীত লোকেদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের কাজকে প্রয়োগ করেন। তাই, পবিত্র আত্মার

পরিচর্যা ছাড়া, কেউ সেই সব আশীর্বাদ লাভ করতে পারবে না যা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অর্জন করেছেন।

পবিত্র আত্মা হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এই সমস্তকিছু প্রয়োগ করেন। তিনি লোকেদের পাপ সম্পর্কে চেতনা দেন। তিনি এসেছিলেন জগতকে পাপ ও ধার্মিকতা ও আগত বিচার সম্পর্কে চেতনা দান করতে। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের আলোকপাত করেন, বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দান করেন, সাহায্য করেন, শুচি করেন, এবং প্রভুর লোকদের শক্তিযুক্ত করেন। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র আত্মার স্থান অপরিহার্য। আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে পবিত্র আত্মার পরিচর্যাকে কখনই শাস্ত্র থেকে আলাদা করা যাবে না।

সুতরাং, ঈশ্বরের বাক্য ও পবিত্র আত্মাকে একসঙ্গে ধরে রাখতে হবে। নয়তো, আপনি সমস্যায় পড়বেন। আপনার কাছে পবিত্র আত্মা ছাড়া বাক্য থাকে, তাহলে আপনি যুক্তিবাদীতে পরিণত হবেন। আপনার কাছে যদি বাক্য ছাড়া পবিত্র আত্মা থাকে, তাহলে আপনি রহস্যবাদী হয়ে উঠবেন। এই দুটিকে একসঙ্গে ধরে রাখতে হবে। আত্মা যিনি শাস্ত্রকে অনুপ্রাণিত করেছেন, যেমন আমরা ২ তীমথিয় ৩:১৬ পদে দেখি, তিনি সেই একই আত্মা যিনি বিশ্বাসীদের মনকে আলোকপাত করেন, তাদের চোখ খুলে দেন, তাদেরকে বাইবেল বুঝতে সাহায্য করেন। পবিত্র আত্মা আধুনিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কোন নতুন প্রকাশ প্রদান করেন না। তিনি শাস্ত্রের মধ্যে দেওয়া প্রকাশগুলির সাথে পরাক্রম যুক্ত করেন, এবং প্রাণের মধ্যে সেই বাক্যকে শক্তিশালী করে তোলে।

সুতরাং, পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হওয়ার অর্থ হল বাইবেলের শিক্ষাগুলি বিশ্বাস করা ও মেনে চলা। পবিত্র আত্মায় চলার অর্থ হল ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী ঈশ্বরের বাক্যেতে চলা। গীতসংহিতাগুলি গান করা হল একটি উদাহরণ যা আমরা আগের বক্তৃতায় দেখেছি। ইফিষীয় ৫:১৮-১৯ পদে পৌল বলেছেন, "আত্মায় পরিপূর্ণ" হতে, আত্মার গানগুলি গাইতে। একটি সমান্তরাল শাস্ত্রাংশে, কলসীয় ৩:১৬ পদে, পৌল বলেছেন, "খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক"। তিনি আরও বলেন গীতের মাধ্যমে খ্রীষ্টের বাক্যকে গান করার বিষয়ে। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদেরকে বাক্য দ্বারা শুচি করেন, যখন আমরা সেই বাক্যকে পড়ি, শুনি, মনন করি এবং জীবনে প্রয়োগ করি। তাই, পবিত্র আত্মার পরিচর্যাকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে গেলে, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে একজন বিশ্বাসীর জীবনে শাস্ত্রের স্থান কোথায়।

অপরদিকে, আমরা যেন ঈশ্বরের বাক্যকে প্রতিরোধ না করি যেমন ভাবে পুরাতন নিয়মে এবং স্তিফানের পরিচর্যা করার সময়ে ইহুদীরা করেছিল। এর উল্লেখ আমরা প্রেরিত ৬:১০ পদে এবং প্রেরিত ৭:৫১ পদে লক্ষ্য করি। তারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিরোধ করছিল। পবিত্র আত্মার কাজকে আমরা যেন দুঃখিত না করি ইফিষীয় ৪:৩০ অনুযায়ী, তাহলে আমাদের বাধ্যতার আনন্দ ও শক্তি হারিয়ে ফেলবো। আমাদেরকে সাবধানও করা হয়েছে যে পাপময় জীবনযাপন করার মাধ্যমে আমরা যেন পবিত্র আত্মাকে নিবারণ না করি, বরং তাঁর পবিত্রতার প্রতি প্রেমে যেন জ্বলতে থাকি। যাইহোক, তাঁকে পবিত্র আত্মা বলা হয়।

বর্তমানের ক্যারিসম্যাটিক আন্দোলন সমর্থনকারীরা পবিত্র আত্মার কিছু নির্দিষ্ট বরদানের উপর অনেক বেশি জোর দিয়ে থাকেন যেমন বিভিন্ন প্রকারের অলৌকিক কাজ এবং অতি-প্রাকৃতিক চিহ্ন ও চমৎকার কাজ। এটি একটা বড় ভুল। পবিত্র আত্মার অনন্য বরদানগুলি দেওয়া হয়েছিল নতুন নিয়মের নতুন প্রকাশের চিহ্ন ও নিশ্চয়তা হিসেবে। মার্ক ১৬:২০ পদে লেখা আছে, "আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া অনুবর্ত্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন। আমেন্"। একইভাবে, প্রেরিত ২:২২ পদে, "হে ইস্রায়েলীয়েরা, এই সকল কথা শুন। নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেই জান"। অলৌকিক কাজ হল ক্ষণস্থায়ী চিহ্ন যা প্রেরিতের যুগের সাথে যুক্ত ছিল, ইতিহাসে মণ্ডলীর মধ্যে চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে নয়। এছাড়াও, ক্যারিসম্যটিকেরা পবিত্র আত্মার বরদান ও অনুগ্রহদানগুলির মাঝে ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এবং তারা মনে করে যে পবিত্র আত্মায় চলার অর্থ হল কিছু অলৌকিক শক্তি অভ্যাস করা। আমরা পবিত্র আত্মার বরদানগুলিকে পবিত্র আত্মার ব্যক্তির থেকে আলাদা করতে পারি না, এবং আত্মার বরদানগুলিকে খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানের থেকেও না।

যেমন আমরা এই বক্তৃতায় আগেই দেখেছি, পবিত্র আত্মার প্রধান কাজ হল পুত্রকে মহিমান্বিত করা এবং খ্রীষ্টের বিষয়গুলিকে নিয়ে আমাদের কাছে দেখানো। যখন আত্মা তা করেন, তখন পরিণাম হিসেবে খ্রীষ্টের অনুরূপ হয়ে উঠি। ২ করিন্থীয় ৩:১৮ পদে আমরা পড়ি, " কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের [অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য] ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্ত্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি"। পবিত্র আত্মার পরিচর্যা কার্যকারী। শাস্ত্রের মধ্যে আমরা খ্রীষ্টের মহিমা দেখতে পাই, যা পবিত্র আত্মা আমাদেরকে দেখতে সাহায্য করেন। তিনি আমাদেরকে খ্রীষ্টের বিষয়গুলি দেখান, এবং আমরা খ্রীষ্টের রূপে রূপান্তরিত হয়ে থাকি। সত্য এই যে নতুন নিয়ম পবিত্র আত্মার পরিচর্যার ফলের উপর অত্যন্ত জোর দেয় যে এটি বিশ্বাসীদের জীবনে খ্রীষ্টের মত পবিত্রতা তৈরি করে থাকে। গালাতীয় ৫ অধ্যায় থেকে আপনি জানেন পবিত্র আত্মার ফলের তালিকাটি। এই সবকিছুর মধ্যে, আপনি লক্ষ্য করতে পারছেন যে খ্রীষ্টের সাথে পবিত্র আত্মার সম্পর্ক, তাঁর লোকেদের উপর পবিত্র আত্মা সেচন করা, এবং বিশ্বাসীর জীবনে ও হৃদয়ে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা, এই সবকিছু একসঙ্গে যুক্ত। এটি আমাদের ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচার

করার উপায় ও পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। আমরা খ্রীষ্টকে প্রচার করি। কেন আমরা খ্রীষ্টকে প্রচার করি? কারণ এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে আত্মা পুত্রকে মহিমান্বিত করবেন, এবং তিনি খ্রীষ্টের বিষয়গুলি নিয়ে আমাদেরকে দেখাবেন। তাই, যখন আমরা সমগ্র বাইবেল থেকে খ্রীষ্টকে প্রচার করে থাকি, তখন আমরা এই নিশ্চয়তা সহকারে করি যে এটাই সেই ধমনী যার মধ্যে দিয়ে পবিত্র আত্মা কাজ করে থাকেন।

অবশেষে, যখন খ্রীষ্টে স্বর্গে উঠে গেলেন ও তাঁর আত্মাকে সেচন করলেন, তখন তিনি অন্যান্য বরদান তাঁর মণ্ডলীকে দান করলেন তাঁর আত্মার মাধ্যমে, যেমন, মণ্ডলীর দায়িত্বপদগুলি। সুতরাং, ইফিষীয় ৪ অধ্যায় ৭ পদে পৌল সেই অনুগ্রহের কথা বলেছেন যা খ্রীষ্টের বরদানের পরিমাপ অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের উল্লেখ করেন গীতসংহিতা ৬৮:১৮ পদ থেকে (ইফিষীয় ৪:৮) এবং এটি মণ্ডলীর দায়িত্বপদ প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইফিষীয় ৪:১১ পদ বলে, "আর তিনিই কয়েক জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক জনকে সুসমাচার-প্রচারক ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন"। নতুন নিয়মের সাথে-সাথে প্রেরিত ও ভাববাদীর পদ অকার্যকর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পালক, শিক্ষকের ভূমিকাগুলি খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত চলতে থাকবে।

আত্মার মাধ্যমে মণ্ডলীকে যে খ্রীষ্টের বরদানগুলি দেওয়া হয়েছে, সেইগুলি কীভাবে কার্যকারী? ইফিষীয় ৪ অধ্যায়ের পরবর্তী পদগুলি ব্যাখ্যা করে যে এই বরদানগুলির উদ্দেশ্য হল খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা ও সুসজ্জিত করা এবং নিরাময় শিক্ষায় ঈশ্বরের লোকেদের পরিপক্কতাকে আরও শক্তিযুক্ত করা। তাই, পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখতে পেরেছিলেন এবং ১ করিন্থীয় ৩:২১-২২ পদে তিনি বলেছেন, "অতএব কেহ মনুষ্যদের শ্লাঘা না করুক। কেননা সকলই তোমাদের; — পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি জীবন, কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবিষ্যৎ বিষয়, সকলই তোমাদের"। পবিত্র আত্মার ভূমিকা অপরিহার্য বিশ্বাসীদের জীবনে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে। খ্রীষ্ট হলেন তাঁর দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক, এবং মণ্ডলীর মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা বাস করেন, যিনি ঈশ্বরের উদ্ধারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং পুত্রকে মহিমান্বিত করে।

সুতরাং, সারাংশে, এই বক্তৃতায় আমরা শিখেছি যে স্বর্গে নিত হওয়া খ্রীষ্ট তাঁর আত্মাকে তাঁর লোকেদের উপর সেচন করেছেন, এবং পবিত্র আত্মা পুত্রকে মহিমান্বিত করে; তিনি খ্রীষ্টের বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর লোকেদেরকে দেখান। আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন যে কীভাবে এটি এই পাঠ্যক্রমের বৃহৎ প্রেক্ষাপটের সাথে খাপ খায়, কীভাবে ঈশ্বর সমস্ত উদ্ধারের ইতিহাস জুড়ে নিজের প্রকাশকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। পবিত্র আত্মার পরিচর্যা নিখুঁতভাবে এই কাঠামোর মধ্যে খাপ খায়: যেভাবে ঈশ্বর নিজেকে ও তাঁর মহিমাকে প্রকাশ করেন তাঁর লোকেদের কাছে। পরের পাঠে, আমরা দৃষ্টিপাত করবো যে এই আশীর্বাদের প্রাপক কারা। আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী সম্পর্কে বিবেচনা করবো যে বিষয়ে নতুন নিয়ম আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

বক্তৃতা ২৬

মণ্ডলী

লেকচারের বিষয়বস্তু:

মণ্ডলী যীশু খ্রীষ্টের উপর গেঁথে তোলা হয়েছে, যিনি হলেন আমাদের কোনের প্রধান প্রস্তর, ঈশ্বরের বাসস্থান যার দ্বারা তিনি তাঁর মহিমা ও প্রতাপকে সমগ্র জগতের কাছে মহিমান্বিত করে থাকেন।

পাঠ্য অংশ:

"যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন...আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না।"। (মথি ১৬:১৭-১৮)।

বক্তৃতা ২৬ -এর অনুলিপি

সমস্ত ইতিহাস জুড়ে, অনেক বড়-বড় ও মহান সংস্থা এসেছে ও চলে গিয়েছে। একের পর এক জাতি ও দেশের উত্থান ও পতনের কথা আমরা শুনে থাকি। যখন তারা শক্তির শৃঙ্গে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে দেখে অপরিজেয় বলে মনে হয় এবং মনে হয় যে তারা বোধয় সেই স্থানেই স্থির থাকবে, কিন্তু তারা পড়ে যেতে পারে ও পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যেতে পারে, এবং শুধুমাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। একই বিষয় আমরা অত্যন্ত সফল ব্যবসাগুলির ও কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে বলতে পারি এবং প্রভাবশালী ও শক্তিশালী পরিবারগুলির বিষয়েও বলতে পারি। তারা সকলেই একই পথ অবলম্বন করে। শুধুমাত্র একটি রাজ্য প্রকৃত ভাবে চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। শুধুমাত্র একটি সংস্থা সমস্ত যুগ ধরে সহ্য করে এসেছে, কিন্তু তার চারিপাশে সবকিছু সময়ের সাথে-সাথে ম্লান হয়ে গিয়েছে; এবং এটি হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী। যীশু স্বয়ং বলেছেন মথি ১৬:১৮ পদে, "আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না"। এটি সমস্ত যুগ ও অনন্তকাল ধরে বজায় থাকবে। ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন যে সমস্ত ইতিহাসে মণ্ডলী হল এই পৃথিবীর কেন্দ্রীয় সংস্থা, এবং এইভাবে, আমাদের চিন্তাভাবনা ও বোঝাপড়ায়।

সুতরাং, মণ্ডলীর স্বভাব ও প্রকৃতি কী? এর সদস্য কারা, এবং কেন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? কেনই বা সেই চিহ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ যা একটি প্রকৃত মণ্ডলীকে একটি ভ্রান্ত ও মিথ্যা মণ্ডলী থেকে পৃথক করে? কীভাবে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করার ব্যবস্থাটি গড়ে তুলেছেন? মণ্ডলীর অনুশাসনের অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য কী? কী কী উপকার সদস্যদের প্রতি প্রবাহিত হয়? এই বক্তৃতায়, আমরা খ্রীষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং পবিত্র আত্মার বরদানের সময় থেকে মণ্ডলীর অগ্রগতিকে বিবেচনা করবো। এই পাঠ্যক্রম জুড়ে আমরা দেখেছি যে সমস্ত ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনা তাঁর নিজের মহিমা প্রদর্শন করার জন্য, তাঁর নিজের জন্য একদল লোকেদের উদ্ধার করার তাঁর উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছে। তিনি এই জগতে একটি রাজ্য স্থাপন করেছেন যা ঈশ্বরের বাসস্থান হিসেবে কাজ করে, তাই এটি অপরিহার্য যে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বুঝি যে কীভাবে ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীকে পরিকল্পনা করেছেন ও নকশা তৈরি করেছেন। প্রেরিতের পুস্তক আমাদেরকে মণ্ডলীর প্রাথমিক ইতিহাসের অনুপ্রাণিত তথ্য প্রদান করে। নতুন নিয়মের পত্রগুলি নতুন নিয়মের সময়কালে মণ্ডলীর জীবন ও কাজকর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বরের নির্দেশের বিস্তারিত বিষয়গুলি প্রদান করে।

সুতরাং, প্রথমত, আমরা মণ্ডলীর স্বভাব ও প্রকৃতি বিবেচনা করবো, এবং এই জগতে মণ্ডলীর গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে। এর আগের বক্তৃতাগুলিতে আমরা বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করেছি পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা। সমস্ত ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের একটিমাত্র জাতি রয়েছে যারা দুটি ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে বিদ্যমান রয়েছে। প্রেরিত ৭:৩৮ পদে স্তিফান পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েলকে মণ্ডলী বলে আখ্যা দিয়েছেন, "তিনিই প্রান্তরে মণ্ডলীতে ছিলেন; যে দূত সীনয় পর্ব্বতে তাঁহার কাছে কথা বলিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের সহিত ছিলেন। তিনি আমাদিগকে দিবার নিমিত্ত জীবনময় বচন-কলাপ পাইয়াছিলেন"। একইভাবে পৌল নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে ঈশ্বরের ইস্রায়েল

অথবা যিরূশালেম অথবা সিয়ন পর্বত বলে উল্লেখ করেছেন। নতুন নিয়মের মহিমা ও প্রতাপের মধ্যে রয়েছে মণ্ডলীর সম্প্রসারণ যাতে এক বৃহৎ সংখ্যক পরজাতীয় বিশ্বাসীরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন আমরা আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়গুলিতে ও সমস্ত পুরাতন নিয়ম জুড়ে লক্ষ্য করেছি।

সমস্ত ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য তাঁর নিজের জন্য একদল মানুষের উদ্ধারকে ঘিরে উঠেছে। তিনি এই জগতে তাঁর নিজের নামের ও মহিমার জন্য একটি রাজ্য নির্মাণ করছেন। পুরাতন নিয়মের অনেকগুলি বিষয়বস্তু যা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি, সেইগুলি নতুন নিয়মের মণ্ডলী সম্পর্কিত শিক্ষাতত্ত্বে পূর্ণতা খুঁজে পায়। ঈশ্বর ভিত্তিমূল হিসেবে তাঁর পুত্রকে প্রদান করেছিলেন যার উপর মণ্ডলী গেঁথে উঠেছে, যাতে সেই মণ্ডলী ঈশ্বরের বাসস্থান হতে পারে। এই বিষয়ে আমরা গীতসংহিতা ১১৮:২২-২৩ পদগুলি গেয়ে থাকি, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। ইহা সদাপ্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত"। এর পূর্ণতা সম্পর্কে ইফিষীয় ২:২০-২২ পদে আমরা পড়ি। সেখানে লেখা আছে, "তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদিগণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে; তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু। তাঁহাতেই প্রত্যেক গাঁথনি সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে; তাঁহাতে আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকেও এক সঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে"।

ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীতে বাস করেন এবং তিনি সেখানে তাঁর উপস্থিতির প্রদর্শন করে থাকেন। ১ করিন্থীয় ১৪:২৪-২৫ পদে, মণ্ডলীর আরাধনা সভায় একজন অবিশ্বাসী অতিথির অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেখতে পাই। সেখানে লেখা আছে, "কিন্তু সকলে যদি ভাববাণী বলে, আর কোন অবিশ্বাসী কি সামান্য ব্যক্তি প্রবেশ করে, তবে সে সকলের দ্বারা দোষীকৃত হয়, সে সকলের দ্বারা বিচারিত হয়, তাহার হৃদয়ের গুপ্ত ভাব সকল প্রকাশ পায়; এবং এইরূপে সে অধোমুখে পড়িয়া ঈশ্বরের ভজনা করিবে, বলিবে, ঈশ্বর বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যবর্ত্তী"।

খ্রীষ্ট শুধুমাত্র ভিত্তিমূল নন, তিনি মণ্ডলীর মস্তক এবং রাজা, যেমনটি আমরা কিছু মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ্য করবো। মণ্ডলী অস্তিত্বে রয়েছে খ্রীষ্টের মহিমাকে প্রদর্শন করার জন্য। কলসীয় ১:১৮ বলে, "আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ব্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন"। সুতরাং, আমরা যত মণ্ডলী সম্পর্কে নতুন নিয়মের ঈশ্বরতত্ত্বকে আবিষ্কার করছি, আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে সকল কিছু ঈশ্বরের উদ্ধারের ইতিহাসের সাথে এবং তাঁর মহিমা ও প্রতাপের মহিমান্বিত হওয়ার সাথে যুক্ত। খ্রীষ্টের সম্মানকে অপমান না করে মণ্ডলীর বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষাতত্ত্বকে পরিত্যাগ করতে পারি না। মণ্ডলী কোন ব্যবহারিক মানব সমারোহ নয়। এটি একটি ঐশ্বরিক সংস্থা যা ঈশ্বর স্থাপন করেছেন এই পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও তাঁর মহিমার প্রদর্শন করার জন্য।, তিনি এটিকে আশীর্বাদ করেছেন; প্রেরিত ২:৪৭ পদে, মণ্ডলীর আদি ইতিহাস সম্পর্কে এমন লেখা আছে, "আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন"। ফলস্বরূপ, বাইবেল বিশ্বাসীদের সম্মতি দেয় না ঈশ্বরের নিরূপিত দৃশ্যমান মণ্ডলীকে পরিত্যাগ করতে অথবা নিজেকে মণ্ডলী থেকে আলাদা করে রাখতে।

বেলজিক কনফেশন অনুচ্ছেদ ২৭ -এ লেখা আছে, "যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে এই পবিত্র মণ্ডলী উদ্ধার পাওয়া লোকেদের একটি সম্মেলন এবং এই মণ্ডলীর বাইরে কোন পরিত্রাণ নেই, তাই কোন ব্যক্তি যেন কোন অবস্থায় নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য মণ্ডলী থেকে নিজেকে আলাদা না রাখে, কিন্তু সকল ব্যক্তিরা যেন নিজেদেরকে এই মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত রাখে, মণ্ডলীর একতাকে বজায় রাখে, সেই মণ্ডলীর মতবাদ ও অনুশাসনের অধীনে নিজেকে বশীভূত করে, যীশু খ্রীষ্টের অধীনে দাসত্ব করে, এবং একই দেহের পারস্পারিক অংশ হিসেবে, ঈশ্বরদত্ত তালন্ত ব্যবহার করে পরস্পরকে যেন গেঁথে তোলে"। এটি একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি, কিন্তু ঐতিহাসিক রিফরমড্ স্বীকারোক্তিগুলির মধ্যে একটি স্বীকারোক্তি থেকে বের করে আনা সারাংশ, যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর গুরুত্ব সম্পর্কে প্রকাশ করে।

এখন, বাইবেলে মণ্ডলী শব্দটি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষভাবে নতুন নিয়মে। অনেকসময়ে এটি ব্যবহার করা হয়েছে অদৃশ্য মণ্ডলীর উল্লেখ করার ক্ষেত্রে, এবং অন্যান্য সময়ে দৃশ্যমান মণ্ডলীকে উল্লেখ করতে। অনেকসময়ে এটি একটা স্থানীয় মণ্ডলীকে উল্লেখ করেছে, এবং অন্যান্য সময়ে একটি আঞ্চলিক মণ্ডলীকে। এটি প্রাচীনদেরকেও উল্লেখ করে যারা মণ্ডলীর অনুশাসন তত্ত্বাবধান করার জন্য বিচারকের ক্ষমতায় বসে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরতাত্ত্বিক পরিভাষাগুলি আমাদের সংজ্ঞায়িত করতে হবে এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য মণ্ডলীর মধ্যে পার্থক্য করা দ্বারা শুরু করতে হবে।

আমরা দুটি ভিন্ন মণ্ডলীর কথা বলছি না। শুধুমাত্র একটিই মণ্ডলী রয়েছে। বরং, আমরা একটিমাত্র মণ্ডলীকে দুটি আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। অদৃশ্য মণ্ডলী সকল যুগের সমস্ত মনোনীত লোকেদের উল্লেখ করে। অবশ্যই, এটি অদৃশ্য, আমরা তা দেখতে পাইনা। দৃশ্যমান মণ্ডলী সেই সকল বিশ্বাসী ও তাদের সন্তানদের উল্লেখ করে, যাদের কাছে পরিচর্যা ও প্রত্যাদেশ ও অধ্যাদেশ দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের দ্বারা। যদিও দৃশ্যমান মণ্ডলীর ভিতরে সকলের মূল্যবান সুযোগগুলি উপভোগ করে থাকে, তবুও সকলেই নতুন জন্ম প্রাপ্ত হয় না। তা অনেক দূরের ব্যাপার। এই পার্থক্য আমরা উভয় পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মে দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় ২:২৮-২৯ পদে, "কেননা বাহিরে যে যিহূদী সে যিহূদী নয়, এবং বাহিরে মাংসে কৃত যে ত্বক্‌ছেদ তাহা ত্বক্‌ছেদ নয়। কিন্তু আন্তরিক যে যিহূদী সেই যিহূদী, এবং হৃদয়ের যে ত্বক্‌ছেদ, যাহা অক্ষরে নয়, আত্মায়, তাহাই ত্বক্‌ছেন, তাহার প্রশংসা মনুষ্য হইতে হয় না, কিন্তু ঈশ্বর হইতে হয়"।

আরও একটি বাক্যাংশ হল ক্যাথোলিক (বিশ্বব্যাপী) মণ্ডলী, যেখানে ক্যাথোলিক শব্দটির অর্থ হল সর্বব্যাপী অথবা বিশ্বব্যাপী, তাই আমরা কোন ভাবেই রোম্যান ক্যাথোলিক চার্চের কথা বলছি না, যারা বাস্তবে ভুল মতবাদ শিক্ষা দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী মণ্ডলী সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রকৃত মণ্ডলীকে উল্লেখ করে। আমাদের সমস্ত অধ্যয়ন জুড়ে লক্ষ্য করেছি যীশু খ্রীষ্টের সর্বশ্রেষ্ঠতা মণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে, এবং এটি হল খ্রীষ্টের মস্তক হওয়া সম্পর্কে নতুন নিয়মের শিক্ষা। অনেক শাস্ত্রাংশ এই বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে। উদাহরণস্বরূপ, মণ্ডলীর মস্তক রোমের পোপ নন, যিনি বাস্তবে খ্রীষ্টের শত্রু। খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর একমাত্র মস্তক ও রাজা, এবং সকল কর্তৃত্ব, মতবাদ, আরাধনা, মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং খ্রীষ্টিয় জীবনের যা কিছু আমরা বিশ্বাস করি, তা যেন তাঁর কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসে যা তিনি তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের জানিয়েছেন।

বাইবেল আমাদেরকে মণ্ডলীর অনেকগুলি চিত্র প্রদান করে থাকে, তাই আমি কয়েকটি তালিকাভুক্ত করেছি আপনার কাছে পড়ে শোনানোর জন্য, কিন্তু আপনাকে স্বয়ং আরও সম্পূর্ণ ভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে। নতুন নিয়মে মণ্ডলী সম্পর্কে ঈশ্বর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার কয়েকটি শুনুন। তিনি এটিকে গৃহ এবং দেহ বলেছেন। গালাতীয় ৪:২৬ পদে তিনি মণ্ডলীকে যিরূশালেম, আমাদের মাতা বলে সম্বোধন করেছেন, যা ঊর্ধ্বে রয়েছে। তিনি মণ্ডলীকে ঈশ্বরের লোক, গাঁথনি, একটি রাজ্য, ঈশ্বরের ইস্রায়েল, যিরূশালেম, সিনয় পর্বত, ঈশ্বরের মন্দির বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মণ্ডলীকে একটি ক্ষেত্র, ঈশ্বরের বাসস্থান, ঈশ্বরের নগর, মেষদের একটি দল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভার্যা, দ্রাক্ষালতার শাখা, এবং একটি সম্প্রদায় বলে বর্ণনা করেছেন। এইগুলি আপনাকে কয়েকটি চিত্র প্রদান করে যা ঈশ্বর মণ্ডলী সম্পর্কে তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়েছেন।

আসুন, আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে একটি প্রকৃত মণ্ডলীর চিহ্নগুলি জানাতে চাই, যার বিষয়ে আপনি আরও বিস্তারিত ভাবে সিস্টেমেটিক থিওলজিতে পড়বেন। একটি প্রকৃত মণ্ডলীর চিহ্নের মধ্যে তিনটি বিষয় থাকে: ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বস্ত ভাবে পরিবেশন; দ্বিতীয়ত, অধ্যাদেশগুলির বিশ্বস্ত ভাবে ব্যবস্থাপনা করা, এবং তৃতীয়ত, মণ্ডলীর অনুশাসনের বিশ্বস্ত ভাবে ব্যবস্থাপনা করা। এইগুলি হল আমাদের চিহ্ন যা একটি প্রকৃত মণ্ডলীকে ভাক্ত মণ্ডলী থেকে আলাদা করে, কিন্তু জানবেন যে বিশ্বস্ততার অর্থ সিদ্ধতা নয়। ওয়েস্টমিনিস্টার কনফেশন অধ্যায় ২৫ অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৪ ও ৫ এই বিষয়ে বলে। এটি অনেকটাই ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে সর্বদা শুদ্ধতা ও ভ্রান্তি মিশ্রিত রয়েছে। এমনকি সবচেয়ে ভালো মণ্ডলীগুলির মধ্যেও তা রয়েছে। কিছু কিছু মণ্ডলীগুলির মধ্যে এতটাই পতন দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে তাদেরকে আর মণ্ডলী হিসেবে দেখা যায় না, বরং শয়তানের সমাজগৃহ হিসেবে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, মণ্ডলীর মধ্যে সদস্যতা নিয়ে আলোচনা করবো। মণ্ডলীর প্রকৃতি ও স্বভাব যা আমরা লক্ষ্য করেছি, সেখান থেকেই মণ্ডলীর সদস্যতার প্রয়োজনীয়তা বেরিয়ে আসে। কেউ কেউ জোর দিয়ে বলে যে মণ্ডলীর সদস্যতা মণ্ডলীর বাইরের একটি শিক্ষা যার বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য সমর্থন করে না, অথবা অত্যন্ত সামান্য ভাবে হলেও, প্রভুর ভোজ, সদস্যতা হল একটি ব্যবহারিক বিষয় যেটাকে উপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করবো, শাস্ত্র অনুযায়ী একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হওয়ার অর্থ হল একটি দৃশ্যমান দেহের সাথে সংযুক্ত হওয়া যেখানে পরিচর্যা, মতবাদ, অধ্যাদেশ, অনুশাসন, ব্যবস্থাপনা, এবং কর্তৃত্ব ঈশ্বর দ্বারা দেওয়া হয়েছে। প্রেরিত পুস্তক ও পত্রগুলিতে যে প্রমাণগুলি আমরা দেখতে পাই, সেইগুলি বিবেচনা করুন।

প্রথমত, মণ্ডলীর সদস্যরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতো এবং একটি স্থানীয়, দৃশ্যমান মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত হতো এবং সেখানেই অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার জন্য তার সামনে একটি আবশ্যকতা থাকতো। সমস্ত প্রেরিত ও ১ তীমথিয় পত্রও জুড়ে এই সংক্রান্ত অনেকগুলি শাস্ত্রাংশ লক্ষ্য করি। আমরা অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও পড়ি যারা মণ্ডলীতে যুক্ত হতে অস্বীকার করেছিল, যেমন প্রেরিত ৫:১৩ পদে, এবং অবশ্যই প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এমনকি যীশু মথি ১০:৩২-৩৩ পদে বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয়ত, মণ্ডলীর সদস্যদের সংখ্যা গণনা করা যেত এবং তাই এটি দৃশ্যমান ও একটি আলাদা বিষয় ছিল; তা খাতায়-কলমে গণনা করা হয় অথবা হয় না, সেটা বড় ব্যাপার নয়।

তৃতীয়ত, নতুন নিয়মে বারংবার মণ্ডলীর ভিতরের এবং বাইরের লোকেদের মাঝে একটি পার্থক্য করা হয়েছে। কলসীয় ৪:৫ পদের মত শাস্ত্রাংশগুলি থেকে এই ধারণাটি নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য লোকেদের সাথে শুধুমাত্র সভাস্থ হওয়া এই যোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য করতো না কারণ এমনকি প্রেরিতেরাও সভাস্থ হওয়া লোকেদের মাঝেও পার্থক্য করেছিলেন। ১ করিন্থীয় ১৪:২৩ পদে দেওয়া উদ্ধৃতিতে এটি আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। বিশ্বাসী পরিবারকে জগত থেকে পৃথক করা হয়েছে, এবং এই সম্পূর্ণ ধারণাটির মধ্যে এই পরিবারের মধ্যে সদস্যতা নেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত মৌলিক একটি বিষয়।

চতুর্থত, সেই সকল মানুষদের মধ্যে একটি পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় যারা প্রাচীনদের শাসন ও তত্ত্বাবধানের অধীনে রয়েছে, যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই সকল লোকেদেরকে জানার জন্য ও তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য। কোন ব্যক্তির উপর প্রাচীনদের কর্তৃত্ব করার অধিকার দেওয়া হয়নি। বাস্তবে, উদাহরণস্বরূপ ১ পিতর ৫:৩ পদে এই ভাষাটি লক্ষ্য করতে পারবেন, যার আক্ষরিক অর্থ হল ঈশ্বর বাছাই করে মেষদের তাদের অধীনে দেন, অথবা প্রেরিত ২০:২৮-২৯ পদগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন যেখানে প্রাচীনদের বলা হয়েছে "ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করো"। এর অর্থ হল এটি জানা যে সেই মণ্ডলী দুরন্ত কেন্দুয়াদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কিনা। ইব্রীয় ১৩:১৭ দেখায় যে প্রাচীনদের থেকে কইফেয়ত অথবা হিসাব নেওয়া হবে সেই সকল নির্দিষ্ট সাধুগণদের জন্য যাদের উপর তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব সেই প্রাচীনদের দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চমত, মণ্ডলী অনুশাসনের মধ্যে রয়েছে সদস্যদের মণ্ডলীর মধ্য থেকে বের করে দেওয়া, যেমনটি ১ করিন্থীয় ৫:২

পদে এবং মথি ১৮ অধ্যায় ব্যবহার করা হয়েছে। এটি করা অসম্ভব হবে যদি কোন স্বতন্ত্র সদস্যতা না থাকতো, এবং অবশ্যই যারা মন ফেরাত তাদেরকে আবার মণ্ডলীর ভিতরে নিয়ে আসা হতো। ষষ্ঠত, যে সকল সদস্যরা এমন স্থানে স্থানান্তরিত হতো যেখানে তাকে কেউ চেনে না, সেই ক্ষেত্রে তাদের হয়ে অনুমোদন চিঠি দেওয়া হতো। এটি আমরা সমস্ত নতুন নিয়ম জুড়ে দেখি। সপ্তমত, খ্রীষ্টের দৃশ্যমান মণ্ডলীর মধ্যে সদস্যতা ছাড়া মণ্ডলীর মধ্যে বাইবেল ভিত্তিক শিরোনাম ও পদবীগুলির কোন অর্থই থাকতো না। চিন্তাভাবনা করুন যেখানে তিনি মণ্ডলীকে একটি গৃহ, একটি দেহ, একটি গাঁথনি, একটি পরিবার, একটি রাজ্য, একটি শহর, একটি মেষপাল, ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন। অষ্টমত, মণ্ডলীর কাছে একটি দায়িত্ব রয়েছে একজন ব্যক্তির নিজেকে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী বলে দাবীকে সম্মতি দেওয়া অথবা মিথ্যা বলে ঘোষণা করা। ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে সে একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী, কিন্তু বাস্তবে সে ছিল না। ১ যোহন এই নীতিটিকে উল্লেখ করে।

অবশেষে, এই বিষয়টির অধীনে, এই বক্তৃতার শুরুতেই বলেছিলাম যে মণ্ডলীর মধ্যে সেই সকল বিশ্বাসীরা ও তাদের সন্তানেরা রয়েছে যারা খ্রীষ্ট বিশ্বাসকে স্বীকার করে ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে। এটি একটি গৃহস্থ নীতি থেকে প্রবাহিত হয় যা সমস্ত পুরাতন নিয়মে এবং নতুন নিয়মে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। নতুন নিয়মে আপনি পরিবারগত ভাবে বাপ্তিস্ম নেওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারেন যেটা পুরাতন নিয়মে ত্বকছেদ করার বিষয়টির সাথে সমান্তরাল। উভয় বাপ্তিস্ম ও ত্বকছেদ একই তাৎপর্য ও অর্থ বহন করে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঈশ্বরের দৃশ্যমান জাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। উভয়েই অনুগ্রহের চুক্তির একটি চিহ্ন ও সীলমোহর, যা বিশ্বাসীদের ও তাদের সন্তানদের প্রতি আশীর্বাদ সঙ্গে করে আনে। ঠিক যেমন ভাবে প্রভুর ভোজ নিস্তার পর্বের ভোজকে প্রতিস্থাপন করে, তেমন ভাবেই বাপ্তিস্ম ত্বকছেদকে প্রতিস্থাপন করে। উভয় ত্বকছেদ ও বাপ্তিস্ম সুনিশ্চিত করে না যে একটি শিশু নতুন জন্ম লাভ করেছে, কিন্তু এটি সেই প্রতিজ্ঞাকে মুদ্রাঙ্কিত করে এবং দৃশ্যমান মণ্ডলীর মধ্যে সদস্যতার সুযোগ-সুবিধাগুলিকে প্রতিফলিত করে। শিশু বাপ্তিস্ম সম্পর্কিত বাইবেলীয় মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা এই বক্তৃতার পরিসর ও সুযোগের ঊর্ধ্বে।

তৃতীয়ত, মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনা। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে বিভিন্ন কর্তৃত্ব নিযুক্ত করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে কর্তৃত্ব করার একটি চিহ্ন রয়েছে। আপনি রাজ্যের কথা ভাবুন। বাইবেল বলে যে রাজ্যের কাছে তলোয়ার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মণ্ডলীর কাছে চাবি দেওয়া আছে, এবং পরিবারের মধ্যে লাঠি দেওয়া আছে। এই বক্তৃতায় আমরা উদ্ধারের ইতিহাসের প্রগতির আলোকে মণ্ডলীকে নিয়ে চিন্তিত। খ্রীষ্টের মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে খ্রীষ্টের রাজা হওয়া প্রদর্শিত হয়েছে। ঠিক যেমন ভাবে আরাধনার অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে, মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা মানব সৃজনশীলতার কাছে উন্মুক্ত রাখা হয়নি। খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর মস্তক, তিনি নির্দিষ্ট মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনা আমাদের দিয়েছেন, এবং তিনি যা আমাদের দিয়েছেন সেখান থেকে সরে যাওয়ার স্বাধীনতা আমাদের দেওয়া হয়নি। সকল কর্তৃত্ব খ্রীষ্ট, যিনি রাজা, তাঁর কাছে রয়েছে। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে বাইবেল যা শিক্ষা দেয়, সেটির মধ্যে এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করা যায়।

মণ্ডলীর কাছে কী কর্তৃত্ব রয়েছে? প্রথমেই আমরা এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করি যে এই কর্তৃত্বের উৎস মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে স্বয়ং খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং এই কর্তৃত্বের মান হল শুধুমাত্র শাস্ত্র, মণ্ডলী অথবা মণ্ডলীর পরম্পরা নয়। কিন্তু মণ্ডলীর ক্ষমতার প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে চিন্তা করুন। এটি ঘোষিত, কিন্তু আইন প্রণয়কারী (legislative) নয়, সুতরাং মণ্ডলীর দায়িত্ব হল ঈশ্বরের বাক্যকে ধরে রাখা, বাক্যকে ঘোষণা করা এবং নতুন অধ্যাদেশ, মতবাদ অথবা নিয়ম তৈরি না করা।

দ্বিতীয়ত, এটি পরিচর্যা সংক্রান্ত, শাসক সংক্রান্ত নয়। মেষদের পালন করার জন্য মণ্ডলীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের উপর প্রভুত্ব করার জন্য নয়। এটি আত্মিক, শারীরিক নয়। মণ্ডলীকে চাবি দেওয়া হয়েছে, তলোয়ার নয়। সুতরাং মণ্ডলীর শক্তি বিবেচনামূলক নয়। মণ্ডলীকে বলা হয়ে শাস্ত্রের পরামর্শ নিতে, এবং বিশ্বাস ও মতবাদের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামতো পছন্দ ও বিচার বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। এই পরিমিতিগুলির অধীনে, খ্রীষ্টের অধীনে থেকে মণ্ডলীর কর্তৃত্বের ব্যবহার প্রকৃত শক্তিকে দর্শায়। এটি হল খ্রীষ্টের শক্তি যা খ্রীষ্টের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মধ্যস্ততা করা হয়, যাদেরকে খ্রীষ্ট নিযুক্ত করেছেন তাঁর সেবা করার জন্য। কিন্তু, এটি হল খ্রীষ্টের কাছ থেকে নেওয়া ক্ষমতা, মণ্ডলীর নিজস্ব ক্ষমতা নয়।

এই সমস্ত কিছু আমাদেরকে এই প্রশ্নের কাছে নিয়ে আসে যে মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনার মধ্যে কী কী নিযুক্ত করেছেন ও সম্মতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর লোকেদের জন্য মণ্ডলীর একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করেছেন যার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে থাকেন। তিনি শাস্ত্রের মধ্যে যে প্যাটার্ন দিয়েছেন, সেটা অনুসরণ করার জন্য আমরা বাধিত। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে দায়িত্বপদগুলি নিযুক্ত করেছেন, সেইগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। শাস্ত্র অনুযায়ী, মণ্ডলীর দায়িত্বপদের জন্য যোগ্যতাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে "যেন তুমি জানিতে পার যে, ঈশ্বরের গৃহমধ্যে কেমন আচার ব্যবহার করিতে হয়; সেই গৃহ ত জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি"। এটি ১ তীমথিয় ৩:১৫। প্রেরিত ও ভাববাদীদের দায়িত্বপদগুলি সমাপ্ত হওয়ার পর, প্রভু তিনটি প্রাথমিক দায়িত্বপদ বিদ্যমান রেখেছেন যুগের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকার জন্য।

প্রথমত, পরিচর্যাকারী অথবা পালক। খ্রীষ্ট পরিচর্যাকারীদের প্রাথমিক ভাবে প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া, এবং বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজের অধ্যাদেশগুলির পরিচর্যা করার জন্য আহ্বান করেছেন। তাদের দায়িত্বপদের মধ্যে রয়েছে প্রাচারক প্রাচীনরা

যারা অধ্যক্ষ প্রাচীনদের সাথে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান করা ও মেষদের উপর দেখাশোনা করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু, পরিচর্যাকারীর জীবনে একটি নির্দিষ্ট আহ্বান, একটি নির্দিষ্ট পৌরোহিত্য অভিষেক এবং নির্দিষ্ট বরদান রয়েছে যা বাক্যের পরিচর্যা করার সাথে জড়িত।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীনরা। খ্রীষ্ট অধ্যক্ষ প্রাচীনদের আহ্বান করেন ঈশ্বরের মেষদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করার জন্য। বিশপ অথবা অধ্যক্ষ এবং প্রাচীন শব্দগুলি দুটি ভিন্ন দায়িত্বপদকে বোঝায় না, বরং একই দায়িত্বপদের ভিন্ন নাম। প্রকৃতপক্ষে, নতুন নিয়মে এই শব্দগুলিকে বিভিন্ন স্থানে অদলবদল করে লেখা হয়েছে। আপনি তীত ১:৫-৭ পদগুলি এবং ফিলিপীয় ১:১ পদটি এবং অন্যান্য শাস্ত্রাংশগুলির সাথে পরামর্শ করতে পারেন। বাইবেল নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক মণ্ডলীতে একাধিক প্রাচীন নিযুক্ত করার কথা বলে, এবং উভয় পরিচর্যাকারীরা ও প্রাচীনরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা, পরিচালনা ও মেষদের তত্ত্বাবধান করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমানতা নিয়ে পরিচর্যা করে। তাদের কাছে ক্ষমতা রয়েছে খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সহকারে মণ্ডলীর অনুশাসন প্রয়োগ করা এবং বিবাদ মীমাংসা করার। ইব্রীয় ১৩:১৭ বলে, "তোমরা তোমাদের নেতাদিগের আজ্ঞাগ্রাহী ও বশীভূত হও, কারণ নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রহরিকার্য্য করিতেছেন, —যেন তাঁহারা আনন্দপূর্ব্বক সেই কার্য্য করেন, আর্ত্তস্বরপূর্ব্বক না করেন; কেননা ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়"।

তৃতীয় দায়িত্বপদটি হল পরিচারকগণ। পরিচারকগণদের নিযুক্ত করা হয়েছিল দয়া ও করুণা সংক্রান্ত ব্যবহারিক পরিচর্যা কাজগুলি দেখাশোনা করার জন্য। এর মধ্যে রয়েছে মণ্ডলীর বিধবা ও অনাথদের এবং অন্যান্য লোকদের শারীরিক, পার্থিব ও আর্থিক যত্ন নেওয়া। এই ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলির তত্ত্বাবধান করার পরিণামে তারা প্রাচীনদের ভার হাল্কা করে দেন, যাতে প্রাচীনরা আত্মিক বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ দিতে পারেন।

এই তিনটি দায়িত্বপদের ক্ষেত্রে, অন্যান্য সকল কর্তৃত্বপদের মত, নিজেদের আত্ম-তুষ্টির জন্য দেওয়া হয়নি, বরং সেই সকল লোকেদের উপকার ও যত্ন নেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে তাদের অধীনে দেওয়া হয়েছে। লোকেদের সেবক হওয়ার প্রতি এটি একটি সঠিক ভাবে জোর দিয়ে থাকে। সুতরাং, আমাদের কাছে রয়েছে তিনটি দায়িত্বপদ – পরিচর্যাকারী, প্রাচীন ও পরিচারক।, বাইবেল এই দায়িত্বপদগুলির জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা উল্লেখ করে ১ তীমথিয় ৩ এবং তীত ১ অধ্যায়ের মত স্থানে। এছাড়াও, প্রাচীনদের একটি উচ্চ দলের কাছে আবেদন করার ও তাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে, যেমন আমরা প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে লক্ষ্য করি।

সুতরাং, স্থানীয় স্তরে হয়তো একদল পরিচর্যাকারী ও প্রাচীনরা থাকেন, এবং তারা মিলে একটি session অথবা consistory তৈরি করে, স্থানীয় মণ্ডলীর প্রাচীনরা। কিন্তু আপনার কাছে অনেকগুলি স্থানীয় মণ্ডলী রয়েছে যাদেরকে একসঙ্গে একটি তত্ত্বাবধায়ক দেহের অধীনে নিয়ে আসা হয়, যেখানে এই স্থানীয় মণ্ডলী থেকে পরিচর্যাকারী ও প্রাচীনরা একসঙ্গে এসে একটি Presbytery অথবা Classis গঠন করে।, এরও উর্ধ্বে রয়েছে Synod অথবা General Assembly, সবচেয়ে উচ্চ স্তর, যার মধ্যে রয়েছে একটি ডিনোমিনেশনের সকল প্রেসবিটেরিস থেকে পরিচর্যাকারী ও প্রাচীনরা। সুতরাং, ঈশ্বর এই কাঠামোগুলি দিয়েছেন; এবং এই সমস্ত কাঠামো দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের লোকেদের উপকারের জন্য।

চতুর্থত, এবং অবশেষে, আমাদের উচিৎ মণ্ডলীর অনুশাসনের মত ঐশ্বরিক অধ্যাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করা, যেটা মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি কাজ, এবং যেমন আমরা আগেও লক্ষ্য করেছি, প্রকৃত মণ্ডলীর একটি চিহ্ন। অনুশাসন সাধারণত খ্রীষ্টিয় জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের লোকেদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমকে প্রদর্শন করে। যেটাকে আমরা মণ্ডলীর অনুশাসন বলি, সেটা অনুশাসনের বৃহৎ ধারণার একটি উদাহরণ মাত্র। মণ্ডলীর অনুশাসন হল সেই কর্তৃত্বের একটি প্রয়োগ যা খ্রীষ্ট তাঁর দৃশ্যমান মণ্ডলীর উপর সঁপেছেন মণ্ডলীর ভিতরে পবিত্রতা, শান্তি, এবং সঠিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। অনুশাসন (discipline) শব্দটি শিষ্য (disciple) মূল শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হল প্রভুর লোকেদের প্রশিক্ষিত করা। মণ্ডলীর অনুশাসন দৃশ্যমান মণ্ডলীর সকল সদস্যদের প্রতি প্রযোজ্য, এবং এটি কোন মণ্ডলীর সদস্যের দ্বারা করা মতবাদমূলক অথবা ব্যবহারিক গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, এমন অপরাধ যা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে। বিশ্বস্ত ও প্রেমপূর্ণ মণ্ডলীর অনুশাসন একটি স্বাস্থ্যকর মণ্ডলীর জন্য অপরিহার্য ঠিক যেমন ভাবে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবারের জন্য। একটি ঐশ্বরিক মণ্ডলীর অনুশাসনের পিছনে অনুপ্রেরণা হল প্রেম।

এর আগে আমরা রাজ্যের চাবিকাঠি নিয়ে আলোচনা করেছি। এই চাবিগুলির বিশ্বস্ত প্রয়োগের মাধ্যমে, যা কিছু পৃথিবীতে ছাড়া হয় তা স্বর্গে স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা অনুমোদিত হয়। এটি হল খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব যা মণ্ডলীর কাছে সঁপে দেওয়া হয়েছে, এবং তাই এটি খ্রীষ্টের নামে ও খ্রীষ্টের ক্ষমতা অনুসারে করা হয়ে থাকে, যেমন ১ করিন্থীয় ৫:৪-৫ পদে আমরা দেখি। খ্রীষ্টের বিশেষ উপস্থিতি তাঁর মণ্ডলীর সাথে থাকে যখন তারা মণ্ডলীগত ভাবে অনুশাসন করে থাকেন। খ্রীষ্ট ও তাঁর মনোনীত স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে প্রাচীনদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যেমন আমরা ১ তীমথিয় ৫ অধ্যায়ে দেখি। কিন্তু, ঈশ্বর স্বয়ং হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এই নিযুক্ত অনুশাসনগুলির মাধ্যমে তাঁর লোকেদের শাসন করে থাকেন।

মণ্ডলীর অনুশাসনের উদ্দেশ্য কী? কয়েকটি শাস্ত্রাংশ সহকারে আমি আপনাদেরকে একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ দিতে চাই। গালাতীয় ৬:১ বলে যে একটি উদ্দেশ্য হল একজন ভ্রান্ত ভাই/বোনকে পুনরুদ্ধার করা। দ্বিতীয়ত, ১ তীমথিয় ৫:২০ যে অনুশাসনের আরেকটি উদ্দেশ্য হল অন্যদেরকে পাপ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করা। ১ তীমথিয় ১:২০ পদ বলে যে এটি

একটি মাধ্যম যার দ্বারা একজন বিঘ্নদানকারীকে সংশোধন করা যেতে পারে। ১ করিন্থীয় ৫:৭ বলে যে মণ্ডলীর মধ্যে থেকে তাড়ি দূর করা হল একটি উদ্দেশ্য। একই অধ্যায়ে, ৯-১৩ পদে, আমরা শিখি যে আরও একটি উদ্দেশ্য হল খ্রীষ্টের সম্মানকে ও সুসমাচারের কাজকে রক্ষা করা।, ১ করিন্থীয় ১১ অধ্যায়ে এবং অন্যান্য স্থানে আমরা দেখি, এর আরেকটি উদ্দেশ্য হল মণ্ডলীর উপর ঈশ্বরের ক্রোধকে আটকানোর। সুতরাং, মণ্ডলীর অনুশাসনের অধ্যাদেশ নতুন নিয়মের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন।

সুতরাং, সারাংশে, এমনকি যে সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি এখানে আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেইগুলি অনুযায়ী, মণ্ডলীর উপকার যেন অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায়। এর কয়েকটি আমি সারাংশ করতে চাই। মণ্ডলীকে অনুগ্রহের মাধ্যমগুলি দেওয়া হয়েছে, সেই সকল মনোনীত মাধ্যমগুলি যা ঈশ্বর দিয়েছেন তাঁর অনুগ্রহকে প্রদর্শন করার জন্য। সুতরাং, এর মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ, জ্ঞান, প্রচার। এর মধ্যে রয়েছে বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজের মত অধ্যাদেশ ও প্রার্থনা। উপকারিতার মধ্যে আরেকটি হল আরাধনা করার জন্য ঈশ্বরের লোকেদের একসঙ্গে সভাস্থ হওয়া। প্রকৃতপক্ষে, এটাই হল কেন্দ্রীয় বিষয়। ঈশ্বরের প্রকাশ্যে ও দলগত ভাবে আরাধনা হল একটি কেন্দ্রীয় শক্তি ঈশ্বরের লোকেদের ভক্তিকে আকার দেওয়ার জন্য। আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিৎ আরাধনা করার জন্য ঈশ্বরের লোকেদের সভাস্থ হওয়া। আরও একটি উপকারিতা এই যে সদস্যদের তত্ত্বাবধান করা হয়, যত্ন ও জবাবদিহিতা নেওয়া হয় ঈশ্বরের লোকেদের থেকে। আমাদের কাছে রয়েছে পারস্পারিক উৎসাহদান ও শিক্ষাদান। সুতরাং, নতুন নিয়মের মধ্যে সেই সকল "একে-অপরের সঙ্গে" শাস্ত্রাংশগুলির বিষয়ে চিন্তা করুন, এই শাস্ত্রাংশগুলি "একে-অপরের সঙ্গে" ভাষাটি ব্যবহার করে যেমন ভাবে একটি দেহের মধ্যে অঙ্গগুলির কাজ করা উচিৎ। ঈশ্বরের লোকেদের মাঝে, একটি মণ্ডলীর মধ্যে বরদানগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে, এবং সমগ্র দেহকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সদস্য যা ভূমিকা পালন করে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। অবশ্যই, জগতের কাছে সুসমাচারকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে।

সারাংশে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে মণ্ডলী যীশু খ্রীষ্টের উপর গেঁথে উঠেছে, যিনি হলেন কোনের প্রধান প্রস্তর, ঈশ্বরের বাসস্থান যার মধ্যে দিয়ে তিনি সমগ্র জগতের কাছে তাঁর মহিমা ছড়িয়ে থাকেন। আমাদের পরের বক্তৃতায়, নতুন নিয়মের ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার স্থানটি নিয়ে বিবেচনা করবো।

বক্তৃতা ২৭

খ্রীষ্টের সাথে সংযোগ

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর উদ্ধারকর্তাকে মহিমান্বিত করেন এটি প্রকাশ করার মাধ্যমে যে পরিত্রাণের সকল উপকারিতাগুলি আসে খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীর সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে।

পাঠ্য অংশ:

"ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন;"। (ইফি ১:৩)।

বক্তৃতা ২৭ -এর অনুলিপি

কল্পনা করুন, একজন দরিদ্র ভিখারি পথের ধারে বসে রয়েছে এবং সেই পথগামি একজন ধনী ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে অল্প সামান্য অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্য চিৎকার করছে। এখন কল্পনা করুন একজন দরিদ্র বিধবা প্রচুর দেনার নিচে চাপা পড়ে আছেন, এবং সেই পরিস্থিতিতে তিনি একজন ধনী যুবরাজের সাথে বিবাহ করলেন। এই দুটি দৃশ্যের মাঝে একটি লক্ষণীয় পার্থক্য নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে পেরেছেন, এবং এই পার্থক্যটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাইবেলের সত্যকে দর্শায়। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী এমন একজন ভিখারির মতন নয় যে নিজেকে খ্রীষ্টের থেকে পৃথক অনুভব করে ও কিছু উপকার লাভ করার জন্য দূর থেকে তাঁকে ডাকে। না, সেই ব্যক্তি একজন অসহায় বিধবার মত যিনি এমন একজন যুবরাজকে বিবাহ করেছেন, যার কাছে অর্থ ও উপাদানের শেষ নেই। খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দ্বারা, যা কিছু খ্রীষ্টের তা সেই খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর হয়। আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া হয়, এবং খ্রীষ্ট সেই সকল উপকারিতা ও আশীর্বাদ প্রদান করেন যা আমাদের প্রয়োজন। মূল বিষয়টি হল খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া। এই বক্তৃতায় এই ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়টিকে বিবেচনা করবো।

ইতিহাসে উদ্ধারের কাজকে সম্পন্ন করা এবং বিশ্বাসীদের জীবনে উদ্ধারের কাজকে প্রয়োগ করার মাঝে সম্পর্কটি কী? কীভাবে আমরা খ্রীষ্টের সাথে সংযোগটিকে সংজ্ঞায়িত করি ও এর অর্থকে বুঝতে পারি? নতুন নিয়মে এই শিক্ষাতত্ত্বটি কতটা অনুপ্রবেশ করেছে? এটিকে উপলব্ধি করার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে কী প্রকারের বাইবেলীয় চিত্র প্রদান করেন? খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার তাৎপর্যগুলি কী? আমরা কি খ্রীষ্টকে ও তাঁর উপকারিতাগুলি থেকে কি আলাদা করতে পারবো? এই বক্তৃতায়, আমরা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার শিক্ষাতত্ত্বটি বিবেচনা করবো। ঈশ্বরের উদ্ধারের ইতিহাসের উদ্ঘাটন ততক্ষণ বুঝতে পারবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন নিয়মের শিক্ষাতত্ত্বের এই উল্লেখযোগ্য উপাদানটিকে ভালো ভাবে গ্রাস করছেন। খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া, খ্রীষ্টের কাজ ও মানব রূপ ধারণ করে তাঁর পরিচর্যা যা কিছু সাধন করেছেন, এবং বিশ্বাসীরা যে উপকারিতাগুলি লাভ করে, এই দুটির মাঝে একটি সংযোগ তৈরি করে। এটিকে উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী বক্তৃতায় বিশ্বাসীর জীবনে পরিত্রাণের প্রয়োগ বিষয়টিকে বুঝতে পারার জন্য।

প্রথমত, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার গুরুত্বটিকে আমরা বিবেচনা করবো। খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া সুসমাচারের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে, যা পরিত্রাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মৌলিক ও কেন্দ্রীয়। এটি বর্ণনা করে যে কীভাবে একজন বিশ্বাসী সেই সকল বিষয়ের প্রাপক হয়ে ওঠে যা খ্রীষ্ট উদ্ধারের কাজে সম্পন্ন করেছেন। তারা খ্রীষ্টের সাথে এক হয়। একবার যখন আপনি খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার শিক্ষাতত্ত্বটি দেখবেন, আপনি আবিষ্কার করবেন যে এটি সমস্ত নতুন নিয়ম জুড়ে ছড়িয়ে আছে, এবং আক্ষরিক ভাবে এই শিক্ষাতত্ত্বের শত-শত উল্লেখ রয়েছে। খ্রীষ্ট যা কিছু তাঁর জীবনে ও পরিচর্যার মধ্যে দিয়ে সাধন করেছেন, তিনি তা তাঁর লোকেদের প্রতিনিধি হিসেবে করেছেন। বিশ্বাসীরা তাঁর সাথে সংযুক্ত হওয়ার উপকারিতাগুলি উপভোগ করে থাকে।

নতুন নিয়ম দুটি বাক্যাংশ ব্যবহার করেছে দুই দিক থেকে এই সংযোগটিকে বর্ণনা করার জন্য। প্রথমত, এটি বলে

যে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টেতে রয়েছে। তাই, একজন বিশ্বাসী খ্রীষ্টেতে রয়েছে, এবং অনেক, অনেক, অনেক শাস্ত্রাংশ রয়েছে যা এই বিষয়টির উল্লেখ করে। দ্বিতীয়ত, বাইবেল বর্ণনা করে যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে রয়েছেন। আবার, এই বিষয়েরও অনেকগুলি উল্লেখ রয়েছে, এবং কিছু কিছু স্থানে এই দুটি বর্ণনাকে একসঙ্গে দেখতে পাই, যেমন যোহন ৬:৫৬ এবং যোহন ১৫:৪, অথবা উদাহরণস্বরূপ, ১ যোহন ৪:১৩ পদে লেখা আছে, "ইহাতে আমরা জানি যে, আমরা তাঁহাতে থাকি, এবং তিনি আমাদিগেতে থাকেন, কারণ তিনি আপন আত্মা আমাদিগকে দান করিয়াছেন"। আমরা লক্ষ্য করি যে এই দুটো বিষয়কেই এখানে একসঙ্গে আনা হয়েছে।

খ্রীষ্ট শুধুমাত্র আমাদের জন্য নন, অথবা আমাদের মাঝে নন, অথবা আমাদের অগ্রে নন, কিন্তু তাঁকে আমাদের ভিতরে রয়েছেন বলেও বর্ণনা করা হয়েছে, এবং খ্রীষ্ট বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টেতে পাওয়া যায়। শাস্ত্র প্রায়ই এই আত্মিক সত্যটিকে বোঝানোর জন্য ভিতরে ও সঙ্গে মত শব্দ ব্যবহার করে: খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া। ইফিষীয় ১:৩-১৪ পদগুলি বিবেচনা করুন। ৩ পদে এই কথাটি বলার দ্বারা পৌল এই শ্বাসরোধকারী অংশটি লিখেছেন, "ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন"। সকল উপকারিতা খ্রীষ্টেতে পাওয়া যায়। তারপর, তিনি এর তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন, এবং বলেন যে একজন বিশ্বাসীর নির্বাচন থেকে শুরু করে খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা উদ্ধার পর্যন্ত, এবং আত্মার বরদানগুলি থেকে শুরু করে স্বর্গীয় দায়াধিকার, এই সবকিছু খ্রীষ্টেতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া অনন্তকালীন অতীত থেকে অনন্তকালীন ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হয়। বাইবেল বলে যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রবেশ করেন, আমাদের অন্তরে বাস করেন। এটি এই সত্যটিকে বর্ণনা করে যে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টকে পরিধান করে, এবং মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ, এবং মণ্ডলী খ্রীষ্টের সাথে একাঙ্গ হয়েছে, এবং বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টকে লাভ করে এবং তাই তাঁর মধ্যেই তাদেরকে পাওয়া যায়।

জন ক্যালভিন খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়াকে সবচেয়ে বেশি মাত্রার গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, "এটাই হল সুসমাচারের পরিকল্পনা যে খ্রীষ্ট যেন আমাদের হয় এবং আমরা যেন তাঁর দেহের সাথে যুক্ত হই"। অন্য কোন স্থানে তিনি লিখেছেন, "কারণ আমরা তাঁর থেকে পরিত্রাণ লাভ করার অপেক্ষায় আছি, এই জন্য নয় যে তিনি আমাদের থেকে অনেক দূরে আছেন, কিন্তু এই কারণে যে তিনি আমাদেরকে তাঁর দেহের সাথে যুক্ত করেন, তাঁর সকল আশীর্বাদ ও উপকারিতায় অংশগ্রহণকারী করে না, কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যেও আমাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেন"।

প্রথমত, আমাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার গুরুত্বকে বিবেচনা করতে হবে। এখন দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার অর্থটি দেখতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই এই সংযোগের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে হবে, যা উভয়েই একটি প্রতিনিধিমূলক সংযোগ, এবং একটি ব্যক্তিগত, রহস্যময় সংযোগ। বাইবেল আমাদেরকে অনেকগুলি চিত্র প্রদান করে এই সত্যটিকে চিত্রায়িত করার জন্য। প্রথমত, খ্রীষ্ট মণ্ডলীর সাথে মস্তক হিসেবে যুক্ত রয়েছেন; তাই বিশ্বাসীরা হল সেই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যার মস্তক হলেন খ্রীষ্ট। এটাই হল খ্রীষ্টের সাথে আমার সংযুক্ত হওয়ার একটি চিত্র।

দ্বিতীয়ত, আমরা জেনেছি যে খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের সাথে বিবাহ করেছেন, তাই ইফিষীয় ৫:৩০-৩২ পদে, আংশিক ভাবে এইরূপ লেখা আছে, "কেননা আমরা তাঁহার দেহের অঙ্গ", এবং তারপর ৩২ পদে, "এই নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের উদ্দেশে ও মণ্ডলীর উদ্দেশে ইহা কহিলাম"। তাই, পরমগীতে আমরা পড়ি, "আমি আমার প্রিয়েরই ও আমার প্রিয় আমারই" (পরমগীত ৬:৩)। তাই, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দ্বিতীয় চিত্রটি হল এই: খ্রীষ্ট তাঁর ভার্যার সাথে বিবাহ করছেন।

তৃতীয়ত, বিশ্বাসীদের জীবন্ত প্রস্তর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর উপর গেঁথে উঠেছে, এবং তাই মণ্ডলী ঈশ্বরের বাসস্থান হয়ে উঠেছে। পিতর এই বিষয়ে বলেছেন; পৌল এই বিষয়ে বলেছেন, ইত্যাদি।

চতুর্থত, বিশ্বাসীদেরকে শাখা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যাদেরকে দ্রাক্ষালতা রূপী খ্রীষ্টের সাথে কলম করে যুক্ত করা হয়েছে, যোহন ১৫:৪, "আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগেতে থাকি; শাখা যেমন আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও পার না"।

পঞ্চম চিত্র হল এই: খ্রীষ্ট একটি খাদ্যের চিত্র ব্যবহার করেছেন যা একজন ব্যক্তি ভক্ষণ করছে। তাই, বিশ্বাসে আমরা খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হয়েছি ও তাঁকে আমরা ভক্ষণ করি। যোহন ৬:৫৬ পদে তিনি বলেছেন, "যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে, এবং আমি তাহাতে থাকি"। এটি হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার চিত্র। বাইবেল এই সংযোগকে আরও অনেক ভাবে বর্ণনা করে। এটি আমাদের শেখায় যে খ্রীষ্টের সাথে সংযোগ একটি আত্মিক বিষয়, কোন শারীরিক বিষয় নয়। এটি এটাও শেখায় যে এটি অত্যন্ত রহস্যময় ও মহিমাময় সংযোগ যা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করতে পারবো না, এবং আমাদের বোধগম্যের বাইরে। আপনি এটি বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করবেন। উদাহরণস্বরূপ, কলসীয় ১:২৭ বলে, "কারণ পরজাতিগণের মধ্যে সেই নিগূঢ়তত্ত্বের গৌরব-ধন কি, তাহা পবিত্রগণকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল; তাহা তোমাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা"। এটিকে একটি ঘনিষ্ট সংযোগ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে: আমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট, আমরা তাঁর মধ্যে। এটি একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। একবার একজন বিশ্বাসী খ্রীষ্টেতে অবস্থিতি করে, সেই বিশ্বাসী চিরকালের জন্য তাঁর সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং, আমরা কয়েকটি ভাষা ব্যাখ্যা করছি যা বাইবেল ব্যবহার করেছে এই শিক্ষাতত্ত্বটিকে উভয় চিত্র ও বর্ণনা ব্যবহার করে আমাদের কাছে জানিয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়টিকে খ্রীষ্টের পরিচর্যার সাথে যুক্ত করতে হবে।

বাইবেল আমাদের শেখায় যে খ্রীষ্টের সমস্ত কাজ বিশ্বাসীদের পক্ষে করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বিন্দুতে তারা তাঁর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। লক্ষ্য করবেন যে কীভাবে শাস্ত্র খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সংযুক্ত হওয়ার সাথে এই বিষয়গুলিকে যুক্ত করে। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর সময়ে, আমরা তাঁর সাথে ক্রুশারোপিত হয়েছি (গালাতীয় ২:২০)। তাঁর মৃত্যুতে, তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হয়েছি (রোমীয় ৬:৩)। তাঁর সমাধি হওয়ার সাথে সাথে আমরাও সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছি (কলসীয় ২:১২)। তাঁর পুনরুত্থানের সাথে-সাথে, আমরাও খ্রীষ্টের সাথে পুনরুত্থিত হয়েছি (রোমীয় ৬:৫)। তাঁর স্বর্গারোহণের সাথে, আমরাও তাঁর সাথে উচ্চ স্থানে উত্থিত হয়েছি (কলসীয় ৩:১)। তাঁর স্বর্গীয় অবস্থানকালে, আমরাও তাঁর সাথে স্বর্গীয় স্থানে বসেছি যাতে আমাদের জীবন খ্রীষ্টেতে ও ঈশ্বরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে (ইফিষীয় ২)। তাঁর প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় আগমনের সময়ে, আমরা কী পড়ি? যখন খ্রীষ্ট আসবেন, যিনি আমাদের জীবন, তিনি যখন আবির্ভাব হবেন, তখন আমরাও তাঁর সাথে মহিমায় আবির্ভাব হবো। আপনি এটি বিভিন্ন স্থানে দেখতে পান: রোমীয় ৬, কলসীয় ২, ইত্যাদি অধ্যায়গুলিতে। এটি একটি আংশিক তালিকামাত্র, এবং আমরা আরও উল্লেখ করে যেতে পারি, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই এর গুরুত্বটি লক্ষ্য করতে পারছেন।

খ্রীষ্ট তাঁর পার্থিব পরিচর্যার মধ্যে যা কিছু সম্পন্ন ও অর্জন করেছেন, সেই সবকিছু তাঁর লোকেদের প্রতিনিধি হিসেবে করেছেন, এবং খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সংযোগের মাধ্যমে আমরা তাঁর ক্রিয়াকলাপগুলির তাৎপর্যে ভাগীদার হই। কিন্তু, প্রশ্ন তবুও থেকে যায়, এবং হয়তো এই মুহূর্তে আপনার মনের মধ্যে প্রশ্নটি রয়েছে: কীভাবে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হয়? কী সেই জোর যা তাদেরকে একসঙ্গে নিয়ে আসে? তাই, কীভাবে আমরা তাঁর সাথে সংযুক্ত? শারীরিক সংযোগ স্পর্শের মাধ্যমে আসে, কিন্তু খ্রীষ্ট স্বর্গে রয়েছেন এবং আমরা পৃথিবীতে, তাহলে কীভাবে এই সংযোগ হতে পারে? এর উত্তরের দুটি দিক রয়েছে। পিউরিটান জন ফ্ল্যাভেল বলেছেন, "খ্রীষ্টের দিক থেকে তাঁর আত্মা এবং তাঁর কর্মের উপর আমাদের বিশ্বাস আমাদের দিক থেকে হল দুটি লিগামেন্ট যার দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হই"। ফ্ল্যাভেল সঠিক বলেছেন, এবং বাইবেল এটাই শেখায়। সুতরাং, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রাথমিক যোগসূত্র আসে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে। তাই, খ্রীষ্টের দিক থেকে পবিত্র আত্মা এই সংযোগটিকে নিয়ে আসেন। খ্রীষ্ট পাপীদেরকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে নিজের সাথে সংযুক্ত করেন, এবং তিনি নিজেকে সেই ব্যক্তির প্রাণের সাথে যুক্ত করেন। সেই একই অসীম আত্মা যিনি খ্রীষ্টের সাথে বাস করেন, তিনি তাঁর লোকেদের মধ্যেও বাস করেন। এই সমস্ত কিছুকে আপনি পঞ্চাশত্তমী নামক বক্তৃতায় যা কিছু শিখেছেন, তার সাথে যুক্ত করতে পারেন।

কিন্তু দ্বিতীয়ত, মানুষের দিক থেকে, আমরা খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হই বিশ্বাস দ্বারা, যা অবশ্যই ঈশ্বরের একটি বরদান যা তিনি আত্মার মাধ্যমে দিয়েছেন, ইফিষীয় ৩:১৭, "যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন"। সুতরাং, বিশ্বাস দ্বারা একজন বিশ্বাসী খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে। বিশ্বাসী খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হয় বিশ্বাসে। আমরা এই সংযোগের মধ্যে বাস করতে থাকি ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করার মাধ্যমে। তাই, বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হয় পবিত্র আত্মার দ্বারা এবং খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা দ্বারা। এইগুলি হল দুটি দিক, এই মেলবন্ধনের দুটি অংশ যা খ্রীষ্টের সাথে আমাদেরকে যুক্ত করে।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার তাৎপর্য। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে যে "কীভাবে উদ্ধার একজন পাপীর উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে?" প্রথম উত্তরটি হল পাপীকে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে। এটি দর্শানোর জন্য আমরা অনেকগুলি শাস্ত্রাংশের উল্লেখ দিতে পারি। ইফিষীয় ১:৭ পদ বলে, "যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনুসারে হইয়াছে"। এর পরের বক্তৃতায় আমরা যা কিছু শিখবো তা এই বিষয়টি থেকে প্রবাহিত হয়।

ওয়েস্টমিনিস্টার লারজার ক্যাটেকিসিম প্রশ্ন ৬৯ এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেয়, "খ্রীষ্টের সাথে অদৃশ্য মণ্ডলীর সদস্যরা যে অনুগ্রহের সহভাগীতা উপভোগ করে, তা হল তাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া, দত্তক নেওয়া, শুচিকৃত হওয়া, এবং তাঁর সাথে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে যা কিছু দর্শায়, সেই সবকিছুর মধ্যে অংশগ্রহণ করা"। বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে খ্রীষ্টের উপকারিতাগুলির সাথে অংশগ্রহণ করে। বিশ্বাসীরা অবশ্যই খ্রীষ্টেতে মনোনীত ও নির্বাচিত, ইফিষীয় ১:৪, "কারণ তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই।" কিন্তু এছাড়াও, বাইবেল খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং উদ্ধারের প্রয়োগের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র উল্লেখ করে; এবং আমি আপনাকে কয়েকটি উদাহরণ দেব।

খ্রীষ্টেতে আমাদের আহূত করা হয়েছে (ইফিষীয় ১:৯)। খ্রীষ্টেতে আমাদের জীবিত করা হয়েছে ও নতুন জন্ম দেওয়া হয়েছে; এটি আমরা ইফিষীয় ২ অধ্যায়ে দেখতে পাই। খ্রীষ্টেতে আমরা ধার্মিক প্রতিপন্ন হই (রোমীয় ৮:১ এবং আরও অর্ধেক ডজন শাস্ত্রাংশ তা বলে)। খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের দত্তক নেওয়া হয়। খ্রীষ্টেতে আমরা শুচিকৃত হই। আবার, অনেকগুলি শাস্ত্রাংশের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। আমাদেরকে খ্রীষ্টেতে নতুন ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে (২ করিন্থীয় ৫:১৭)। খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত থাকার মধ্যে দিয়ে বিশ্বাসের জীবনটিকে প্রাণপণ ভাবে ধরে থাকে। এমনকি মৃত্যুর সময়েও, বিশ্বাসীদের দেহগুলি খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত থাকে। ১ থিষলনীকীয় ৪:১৪ পদটি যীশুতে নিদ্রাগত হওয়ার বিষয়ে বলে, এবং অবশ্যই এটাও বলে যে শেষ দিনে আমরা খ্রীষ্টের সাথে উত্থাপিত হবো এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে অনন্তকালের জন্য মহিমান্বিত হবো। আপনি যদি এইগুলির মধ্যে থেকে একটি নেন এবং সেই সকল শাস্ত্রাংশগুলির একসঙ্গে আনেন যা এই বিষয়টিকে সমর্থন করে, তাহলে আপনি একটি দীর্ঘ তালিকা পাবেন, যা আপনাকে দেখাবে যে এই শিক্ষাতত্ত্বটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয়। আপনি

যদি শুধুমাত্র এই দুটি শব্দের দিকে তাকান: খ্রীষ্টেতে, আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই শব্দটি নতুন নিয়মের সমস্ত স্থানে দেখা দিচ্ছে, এবং আপনি বিন্দুগুলিকে একসঙ্গে জুড়তে পারবেন উদ্ধারের এই বিভিন্ন দিকগুলি সহকারে, যা খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের জন্য যোগান দিয়ে থাকেন।

এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে খ্রীষ্টের থেকে তাঁর উপকারিতাগুলিকে আলাদা করা যায় না। সম্পূর্ণ খ্রীষ্টকে লাভ না করে কেউ ক্ষমা, অথবা স্বর্গলাভ করতে পারবে না। জন ক্যালভিন এই ভাবে বলেছেন যে খ্রীষ্ট তাঁর উপকারিতাগুলিকে পরিধান করে তাঁর বিশ্বাসীদের কাছে আসেন। একইভাবে, আমরা খ্রীষ্টকে ভাগ করতে পারি না, উদাহরণস্বরূপ, তাঁকে প্রভু বলে না মেনে আমরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারি না। আমরা হয় সম্পূর্ণ খ্রীষ্টকে লাভ করি নয়তো তাঁর কিছুই লাভ করি না, তাই এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা খ্রীষ্টকে তাঁর উপকারিতাগুলি থেকে আলাদা করতে পারি না। উভয় ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া এবং শুচিকৃত হওয়া খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার উপকারিতা থেকে প্রবাহিত হয়। আপনি একটা বাদ দিয়ে আরেকটি পেতে পারেন না, তাই একজন প্রকৃত বিশ্বাসী যে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বর উদ্ধারের ইতিহাসে যা কিছু সম্পন্ন করেছেন তার পরিণাম হিসেবে পবিত্রতায়ও প্রগতি করতে থাকবে।

রোমীয় ৮:২৯ পদে আমরা পড়ি, "কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন"। যতজনকে খ্রীষ্টেতে বেছে নেওয়া হয়েছে, যাদেরকে খ্রীষ্টেতে জীবিত করা হয়েছে, যতজনকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করা হয়েছে, তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা শুচিকৃতও হবে। সুতরাং, আপনি হয়তো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন করতে পারেন, যেখানে একজন ব্যক্তি এমন বলতে পারে, "আমি উদ্ধার পাওয়ার জন্য এবং নরক থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য প্রভু যীশুর উপর নির্ভর করছি", কিন্তু তাদের জীবনে কোন প্রকারের পরিবর্তন অথবা ধার্মিকতা ও পবিত্রতার ফল লক্ষ্য করছেন না, তাহলে সেটা সেই ব্যক্তির মনে ও অন্যদের মনেও একটি সতর্ক পতাকা তুলবে। আপনি বলতে পারেন না, "আমি খ্রীষ্টকে লাভ করতে চলেছি যাতে আমি তাঁর ধার্মিকতার বস্ত্রে পরিহিত হবো ও ঈশ্বরের উপস্থিতির সামনে গৃহীত হবো" এবং আপনার আগের মত জীবনযাপন করতে থাকছেন। উপকারিতাগুলির মধ্যে একটি হল শুচিকৃৎ হওয়া এবং তাঁর নিজের জন্য লোকেদেরকে পবিত্র করার জন্য তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন, তা হল এক নিষ্কলঙ্ক ভার্যাকে উপস্থাপন করা হবে। মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ ও ভার্যা।

খ্রীষ্টের সাথে সংযোগ খ্রীষ্টের সাথে সহভাগীতার একটি ভিত্তিমূল প্রদান করে। খ্রীষ্টের সাথে সহভাগীতা প্রবাহিত হয় খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে। ১ যোহন ৩:২৪ পদে লেখা আছে, "আর যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে, ও তিনি তাহাতে থাকেন; আর তিনি আমাদিগকে যে আত্মা দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদিগেতে থাকেন"। তাই, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার একটি পরিণতি হল বিশ্বাসী ও প্রভু যীশুর মাঝে একটি অনবরত চলতে থাকা সহভাগীতা। দুটি অধ্যাদেশ এই ধন্য সংযোগ ও সহভাগীতার বাস্তবতাকে দর্শায়। ১ করিন্থীয় ১২:১৩ পদটি লক্ষ্য করুন, "ফলতঃ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি"। সুতরাং, খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া এই দুটি অধ্যাদেশের সাথে যুক্ত রয়েছে: বাপ্তিষ্ম ও প্রভুর ভোজ।

বাপ্তিষ্ম খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হওয়াকে চিহ্নিত করে। মথি ২৮:১৯ পদে যীশু বলেছেন, "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর"। রোমীয় ৬ অধ্যায়ে পৌল বাপ্তিস্মের সাথে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টির সাথে কিছু যোগ করেছেন। এটি খ্রীষ্টের সাথে একজন বিশ্বাসীর কলম হওয়াকে দর্শায়, যা জীবিত খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানের মধ্যে রয়েছে।

একইভাবে, প্রভুর ভোজ খ্রীষ্ট ও বিশ্বাসীদের মাঝে সংযোগকে বোঝায়। এটি বেরিয়ে আসে তাঁর সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ ও সুবিধা থেকে। এই ভোজ প্রাথমিক ভাবে একটি আত্মিক পুষ্টি সংক্রান্ত, বিশ্বাসে খ্রীষ্টের উপর ভক্ষণ করার বিষয়। ১ করিন্থীয় ১০:১৬ পদ বলে, "আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটী ভাঙ্গি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়?" খ্রীষ্ট আমাদের কাছে নিজেকে দিয়ে দিয়েছিলেন এই ভোজের মাধ্যমে আমাদেরকে ধরে রাখার জন্য। যারা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত আছে তারা এই অনুগ্রহের মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে তাঁর আত্মিক উপস্থিতির মাধ্যমে তাঁকে লাভ করতে থাকে। তাই, এমনকি বাপ্তিষ্ম ও প্রভুর ভোজ খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সাথে অত্যন্ত ভাবে যুক্ত এবং এর পরের সহভাগীতাগুলি এইগুলি থেকেই প্রবাহিত হয়।

সারাংশে, এই শিক্ষাতত্ত্বটি খ্রীষ্টকে উদ্ধারের ইতিহাসের কেন্দ্রে বসায়। যা কিছু কল্পনীয়, যা কিছু প্রয়োজনীয়, তা শুধুমাত্র তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনার সকল উপকারিতা ও আশীর্বাদ খ্রীষ্টেতে মোড়া রয়েছে ও তাঁর সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমরা লাভ করে থাকি। তাই, সারাংশে, এই বক্তৃতায় আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর পরিত্রাতাকে মহিমান্বিত করেন এটি প্রকাশ করার মাধ্যমে যে পরিত্রাণের সকল উপকারিতা আসে একজন বিশ্বাসীর খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। এর পরের বক্তৃতায়, উদ্ধারের প্রয়োগের এই নির্দিষ্ট উপকারিতাগুলিকে আরও বিস্তারিত ভাবে আবিষ্কার করবো।

বক্তৃতা ২৮

প্রয়োগ

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর খ্রীষ্টের উদ্ধার করার সম্পূর্ণ কাজটিকে সকল সময়ের, সকল বিশ্বাসীদের উপর প্রয়োগ করেন।

পাঠ্য অংশ:

"কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন। আর তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে নিরূপণ করিলেন, তাহাদিগকে আহ্বানও করিলেন; আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে ধার্ম্মিক গণিতও করিলেন; আর যাহাদিগকে ধার্ম্মিক গণিত করিলেন, তাহাদিগকে প্রতাপান্বিতও করিলেন"। (রোমীয় ৮:২৯-৩০)।

বক্তৃতা ২৮ -এর অনুলিপি

কল্পনা করুন একজন বৈজ্ঞানিক যে তার সমস্ত জীবন, তার সমস্ত সময়, শক্তি ও উপাদান ব্যয় করেছে একটি মারাত্মক রোগের উপাচার আবিষ্কার করতে, যা প্রত্যেক বছর সহস্র-সহস্র লোকেদের মেরে ফেলে। তিনি কি সন্তুষ্ট হবেন যদি তার এই নিরাময় আবিষ্কার করার পর সেই নিরাময় যদি তার গবেষণাগারেই রয়ে যায়? অবশ্যই না। তার এই পরিশ্রমের উদ্দেশ্য হল আশাহীন পরিস্থিতিতে প্রকৃত মানুষদের কাছে এই সমাধানটিকে পৌঁছে দেওয়া। তার কাজের পূর্ণতা তখন আসে যখন তার নিরাময় সেই লোকেদের উপর প্রয়োগ করা হয় যাদের সেই চিকিৎসার অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। খ্রীষ্টের সাথেও একই ঘটনা ঘটেছে। খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি, পুনরুত্থান, ও স্বর্গারোহণ, এবং অনবরত তাঁর রাজত্ব চলতে থাকার উদ্দেশ্য কী? চূড়ান্ত উত্তর হল ঈশ্বরের মহিমাকে দর্শানো, কিন্তু আরও তাৎক্ষনিক উত্তর হল তাঁর লোকেদের জন্য পরিত্রাণ দেওয়া, যার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর মহিমাকে আরও মহিমান্বিত করে তোলেন।

ইতিহাসে খ্রীষ্টের কাজ সেই প্রত্যেকটি ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্ণতা খুঁজে পাওয়া যাদেরকে তিনি পরিত্রাণ দিয়েছেন। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পর কোথায় তাঁর অনবরত চলমান কাজ লক্ষ্য করতে পারি? এই কাজের সাথে সম্পর্কে পবিত্র আত্মার ভূমিকা কী? উদ্ধারের পূর্ণতা ও উদ্ধারের প্রয়োগের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? এই প্রয়োগের মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে? একটি কার্যকারী আহ্বান, নূতন জন্ম লাভ করা, ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া, দত্তক নেওয়া, এবং শুচিকরণ কী? এবং কীভাবে এইগুলি এই জগতে ঈশ্বরের মহিমাকে প্রদর্শিত করার সাথে সম্পর্কিত? আগের বার নতুন নিয়মের ঈশ্বরতত্ত্বে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার স্থানটিকে আবিষ্কার করেছিলাম। আমরা লক্ষ্য করেছি যে উদ্ধারের সমস্ত উপকারিতা তাঁর সাথে সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে। এই বক্তৃতায়, খ্রীষ্টের লোকেদের জীবনে তাঁর উদ্ধারের কাজকে প্রয়োগ করার কয়েকটি উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করবো। এটি আমাদেরকে আমাদের জন্য খ্রীষ্টের কাজ অবস্থান থেকে আমাদের ভিতরে খ্রীষ্টের কাজ অবস্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়। খ্রীষ্টের উদ্ধার সাধনের কাজটি ইতিহাসে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এটির আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, কিন্তু এটি প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে বারংবার, সকল যুগ ধরে প্রয়োগ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর অনবরত চলতে থাকা কাজের একটি অংশ।

সুতরাং, প্রথমত, আসুন আমরা পবিত্র আত্মার পরিচর্যাকে বিবেচনা করি। এর আগের একটি বক্তৃতায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের সময়ে, তিনি তাঁর পবিত্র আত্মাকে পঞ্চাশত্তমীর দিনে সেচন করেছিলেন। খ্রীষ্টের অনবরত চলতে থাকা কাজগুলি একজন তাঁর আত্মা দ্বারা কার্যকারী হবে, যিনি পুত্রকে মহিমান্বিত করবেন, খ্রীষ্টের সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর লোকেদেরকে দেখাবেন। পবিত্র আত্মা হলেন সেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের ও কাজের ফলগুলি তাঁর লোকেদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে প্রয়োগ করেন। যোহন ১৬:৮ পদে আমরা পড়ি, "আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী করিবেন"। পবিত্র আত্মা হলেন খ্রীষ্টের এক মহান প্রতিশ্রুতি যা আমরা যিহিষ্কেল ৩৬:২৭

পদে লক্ষ্য করি, "আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে"। পবিত্র আত্মা একটি নতুন হৃদয় প্রদান করে থাকেন, খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য বিশ্বাস দিয়ে থাকেন, এবং প্রাণের মধ্যে শুচিকরণের কাজটিকে চলমান রাখেন। ২ করিন্থীয় ৩:১৮ পদে লেখা আছে, "কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্ত্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি"। এছাড়াও, আমরা শিখেছি যে পবিত্র আত্মা এই সবকিছু করেন একজন বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সাথে সংযোগে আনার মাধ্যমে, যা হল খ্রীষ্টেতে লাভ করা সকল উপকারিতার উৎস।

আমাদেরকে এখন অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এই উপকারিতাগুলিকে এবং উদ্ধারের প্রয়োগে খ্রীষ্টের আত্মার কাজকে। উদ্ধারের প্রয়োগ শুরু হয় আহ্বান ও নতুন জন্ম লাভ করার দ্বারা। প্রথমত, আমরা একটি কার্যকরী আহ্বানকে বিবেচনা করবো। ডাক ও আহ্বান দুটি ভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হয়। বাহ্যিক আহ্বান ও অভ্যন্তরীণ আহ্বান – এই শব্দগুলি দ্বারা প্রায়ই এই পার্থক্য করা হয়েছে। বাহ্যিক আহ্বান হল একটি সরল সুসমাচারের উপস্থাপনা। এর মধ্যে রয়েছে সুসমাচারের প্রতিশ্রুতিকে স্থাপন করা যা উদ্ধারকারী বিশ্বাস ও অনুতাপের জন্য আবশ্যক। এটি বিশ্বব্যাপী ভাবে সেই সকল লোকেদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যারা সুসমাচার শুনে থাকে। সুতরাং, এটি মনোনয়নের বিষয়টির থেকেও বেশি দৈর্ঘ্য। মথি ২২:১৪ পদে যীশু বলেছেন, "বাস্তবিক অনেকে আহূত, কিন্তু অল্পই মনোনীত"।

অভ্যন্তরীণ অথবা কার্যকরী আহ্বান হল ঈশ্বরের কাজ যা কার্যকরীভাবে সুসমাচারকে ব্যক্তির প্রাণের মধ্যে প্রয়োগ করে থাকে। ত্রিত্ব ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি, পবিত্র আত্মা, এই কার্যকারী আহ্বানের যোগানদাতা। যোহন ৬:৬৩ বলে, "আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়; আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন।" এর ফলস্বরূপ কী ঘটে? আমরা শিখেছি যে আত্মা পাপ ও আমাদের অসহায়তা সম্পর্কে চেতনা দেয়, আত্মা মনকে আলোকপাত করেন যাতে সেই ব্যক্তি সত্যকে বুঝতে পারে এবং তার ইচ্ছাকে নবীকরণ করে, এবং এই ভাবে মনোনীত লোকেরা স্বাধীন ভাবে খ্রীষ্টকে অনুসরণ ও আলিঙ্গন করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। কোন এক সময়ে, মনোনীত ব্যক্তির জীবনে বাহ্যিক আহ্বান ও অভ্যন্তরীণ আহ্বান একসঙ্গে ঘটে, এবং কেউ কেউ বাহ্যিক আহ্বানের সময়ে অপরিবর্তিত থাকে। এটি শুধুমাত্র পবিত্র আত্মা দ্বারা লোকেদের হৃদয়ে কার্যকারী করে তোলা হয়।

শাস্ত্রের মধ্যে আহ্বান শব্দটি বেশীরভাগ সময়ে অভ্যন্তরীণ অথবা কার্যকরী আহ্বানকে বুঝিয়েছে, এবং এই কার্যকরী আহ্বানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। এটি একটি ঐশ্বরিক ডাক যা বাস্তবে বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত করে। এটি ঈশ্বরের সার্বভৌম ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এবং এটি পবিত্র আত্মার অপ্রতিরোধ্য ও অনুধাবনকারী ক্ষমতা দ্বারা হয়ে থাকে। কার্যকরী আহ্বান নতুন জন্মের সাথে অত্যন্ত ভাবে জড়িত।

নতুন জন্মের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেছে। এটি একটি নতুন করে জন্ম নেওয়াকে বোঝায়, এমন একজন ব্যক্তি যে আবার জন্মেছে। এটি ঊর্ধ্ব থেকে জন্মানোর বিষয়ে বলে। এটি একটি ঈশ্বরের কাজ যার দ্বারা নতুন জীবনের অনুগ্রহের নীতিগুলি মানুষের মধ্যে রোপণ করা হয়। ঈশ্বর পাথরের হৃদয়কে সরিয়ে একটি মাংসময় হৃদয় দিয়ে থাকেন, প্রাণকে আত্মিক মৃত্যু থেকে জীবনে নিয়ে আসেন। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর অন্তরে এসে বাস করতে শুরু করেন, এবং প্রাণকে পরিচালনা করার স্বভাব ও প্রকৃতিগুলি পবিত্র হয়ে ওঠে। যীশু এই সমস্ত কিছু যোহন ৩ অধ্যায়ে নীকদীমকে বুঝিয়েছিলেন।

আর্মেনিয়ানদের চিন্তাভাবনার বিপরীত, নতুন জন্ম বিশ্বাস ও অনুতাপের আগে আসে। নতুন জন্ম হল আমাদের মধ্যে সকল উদ্ধারকারী অনুগ্রহের সূচনা। অবশ্যই, ঈশ্বরের আহ্বানের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের একটি সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট অবস্থার দিকে তাকিয়ে, কীভাবে তার পক্ষে সাড়া দেওয়া সম্ভব হবে? কীভাবে এইগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভব হবে? নতুন জন্মের মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শক্তি এই চাপটিকে সরায়। তিনি নতুন জন্মের মাধ্যমে মৃতকে জীবনদান করে থাকেন। মন পরিবর্তন, অথবা বিশ্বাস এবং অনুতাপ, নতুন জন্ম লাভ করার পর প্রথম কাজটিকে বোঝায়।

ঈশ্বর দ্বারা নতুন জন্ম লাভ করা বিশ্বাস ও অনুতাপের ফলগুলিকে উৎপন্ন করে, এবং তাই, আপনি নতুন জন্ম লাভের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবেন। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হলেন সেই কার্যকরী ব্যক্তি যিনি নতুন জন্ম সহকারে উদ্ধারের কাজটিকে মনোনীত ব্যক্তির জীবনে প্রয়োগ করেন। যদিও পবিত্র আত্মা হলেন ঐশ্বরিক সূচনাকারী ও পুনঃস্রষ্টা, তবুও যোহন ৩:৮ পদে যীশুর কথা অনুযায়ী নতুন জন্ম যেভাবে ঘটে থাকে তা রহস্যময়। পবিত্র আত্মা আত্মিক ভাবে অন্ধ মানুষদের দেখতে সাহায্য করেন, আত্মিক ভাবে মৃতদের জীবিত করেন, এবং আত্মিক ভাবে অবুঝদের বোধশক্তি দিয়ে থাকেন। এই অনুগ্রহ, করুণা ও প্রেমের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তীত ৩:৫ পদে আমরা পড়ি, "তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্ম্মকর্ম্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন"।

উদ্ধারের ইতিহাসের দিক থেকে, যা আমাদের এই পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু, আমার সাথে একটু চিন্তাভাবনা করুন। আদম এদন উদ্যানে শয়তানের কথা শুনেছিল, এবং সেই পতনের ফলে মানবজাতি পাপে পতিত হয়েছিল। এর পরিণামে আত্মিক ও অনন্তকালীন মৃত্যু অনুপ্রবেশ করেছিল। খ্রীষ্টের উদ্ধারমূলক কাজ বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে নিয়ে আসে, জীবিত করে, এবং পবিত্র আত্মার সাহায্যে জীবনলাভ করার জন্য উত্থাপিত করে। এর পর, আমাদের ধার্মিকপ্রতিপন্ন হওয়া

এবং দত্তকপুত্রত্ব বিষয়টিকে বিবেচনা করা উচিৎ। মার্টিন লুথার ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়াকে এমন একটি শিক্ষাতত্ত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা একটি মণ্ডলী দাঁড়িয়ে থাকে অথবা পড়ে যায়। ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে থাকে: কীভাবে একটি ব্যক্তি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে? শর্টার ক্যাটেকিসিম প্রশ্ন ৩৩ বলে, "ধার্মিক প্রতিপন্ন হল ঈশ্বরের বিনামূল্যে অনুগ্রহের একটি কাজ যেখানে তিনি আমাদের সকল পাপকে ক্ষমা করেন ও তাঁর দৃষ্টিতে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন শুধুমাত্র খ্রীষ্টের ধার্মিকতার কারণে যা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, এবং যা শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা আমরা লাভ করে থাকি"। এই বিষয়টিকে রোমীয় ৩, ৪, এবং ৫ অধ্যায়ের মত স্থানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এর আগের বক্তৃতায় আমরা আরোপ করার শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে শিখেছিলাম। ধার্মিক প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে, ঈশ্বর খ্রীষ্টের ধার্মিকতাকে বিশ্বাসীর উপর দিয়ে থাকেন। এটি একটি বৈধ আদানপ্রদান যেখানে ঈশ্বর একজন পাপীকে তাঁর দৃষ্টিতে ধার্মিক বলে ঘোষণা করেন, শুধুমাত্র খ্রীষ্টের ধার্মিকতার মাধ্যমে যা ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাদের নামের খাতায় যুক্ত করা হয়। এটি একটি এককালীন আইন সাপেক্ষিক কাজ, তাই এটি কোন প্রক্রিয়া নয় যা বারংবার ঘটতে থাকে, এবং এটি শুধুমাত্র অনুগ্রহ দ্বারা ঘটে এবং শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করা হয়। আপনি শেষ কথাগুলি লক্ষ্য করুন। এইগুলি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য তৈরি করে। ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার ভিত্তিমূল হল খ্রীষ্টের ধার্মিকতা যা আমাদের বাইরে রয়েছে। আরেক কথায়, এটি এমন কোন ধার্মিকতা নয় যা আমাদের মধ্যে গঠিত হয় অথবা আমাদের দ্বারা তৈরি হয়, এবং এটি খ্রীষ্টের উপর আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসও নয়। এটি হল খ্রীষ্টের ধার্মিকতা যা একজন পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক ঈশ্বরের সামনে গৃহীত হওয়ার একটি ভিত্তিমূল প্রদান করে।

অপর দিকে, যে সরঞ্জাম দ্বারা আমারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হই, তা হল বিশ্বাস। সুতরাং, বিশ্বাস হল সেই যানবাহন, অথবা উপায় যার দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার আশীর্বাদ আমরা লাভ করে থাকি। সুতরাং, বিশ্বাস সেই ভিত্তিমূল নয়। নয়তো, এটি একটি ভালো কাজ হয়ে দাঁড়াবে যা আমাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান করবে, যা বাস্তবে বাইবেলের শিক্ষার বিরুদ্ধে, কারণ বাইবেল বলে যে এটি আমরা বিনামূল্যে অনুগ্রহের দ্বারা লাভ করে থাকি। আমরা যেন মনে না করি যে বিশ্বাস সেই ভিত্তিমূল প্রদান করে। আপনি ঈশ্বরের সাক্ষাতে কেন গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন? আপনি সঠিক কাজটি করেছেন ও বিশ্বাস করেছেন বলে, এবং এর দ্বারা আপনার বিশ্বাস এর কৃতিত্ব নেবে? না। বিশ্বাস কিছু আনে না, না কোন কিছুতে অবদান করে। এটি শুধুমাত্র গ্রহণ করা যে খ্রীষ্ট কে, তিনি আমাদের জন্য কী করেছেন এবং খ্রীষ্ট আমাদেরকে কী প্রদান করছেন। এটি হল শুধুমাত্র খ্রীষ্ট যা সাধন করেছেন, সেটির উপর বিশ্বাস করা, ভরসা করা, বিশ্রাম নেওয়া।

সুতরাং, আপনি যদি ভালো কাজের সাথে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার সম্পর্কটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তাহলে বিষয়গুলি স্পষ্ট হওয়া শুরু হবে। ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া কিন্তু বিশ্বাস + ভালো কাজ = পরিত্রাণ নয়, অর্থাৎ এটি এমন নয় যে আমরা বিশ্বাস করি এবং তারপর অনেক ভালো কাজ করি, যা আমাদের বিশ্বাসের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের পরিত্রাণ দিয়ে থাকে। বরং, আপনি যদি গণিতের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করছেন, তাহলে বিশ্বাস যোগ কাজ সমান পরিত্রাণ নয়, বরং বিশ্বাস হল পরিত্রাণ যোগ ভালো কাজ। আরেক কথায়, শুচিকরণের ফলপ্রসূতা ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার প্রদর্শনমূলক ও ঘোষণামূলক দিকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী? বিশেষভাবে পৌলের লেখাগুলিতে, তিনি ঘোষণামূলক দিকটির উপর জোর দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে ধার্মিক বলে ঘোষিত করে দিয়েছেন, এবং খ্রীষ্টের কাজ হল সেটির ভিত্তিমূল। কিন্তু, উদাহরণস্বরূপ, যাকোব ২:২১ পদে, যাকোব প্রদর্শনমূলক দিকটির উপর জোর দিয়েছেন, এবং বলেছেন যে যারা শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে তারা অবশ্যই সেই জীবন্ত, উদ্ধারকারী বিশ্বাসের ফলপ্রসূতাকে দর্শাবে। সুতরাং, তিনি বলেছেন যে কর্ম বিহীন বিশ্বাস মৃত; সেই বিশ্বাসের সাথে যেন ফলপ্রসূতা দেখতে পাওয়া যায়। রিফরমড্ ডাচ ঈশ্বরতত্ত্ববীদ ব্যাভিঙ্ক বলেছেন, "পৌল মৃত কাজের বিরুদ্ধে এবং যাকোব মৃত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন"।

সুতরাং, আপনি যদি এই সমস্ত বিষয়গুলিকে একসঙ্গে দেখেন, তাহলে আপনি সেই বিষয়টিকে দেখতে পাবেন যেটাকে আমরা একটি মহান আদান-প্রদান বলে থাকি। একদিকে পাপী রয়েছে, এবং অপর দিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট রয়েছেন। আমরা যা কিছু শিখেছি তার কিছু অংশগুলি নিয়ে একসঙ্গে আনেন তাহলে কী পাবেন? প্রভুর লোকেদের পাপগুলি খ্রীষ্টের উপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই, এটি আইনত ভাবে খ্রীষ্টের নামের খাতায় লেখা হয়েছে। তিনি পাপী হননি, কিন্তু তিনি তাঁর লোকেদের পাপ বহন করেছেন। তিনি পাপীদের স্থানটি নিয়েছেন। আর তাই, এটি আমাদেরকে ক্রুশকে বুঝতে এবং কীভাবে খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের পরিবর্তে মারা গিয়েছেন, সেটা বুঝতে সাহায্য করে। তিনি তাঁর লোকেদের পাপগুলি তাঁর নামের পাশে লিখেছেন, এবং তিনি সেই পাপগুলির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করেন ও শাস্তি বহন করেন। তাদের পরিবর্তে, যীশু ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ ক্রোধকে নিজের উপর নিয়ে নেন, এবং এইভাবে তিনি ব্যবস্থার দাবীকে পূর্ণ করেন, এবং একজন ধার্মিক ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন। এটি এই আদান-প্রদানের অর্ধেক ভাগ।

অপর দিকে, খ্রীষ্ট। আমরা কী দেখতে পাই? তাঁর পরিচর্যাতে, তাঁর জীবনে, আমরা দেখেছি যে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের ব্যবস্থার দাবীগুলি পূর্ণ করেছেন। খ্রীষ্টেতে একটি নিষ্পাপ ও সিদ্ধ ধার্মিকতার আদর্শ দেখতে পাই। আর তাই, ধার্মিক প্রতিপন্ন করার জন্য এই মহান আদান-প্রদানের দ্বিতীয় ভাগে, আমরা দেখতে পাই যে আইনত ভাবে, খ্রীষ্টের ধার্মিকতা তাঁর

লোকেদের উপর দেওয়া হয়েছে, যাতে, যখন ঈশ্বর তাদের উপর দেখেন, তিনি তাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতার বস্ত্রে পরিহিত অবস্থায় দেখেন। তাই, খ্রীষ্টের যোগ্যতার কারণেই, ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, এবং তিনি তাদের গ্রহণ করেন। আর তাই, এটাই হল সেই মহান আদান-প্রদান: ঈশ্বরের লোকেদের পাপগুলি খ্রীষ্টের উপর দেওয়া হয়েছে, খ্রীষ্টের ধার্মিকতা ঈশ্বরের লোকেদের পরিত্রাণের নিমিত্তে তাদের নামের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর সাথে জড়িত, আমরা দত্তকপুত্রত্বের বিষয়টি নিয়েও চিন্তা করতে পারি। উদ্ধারের প্রয়োগের এটি একটি অত্যন্ত সুন্দর অংশ। পিউরিটান জন ওয়েন লিখেছেন, "পিতার প্রেম যদি একটি সন্তানকে পিতার প্রতি আমোদ করতে পরিচালনা না করে, তাহলে কী করবে?" আমাদেরকে দত্তক নেওয়া, ঠিক ধার্মিক প্রতিপন্ন করার মত, একটি ন্যায়সঙ্গত এককালীন কাজ।

ধার্মিক প্রতিপন্ন আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ধার্মিক বলে গৃহীত হতে সাহায্য করে। দত্তকপুত্রত্ব আমাদেরকে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হিসেবে, তাঁর পরিবারের একটি অংশ হতে সাহায্য করে। রোমীয় ৮:১৪-১৭, গালাতীয় ৪:৪-৭, এবং ১ যোহন ৩:১-২ পদগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। উভয় ধার্মিক প্রতিপন্ন করা ও আমাদেরকে দত্তক নেওয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আমাদের একটি অবস্থানকে বোঝায়, এবং এই দত্তকপুত্রত্ব অনেক সুযোগ-সুবিধা সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ঈশ্বরের নাম আমাদের উপর দেওয়া হয়। সাহসের সাথে তাঁর সিংহাসনের সামনে আসার অধিকার আমাদের দেওয়া হয়েছে। ইব্রীয় ৪:১৬ বলে, "অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই"। আরও একটি সুবিধা হল যে আমরা "আব্বা, পিতা" বলে তাঁর কাছে কেঁদে উঠতে পারি, যেমন গালাতীয় ৪ অধ্যায়ে দেখি। আমরা তাঁর দ্বারা করুণা লাভ করি, সুরক্ষিত থাকি ও প্রয়োজনগুলি লাভ করে থাকি, গীতসংহিতা ১০৩:১৩-১৪, "পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন। কারণ তিনিই আমাদের গঠন জানেন; আমরা যে ধূলিমাত্র, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে"।

আরও একটি সৌভাগ্য যা আমরা লাভ করে থাকি, তা হল, আমরা তাঁর দ্বারা অনুশাসিত হই। ইব্রীয় ১২ অধ্যায়ের ৫ পদ দিয়ে শুরু করে একটি অসাধারণ শাস্ত্রাংশ আমরা লক্ষ্য করি, যেখানে প্রভু বলেছেন যে ঈশ্বরের অনুশাসন হল বাস্তবে সেই প্রমাণ যে তিনি আমাদের পিতা। আমরা সেই সকল শিশুদের শাসন করি না যারা পথে বাস করে অথবা যারা আমাদের পরিবারের অংশ নয়। প্রভু তাঁর প্রেম ও প্রশিক্ষণ দেখিয়ে থাকেন, এবং তাঁর লোকেদের জীবনে একটি শান্তিপূর্ণ ধার্মিকতার ফল, এবং আমাদের দায়াধিকার সঙ্গে করে আনে। আমাদের কাছে সন্তান হিসেবে একটি দায়াধিকার রয়েছে, এবং এর মধ্যে রয়েছে অনন্তকালীন পরিত্রাণ, স্বর্গ, এবং মহিমান্বিত হওয়া সম্পর্কিত সকল প্রতিশ্রুতি। রোমীয় ৮ এবং গালাতীয় ৪ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে ঈশ্বর আমাদেরকে দত্তকপুত্রতার আত্মা দিয়েছেন।

এটি ঈশ্বরের লোকেদের মাঝে একটি সন্তানোচিত ভরসা ও ভালোবাসা তৈরি করে। আমাদের আত্মা ঈশ্বরের আত্মার সাথে যুক্ত হয়ে এই সাক্ষ্য বহন করে যে আমরা তাঁর সন্তান। ঈশ্বর অনুগ্রহের সাথে আমাদের হৃদয়গুলিকে উদ্দীপিত করে তোলেন আমাদেরকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং এই নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য যে তিনি আমাদের পিতা। আবার, উদ্ধারের ইতিহাসের দিক থেকে – আমার সাথে চিন্তাভাবনা করুন – পতনের সময়ে ঈশ্বর আদমকে এদন উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাকে তাঁর নিজের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন। এর পরিণামে আদমের পাপ তার বংশধরদের উপরে বর্তানো হয়েছে। খ্রীষ্টের উদ্ধারের কাজের মধ্যে দিয়ে, যীশু একটি নিখুঁত ধার্মিকতার আদর্শ হয়ে দেখিয়েছেন যা তিনি তাঁর লোকেদের উপর বর্তিয়েছেন। ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে গৃহীত হওয়ার একটি পথ তিনি খুলে দিয়েছেন।

খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার আরও একটি উপকারিতা হল আমাদের শুচিকরণ। আবার, শর্টার ক্যাটেকিসিমের প্রশ্ন ৩৫ -এ একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা দেওয়া আছে। সেখানে লেখা আছে, "শুচিকরণ হল ঈশ্বরের বিনামূল্যে অনুগ্রহের একটি কাজ, যেখানে আমাদের সমগ্র মানুষটি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির আধারে নূতনীকৃত হয়, এবং দিন প্রতিদিন পাপের প্রতি মৃত্যুবরণ করতে ও ধার্মিকতার জন্য জীবনযাপন করার আরও বেশি শক্তি লাভ করতে থাকে"। ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া এবং ঈশ্বরের দত্তক সন্তান হওয়ার বিপরীত, যা ঈশ্বরের এককালীন, একটি নির্দিষ্ট কাজ, শুচিকরণ হল একটি অনবরত চলমান কাজ। এটি একটি প্রক্রিয়া, পবিত্র আত্মার একটি অনবরত চলতে থাকা কাজ। এটি একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একজন বিশ্বাসী পাপের প্রতি মারা যায় এবং খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির আধারে পবিত্রতায় নূতনীকৃত হতে থাকে ও তাঁর রূপে রূপান্তরিত হতে থাকে। উদ্ধারের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রোমীয় ৮:২৯ পদটি স্মরণ করুন, "কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন"। আমাদেরকে পবিত্র হতে হবে কারণ তিনি পবিত্র। এটি ভালো কাজ সম্পর্কিত একটি বাইবেল ভিত্তিক দৃষ্টিকোণের সাথে যুক্ত। যোহন ১৫:১-৮ পদগুলি স্পষ্ট করে বলে যে উত্তম কাজ খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সংযুক্ত হওয়ার ফলস্বরূপ বেরিয়ে আসে, দ্রাক্ষালতার সাথে শাখার যুক্ত থাকার ফলে। সুতরাং, যদি সেখানে কোন ফল না থাকে, কোন ভালো কাজ না থাকে, তাহলে সেখানে কোন মূল নেই, কোন মন পরিবর্তন নেই, কোন উদ্ধারকারী বিশ্বাস নেই। শুচিকরণ প্রমাণিত হয় সুসমাচারের ফলপ্রসূতা দ্বারা।

যাকোব ২ অধ্যায়ে যদি আমরা ফিরে যাই, ১৪-২৬ পদগুলিতে আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন, যেখানে লেখা আছে যে কর্ম বিহীন বিশ্বাস কোন প্রকারের প্রকৃত উদ্ধারকারী বিশ্বাস নয়। আরও অন্যান্য শাস্ত্রাংশ রয়েছে, যেমন ১ পিতর ২:১২, যা

আমাদের শেখায় যে আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হল ঈশ্বরের মহিমা করা, এবং ঈশ্বর বিশ্বাসীদের ভালো কাজ দ্বারা মহিমান্বিত হন। এর অর্থ কী? এই ভালো কাজগুলি কী কী? এইগুলির স্বভাব বা প্রকৃতি কী? ভালো কাজ করার ক্ষমতা সরাসরি পবিত্র আত্মার কাজ ও অনবরত প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসে, যার জন্য বিশ্বাসীদের প্রয়োজন তাঁর উপর নির্ভর করে থাকার যেন সে ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কাজ করার জন্য অনুগ্রহ ও শক্তি লাভ করতে পারে। এই উত্তম কাজগুলি যেন ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দেওয়া আদেশগুলির প্রতি বাধ্যতা অনুসারে হয়। তাই, এইগুলি এমন কাজ হতে পারে না যা শাস্ত্রের সাথে কোন কিছুকে যুক্ত করা এবং শুধুমাত্র মানব কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

বিশ্বাসীরা যেন ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্বগুলি পালন করতে এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত অনুগ্রহকে উদ্দীপিত করে তোলার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান হয়, কিন্তু বিশ্বাসীদের কাজগুলি তাদের যোগ্যতা প্রদান করে না। তারা এর দ্বারা কোন কিছু অর্জন করে না। আমরা আমাদের পরিত্রাণের জন্য কোন প্রকারের মূল্য দিচ্ছি না। এই কাজগুলি ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোন কিছু যুক্ত করে না, আমাদের পাপের ঋণ পরিশোধ করে না, অথবা ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে অনন্ত জীবন হাসিল করতে সাহায্য করে না। কিন্তু বিশ্বাসীরা ও তাদের ভালো কাজগুলি খ্রীষ্টের যোগ্যতার কারণে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, এবং এর দ্বারা ঈশ্বর মহিমান্বিত হন। তিনি বিশ্বাসীদের উত্তম কাজকে পুরস্কৃত করেন যখন প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রেমের সাথে করা হয়, এমনকি যদি সেই কাজগুলির মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকে, তবুও। একজন অপরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজগুলি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না কারণ সেইগুলি বিশ্বাস দ্বারা শুচিকৃত হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে না, এবং সেইগুলি ঈশ্বরের প্রতি অনুতাপ ও বিশ্বাস সহকারে করা হয় না, এবং সেইগুলি ঈশ্বরের মহিমা করার জন্য করা হয় না। বিশ্বাসীদের মধ্যে ভালো কাজের কয়েকটি উপকারিতা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করুন। এইগুলি তাদের নিশ্চয়তাকে আরও দৃঢ় করে তোলে। তারা সুসমাচারকে পরিধান করে। এইগুলি হল ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম ও কৃতজ্ঞতাকে ব্যক্ত করার মাধ্যম। এইগুলি ভ্রাতাদের গেঁথে তোলে, এবং ঈশ্বরের শত্রুদের মুখ রুদ্ধ করে। আর, এইগুলি আমাদের স্বর্গীয় পিতার মহিমা আনে। আর তাই, এই সবকিছুর মধ্যে, এই কাজগুলি পবিত্রতার দিকে আমাদের অগ্রসর হওয়ার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। এটিকে আমরা উদ্ধারের ইতিহাসের বৃহৎ কাহিনীটার সাথেও যুক্ত করতে পারি।

সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের আগের বক্তৃতায়, আমরা শিখেছি যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর মধ্যে একটি বৃহৎ দিক এবং একটি সঙ্কীর্ণ দিক রয়েছে। পতনের পর, মানুষ বৃহৎ দিকটিকে ধরে রেখেছিল। সে আজও একটি মরণশীল, যুক্তিবাদী প্রাণী, কিন্তু সে সঙ্কীর্ণ দিকটি হারিয়ে ফেলেছিল, যে সঙ্কীর্ণ দিকের মধ্যে রয়েছে আত্মিক তত্ত্বজ্ঞান, ধার্মিকতা, এবং পবিত্রতা। কিন্তু, খ্রীষ্টের থেকে আসা পরিত্রাণের মধ্যে, তিনি হারিয়ে যাওয়া বিষয়গুলিকে ফিরিয়ে এনেছেন। এই বিষয়টি আমরা কলসীয় ৩:১০, ইফিষীয় ৪:২৪, এবং রোমীয় ৮:২৯ -এর মত শাস্ত্রাংশে খুঁজে পাই। আমরা শিখেছি যে বিশ্বাসীদেরকে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে এবং তত্ত্বজ্ঞান, ধার্মিকতা, ও পবিত্রতায় নূতনীকৃত করা হয়েছে।

ঈশ্বরের মহিমা তাঁর লোকেদের মধ্যে দিয়ে এবং তাদের পরিত্রাণের ফলপ্রসূতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, এবং এই সমস্ত কিছু ঈশ্বরের মহিমাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। মথি ৫:১৬ পদে যীশু বলেছেন, "তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে"। যে বিষয়গুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করেছি, সেই বিষয়ে আপনি অনেক বেশি শিখবেন যখন ভবিষ্যতে সিস্টেমেটিক থিওলজি পড়বেন, কিন্তু এই বক্তৃতায় আমাদের এই সার্ভে আমাদেরকে উদ্ধারের প্রয়োগের সমাপ্তিতে নিয়ে আসে না। পরিত্রাণের অন্তিম পর্যায় আসবে বিশ্বাসীদের মহিমান্বিত হওয়ার সময়ে, কিন্তু এই বিষয়টি আমরা শেষ বক্তৃতায় আলোচনা করবো।

সারাংশে, আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর খ্রীষ্টের উদ্ধারের সম্পূর্ণ কাজটিকে সমস্ত যুগ ধরে, সমস্ত বিশ্বাসীদের উপর প্রয়োগ করেছেন। এটি হওয়ার জন্য, প্রথমেই খ্রীষ্টের সুসমাচারকে তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিৎ। তাই, আমাদের পরের বক্তৃতায়, আমরা সেই মহান কার্যভার নিয়ে আলোচনা করবো যা ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে দিয়েছেন, তাঁর উদ্ধারের বার্তাকে এই পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

বক্তৃতা ২৯

মিশন

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে আহ্বান করেছেন তাঁর সুসমাচারকে সমস্ত জাতি, ভাষা এবং দেশের কাছে ঘোষণা করতে, এবং এর দ্বারা খ্রীষ্টের মধ্যে উদ্ধার লাভ করার মাধ্যমে ও পৃথিবীর মধ্যে থেকে অনেককে ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য নিয়ে আসার মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমাকে দর্শাতে।

পাঠ্য অংশ:

"তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"। (মথি ২৮:১৮-২০)।

বক্তৃতা ২৯ -এর অনুলিপি

যেকোনো প্রোজেক্টকে সম্পন্ন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট নির্দেশের প্রয়োজন রয়েছে। আপনাকে উভয়ই লক্ষ্য, এবং সেখানে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনা ও ধাপগুলি জানতে হবে। আপনাকে এই দুটো প্রশ্নের উত্তরই পেতে হবে: উদ্দেশ্য কী? রণকৌশল কী? একটি বাড়ি নির্মাণ করা থেকে শুরু করে, একটি সেনাবাহিনীর অনুশীলনে অংশগ্রহণ করা থেকে, কর্মক্ষেত্রে একটি প্রোজেক্ট সম্পন্ন করা পর্যন্ত এই বিষয়টি সত্য। যীশু তাঁর লোকেদের নির্দিষ্ট নির্দেশ না দিয়ে স্বর্গারোহণ করেননি। তাঁর রাজ্যকে স্থাপন করার কাজে, তিনি তাঁর অন্তিম উদ্দেশ্যকে এবং নির্দিষ্ট নির্দেশ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট দর্শন দিয়েছেন যা তাঁর মণ্ডলীর সম্পন্ন করা উচিৎ। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যা তাঁর প্রতিশ্রুতি সমর্থন করেছিল।

খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে কী মিশন দিয়েছিলেন? এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয়ে পুরাতন নিয়ম কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছে? সুসমাচার ঘোষণা করার জন্য ঈশ্বর যে পদ্ধতি দিয়েছেন, সেটির বিষয়ে পুরাতন নিয়ম নতুন নিয়মের থেকে কতটা আলাদা? সমস্ত দেশের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সাথে খ্রীষ্টের মহিমা কীভাবে জড়িত? এর পরিণামে আমরা কী আশা করতে পারি? নতুন নিয়মে মণ্ডলীর মিশনের উপর ঈশ্বর কতটা পরিমাণে অগ্রাধিকার বসিয়েছেন? কীভাবে আরাধনা সুসমাচার প্রচারের সাথে সম্পর্কিত? দূর দেশ পর্যন্ত সুসমাচার বহন করে নিয়ে যাওয়ার অন্তিম পরিণতি কী? শেষ বার, আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর খ্রীষ্টের উদ্ধারের সম্পূর্ণ কাজটিকে সকল যুগ ধরে, সকল বিশ্বাসীদের উপর প্রয়োগ করেছেন। এটি ঘটার জন্য, তাদের কাছে অবশ্যই খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করা উচিৎ।

এই বক্তৃতায়, আমরা সেই মিশনটি নিয়ে বিবেচনা করবো যা খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে দিয়েছিলেন এই পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীর কাছে তাঁর মহিমাকে দর্শানোর জন্য, কিন্তু প্রথমেই আমরা শুরু করি, এই বিষয়ে পুরাতন নিয়ম কী বলে এবং কীভাবে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে। আদিপুস্তকের প্রথম দিকের অধ্যায়গুলি থেকে দেখেছি যে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে লোকেদের জন্য ছিল। এটি উদ্ধারের ইতিহাসে খ্রীষ্টের পরিত্রাণ সাধন করার কাজের সাথে যুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা পড়ি, গীতসংহিতা ২:৭-৮ পদে পিতা পুত্রকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "আমি সেই বিধির বৃত্তান্ত প্রচার করিব; সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি। আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, আমি জাতিগণকে তোমার দায়াংশ করিব, পৃথিবীর প্রান্ত সকল তোমার অধিকারে আনিয়া দিব"। আদিপুস্তক ৯:২৪ পদে আমরা পড়ি যে ঈশ্বর শেমের বংশধর, ইহুদীদেরকে ব্যবহার করবেন তাঁর চুক্তি ও মণ্ডলীকে স্থাপন করতে, এবং পরজাতীয়রা যুক্ত হবে এবং ভবিষ্যতে বৃহৎ ভাবে বিস্তার করবে। আদিপুস্তক ১২:৩ পদে ঈশ্বর অব্রাহামকে এটাও বলেছিলেন, "যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে"।

দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৬-৮ পদে পড়ি যে যখন মোশির অধীনে ব্যবস্থা দেওয়ার সময়কালে, তারা আশেপাশের জাতির কাছে এক জ্যোতি হবে, এবং তাদেরকে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা দর্শাবে। গীতসংহিতায় প্রচুর উল্লেখ রয়েছে যে সুসমাচার এই পৃথিবীর জাতিগণের কাছে পৌঁছবে। উদাহরণস্বরূপ, গীতসংহিতা ৬৭:২-৪ পদগুলি বলে, "এইরূপে যেন পৃথিবীতে তোমার পথ, ও সমস্ত জাতির মধ্যে তোমার পরিত্রাণ বিদিত হয়। হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক, সমস্ত জাতি তোমার স্তব করুক। লোকবৃন্দ আহ্লাদিত হইয়া আনন্দগান করুক; যেহেতু তুমি ন্যায়ে জাতিগণের বিচার করিবে, পৃথিবীতে লোকবৃন্দের শাসন করিবে"।

পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদের লেখায় অসংখ্য উল্লেখ রয়েছে এই একই বিষয়ের। উদাহরণস্বরূপ, যিশাইয় ৬০:৩ পদে লেখা আছে, "আর জাতিগণ তোমার দীপ্তির কাছে আগমন করিবে, রাজগণ তোমার অরুণোদয়ের আলোর কাছে আসিবে"। দানিয়েল ৭:১৪ পদে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পর তাঁর সমগ্র বিশ্বজুড়ে রাজত্ব করার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে। সেখানে লেখা আছে, "আর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না, এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না"। এই পাঠ্যক্রম জুড়ে আমরা অনেক অন্যান্য উদাহরণ লক্ষ্য করেছি পুরাতন নিয়মের মধ্যে গতিশীলতার বৃদ্ধি পাওয়ার, যা এই সত্য বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে পরজাতীয়েরা ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রাথমিক স্তরে এই কাজ শুরু হয়েছিল অব্রাহামের মনোনীত বংশধরের সাথে, কিন্তু সেটা যেন পরজাতীয় দেশের কাছেও নিয়ে যাওয়া হয়। তাই পরবর্তী সময়ে, পৌল রোমীয় ১:১৬ পদে রোমীয়দের উদ্দেশ্যে এই কথাটি বলতে পেরেছেন, "কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি; প্রথমতঃ যিহূদীর পক্ষে, আর গ্রীকেরও পক্ষে"।

আমরা যখন নতুন নিয়মে আসি, আমরা এই সবকিছুর পূর্ণতা লক্ষ্য করতে পারি। ঈশ্বরের এই উদ্ঘাটনমূলক পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানান্তর দেখতে পাই। যেখানে পুরাতন নিয়মে "এসো এবং দেখো" পন্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, নতুন নিয়ম "যাও এবং বলো" আদেশের উপর জোর দিয়েছে। তাই, পুরাতন নিয়মের সময়ে, লোকেরা যিরূশালেমে আসতো, এসে তারা দেখত, এবং ঈশ্বর ও তাঁর পরিত্রাণ সম্পর্কে শিখত। উদাহরণস্বরূপ, এই বিষয়টি আমরা শিবা রাণীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি, যিনি অনেক দূর দেশ থেকে ঈশ্বরের প্রজ্ঞার বিষয়ে শুনেছিলেন ও নিজেই তা দেখতে এসেছিলেন। এবং, এই ভাবেই কিছু পরজাতীয়দেরকেও এই চুক্তির অধীনে নিয়ে আসা হয়েছিল। রাহবের কথা স্মরণ করুন, যিনি একজন কনানীয় ছিলেন, অথবা রূতের কথা চিন্তা করুন যিনি একজন মোয়াবীয় ছিলেন, অথবা ঊরীয় যিনি একজন হিত্তীয় ছিলেন, এবং আরও অনেকে। তাদেরকে চুক্তির অধীনে আনা হয়েছিল সুসমাচার সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে, কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য করেন, এটি ছিল "এসো এবং দেখো" পদ্ধতি।

কিন্তু, খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের আগে, তিনি তাঁর মণ্ডলীকে এক মহান কার্যভার দিয়েছিলেন, যেখানে মথি ২৮:১৯ পদে উল্লেখ করা আছে, "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর"। এটি হল "যাও ও বলো" আদেশ। ঈশ্বরের উপস্থিতি এখন আর ইস্রায়েলের ভৌগলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং, স্বর্গারোহণের ঠিক আগে প্রেরিত ১:৮ পদে খ্রীষ্ট বলেছেন, "কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে"। এটি হল সেই বিস্তারের একটি চিত্র যা সমস্ত পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করবে।

মথি ১৩ অধ্যায়ের কথা চিন্তা করুন যেখানে যীশু ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত বলেছেন। এই দৃষ্টান্তগুলি এই প্রকারের সম্প্রসারণ অথবা বিস্তারের বিষয়ে শেখায়। আর তাই, তিনি সর্ষে দানার কথা বলেছেন, যা বীজদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র বীজ, এবং কীভাবে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে একটি বিশাল গাছে পরিণত হয় ও সমস্ত পৃথিবীকে পূর্ণ করে। তিনি বলেছেন যে এটি হল তাঁর রাজ্যের একটি চিত্র। অথবা, তিনি তাড়ির দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন, তাড়ি যখন অল্প পরিমাণে ময়দাতে দেওয়া হয়, তখন সেটা সম্পূর্ণ ময়দাতে ছড়িয়ে পড়ে; ঈশ্বরের রাজ্য ক্ষুদ্র ভাবে শুরু হয়, এবং তা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে পূর্ণ করে। এই দুইই ক্ষেত্রে, এটি একটি চিত্র। আপনি মনে করবেন, যীশুর ১২ জন শিষ্য ছিল এবং আরও কয়েকজন অনুসরণকারী ছিল, অথবা আপনি পঞ্চাশত্তমীর কথা মনে করুন, উপরের ঘরে ১২০ জন একত্র হয়েছিল। এটি একটি ক্ষুদ্র আরম্ভ ছিল। কিন্তু তবুও, যীশু বলেছেন যে সুসমাচারকে সমস্ত প্রাণীর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

যীশু পাপ ও মৃত্যুর উপর, শয়তান ও নরকের উপর জয়লাভ করেছেন, তাই তিনি তাঁর মণ্ডলীকে প্রতিজ্ঞা করতে পারেন যেমন তিনি মথি ১৬:১৮ পদে করেছেন, "আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না"। প্রেরিতদের পুস্তক এই সমস্ত কিছুর প্রথম শতাব্দীর অগ্রগতিকে দর্শায়। পৌলকে পরজাতীয়দের কাছে একজন প্রেরিত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং অনেকেই সহকর্মী হিসেবে তার সাথে যুক্ত হয়েছিল; কিন্তু আসল শিষ্যদের সময়কালে, সুসমাচার যিরূশালেম থেকে শুরু করে যিহূদিয়া থেকে শমরিয়া থেকে এশিয়া এবং ইউরোপে ছড়িয়েছিল। পৌল সুসমাচারকে রোম পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার দৃষ্টি আরও দূর পর্যন্ত ছিল, স্পেইনে যাওয়ার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু রোমীয় ১৫:২৪ পদে তিনি লেখেন, "কারণ আশা করি যে, যাইবার সময়ে তোমাদিগকে দেখিব, এবং প্রথমে তোমাদের সহবাসে কতক পরিমাণে তৃপ্ত হইলে তোমরা আমাকে সেখানে আগাইয়া দিবে"। এই সুসমাচার প্রচারের কাজটি স্বয়ং খ্রীষ্ট দ্বারা সুরক্ষিত তাঁর সর্ববিরাজমান কর্তৃত্বের মাধ্যমে।

মহান কার্যভার দেওয়ার আগে শব্দগুলি লক্ষ্য করবেন। তাই, আপনি যদি মথি ২৮ অধ্যায়ে ফিরে যান, ১৮ পদে লক্ষ্য করুন যে এই কথাগুলি দ্বারা শুরু হয়েছে, "তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত

কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"। আপনি যোগসূত্রটি দেখতে পাচ্ছেন? খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ ও তাঁর ক্ষমতাই হল সেই ভিত্তিমূল যার উপর ভিত্তি করে যীশু তাদের বলেছিলেন, "তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর"। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সুসমাচারের সম্প্রসারণ ও বিজয়লাভ সুনিশ্চিত কারণ এটি খ্রীষ্টের মহিমার সাথে যুক্ত, যে কারণে আমরা প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫ পদে পড়ি, "পরে সপ্তম দূত তূরী বাজাইলেন, তখন স্বর্গে উচ্চ রবে এইরূপ বাণী হইল, 'জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন"।

স্বর্গের বর্ণনা স্বয়ং সুসমাচারের এই ফলপ্রসূতার উদাহরণ দিয়ে থাকে যে এই সুসমাচারকে সকল জাতির কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রকাশিত বাক্য ২১:২৪ পদে, প্রায় বাইবেলের শেষে, লেখা আছে, "আর জাতিগণ তাহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে আপন আপন প্রতাপ আনেন"। কিন্তু, খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর কাছে অনুসরণ করার জন্য শুধু আদেশই দেননি, তিনি কিছু মূল্যবান প্রতিজ্ঞাও দিয়েছেন, "আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"। সমস্ত পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম জুড়ে তাঁর উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি এবং এখন আমরা যুগের শেষ পর্যন্ত পাচ্ছি, এবং তাঁর উপস্থিতি এই সমস্ত পার্থক্য গড়ে তোলে। জাতিগণকে শিষ্য করার খ্রীষ্টের এই কার্যভার প্রকৃত মণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলের কাছে অবস্থিত রয়েছে। বিদেশে সুসমাচার সম্প্রসারণের কাজে মণ্ডলী কখনই উদাসীন থাকতে পারে না। খ্রীষ্টের আদেশ এই মহিমাময় দায়িত্বের উপর একটি ঐশ্বরিক অগ্রাধিকার বসিয়েছে। মণ্ডলীর লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মহিমা সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে জাতিগণকে আনন্দিত করে তোলা, কিন্তু তবুও এই প্রশ্ন রয়ে যায়: কোন প্রান্তও পর্যন্ত? এই সমস্ত কিছু কোন প্রান্তও পর্যন্ত ঘটবে? এবং এটাই আমাদেরকে তৃতীয় বিষয়ে নিয়ে আসে, আর সেটা হল ঈশ্বরের আরাধনা।

সুসমাচারকে পৃথিবীর প্রান্তও পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিণামে বিশ্বাসীরা জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করতে শুরু করবে। প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১০ পদে আমরা পড়ি, "ইহার পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক, তাহা গণনা করিতে সমর্থ কেহ ছিল না; তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষশাবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা শুক্লবস্ত্র পরিহিত, ও তাহাদের হস্তে খর্জ্জুর পত্র; এবং তাহারা উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিতেছে, 'পরিত্রাণ আমাদের ঈশ্বরের, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এবং মেষশাবকের দান"। এখানে আপনি খ্রীষ্টের মহিমা পূর্ণ ভাবে প্রদর্শিত হতে দেখছেন, এবং যে সকল জাতিগণকে শিষ্যত্ব করা হয়েছে, তারা তাঁর পাদপীঠের সামনে আরাধনা করছে। সুসমাচার প্রচার হল সেই মাধ্যম, কিন্তু আরাধনা হল সেই অন্তিম গন্তব্য। স্বর্গে, সুসমাচার প্রচার আর থাকবে না, কিন্তু অনন্তকালের জন্য আরাধনা চলতে থাকবে।

উদ্ধারের ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের মহিমার প্রদর্শন এবং খ্রীষ্টের উদ্ধারের কাজের মধ্যে দিয়ে লোকেদেরকে ঈশ্বরের মহিমার আরাধনা করা পর্যন্ত নিয়ে আসা। এই লক্ষ্যটি মানবজাতির সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যটিকে পূর্ণ করে। যেমন আমরা প্রকাশিত বাক্য ৪:১১ অধ্যায়ে দেখেছি, "'হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছাহেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে"। যোহন ৪:২৩-২৪ পদে যীশু বলেছেন, "কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে"।

বাইবেল ভিত্তিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসের মধ্যে বাইবেল ভিত্তিক আরাধনা হল কেন্দ্রীয়। প্রোটেস্টান্ট রিফরমার জন ক্যালভিন বলেছেন, "যদি জানতে চাওয়া হয় যে প্রধানত কোন বিষয়ের মাধ্যমে খ্রীষ্ট বিশ্বাস আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং এর সত্যকে বজায় রেখেছে, তাহলে জানা যাবে যে এই দুটো বিষয় শুধুমাত্র প্রধান স্থান দখল করে নেই, কিন্তু এই দুটো বিষয়ের অধীনে বাকি সমস্ত কিছুকে, এবং ফলস্বরূপ খ্রীষ্ট বিশ্বাসের সম্পূর্ণ নির্যাসকে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, ঈশ্বরকে কীভাবে আরাধনা করা হয়, তার তত্ত্বজ্ঞান; এবং দ্বিতীয়ত, সেই উৎস যেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়"।

ঈশ্বরের আরাধনা যা আমরা প্রকাশ্যে এবং দলগত ভাবে করে থাকি, সেটা বাকি জীবন থেকে পৃথক করা হয়েছে, ঠিক যেমন ভাবে বিশ্রামবারকে সপ্তাহের বাকি দিনগুলি থেকে আলাদা করা হয়েছে, এবং ঠিক যেভাবে প্রভুর ভোজকে অন্যান্য বাকি ভোজের থেকে পৃথক করা হয়েছে। যখন ঈশ্বরের লোকেরা আরাধনা করার জন্য একত্রিত হয়, তখন সেখানে সর্বদা একটি ক্ষুদ্র স্বর্গ তৈরি হয়। এটি আবাসতাঁবু এবং মন্দিরের দ্বারা চিত্রায়িত হয়েছে, এবং তার সাথে-সাথে নতুন নিয়মে সভাস্থ হওয়ার মধ্যে, যা আমরা ইব্রীয় ১২:২২-২৯ পদে দেখতে পাই। আমাদের মিশনের লক্ষ্য যদি লোকেদেরকে ঈশ্বরের আরাধনার সাক্ষাতে নিয়ে আসা হয়, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়ে স্পষ্টতা রাখতে হবে যে এই আরাধনার মধ্যে কী কী রয়েছে। যখন খ্রীষ্ট মহান কার্যভার দেওয়ার সময়ে বলেছেন, "আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও", এর মধ্যে আরাধনার গুরুত্বও রয়েছে। আবার, জন ক্যালভিন বলেছেন, "তিনি তাদের প্রেরিতদের এই শর্ত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে তারা যেন তাদের নিজস্ব আবিষ্কার সঙ্গে করে না আনে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তিনি যা আমাদেরকে সঁপেছেন, সেটাই যেন একজন থেকে আরেকজনের কাছে হস্তান্তরন করে"। সমগ্র বাইবেল একটি বিহ্বলকারী গুরুত্ব আরোপ করেছে যে কীভাবে আমাদের ঈশ্বরের কাছে আরাধনায় অগ্রসর হওয়া উচিৎ।

আগের বক্তৃতাগুলিতে আমরা শিখেছি যে আরাধনা সম্পর্কে বাইবেল ভিত্তিক ব্যবস্থা আমাদের শেখায় যে আমরা যেন

ঈশ্বরের আরাধনা শুধুমাত্র সেই ভাবে করি যেমন ভাবে তিনি আমাদের করতে বলেছেন। অন্য কোন মানব-আবিষ্কার যা পতিত মানুষের অসার কল্পনা থেকে উৎপত্তি হয়, এবং যা ঈশ্বর অনুমোদন করেন না, এবং তা যদি ঈশ্বরের আরাধনায় যুক্ত করা হয়, তাহলে সেটা হবে মূর্তিপূজা। তিনি যা কিছু করতে বলেছেন, সেইগুলিই করার অনুমতি রয়েছে, এবং তিনি যা কিছু শুরু করেননি তা নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৩২ পদে লেখা আছে, "আমি যে কোন বিষয় তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, তোমরা তাহাই যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে; তুমি তাহাতে আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহা হইতে কিছু হ্রাস করিবে না"। ওয়েস্টমিনিস্টার কনফেশন অফ ফেইথ অধ্যায় ২১ অনুচ্ছেদ ১ এই ভাবে বিষয়টির সারাংশ করে, "প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনা করার গ্রহণযোগ্য উপায় স্বয়ং তাঁর দ্বারাই দেওয়া হয়েছে, এবং তাই তাঁর নিজস্ব প্রকাশিত ইচ্ছা দ্বারা সীমিত, যাতে তাঁকে মানুষের কল্পনা অনুযায়ী, অথবা শয়তানের প্রস্তাব অনুযায়ী আরাধনা না করা হয়, অন্য কোন দৃশ্যমান প্রতিনিধির অধীনস্থ হয়ে, অথবা অন্য কোন উপায় দ্বারা নয় যা শাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি"। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, নতুন নিয়মে, যে প্রকারের আরাধনার উপায় যা ঈশ্বর অনুমোদন করেছেন তার মধ্যে রয়েছে শাস্ত্র পাঠ, ঈশ্বরের বাক্যের প্রচার, গীতসংহিতা গাওয়া, প্রার্থনা, বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করা, এবং এইগুলি হল আরাধনার সাধারণ উপাদান। সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে যে সুতোগুলি গিয়েছে সেইগুলিকে একসঙ্গে বোনা হয়েছে প্রকৃত ও নির্মল আরাধনার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়ার জন্য।

লক্ষ্য হল সমগ্র পৃথিবী থেকে লোকেদেরকে এমন এক উপায়ে ঈশ্বরের আরাধনার সান্নিধ্যে নিয়ে আসা যা তিনি তাঁর বাক্যে নিযুক্ত করেছেন। অপরিত্রাণপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে সর্বদা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে মূর্তিপূজা ও মিথ্যা আরাধনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার। বিধর্মীরা তাই আরাধনা করে যা তাদের সন্তুষ্ট করে ও যেভাবে তারা চাই সেইভাবে করে। প্রেরিত ১৭:২৯ পদে পৌল এথেন্সের লোকদের অনুযোগ করেছিলেন এই বলে, "অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে ক্ষোদিত স্বর্ণের কি রৌপ্যের কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে"। একই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে রোমীয় ১:২১-২৫ পদে।

আমাদের শাস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে, যা স্বয়ং পর্যাপ্ত আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে কীভাবে আমরা সর্বোত্তম উপায়ে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি। শাস্ত্র আমাদের শেখায় যে শুধুমাত্র খ্রীষ্টের কাছে, মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে, কর্তৃত্ব ও অধিকার রয়েছে আরাধনার উপাদানগুলিকে নিযুক্ত করার। ওয়েস্টমিনিস্টার কনফেশন অধ্যায় ২০ অনুচ্ছেদ ২ -এ লেখা আছে, "ঈশ্বর একাই আমাদের বিবেকের প্রভু, এবং এটিকে মানুষের মতবাদ ও আদেশ থেকে মুক্ত রেখেছেন, যা আরাধনা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে তাঁর বাক্যের বিপরীত"। মণ্ডলী আরাধনার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে না একটি পরাধীন, স্বয়ং-চালিত দেহ হিসেবে। খ্রীষ্ট যা আদেশ করেছেন আমাদের তার অধীনে বশীভূত হতে হবে। দ্বিতীয় আদেশটি এই নীতিটি স্থাপন করে, এবং ঈশ্বর ভয় আমাদেরকে পরিচালনা করে ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী, নিখুঁত ভাবে আমাদের আরাধনাকে আকার দেওয়ার ক্ষেত্রে।

এটিকে আমরা সমস্ত পুরাতন ও নতুন নিয়মে প্রদর্শিত হতে দেখেছি। প্রথম উদাহরণটি পাওয়া যায় কয়িন ও হেবলের কাহিনীতে, যা আমরা এই পাঠ্যক্রমের শুরু দিকে আলোচনা করেছি। লেবীয়পুস্তক ১০:১-৩ পদে, নাদব ও অবীহূ মারা গিয়েছিলেন এমন এক উপায়ে আরাধনা করার জন্য যা ঈশ্বর অনুমোদন করেননি। এমনকি রাজাদেরকেও এমন কাজ করার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল; ঊষীয় রাজা এবং যারোবিয়াম রাজার কথা ভাবুন। আর, ধার্মিক অধ্যক্ষরা এই নীতিটিকে বজায় রেখেছিলেন, উদাহরণস্বরূপ, হিষ্কিয়, যোশিয়, এবং নহিমিয়। মথি ৫:১৭-১৯ পদে, যীশু ১০ আজ্ঞা পালন করার উপর জোর দিয়েছেন। যখন তিনি মন্দির সংস্করণ করেছিলেন, তিনি তাঁর পবিত্র অহংকার প্রদর্শন করেছিলেন ঈশ্বরের ঘরের পবিত্রতাকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে। নতুন নিয়মের বাকি অংশ একই বিষয় শিক্ষা দেয়। ইব্রীয় ১২:২৮-২৯ পদগুলি বলে, "অতএব অকম্পনীয় রাজ্য পাইবার অধিকারী হওয়াতে, আইস, আমরা সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যদ্দ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা করিতে পারি। কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ"। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেখাতে পারি।

সুসমাচার মানুষকে তাদের স্বাভাবিক মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত করে এবং সত্যে ও আত্মায় ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য নিয়ে আসে, তাই বাইবেলে আরাধনার নির্মলতা সম্পর্কে ঈশ্বর যা বলেছেন, সেই বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে, পাছে আমরা মানুষদেরকে মূর্তিপূজার একটা ধরণ থেকে বের করে আরেকটি মূর্তিপূজার ধরনের মধ্যে নিয়ে আসি। ঈশ্বরের আরাধনা তাঁর মহিমার সাথে যুক্ত। ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে সমস্ত জাতিগণের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাজের মধ্যে পাওয়া উদ্ধারের সুখবর ঘোষণা করার একটি লক্ষ্য দিয়েছেন, যাতে যারা উদ্ধার পাচ্ছে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মহিমার সান্নিধ্যে আনন্দ করতে পারে ও তাঁকে সমস্ত প্রশংসা দেওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। তাই, আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে কীভাবে সমস্ত জাতিগণের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাওয়া হল সেই মাধ্যম যার দ্বারা আমরা পুরুষ ও মহিলা, বালক ও বালিকা, সকল জাতি থেকে, সকল ভাষার মানুষদের ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী জীবন্ত ও প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনায় নিয়ে আসতে পারি। এটি মণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে।

সুতরাং, সারাংশে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে আহ্বান করেছেন সকল জাতির কাছে, ভাষার মানুষদের কাছে, ও দেশের কাছে সুসমাচার ঘোষণা করতে, এবং এর দ্বারা খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া উদ্ধারের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন করতে এবং এর শক্তি দ্বারা জগতের মধ্যে থেকে লোকেদেরকে ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য নিয়ে আসতে। এই সমস্ত কিছুর অন্তিম পরিণতি কী হবে? আমাদের অন্তিম বক্তৃতায়, আমরা আবিষ্কার করবো যে ঈশ্বর কী প্রকাশ করেছেন শেষ দিন এবং তারও ঊর্ধ্বে ঘটনাগুলির বিষয়ে।

বক্তৃতা ৩০

মহিমা

লেকচারের বিষয়বস্তু:

ইতিহাসের সমাপ্তি, ঠিক এর শুরু মতই, খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের মহিমাকে দেখায়, যা আরও মহিমান্বিত হবে শেষ দিনে পূর্ণতার মধ্যে দিয়ে।

পাঠ্য অংশ:

"আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ। "আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ"। (প্রকাশিত বাক্য ২১:২২-২৩)।

বক্তৃতা ৩০ -এর অনুলিপি

আপনি হয়তো মহাকাশ থেকে স্যাটেলাইট দ্বারা নেওয়া পৃথিবীর ছবি দেখেছেন। এক দেখায়, আপনি মহাদেশ, দেশ, এবং মহাসমুদ্রগুলি দেখতে পাবেন। এই সমস্ত পাঠ্যক্রম জুড়ে, আমরা বাইবেলের ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে সামগ্রিক ভাবে এবং উদ্ধারের ইতিহাসের ল্যান্ডস্কেপের সীমাসূচক রেখা হিসেবে দেখেছি। এটি করার দ্বারা, ঈশ্বরের বৃহৎ কাহিনীর কয়েকটি বড় অংশগুলিকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি যে আমাদের সমগ্র বাইবেলের প্রয়োজন কারণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এটি খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানকে প্রকাশ করে এবং উদ্ধারের অপূর্ব পরিকল্পনাটির উদ্ঘাটন করে সমস্ত বাইবেলের ইতিহাস জুড়ে। খ্রীষ্ট শুধুমাত্র নতুন নিয়মে সীমাবদ্ধ নন। তা অনেক দূরে থাকুক। তাঁর মহিমা সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে প্রদর্শিত হয়েছে, এবং তিনি সমগ্র সময় জুড়ে, ঈশ্বরের একটি প্রজাবৃন্দের জন্য একটিমাত্র অনুগ্রহের চুক্তির মধ্যে দিয়ে পরিত্রাণের একটিমাত্র উপায় যোগান দিয়েছেন।

একটি প্রধান ধারাবাহিকতা রয়েছে যা সমগ্র বাইবেলের সবকটা অংশকে যুক্ত করে। শেষ দিনে কী ঘটবে? খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রকৃতি কী? ঈশ্বরের লোকেদের পরিত্রাণ ও অবিশ্বাসী লোকেদের বিচারের জন্য শারীরিক পুনরুত্থান কেন অপরিহার্য? শেষ বিচারে কী কী থাকবে, এবং এর পরিণতি কী কী হবে? এই সমস্ত কিছু খ্রীষ্টের মহিমার প্রকাশের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? বিশ্বাসীদের উদ্ধারের অন্তিম পরিণতিটি কী? কোন বিষয়টি নির্দিষ্ট ভাবে স্বর্গকে মহিমাময় করে তোলে? এই অন্তিম বক্তৃতায়, আমরা শেষ সময়টিকে এবং ইতিহাসের সমাপ্তিকে বিবেচনা করবো। এর অর্থ এই যে আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছি, পিছনে অতীতের দিকে না তাকিয়ে, যেমন আমরা এই পাঠ্যক্রমের অধিকাংশ সময়ে করেছি।

উদ্ধারের ইতিহাসের অন্তিম মহান ঘটনাগুলিকে আমরা বিবেচনা করবো, কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশিত বাক্যকে আমরা এখানে বিবেচনা করতে পারছি না। আপনার এটি লক্ষ্য করা উচিৎ যে প্রকাশিত বাক্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্বকে বোঝার জন্য। এটি পুরাতন ও নতুন নিয়মের অপরিহার্য যোগসূত্রগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে আসে এবং ঈশ্বরের চরিত্র ও মহিমা উপলব্ধি করার জন্য উল্লেখযোগ্য সত্যগুলি প্রদান করে। এটি সেখান থেকে শুরু হয় যেখানে দানিয়েল পুস্তক শেষ হয় এবং প্রেরিত যোহনের সময় থেকে শুরু করে শেষ সময় পর্যন্ত ইতিহাসকে যুক্ত করে।

আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবো। প্রথমত, শেষ দিন। একজন প্রানিক মানুষের কাছে সমস্ত প্রকারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও বুদ্ধিগত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। কিন্তু, বিশ্বাসীরা সেই বিষয়গুলি বাইবেলের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঈশ্বরদত্ত প্রকাশের মধ্যে দিয়ে দেখতে পায়, যা স্বাভাবিক ভাবে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বর একাই ভবিষ্যতকে নির্ধারণ করেছেন। তিনি একাই তা জানেন। ১ করিন্থীয় ২:৯-১০ পদে আমরা পড়ি, "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই। যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।" তাই, আমাদের সময়ের শেষে, এই যুগের অন্তিম পর্যায়ে এগিয়ে যেতে হবে। এই জগতে, আমরা দিনের পর দিনের পর দিনের পর

দীর্ঘ দিন অনুভব করে থাকি, কিন্তু বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে একটি শেষ সময় উপস্থিত হবে যার ঊর্ধ্বে আর কোন দিন বর্তমান পৃথিবীতে থাকবে না।

শেষ সময়ের কয়েকটি ঘটনাগুলির উপর আমরা আলোকপাত করবো। প্রথমত, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন। নতুন নিয়ম শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্টের প্রথম আগমনের পর তাঁর একটি দ্বিতীয় ও অন্তিম আগমন হবে। যীশু নিজে এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, উদাহরণস্বরূপ, যোহন ১৪:৩ পদে, "আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে থাক"। তাঁর স্বর্গারোহণের সময়ে, স্বর্গদূতেরাও এই সত্য সম্পর্কে শিষ্যদের নিশ্চিত করেছিল, প্রেরিত ১:১১, "আর তাঁহারা কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন"। এই বিষয়ে অনেকগুলি উল্লেখ রয়েছে পত্রগুলিতে, কিন্তু এটি ঘটবে যখন সকল জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়ে যাবে।, নতুন নিয়ম যা কিছু বলে তা অবশ্যই প্রথমে পূর্ণ হবে, যে বিষয়গুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করার সময় আমাদের কাছে নেই।

কিন্তু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে, সারাংশ হিসেবে কয়েকটি বিষয় আমরা শিখি। আমরা শিখি যে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ফিরে আসবেন, ঠিক যেমন আমরা একটু আগে প্রেরিত ১:১১ পদে পড়লাম। আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে তিনি শারীরিক ভাবে ফিরবেন: প্রকাশিত বাক্য ২২:২০, "যিনি এই সকল কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, আমি শীঘ্র আসিতেছি। আমেন; প্রভু যীশু, আইস"। আমরা লক্ষ্য করি যে তাঁর এই ফিরে আসা দৃশ্যমান একটি ঘটনা হবে। এই বিষয়টি আমরা অনেকগুলি শাস্ত্রাংশে লক্ষ্য করি, কিন্তু প্রকাশিত বাক্য ১:৭ পদে লেখা আছে, "দেখ, তিনি "মেঘ সহকারে আসিতেছেন," আর প্রত্যেক চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, এবং "যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাও দেখিবে;" আর পৃথিবীর "সমস্ত বংশ তাঁহার জন্য বিলাপ" করিবে। হাঁ, আমেন"। এটি একটি মহিমাময় ও বিজয়ী আগমন হবে: ১ থিষলনীকীয় ৪:১৬, "কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে"। কিন্তু, এটি তাঁর অন্তিম আগমন হবে। যখন খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন, তখন সেটা এই পৃথিবীর শেষ হবে। তিনি কোন তৃতীয়বার ফিরে আসবেন না যেখানে তাঁর ফিরে আসার মাঝে অন্যান্য ঘটনা ঘটবে, যেমনটি প্রি-মিলেনিয়ালিস্টরা শিখিয়ে থাকেন। না, উদাহরণস্বরূপ, আমরা বাইবেলে ১ করিন্থীয় ১৫:২২-২৪ পদে পড়ি, "কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন শ্রেণীতে; খ্রীষ্ট অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমনকালে। তৎপরে পরিণাম হইবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য এবং সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করিলে পর পিতা ঈশ্বরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিবেন"। খ্রীষ্ট দুটি মহান ঘটনা সঙ্গে করে আনবেন যা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সাথে-সাথে ঘটবে: মৃতদের পুনরুত্থান ও শেষ বিচার।

সুতরাং, এর পর আমরা পুনরুত্থান বিষয়টিকে বিবেচনা করবো। পুরাতন নিয়ম ভবিষ্যতে একটি শারীরিক পুনরুত্থান সম্পর্কে শেখায়, এবং খ্রীষ্ট সদ্দূকীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরোধিতা করার সময় এই বিষয়টির পক্ষে সম্মতি জানিয়েছিলেন। একইভাবে, নতুন নিয়মের পত্রগুলিতে অনেক উল্লেখ রয়েছে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় হল ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়। আমরা শিখেছি যে এটি হবে শারীরিক দেহের পুনরুত্থান। রোমীয় ৮:১১ পদ বলে, "আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন"। এর মধ্যে রয়েছে উভয় ধার্মিক ও অধার্মিকদের পুনরুত্থান, যেমন আমরা প্রেরিত ২৪:১৫ পদে পড়ি, "আর ইহারাও যেমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি ঈশ্বরে এই প্রত্যাশা করিতেছি যে, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক উভয় প্রকার লোকের পুনরুত্থান হইবে"। অধার্মিক ব্যক্তিরা বিচারের জন্য পুনরুত্থিত হবে এবং ধার্মিকরা মহিমান্বিত হওয়ার জন্য।

দেহের পুনরুত্থান খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের পরিত্রাণের জন্য একটি অপরিহার্য অংশ। খ্রীষ্ট এসেছিলেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য, তাই দেহের পুনরুত্থান ব্যাতিরেকে, তাদের পরিত্রাণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শর্টার ক্যাটেকিসিম প্রশ্ন ৩৮ বলে, "পুনরুত্থানের সময়ে, বিশ্বাসীদেরকে মহিমান্বিত করার সময়ে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি জানানো হবে এবং বিচারের দিনে নির্দোষ হিসেবে ঘোষিত ও নিখুঁত ভাবে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরকে উপভোগ করার জন্য"। ঠিক যেমন ভাবে প্রথম ফসল হিসেবে যীশু খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তেমন ভাবে যারা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত তাদেরকে মহিমায় উত্থিত করা হবে।

কিন্তু, এই ক্ষেত্রে, শেষ দিন বিচারের দিনও হবে। খ্রীষ্টের পুনরাগমন ও মানুষের পুনরুত্থানের ঠিক পরেই সকল মানুষের অন্তিম বিচার হবে। এটি খ্রীষ্টের মহিমান্বিত হওয়ার একটি অংশ। ফিলিপীয় ২:৯-১১ পদে পৌল বলেছেন, "এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে" যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন"।

উভয় পুরাতন নিয়মে, এবং নতুন নিয়মের অসংখ্য শাস্ত্রাংশে, এই প্রশান্ত ঘটনাটির ভবিষ্যদ্বাণী করা রয়েছে। আমরা শিখি যে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে খ্রীষ্ট বিচারক হবেন এবং সমস্ত মানুষকে তাঁর বিচার সিংহাসনের সামনে উপস্থিত করবেন।

২ তীমথিয় ৪:১ পদে পৌল লিখেছেন, "আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং যিনি জীবিত ও মৃতগণের বিচার করিবেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে, তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তি ও তাঁহার রাজ্যের দোহাই দিয়া, তোমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিতেছি;" আমরা শিখি যে সমস্ত মানবজাতি তাঁর বিচার সিংহাসনের সামনে উপস্থিত হবে: ২ করিন্থীয় ৫:১০, "কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য্য হউক, কি অসৎকার্য্য হউক, প্রত্যেক জন আপনার কৃত কার্য্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জ্জিত ফল পায়"। এই বিচারের পরিণতি স্পষ্ট ভাবে শাস্ত্রে জানানো হয়েছে। এই বিচার এক মহা বিচ্ছেদ আনবে, স্বর্গ ও নরকের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ আনবে। অবিশ্বাসীদেরকে আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তারা কোন প্রকারের আরাম পাবে না, এবং ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ ক্রোধের অধীনে অনন্তকাল ধরে দেহে ও প্রাণে যন্ত্রণা সহ্য করতে থাকবে।

বিশ্বাসীদের অন্তিম অবস্থান হবে ঈশ্বরের অনুগ্রহকারী উপস্থিতির সামনে, নতুন স্বর্গে ও নতুন পৃথিবীতে এবং অনন্ত জীবন উপভোগ করতে থাকবে। বিশ্বাসীদের জন্য, এই পৃথিবীতে সাপ্তাহিক বিশ্রামবার স্বর্গে একটি অনন্তকালীনবিশ্রামবারে পরিপূর্ণ হবে। ইব্রীয় ৪:৯ পদে আমরা পড়ি, "সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্ত বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে"। গ্রীক ভাষায় এই বিশ্রামকাল শব্দটি অন্যান্য পদে বিশ্রাম শব্দটি থেকে আলাদা। এর আক্ষরিক অর্থ হল বিশ্রামকাল পালন করা। "সুতরাং... বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে", "ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্তে"। এটি অনুগ্রহের চুক্তির পূর্ণতা নিয়ে আসবে।

সমগ্র বাইবেল জুড়ে যে চুক্তিবদ্ধ প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিকে প্রকাশিত বাক্য ২১:২-৩ পদে লক্ষ্য করুন, "আর আমি দেখিলাম, "পবিত্র নগরী, নূতন যিরূশালেম," স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছে; সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন"। এটি আমাদেরকে পরবর্তী বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়, অনন্তকালীন মহিমা যা বিশ্বাসীদের অধিকার হবে, এবং আমরা আরও কিছুটা সময় এই নির্দিষ্ট বিষয়টির উপর ব্যয় করবো।

আমরা আমাদের ধ্যান সেই অনন্তকালীন মহিমার দিকে দেবো যা স্বর্গে বিশ্বাসীদের জন্য অপেক্ষা করছে। এটি কী হতে পারে? আমাদের এই প্রজন্মে অনেকে স্বর্গকে একটি মনোরম খেলার প্রাঙ্গণ বলে মনে করে যেখানে তারা এই পৃথিবীর বিনোদনগুলিই সর্বোত্তম মাত্রায় উপভোগ করবে, কিন্তু এই চিন্তাভাবনাটি অত্যন্ত তুচ্ছ। খ্রীষ্ট লোকেদেরকে এই কারণে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য মারা যাননি যেন তারা এই পৃথিবীর বিষয়গুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকে। মানুষের পরিত্রাণ ঈশ্বরকে ও তাঁর মহিমাকে কেন্দ্র করে। খ্রীষ্টের শত্রুর অন্তিম বিনাশ এবং তাঁর উদ্ধারপ্রাপ্ত ভার্যাকে গ্রহণ করা হল সেই অনন্তকালীন আনন্দ ও খ্রীষ্টের পুরষ্কার, যে পুরষ্কারে তাঁর ভার্যা, অর্থাৎ মণ্ডলী ভাগীদার হবে।

স্বর্গের মহিমা হল ঈশ্বরকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া, যেটাকে ঈশ্বরতত্ত্ববীদেরা ঈশ্বরের একটি ধন্য অথবা অত্যন্ত সুন্দর দৃশ্য বলে বর্ণনা করে। এই বিষয়ে গীতসংহিতা ১৭:১৫ পদে জ্ঞান গাই, "আমি ত ধার্ম্মিকতায় তোমার মুখ দর্শন করিব, জাগিয়া তোমার মূর্ত্তিতে তৃপ্ত হইব"। পতনের সময়ে, মানুষকে এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, ঈশ্বরের অনুগ্রহকারী উপস্থিতির সামনে থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, যিনি হলেন সেই দ্বার, বিশ্বাসীদের আরও একবার সেই মহিমায় প্রবেশ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যোহন ১৭:২৪ পদে খ্রীষ্টের এই প্রার্থনা পূর্ণ হবে। যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, "পিতঃ, আমার ইচ্ছা এই, আমি যেখানে থাকি, তুমি আমায় যাহাদিগকে দিয়াছ, তাহারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যেন তাহারা আমার সেই মহিমা দেখিতে পায়, যাহা তুমি আমাকে দিয়াছ, কেননা জগৎ পত্তনের পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছিলে"। এই পৃথিবীতে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা সরাসরি ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পায় না, বরং তারা একটি দর্পণের মধ্যে দিয়ে দেখতে পায়। তারা বিশ্বাসে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পায়, কিন্তু স্বর্গে তারা তাঁকে সরাসরি দেখতে পাবে, সামনাসামনি, আর বিশ্বাস দ্বারা নয়, কিন্তু দৃশ্য দ্বারা দেখবে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন ইংলিশ ঈশ্বরতত্ত্ববীদ, থমাস ম্যানটন বলেছেন, "আমরা স্বর্গে যাবো মেষশাবকের মুখের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব শিখতে"। পুরাতন নিয়মে, এমনকি ইয়োব খ্রীষ্টকে চোখের সামনে দেখার কথা বলেছেন, ইয়োব ১৯:২৫-২৭, "কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্ত্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। আর আমার চর্ম্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর, তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দেখিব। আমি তাঁহাকে আপনার সপক্ষ দেখিব, আমারই চক্ষু দেখিবে, অন্যে নয়। বক্ষোমধ্যে আমার হৃদয় ক্ষীণ হইতেছে"। ঈশ্বরের মহিমা স্বর্গের সম্পূর্ণ স্থানটিকে পূর্ণ করবে। প্রকাশিত বাক্য ২১:২২-২৩ পদ বলে, "আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ। "আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ"। এর ফলস্বরূপ হবে স্বয়ং ঈশ্বরকে পরিধান করার একটি নির্মল আনন্দ ও সর্বোত্তম সন্তুষ্টি। অর্থাৎ, উভয়েই তাঁর শত্রুদের বিনাশে এবং তাঁর লোকেদের উদ্ধারের মধ্যে দিয়ে। প্রকাশিত বাক্য ১৯ অধ্যায়ে, ১ থেকে ৭ পদের মধ্যে এই বিষয়ে আমরা পড়ি, এবং কয়েকটি পদ আমি এখানে উক্ত করবো।

লেখা আছে, "এই সকলের পরে আমি যেন স্বর্গস্থিত বৃহৎ লোকারণ্যের মহারব শুনিলাম, তাহারা বলিতেছে—হাল্লিলূয়া, পরিত্রাণ ও প্রতাপ ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই; কেননা তাঁহার বিচারাজ্ঞা সকল সত্য ও ন্যায্য; কারণ যে মহাবেশ্যা আপন বেশ্যাক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করিত, তিনি তাহার বিচার করিয়াছেন," একটু পর, লেখা আছে, "পরে সেই সিংহাসন হইতে

এই বাণী নির্গত হইল, হে ঈশ্বরের দাসগণ, তোমরা যাহারা তাঁহাকে ভয় কর, তোমরা ক্ষুদ্র কি মহান্ সকলে আমাদের ঈশ্বরের স্তবগান কর। পরে আমি বৃহৎ লোকারণ্যের রব ও বহুজলের কল্লোল ও প্রবল মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এই বাণী শুনিলাম, হাল্লিলূয়া, কেননা আমাদের ঈশ্বর প্রভু, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। আইস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি, এবং তাঁহাকে গৌরব প্রদান করি"। বাস্তব এটি যে কোন সৃষ্ট বস্তু অথবা বিষয় আমাদের প্রাণকে প্রকৃত ভাবে পূর্ণ করতে পারবে না অথবা চূড়ান্ত সন্তুষ্টি দিতে পারবে না, এবং শিশুরা এই বিষয়টি বোঝে। হয়তো তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে একটি খেলনা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে, এবং তারা সেই বিষয় নিয়ে কথা বলে, এবং সেটা নিয়ে স্বপ্ন দেখে। একদিন আসে, তারা সেই খেলনাটি পেয়ে যায়, এবং তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। প্রথম দিন, তারা ভীষণ মজা করে। পরের দিন হয়তো একই প্রকারের আনন্দ চলবে। তারপর, দিনের পর দিন যখন সে খেলানটি নিয়ে খেলতে থাকে, সেই আনন্দ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়; এবং পরের সপ্তাহে সেই খেলনাটিকে বাকি খেলনাগুলির সাথে পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়, এবং সেই খেলনাটি আর সেই প্রকারের আনন্দ দিতে পারে না। শিশুদের ক্ষেত্রে যা সত্য সেটা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রেও সত্য।

আমরা দেখি যে কোন সৃষ্ট বস্তুই সেই পরম সন্তুষ্টি আনতে পারে না যদি সেই পরম সন্তুষ্টিই হল সেই বিষয় যা আমরা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু, গীতসংহিতা ১৬:১১ পদে এই গীত গাইতে পারি, "তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবে, তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, তোমার দক্ষিণ হস্তে নিত্য সুখভোগ"। এটি আমেরিকার ঈশ্বরতত্ত্ববীদ, জনাথান এডওয়ার্ডস কে এই উক্তিটি করতে বাধ্য করেছিল, "ঈশ্বরের সেই সুন্দর দৃশ্য হল আনন্দের চূড়া"। বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের দৃশ্য যদি এতটাই মহান হয়, তাহলে তাঁর প্রকৃত দৃশ্য কেমন হবে? তাঁর সেই দৃশ্য কেমন দেখতে লাগবে? আমার সাথে একটু চিন্তাভাবনা করুন। ঈশ্বর অসীম, কিন্তু মানুষ সীমিত। আমরা অত্যন্ত সীমিত। এর অর্থ একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরের সম্বন্ধে জেনে কখনই শেষ করতে পারবে না। সীমিত কখনই অসীমকে ধারণ করতে পারে না। এর অর্থ ঈশ্বরের প্রত্যেকটি নতুন দৃশ্য প্রকৃতপক্ষে নতুন ও সতেজ হবে। আমরা ইতিমধ্যে যা দেখেছি, শুনেছি ও জেনেছি, সেইগুলিই পুনরাবৃত্তি হবে না, বরং, ঈশ্বরের মহিমা ধীরে-ধীরে প্রকাশ পাবে। অনন্তকাল ধরে বিশ্বাসীদের ক্ষমতা বাড়তে থাকবে যত তারা ঈশ্বরের প্রকাশ পেতে থাকবে, এবং এটি চলতে থাকবে। সুতরাং, পৌল ফিলিপীয় বিশ্বাসীদের বলেছেন যে এই পৃথিবী ছেড়ে প্রস্থান করে খ্রীষ্টের সাথে বাস করা অনেক বেশি ভালো। সত্যি, এতে কোন সন্দেহ নেই!

এই জীবনে, আনন্দ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের ভিতরে প্রবেশ করে, তাই একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর মধ্যে আনন্দ থাকে। কিন্তু স্বর্গে, তারা আনন্দে প্রবেশ করবে। এই দুটি চিত্রের মধ্যে পার্থক্যটি লক্ষ্য করুন: আপনি এক গ্লাস জল নিলেন, নিজের মুখে সেই জল ঢাললেন, আপনার মুখ দিয়ে জল ভিতরে প্রবেশ করলো; এবং অপর দিকে, কল্পনা করুন আপনি মুখ বড় করে খুলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এখন আপনি জলের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এই ভাবেই ঈশ্বর বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে শেষ দিনে তিনি তাঁর লোকেদের এই কথাটি বলবেন, "তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও"। প্রকৃত আনন্দ হল স্বয়ং ঈশ্বরকে উপভোগ করা। এই সমস্ত কিছু সময়ের অনেক আগেই বিশ্বাসীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। আপনি যখন কোন একটা যাত্রায় যান, আপনার গন্তব্যস্থান নির্ধারণ করে যে আপনি কোন দিকে ঘুরবেন যখন আপনি বাড়ি থেকে বেরবেন, বাম দিক অথবা ডান দিক; এবং এটি প্রত্যেকটি মোড়ে নির্ধারণ করবে যে আপনি কোন দিকে যাবেন। আমি কি সোজা যাবো? আমি কি ডান দিকে যাবো? আমি কি বাম দিকে যাবো? যাত্রাপথের অন্তিম লক্ষ্যটি জানা আমাদের বর্তমানের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে।

ঈশ্বরের বর্তমান উদ্ধারের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এটি সত্য। ১ যোহন ৩:২-৩ পদে আমরা পড়ি, "প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান; এবং কি হইব, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব। আর তাঁহার উপরে এই প্রত্যাশা যে কাহারও আছে, সে আপনাকে বিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি বিশুদ্ধ"। বিশ্বাসীদের গন্তব্যস্থান তাদের প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত ও পছন্দগুলিকে প্রভাবিত করে। মোশি বিষয়টি বুঝেছিলেন। ইব্রীয় ১১:২৪-২৬ পদে আমরা পড়ি, "বিশ্বাসে মোশি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর ফরৌণের কন্যার পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইতে অস্বীকার করিলেন; তিনি পাপজাত ক্ষণিক সুখভোগ অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের সঙ্গে দুঃখভোগ মনোনীত করিলেন;" কেন?, "তিনি মিসরের সমস্ত ধন অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুর্নাম মহাধন জ্ঞান করিলেন, কেননা, তিনি পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন"। বিশ্বাসীদের বর্তমানের যাত্রা "বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি" উপর লক্ষ্য কেন্দ্রিত করে (ইব্রীয় ১২:২)।

কলসীয় ৩:২ পদে পৌল বলেছেন, "ঊর্দ্ধস্থ বিষয় ভাব, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না"। ঠিক যেমন ভাবে মোশির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যখন তিনি আবাসতাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতেন, একইভাবে যখন প্রেরিত ৭ অধ্যায়ে স্তিফান স্বর্গে নিত খ্রীষ্টের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, আশেপাশের লোকেরা বলেছিল যে তার মুখ স্বর্গদূতের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। অবশ্যই, ঈশ্বর হলেন সৌন্দর্য। এমন নয় যে তাঁর মধ্যে সৌন্দর্য রয়েছে। তিনিই হলেন সৌন্দর্যের উৎস ও সংজ্ঞা। বিশ্বাসীরা তাঁর দিকে তাকিয়ে সুন্দর ভাবে রূপান্তরিত হয়। ২ করিন্থীয় ৩:১৮ পদে আগেই আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। তিনি শাস্ত্রের মধ্যে যে প্রকাশ দেন, সেই প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁকে দেখি।

স্বর্গের এই তত্ত্বজ্ঞান কষ্টভোগ সম্পর্কে বিশ্বাসীদের দৃষ্টিকোণকে পরিবর্তন করে। রোমীয় ৮:১৮ পদ বলে, "কারণ আমার মীমাংসা এই, আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত হইবে, তাহার সঙ্গে এই বর্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য

নয়"। আরেক কথায়, যে মহিমা আসতে চলেছে সেটা এতটাই অনুপাতহীন যে এই পৃথিবীর কষ্টভোগগুলি ম্লান হয়ে পড়বে। বিশ্বাসীদের সমস্ত কষ্টভোগের একটি সমাপ্তির দিন রয়েছে। এই কষ্টভোগ চিরকালের জন্য নয়। একজন পিউরিটান বলেছেন, "যে মুকুট লাভ করার জন্য দৌড়ায় সে একটি বর্ষার দিনের দ্বারা চিন্তিত হবে না"। ২ করিন্থীয় ৪:১৭-১৮ পদে পৌলের কথাগুলি চিন্তা করুন, "বস্তুতঃ আপাততঃ আমাদের যে লঘুতর ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা উত্তর উত্তর অনুপমরূপে আমাদের জন্য অনন্তকালস্থায়ী গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে; আমরা ত দৃশ্য বস্তু লক্ষ্য না করিয়া অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করিতেছি; কারণ যাহা যাহা দৃশ্য, তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা যাহা অদৃশ্য, তাহা অনন্তকালস্থায়ী"। খ্রীষ্টিয় জীবন একটি যাত্রা যা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এটি বিশ্বাস দ্বারা শুরু হয় এবং দৃশ্য দ্বারা শেষ হয়, কিন্তু এই দুটোই একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর সামনে ঈশ্বরের দৃশ্যকে রাখে। বিশ্বাসীদেরকে পূর্বেই নিরূপিত করা হয়েছে এই মহিমা দেখার জন্য। আমরা দেখেছি যে সমস্ত বাইবেলের ইতিহাস, আদিপুস্তক থেকে শুরু করে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে ঈশ্বরের মহিমাকে দর্শায়, তাঁর লোকেদের জন্য একটি বৃহৎ উদ্ধারের পরিকল্পনার মাধ্যমে।

আমাদের প্রথম ভূমিকামূলক বক্তৃতায়, ১ রাজাবলি ১০ অধ্যায় আমরা রাজা শলোমন ও শিবা রাণীর মাঝে সাক্ষাৎকারটিকে বিবেচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে কীভাবে শাস্ত্র শলোমন ও তার রাজ্যকে খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্যের সাথে সম্পর্কস্থাপন করে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই অন্তিম বক্তৃতায়, এই বিনিময়ের আরও বেশি গুরুত্ব। আপনি মনে করতে পারবেন যে যখন রাণী শিবা শলোমনের মহিমা, তাঁর রাজ্য, তাঁর দাসদের, তাঁর সম্পত্তি, এবং সদাপ্রভুর গৃহ দেখেছিলেন, তখন, বাইবেল বলে, তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি আপন দেশে থাকিয়া আপনার বাক্য ও জ্ঞানের বিষয় যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া স্বচক্ষে না দেখিলাম, তাবৎ সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই; আর দেখুন, অর্দ্ধেকও আমাকে বলা হয় নাই;" বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। যখন একজন বিশ্বাসী মহিমায় প্রবেশ করবে ঈশ্বরের পুত্রকে সামনাসামনি দেখার জন্য, যিনি শলোমনের চেয়েও মহান, সেই সময়ের বিষয়ে বাইবেল আমাদেরকে এই কথাটি বলতে বাধ্য করে, "এটি তোমাকে বিহ্বল করে তুলবে"।, যদিও আপনি নিষ্ঠার সাথে বাইবেল পড়েছেন এবং অসংখ্য বার্তা প্রচারিত হতে শুনেছেন ও এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে গভীরে অধ্যয়ন করেছেন, তবুও আপনি এই মীমাংসায় আসতে বাধ্য হবেন, "এর অর্ধেকও আমাকে জানানো হয়নি"। এটি আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং আমাদের সমস্ত চাহিদাগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত করবে।

সারাংশে, বাইবেল ভিত্তিক ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তিম বক্তৃতার শেষে এসে পড়েছি, কিন্তু এটি আপনার যাত্রার শুরু মাত্র। আমরা উদ্ধারের ইতিহাসকে আবিষ্কার করেছি এবং প্রধান বিষয়বস্তুগুলির সামান্য মাত্র অংশ আমরা আলোকপাত করেছি। এই পাঠ্যক্রমের শুরুতেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছিল, লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত ও গভীরে অধ্যয়ন করার জন্য আপনাকে মৌলিক উপাদানগুলি প্রদান করা। এই বক্তৃতাগুলি দরজা মাত্র, গন্তব্য নয়। আপনি যেন অবশ্যই এই সরঞ্জামগুলি সঙ্গে নিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যায়নে লেগে থাকেন। আরও অনেক কিছু আছে দেখার ও শোনার, এবং এই বিষয়গুলি অত্যন্ত আনন্দদায়ক। ঈশ্বর আপনার সময়কে ও শক্তিকে প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করুক যখন আপনি শাস্ত্রের অধ্যয়ন অনবরত করতে থাকেন। যারা এই বক্তৃতা শুনবেন, তারা তাদের জন্য আমার প্রার্থনা সুনিশ্চিত করতে পারেন। যদিও এই পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য আমার নেই, তবুও আমার প্রার্থনা এই যে আমরা সকলেই সেই সিংহাসনের সামনে আসবো ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রকাশের মহিমা উপভোগ করার জন্য, আর বিশ্বাস দ্বারা নয় কিন্তু দৃশ্য দ্বারা। এই বক্তৃতায় আপনি যা কিছু শুনেছেন, সর্বোত্তম বিষয়টি আসা এখনও বাকি রয়েছে।